১৩৪০ ত্রিং সনের ত্রিপুরা রাজ্যের

সেন্সাস বিবরণী।



ঠাকুর শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম্, এ, (হার্ভার্ড),
সেন্সাস অফিসার, সিনিয়ার নায়েব দেওয়ান।

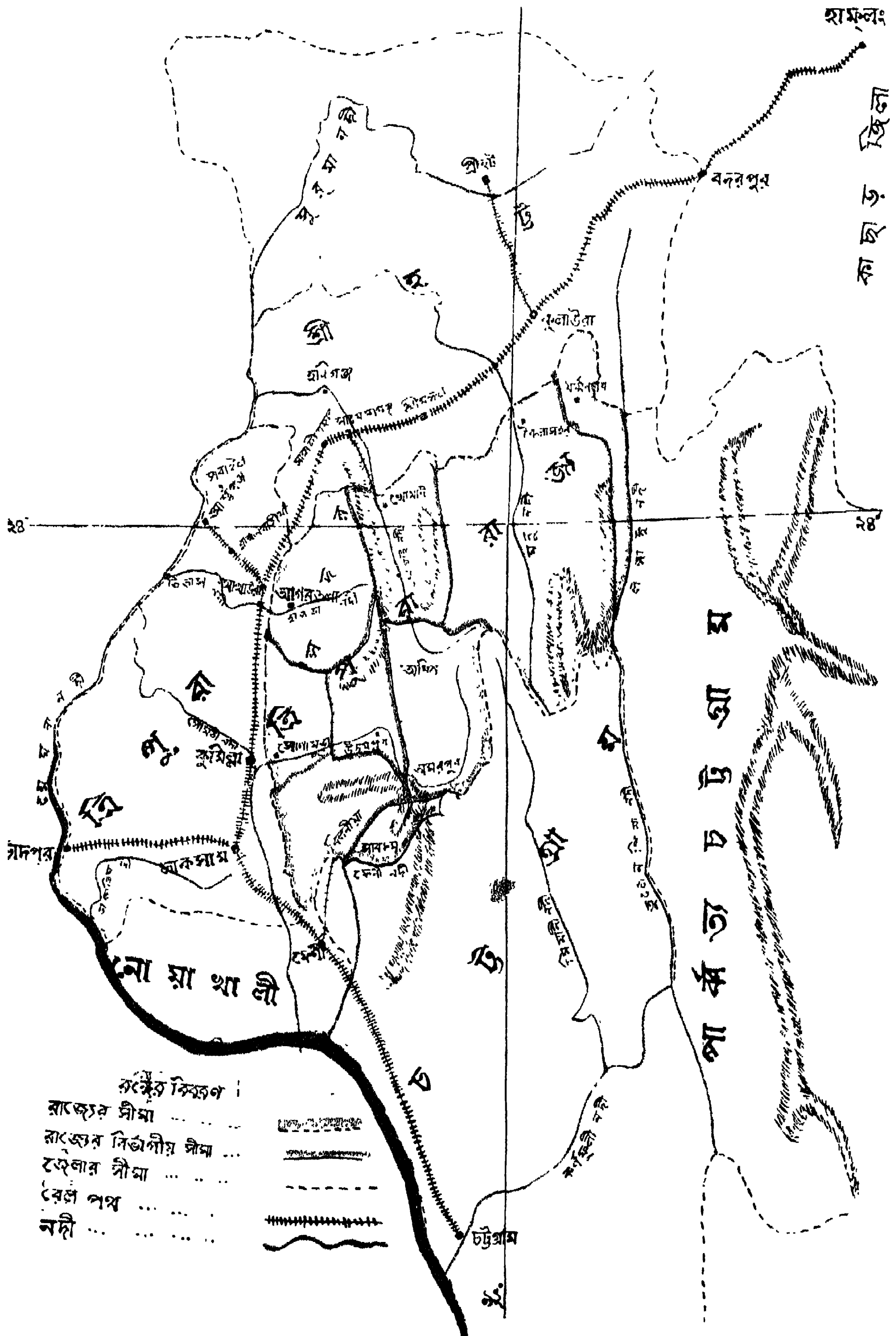
সেন্সাস আফিস হইতে প্রকাশিত।

ত্রিপুরা ষ্টেট্ প্রেস—শ্রীযুগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৪৩ ত্রিপুরাব্দ।

ত্রিপুরা রাজ্য এবং চতুঃপার্শ্বস্থ জিলাসমূহের মানচিত্র।

স্কেল ১" = ২৪ মাইল ॥



সূচী

ইম্পিরিয়াল ও প্রভিন্সিয়াল টেবল সমূহ।

ভূমিকা।

সেন্সাসের ইতিবৃত্ত।

বর্ত্তমান জগতের সকল সভ্য দেশেই কোনও নির্দ্ধারিত কাল ব্যবধানে একবার লোক গণনা করা হইয়া থাকে। এই লোক গণনাই অধুনা সেন্সাস নামে অভিহিত হইয়াছে। আধুনিক সেন্সাস শব্দটীর আভিধানিক অর্থ লোক গণনা বুঝাইলেও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রোমক গণতন্ত্রে এই শব্দটীর অর্থ আরো ব্যাপক ছিল। রোমক গণতন্ত্রে "সেন্সার" নামক একজন খুব উচ্চ পদস্থ এবং বিশেষ প্রতিপত্তিশালী কর্ম্মচারী রাজ্যের অধিবাসীগণের অবস্থা, সংখ্যা এবং আয় ব্যয়াদি সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী নিরূপণ করিতেন এবং তাঁহার করণীয় কার্য্যসমূহ সেন্সাস নামে অভিহিত হইত। লোক গণনা ও তাঁহার কার্য্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বর্ত্তমানে সেন্সাস শব্দটী লোক গণনার অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

রোমক গণতন্ত্রে প্রতি পঞ্চম বর্ষে লোক গণনা ও তৎসহিত প্রত্যেক প্রজার সম্পত্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইত। অধিকৃত সম্পত্তির উপর প্রজাদের দেয় কর ধার্য্য করা হইত। রাজস্ব নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর উদ্দেশ্যে তৎকালে সেন্সাস গৃহীত হইত না।

য়ুরোপে সেন্সাস।

য়ুরোপীয় মধ্য যুগে সেন্সাস গ্রহণ করার প্রথা বিদ্যমান ছিল না বলিয়া ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়। রোমক গণতন্ত্রে সেন্সাস গ্রহণ প্রথা উদ্ভাবিত হওয়ার পর, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে সর্ব্ব প্রথম সুইডেন রাজ্যে সেন্সাস গৃহীত হয় এবং ক্রমশঃ এই প্রথা সমগ্র য়ুরোপে প্রবর্ত্তিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালাবধি ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উন্নত উপায়ে সেন্সাস গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতে সেন্সাস।

প্রাচীন ভারতে খৃষ্ট জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে মৌর্য্য বংশ প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ ও লোক গণনার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য শাসন প্রণালী যে কত উন্নত ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায়। তৎকালে শাসন কার্য্য সুপরিচালনার নিমিত্ত সেন্সাস গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইত। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Vincent Smith মহোদয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের

রাজত্ব কালে জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধীয় বিবরণাদি রক্ষা করা সম্পর্কে তৎপ্রণীত The Early History of India নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

"The third Board was responsible for the systematic registration of births and deaths and we are expressly informed that the system of registration was enforced for information of the Government as well as for facility in levying the taxes. The taxation referred to probably was a polltax at the rate of so much a head annually. Nothing in the legislation of Chandra Gupta is so much astonishing to the observer familiar with the lax method of ordinary oriental Governments than this registration of births and deaths. The spontaneous adoption of such a measure by an Indian Native State in modern times is unheard of, and it is impossible to imagine an old fashioned Raja feeling anxious that births and deaths among both high and low might not be concealed. Even the Anglo-Indian administration with its complex organisation and European notions of the value of statistical information, did not attempt the collection of vital statistics until very recent times, and always has experienced great difficulty in securing reasonable accuracy in figures.

তৎকালে সেন্সাস সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, তাহাও উক্ত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

"The Greek observations on the subject of vital statistics are illustrated by the regulations which require Nagaraka or town prefect to register every arrival in or departure from his jurisdiction. He was also bound to keep up a census statement giving in detail for each inhabitant the sex, caste, name, family name, occupation, income, expenditure and possessions in cattle.

Breaches of the fiscal regulations were punishable usually by fine or confiscation, but the penalty for wilful false statement was the same as for theft, presumably mutilations.

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে লোক-গণনা করিবার নিয়মাদি যে কিরূপ উন্নত ও কঠোর ছিল এবং সংগৃহীত তথ্যাবলী যে কত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান ছিল, তাহা উপরোক্ত বিবরণ দুইটী পাঠ করিলে সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়।

ভারতে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজত্ব কাল ব্যতীত পরবর্ত্তী মুসলমান রাজত্ব-কালেও যে লোক গণনার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল তাহা একমাত্র "আদম সুমারী" শব্দটীর দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

ভারতীয় ইম্পিরিয়াল সেন্সাস।

ইংরাজ রাজত্ব কালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে ভারতে নানা সময়ে নানা স্থানে সেন্সাস গ্রহণ করিবার অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু ঐ প্রচেষ্টা সমূহ সফল

হয় নাই। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম ব্যাপকভাবে সমগ্র বৃটীশ ভারতে সেন্সাস গৃহীত হয় এবং ইহাই প্রথম ইম্পিরিয়াল সেন্সাস নামে অভিহিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ বৎসর পর ১৮৮১ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বার সেন্সাস গৃহীত হয়। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে সেই সেন্সাসের ফলাফল প্রথমবার অপেক্ষা বিশুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮৮১ খৃস্টাব্দের পর হইতে প্রতি দশ বৎসরান্তে একবার সমগ্র ভারতে সেন্সাস গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই হিসাবে বর্ত্তমান সেন্সাস সপ্তম ইম্পিরিয়াল সেন্সাস বলিয়া অভিহিত।

ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্সাস।

১৯০১ খৃস্টাব্দে ভারত সরকার দেশীয় রাজন্যবর্গকেও স্বীয় স্বীয় রাজ্যে সেন্সাস গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করায়, এ রাজ্যে সর্ব্ব প্রথম ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অথবা ১৩১০ ত্রিং সনে বিস্তৃতরূপে ও ব্যাপকভাগে সেন্সাস গ্রহণ করার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও ১৮৭২ খৃঃ অঃ হইতে এরাজ্যের মোটামুটি জন সংখ্যা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাপকভাবে সেন্সাস গ্রহণ না করার ফলে বৃটীশ ভারতে তৎকালে যে সকল তথ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল সেগুলি এ রাজ্যে সংগৃহীত হয় নাই। অধিকন্তু বর্ত্তমান পদ্ধতিতে সেন্সাস গ্রহণ না করায় তৎকালীন গণনাসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বহু সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসই এ রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম সেন্সাস বলিয়া গ্রহণ করা বিধেয়। এ রাজ্যের ন্যায় পথ ঘাট বিহীন পর্ব্বত সঙ্কুল দুর্গম স্থানে বর্ত্তমান সময়েও বিশুদ্ধরূপে সেন্সাস কার্য্য পরিচালন করা কষ্টকর ও ব্যয় সাধ্য। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনের পর ১৩২০ত্রিং, ১৩৩০ ত্রিং এবং ১৩৪০ ত্রিং সনে এ রাজ্যে যথা নিয়মে সেন্সাস গৃহীত হইয়াছে। প্রজা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং রাজ্যের অভ্যন্তর প্রদেশে গমনাগমনের রাস্তা প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায়, সেন্সাসের ফলাফলও উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতেছে।

সেন্সাসের প্রয়োজনীয়তা।

জন সাধারণের ধারণা এই যে, সেন্সাসের ফলে রাজ্যের মোট জন সংখ্যা মাত্র অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সেন্সাস গ্রহণ কালে যে সমুদয় বিবরণ সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা জন সংখ্যা ব্যতিরেকেও বহু জ্ঞাতব্য, প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রদ বিষয়াদি অবগত হওয়া যায়। সেন্সাসের ফলে রাজ্যের প্রজাবর্গের ধর্ম্ম, শিক্ষা, ভাষা, বয়স, জাতি, জন্মস্থান, পেশা, কৃষি, বাণিজ্য, সামাজিক জীবন, আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা এবং আচার ব্যবহারাদি সম্পর্কীয় বিবরণাদি জ্ঞাত হওয়া যায়। রাজ্য শাসনের সহায়তা কল্পে সেন্সাস গ্রহণ করা আধুনিক জগতে

অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেন্সাসের ফলে রাজ্যের কোন অংশে প্রজার বসতি ঘন, কোন্ অংশে বিরল, কোন অংশে প্রজার সংখ্যোপযোগী প্রচুর চাষ যোগ্য ভূমি আছে, রাজ্যের কোন অংশ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব হেতু মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা অধিক, প্রজাবর্গের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি শিক্ষায় অগ্রসর, কোন্ কোন্ জাতি অনুন্নত, কাহার কি পেশা, রাজ্য মধ্যে কৃষি, বাণিজ্য কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে, প্রজা সাধারণের সামাজিক জীবনযাপন সম্পর্কে কিরূপ হিতকর ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করা সঙ্গত ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অবগত হইয়া যথোপযুক্ত প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইয়া থাকে। মোটের উপর সেন্সাস গ্রহণ কালে আজ কাল যে সমুদয় বিবরণ সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা সেই দেশের অধিবাসীদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, সামাজিক নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় একটী আধুনিক ইতিহাস সঙ্কলন করা যাইতে পারে।

১৩৪০ ত্রিং সনের সেন্সাস।

বর্ত্তমান সেন্সাস ১৪ই ফাল্গুন ১৩৪০ ত্রিং তারিখে (২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ) গৃহীত হয়। যদিও এ রাজ্যের জনসাধারণের অধিকাংশই অশিক্ষিত, তথাপিও পূর্ব্বে আরো কয়েকবার সেন্সাস গৃহীত হওয়ায় এসম্বন্ধে প্রজাদের মনে কোন ভীতি বা সন্দেহ উদ্রিক্ত হয় নাই। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এরাজ্যের প্রজা সাধারণের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আন্দোলন বা বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায়, সেন্সাস কার্য্য সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। পার্ব্বত্য পল্লীসমূহে সেন্সাস কার্য্যের ফলের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পার্ব্বত্য জাতিসমূহের মিছিপগণকে (প্রধান প্রতিনিধি) নানা স্থানে নিয়োজিত করা হয়। সেন্সাস যাহাতে নিব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণও যত্নবান হইয়া প্রজা সাধারণকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। মোটের উপর বর্ত্তমান সেন্সাস যাহাতে নিরুপদ্রবে গৃহীত হইতে পারে এবং ইহার ফলাফল যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, তৎপ্রতি রাজকর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাসাধারণ এক যোগে যথা সাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

এলাকা ও কার্য্য বিভাগ।

সেন্সাস উপলক্ষে রাজ্যের ৯টী শাসন বিভাগ যথা—সদর, কৈলাসহর, খোয়াই, ধর্ম্মনগর, উদয়পুর, সোণামুড়া, অমরপুর, বিলনীয়া এবং সাবরুমকে ৯টী কেন্দ্রে (Centre) এবং আগরতলা মিউনিসিপালিটীকে একটী পৃথক কেন্দ্রে অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যকে ১০টী কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। আগরতলা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান আগরতলা কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন বিভাগগুলির ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক মহোদয়গণ আপন আপন বিভাগের সেণ্টার অফিসার স্বরূপে সেন্সাস কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তহশীল

কাছারীর এলেকানুযায়ী কেন্দ্রগুলিকে পুনরায় চার্জ্জে বিভক্ত করা হয় এবং তহশীল কাছারীর নায়েবগণই সাধারণতঃ চার্জ্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বরূপে কার্য্য পরিচালনা করেন। চার্জ্জগুলিকে আয়তনানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্কেলে বিভক্ত করিয়া উহার কার্য্য তত্ত্বাবধান করার জন্য এক একটী সার্কেল সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ উর্দ্ধকল্পে ৫০টী খানা অর্থাৎ বাড়ী নিয়া একটী ব্লক গঠন করিয়া সার্কেল-গুলিকে আবার উপযুক্ত সংখ্যক ব্লক অথবা চকে বিভক্ত করা হয়। সাধারণতঃ প্রতি চকের লোক সংখ্যা গণনা করার জন্য একজন গণনাকারী নিযুক্ত করা হয়। স্থান বিশেষে একজন গণনাকারীর উপর একাধিক চকের গণনা কার্য্যভারও অর্পিত হইয়াছিল। স্থানীয় দুর্গমিতা বিবেচনায় অথবা কার্য্যের সুবিধার জন্য পার্ব্বত্য পল্লীসমূহে বিশেষভাবে ৫০টীর কম সংখ্যক খানা নিয়াও একটী ব্লক গঠিত হয়। ব্লক গঠন কালে সাধারণতঃ কয়েকটী চকের সমষ্টিতে যেন একটী মৌজা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। পার্ব্বত্য অঞ্চলে সাধারণতঃ একটী "পাড়াকে" একটী চকে পরিণত করা হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থলেই গণনাকারীগণকে শিক্ষা, তহশীল, বনকর ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের এবং প্রজাসাধারণের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনক্রমে নিয়োগ করা হইয়াছিল। ইহাদের কার্য্য পরিদর্শনার্থ যে সুপার ভাইজার সকল নিযুক্ত হয়, তাহারাও অধিকাংশ স্থলেই রাজকর্ম্মচারী এবং পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন বিভাগ হইতে মনোনীত করা হয়। দুর্গম ও পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানে স্থানীয় লেখা পড়া জানা লোকের অভাবে কোথাও কোথাও বেতনভোগী গণনাকারী নিযুক্ত হইয়াছিল।

আনুষ্ঠানিক কার্য্য।

সেন্সাসের আনুষ্ঠানিককার্য্য সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মৌজা বা পাড়ার রেজিষ্টারী প্রস্তুত কার্য্য ১লা আষাঢ় ১৩৪০ ত্রিং তারিখ মধ্যে সমাধা হয়। রাজ্যস্থিত বিভিন্ন তহশীল কাছারীর এলাকায় যত মৌজা বা পাড়া ছিল, তৎসমুদয়ের লিষ্টসহ ঐ স্থান গুলিতে কার্য্য করার যোগ্য গণনাকারী ও সুপারভাইজার গণের নাম, ধাম, ইত্যাদি ঐ রেজিষ্টারীতে সন্নিবেশিত করা হয়। তৎপর সেন্সাস ম্যাপ প্রস্তুত, ব্লক বিভাগ, সার্কেল বিভাগ, চার্জ্জ, ও সার্কেল রেজিষ্টারীসমূহ পূরণ, গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণের নিয়োগ, ১৩৪০ ত্রিং সনের আশ্বিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।

খানায় আলকাত্রা দ্বারা নম্বর দেওয়া এবং খানার তালিকা প্রস্তুত; গণনাকারিগণের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সুপারভাইজারগণ, গণনাকারী দিগকে সেন্সাসের গণনা বহির বিভিন্ন কলমগুলি কি প্রকার পূরণ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করে।

গণনা কার্য্য।

প্রাথমিক গণনা কার্য্য ১৬ই পৌষ তারিখ হইতে ১০ই ফাল্গুন ১৩৪০ ত্রিং মধ্যে সম্পন্ন হয়। গণনাকারিগণ সাধারণতঃ খসড়া কাগজে তাহাদের চকের অধিবাসিগণের নাম, ধাম, বয়স, পেশা ইত্যাদি লিখিয়া আনিয়া সুপারভাইজার গণের নিকট উপস্থিত করিবার পর, উক্ত কর্ম্মচারিগণ যথাসাধ্য ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দেন। তৎপর সুপারভাইজার, চার্জ্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিভিন্ন সময়ে গণনাকারিগণের খসড়া বহির বিবরণসমূহ পরতাল করেন।

১৪ই ফাল্গুন তারিখ সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১২ টার মধ্যে শেষ গণনা কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ঐ রাত্রিতে গণনাকারিগণ স্বীয় স্বীয় চকে গিয়া প্রাথমিক গণনার সহিত সেই রাত্রিতে থানার অধিবাসী জনসংখ্যার ঐক্য আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখে। কেহ মারা বা চলিয়া গেলে তাহার নাম কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়, নবজাত বা নবাগত ব্যক্তিগণের নাম ধাম ইত্যাদি বিবরণ গণনা বহিতে লিখিত হয়। যাহাতে কেহই গণনায় বাদ না পড়ে, তজ্জন্য প্রধান রাস্তাগুলির বিশেষ ২ জায়গায় গণনাকারী নিযুক্ত থাকে।

দুর্গম, পর্ব্বতময় ও স্বাপদ সঙ্কুল স্থানসমূহের গণনা কার্য্য ১৫ই হইতে ১৭ই ফাল্গুন এই তিন দিবস মধ্যে নিষ্পন্ন করা হয়। ঐ স্থানসমূহের অধিবাসিগণের স্থানান্তরে গমনাগমন উল্লেখ যোগ্য নহে বলিয়া অন্যান্য স্থানের সহিত যুগপৎ গণনা কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ায়, রাজ্যের জন সংখ্যা নির্দ্ধারণে বিশেষ কোন ভুল ভ্রান্তির কারণ ঘটে নাই। রাজ্য মধ্যে এরূপ দুর্গম স্থানের আয়তন ১,৬৩৮ বর্গমাইল এবং অধিবাসিগণের সংখ্যা ৭৩,০৩৭ জন বলিয়া জানা যায়। কাঠুরিয়া ও বন কামলাগণকে গণনার জন্য বিভিন্ন স্থানে গণনাকারী নিযুক্ত করা হয়; উহাদিগের অস্থায়ী আবাস স্থানসমূহে গমন করিয়া গণনাকারিগণ গণনা কার্য্য সম্পাদন করে। ১৪ই ফাল্গুন রাত্রিতে নৌকারোহিগণ যাহাতে গণনায় বাদ না পড়ে, এজন্য বড় বড় ঘাটগুলিকে বিশেষ চকে পরিণত করা হয় এবং তথায় গণনাকারিগণ নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকিয়া নৌকা ও আরোহিগণকে গণনা করে।

বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ।

ভারত সরকারের প্রয়োজনে সংগৃহীত সংবাদাদির অতিরিক্ত রাজ্য মধ্যে কত সংখ্যক তাঁত ও চরকা আছে, পার্ব্বত্য প্রজাগণের মধ্যে বিভিন্ন দফাভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা, চাষী এবং জুমিয়াগণের সংখ্যা, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীতে ৫ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণের সংখ্যা ও ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে অথবা গৃহে যতজন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে তাহাদের সংখ্যা জানিবার উদ্দেশ্যে

দরবারের নির্দ্দেশানুসারে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সংবাদাদি গণনা বহিতে কি প্রকারে লিপি করিতে হইবে, তৎসম্পর্কে সেন্সাস আফিস হইতে ১১নং মেমো প্রচারিত হইয়াছিল। আগরতলা মিউনিসিপালিটীর এলাকা মধ্যে বালক বালিকাগণের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণ সংগ্রহকালে সেন্সাস আফিস হইতে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ ফরম সরবরাহ করা হইয়াছিল।

সেন্সাসের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব।

সেন্সাস কার্য্যের প্রতি জনসাধারণের কোন বিদ্বেষ ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। কেবল অমরপুরে কয়েকজন পার্ব্বত্য প্রজা সেন্সাস কার্য্যে কিছু বাধা প্রদানের উদ্যোগ করিলে, তথায় যথাসময়ে তাহাদের মিছিপকে প্রেরণ করার ফলে অচিরাৎ সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হয়। এ রাজ্যের কতিপয় গণনাকারী ও সুপারভাইজার প্রথমতঃ তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যাদি পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ জেলাগুলিতে এরূপ ব্যক্তিগণকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইতেছে শ্রবণ করিয়া পরিশেষে তাহারা আগ্রহ সহকারে কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছে। তথাপিও ধর্ম্মনগর কেন্দ্রে দুইজন গণনাকারীকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করার প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

গণনার ফল ও বর্ত্তমান রিপোর্ট।

শেষ গণনা কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, গণনাকারিগণ চকের মোট জন সংখ্যা নিরূপণ করিয়া সুপারভাইজারের নিকট গণনা বহি বুঝাইয়া দেয়। সুপারভাইজার গণনাকারিগণের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া স্বীয় সার্কেলের মোট জন সংখ্যা নির্ণয় করতঃ গণনা বহি গুলি চার্জ্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে দাখিল করিয়া দেয়। তথায় সার্কেলসমূহের জন সংখ্যা হইতে চার্জ্জের জন সংখ্যা নির্ণীত হয়। তৎপর বিভিন্ন চার্জ্জগুলি হইতে গণনা বহিগুলি কেন্দ্রীয় আফিসে দাখিল হইলে, চার্জ্জ সামারীগুলি হইতে সমগ্র কেন্দ্রের জন সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়। কেন্দ্রীয় জন সংখ্যা নির্ণয় করার পূর্ব্বে গণনা বহিগুলি পুনরায় বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ভুল ভ্রান্তি গুলি সংশোধন করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় আফিসগুলিতে কেন্দ্রের মোট জন সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইবার পর অবিলম্বে তাহা রাজধানীতে সেন্সাস অফিসারের নিকট জানান হয় এবং পশ্চাৎ গণনা বহিগুলিও তথায় প্রেরিত হয়। সেন্সাস অফিসার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি হইতে জন সংখ্যার অঙ্কগুলি প্রাপ্ত হইয়া উহা হইতে সমগ্র রাজ্যের জন সংখ্যা স্থির করতঃ দিল্লীতে সেন্সাস কমিশনার এবং কলিকাতা সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তাহা তার যোগে জ্ঞাপন করেন। গণনা বহিগুলি কুমিল্লায় সেন্সাস আফিসে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি সঙ্কলন করার জন্য প্রেরিত হয়।

পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিগণের বিভিন্ন দফাওয়ারী জন সংখ্যা নিরূপণ এবং আগরতলা মিউনিসিপালিটীর বালক বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণাদি প্রস্তুত কার্য্য এই আফিসে সম্পন্ন হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় অঙ্কসমূহ বাংলার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিস হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১৩৪০ ত্রিং সনের সেন্সাস উপলক্ষে এই রিপোর্ট বহি মুদ্রণ ব্যতীত মোট ব্যয় ৫,৫২১৲ টাকা ঘটিয়াছে। কি বাবৎ কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল ;—

গণনাকারীদের বেতন, মোতায়নী কর্ম্মচারীদের এলাউন্স ইত্যাদি	১,১০৩৵৯ পাই
আলকাতরা, কাগজ, কলম ইত্যাদি বাবৎ বাজে ব্যয়	৬২৭৸৩
সেন্সাস ফরম এবং বিভিন্ন টেবলের পরিসংখ্যানসমূহ সঙ্কলন করার জন্য বাংলার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসে প্রদত্ত	৩,৭৯০৲
মোট	৫,৫২১৲

বর্ত্তমান সেন্সাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসসমূহের বিস্তারিত কোন বিবরণী লিখিত হয় নাই। এই সেন্সাস রিপোর্টকেই এ রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম সেন্সাস রিপোর্ট বলা যাইতে পারে। এই রিপোর্টের ২য় খণ্ডে বর্ত্তমান ও পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসসমূহের অঙ্কগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসগুলির মুদ্রিত রিপোর্টসমূহ বর্ত্তমানকালে না থাকায়, উক্ত সেন্সাসসমূহের সম্পূর্ণ অঙ্কগুলি ঐ খণ্ডে দেওয়ার সুবিধা হয় নাই। তবে যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা না থাকায়, বিশেষতঃ জন্ম মৃত্যুর পরিসংখ্যানসমূহের কোন বিশ্বাসযোগ্য রেকর্ড না থাকায়, কেবলমাত্র বর্ত্তমান সেন্সাসের অঙ্ক ভিত্তি করিয়া এই রিপোর্ট লিপি করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য হইয়াছে। এই রিপোর্টে বর্ত্তমান সেন্সাসের অঙ্ক সমূহমাত্র আলোচনা না করিয়া যথাশক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসসমূহের অঙ্কগুলিও আলোচিত হইয়াছে এবং নানাস্থানে তুলনামূলক ফলাফলও প্রদত্ত হইয়াছে। সেন্সাস কার্য্য পরিদর্শনোপলক্ষে এ রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে এবং পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানে সেন্সাস অফিসার স্বরূপ আমাকে এবং আমার সহকারীকে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। মহামহিমান্বিত ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ আগ্রহে এ রাজ্যের সেন্সাস সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত এই বিবরণী প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রথম চেষ্টা বলিয়া ইহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকা অবশ্যম্ভাবী। তবে ভবিষ্যতে এ বিবরণী ভিত্তি করিয়া যোগ্যতর ব্যক্তিদ্বারা আগামী সেন্সাস বিবরণী লিখিত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই বিবরণী সঙ্কলন কালে শ্রীশ্রীযুতের আদেশ উপদেশ এবং উৎসাহ বাণী বিশেষভাবে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

আমার সহকারী ঠাকুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দেববর্ম্মা বি, কম, অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সহযোগিতার ফলেই এই রিপোর্ট যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান-শাসন দেওয়ান শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন বাহাদুর এই রাজ্যের ১৯১০ সনে সেন্সাস অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় সেন্সাস কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ উপদেষ্টা লাভে এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্যলাভ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Mr. A. E. Porter I. C S. মহাশয় ১৯৩০ খৃঃ ২৮শে জুলাই তারিখে এবং ১৩ই নবেম্বর তারিখে দুইবার রাজধানী আগরতলায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযোগিতা এবং উপদেশাবলী আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই সেন্সাস বিবরণী প্রকাশেও তাঁহার সাহায্য বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস শ্রীরাজমালা গ্রন্থ সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের "ত্রিপুর ক্ষত্রিয়" আখ্যান লিখিয়াছেন। তদুপরি সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিশেষে তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভূমিকার উপসংহার করা যাইতেছে।

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের

সেন্সাস্ বিবরণী।

প্রথম অধ্যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জন সংখ্যা এবং বিভাগ হারে তুলনামূলক পরিস্থিতি :--

ভারতবর্ষে ত্রিপুরা অতি প্রাচীন হিন্দু রাজ্য। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মহাভারত এবং পুরাণাদিতে নানা স্থানে এই রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই রাজ্য বিভিন্ন জাতির আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রভাব হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই রাজ্যের গৌরবময় যুগে ইহার আয়তন পূর্ব্বে ব্রহ্ম, পশ্চিমে সুন্দর বন, উত্তরে কামরূপ ও দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমানে ইহার আয়তন ৪,১১৬ বর্গ মাইল, এবং ইহার উত্তর সীমায় শ্রীহট্ট জেলা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলা, দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এবং পূর্ব্বে লুসাই ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম। রাজ্যের অধিকাংশ স্থান এখনো পর্ব্বতময় ও জঙ্গলাকীর্ণ। ৫টি পর্ব্বত শ্রেণী ১০।১২ মাইল ব্যবধানে সমান্তরালে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রতি দুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া একাধিক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। পর্ব্বত শ্রেণীগুলির এবং উল্লেখযোগ্য নদীগুলির নাম নিম্নে সন্নিবেশিত হইল :—

বড়মুড়া পর্ব্বত শ্রেণী	হাওড়া নদী
আঠারমুড়া ,,	বুড়ীমা ,,
লংতরাই ,,	খোয়াই ,,
সাখান ,,	ধলাই ,,
জাম্পুই ,,	মনু ,,
	দেও ,,
	জুরী ,,
	লঙ্গাই ,,
	গোমতী ,,
	মুহুরি ,,
	ফেণী ,,

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইম্পিরিয়াল সেন্সাস গৃহীত হয়—তৎকালে বঙ্গদেশের জন সংখ্যা নির্দ্ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যের জন সংখ্যাও সর্ব্ব প্রথম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নিম্নে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এবং তৎপরবর্ত্তী সেন্সাস সমূহের মোট জন সংখ্যা ও বর্দ্ধিত সংখ্যা দর্শান হইল :—

খৃষ্টাব্দ	মোট জন সংখ্যা	মোট বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৮৭২ (১২৮১ ত্রিং)	৩৫,২৬২	—	—
১৮৮১ (১২৯০ ,,)	৯৫,৬৩৭	+৬০,৩৭৫	১৭১
১৮৯১ (১৩০০ ,,)	১,৩৭ ৪৪২	+৪১,৮০৫	৪৪
১৯০১ (১৩১০ ,,)	১,৭৩,৩২৫	+৩৫,৮৮৩	২৬
১৯১১ (১৩২০ ,,)	২,২৯,৬১৩	+৫৬,২৮৮	৩২·৫
১৯২১ (১৩৩০ ,,)	৩,০৪,৪৩৭	+৭৪,৮২৪	৩২ ৬
১৯৩১ (১৩৪০ ,,)	৩,৮২,৪৫০	+৭৮,০১৩	২৫·৬

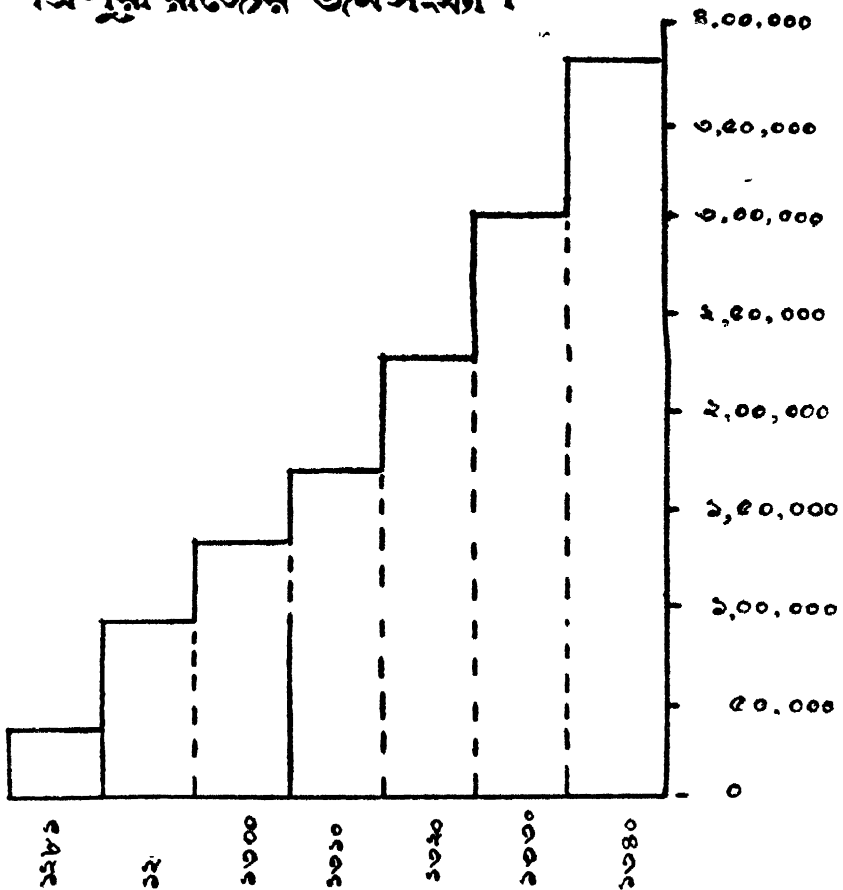
১৯০১ খৃষ্টাব্দ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসত্রয়ের ফলাফল হয় নাই, কারণ তৎকালে রাজ্যের পর্ব্বত সঙ্কুল স্থান সমূহে যাতায়াতের অসুবিধা ও লেখাপড়া জানা গণনাকারীর অভাব বশতঃ সেন্সাস কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করার পক্ষে বিস্তর বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম ইম্পিরিয়াল সেন্সাসের ৯ বৎসর কাল পরে ১২৯০ ত্রিং সনে যে সেন্সাস্ গৃহীত হয়, তাহাতে শতকরা ১৭১ জন বৃদ্ধি ও ১৩০০ ত্রিং সনের সেন্সাসে শতকরা ৪৪ জন বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বিবেচনায় উক্ত সেন্সাসত্রয়ের ফলাফলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ অধিকতর প্রবল হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে Mr. L. S. S. O'mally ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এবং সিকিমের সেন্সাস রিপোর্টে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"The First Census of the State was admittedly incomplete and that of 1881 was also probably in accurate, so that the abnormal increase of 171 per cent recorded and the very high rate of 44 per cent returned in 1891 must be discounted. The first reliable census was that of 1901 according which the number of inhabitants was 26 per cent more than ten years before."

১৩১০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস্ই সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ সেন্সাস বলিয়া উপরোক্ত অভিমতে প্রকাশ পায়। উহার পরবর্ত্তী সেন্সাস্সমূহের বৃদ্ধির হার আলোচনায় দেখা যায় যে, তৎকাল হইতে উহা পূর্ব্বের ন্যায় অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে নাই। বিভিন্ন সেন্সাসে নির্দ্ধারিত জনসংখ্যা ও তুলনামূলক বৃদ্ধি নিম্নে ১নং চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইল।

১২৮১ ত্রিংসন হইতে ১৩৪০ ত্রিংসন পর্য্যন্ত
ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা।



১ নং চিত্র

বঙ্গের অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ ও অন্যতম দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের সহিত জনসংখ্যা ও আয়তন সম্বন্ধীয় তুলনা ঃ—

বঙ্গের অন্যতম দেশীয় রাজ্য কুচবিহার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গ দেশীয় বৃটীশ জেলাসমূহের আয়তন ও জনসংখ্যার সহিত এই রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা এ স্থানে তুলনা করিলে দেখা যায়, কুচবিহার রাজ্যের আয়তন ১৩১৮ বর্গ মাইল, অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ; কিন্তু জনসংখ্যা ৫,৯০,৮৮৬ জন, অথবা এই রাজ্যের জনসংখ্যার দেড় গুণ। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এই রাজ্যের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই জেলাটীও পর্ব্বত সঙ্কুল এবং নানা বিষয়ে এই রাজ্যের সঙ্গে উহার সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে। ইহার আয়তন ৫০০৭ বর্গ মাইল, কিন্তু জনসংখ্যা ২,১২,৯২২। আয়তনে এই রাজ্যের ১½ গুণ হইলেও জনসংখ্যা অর্দ্ধেকের সামান্য কিছু অধিক হইবে। চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ২৫৭০ বর্গ মাইল, কিন্তু জনসংখ্যা ১৭,৯৭,০৩৮। নোয়াখালী জেলার আয়তন মাত্র ১,৫১৮ বর্গ মাইল অথবা প্রায় এই রাজ্যের আয়তনের ৩/৮ ভাগ মাত্র, কিন্তু জনসংখ্যা ১৭,০৬,৭১৯ অথবা এই রাজ্যের জনসংখ্যার চতুর্গুণের কিছু অধিক। ত্রিপুরা জেলার আয়তন ২,৫৯৭ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৩১,০৯,৭৩৫,। ময়মনসিংহ জেলা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বঙ্গ দেশে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহার আয়তন ৬,২৩৭ বর্গ মাইল এবং জন সংখ্যা ৫১,৩০,২৬২, অর্থাৎ আয়তনে এই রাজ্যের প্রায় দেড গুণ, কিন্তু জন সংখ্যা এই রাজ্যের ১৩ গুণেরও অধিক। পর পৃষ্ঠার ২নং চিত্রদ্বারা জনসংখ্যা এবং আয়তনের তুলনা দর্শান হইল।

প্রতি সমকোণকের ভূমিদ্বারা আয়তন এবং উচ্চতা দ্বারা বসতির ঘনতা প্রকাশ করে এবং সম্যক আয়তনদ্বারা মোট জনসংখ্যা সূচিত হয়।

বিভাগ সমূহের জনসংখ্যা।

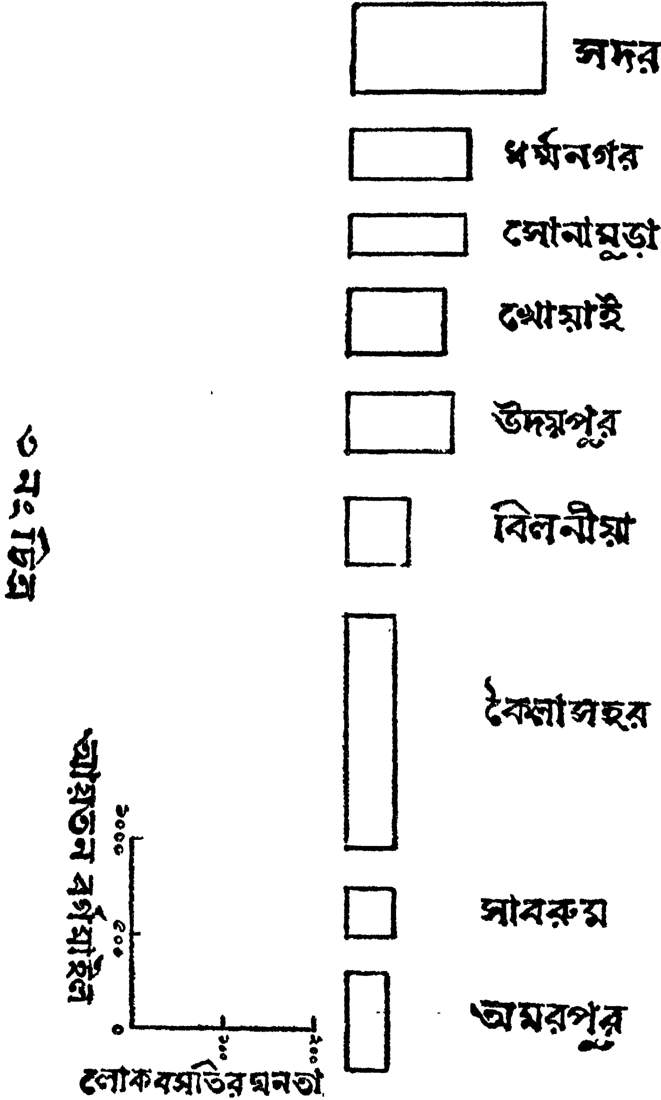
সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য বর্ত্তমান কালে ৯টী শাসন বিভাগে বিভক্ত। নিম্নে বিভাগগুলির আয়তন, বর্ত্তমান সেন্সাসে নির্দ্ধারিত জনসংখ্যা ও প্রতি বর্গ মাইলে জন বসতির ঘনতা দেখান হইল।

বিভাগ	আয়তন বর্গমাইল	জন সংখ্যা	বসতির ঘনতা
সদর বিভাগ	৪৯৯	১,০৭,৭৫৩	২১৫
কৈলাসহর বিভাগ	১,২৭০	৬৮,৯৯৭	৫৪
খোয়াই ,,	৩৮৮	৪০,০৫০	১০৩
ধর্ম্মনগর ,,	২৭৭	৩৭,৫৩৪	১৩৬
উদয়পুর ,,	২৯২	৩৪,৩৯০	১১৮
অমরপুর ,,	৫৬১	২৭,২৩৮	৪৯
সোণামুড়া ,,	২০৯	২৭,০৪২	১২৯
বিলনীয়া ,,	৩৪৯	২৫,২৭২	৭২
সাবরুম ,,	২৭১	১৪,৪৭৪	৫৩

জনসংখ্যার হিসাবে সদর বিভাগ সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিভাগের জনসংখ্যার ঘনতা (Density of population)ও সর্ব্বোচ্চ। আয়তনে যদিচ কৈলাসহর বিভাগ সর্ব্বপ্রথম, কিন্তু জনসংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে, এবং জনসংখ্যার ঘনতা সাবরুম ও অমরপুর বিভাগের তুল্য। খোয়াই, ধর্ম্মনগর, উদয়পুর, সোণামুড়া বিভাগ চতুষ্টয়ের জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনতা অন্যান্য ডিভিসনগুলির তুলনায় কিঞ্চিৎ সন্তোষজনক, কিন্তু আয়তন হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহু সুযোগ এখনো বর্ত্তমান আছে।

জন সংখ্যায় সাবরুম বিভাগ সর্ব্বনিম্ন স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রজা বসতির ঘনতার হার অমরপুর হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে, অমরপুরের প্রজা বসতির ঘনতা

সর্ব্ব নিম্নে। বিভিন্ন বিভাগের আয়তন ও বসতির ঘনতা, তুলনামূলক চিত্রদ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রতি সমকোণকের ভূমিদ্বারা আয়তন এবং উচ্চতারদ্বারা বসতির ঘনতা প্রকাশ করে এবং সম্যক আয়তন দ্বারা মোট জন সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়।



বর্ত্তমান সেন্সাসের নির্দ্ধারিত জন সংখ্যার হিসাবে এই রাজ্যে বিভাগের গড় পড়তা জন সংখ্যা ৪২,৪৯৪ জন। কৈলাসহর ও সদর বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য ৭টী বিভাগের জন সংখ্যাই বিভাগীয় গড় পড়তা জন সংখ্যার নিম্নে অবস্থান করিতেছে।

তহশীল কাছারী সমুহের গড়পড়তা জন সংখ্যা ঃ—

বর্ত্তমান লোক গণনার সময় এরাজ্যে সর্ব্ব মোট ৪৫টী তহশীল কাছারী ছিল। কোন ডিভিসনে কতগুলি তহশীল কাছারী বিদ্যমান ছিল, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল ঃ—

সদর	...	...	১১
কৈলাসহর	...	...	৪
সোণামুড়া	...	...	৫
বিলনীয়া	...	...	৮
খোয়াই	...	...	৩
ধর্ম্মনগর	...	...	৩
উদয়পুর	...	...	২
সাবরুম	...	...	৬
অমরপুর	...	...	৩
মোট	...	...	৪৫

তহশীল কাছারীর অধীন স্থান সমূহের জন সংখ্যা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। কোনও তহশীলাধীন স্থানের জন সংখ্যা ২৬ হাজার, কোথাও বা ১৫০ শত। রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত তহশীল কাছারীর অধীন স্থান সমূহের জনসংখ্যা সর্ব্বত্রই খুব কম, যেহেতু সেই সকল স্থানের প্রজারা প্রায়ই বৃটীশ রাজ্যবাসী বিধায় এরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। অপর ক্ষেত্রে রাজ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত তহশীলাধীন স্থান সমূহে স্থায়ী প্রজা বসতি থাকায়, জন সংখ্যা প্রথমোক্ত তহশীলাধীন স্থান সমূহের তুলনায় বহু গুণ বেশী। এস্থানে বিভিন্ন বিভাগের তহশীলাধীন স্থানগুলির গড় পড়তা জন সংখ্যা দেখান হইল ঃ—

সদর	বিভাগ	...	...	৯,৭৬৮
কৈলাসহর	,,	...	...	১৭,২৪৯
সোণামুড়া	,,	...	...	৫,৪০৮
খোয়াই	,,	...	...	১৩,৩৫০
ধর্ম্মনগর	,,	...	...	১২,৫৯১
উদয়পুর	,,	...	...	১৭,১৯৫
অমরপুর	,,	...	...	৯,০৭৯
বিলনীয়া	,,	...	...	৩,১৫৯
সাবরুম	,,	...	...	২,৪১২

কৈলাসহর বিভাগ ও উদয়পুর বিভাগের তহশীলাধীন স্থান সমূহের জন সংখ্যার তুলনায় বিলনীয়া ও সাবরুম বিভাগস্থিত তহশীলাধীন স্থান সমূহের জন সংখ্যা বহু নিম্নে অবস্থান করিতেছে। জন সংখ্যার তুলনায় উক্ত বিভাগদ্বয়ের তহশীল কাছারীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় এই প্রকারের বৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছে।

সমগ্র রাজ্যের তহশীলাধীন স্থানের গড়পড়তা জন সংখ্যা ৮,৪৯৯ জন। সোণামুড়া, বিলনীয়া ও সাবরুম ব্যতীত অন্যান্য বিভাগগুলির তহশীলাধীন স্থানের গড়পড়তা জন সংখ্যা রাজ্যের তহশীলাধীন গড়পড়তা জন সংখ্যার উর্দ্ধে অবস্থিত। উল্লিখিত বিভাগত্রয়ে রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী বৃটীশ রাজ্যবাসী এ রাজ্যের জিরাতিয়া প্রজার (যাহারা সীমান্তবর্ত্তী বৃটীশ রাজ্যে বাস করে, অথচ এ রাজ্যের জমি বন্দোবস্ত গ্রহণে ভূমি চাষ করিয়া থাকে) সংখ্যা অত্যধিক বিধায় তহশীল কাছারীর সংখ্যা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অধিক দৃষ্ট হয়। এই কারণে উক্ত বিভাগত্রয়ের গড়পড়তা তহশীল কাছারীর জন সংখ্যা রাজ্যের গড়পড়তা তহশীল কাছারীর জন সংখ্যার বহু নিম্নে অবস্থিত।

পর পৃষ্ঠার ৪নং চিত্রদ্বারা বিভাগ সমূহের ও রাজ্যের তহশীল কাছারীর গড়পড়তা জন সংখ্যা দেখান গেল :—

লোক সংখ্যার ঘনতা।

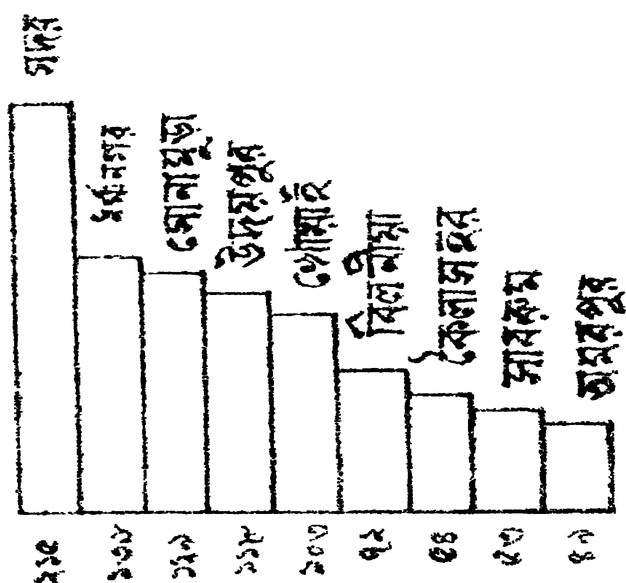
(Density of Population)

বর্ত্তমান সেন্সাসের ফলে এই রাজ্যে প্রতি বর্গ মাইলে ৯৩ জন লোকের বাস বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বিভিন্ন সেন্সাসে নির্দ্ধারিত প্রজা বসতির হার নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১২৮১ ত্রিং	...	...	৯ জন	প্রতি বর্গ মাইলে
১২৯০ ,,	...	...	২৩ ,,	,,
১৩০০ ,,	...	...	৩৪ ,,	,,
১৩১০ ,,	...	...	৪২ ,,	,,
১৩২০ ,,	...	...	৫৬ ,,	,,
১২৩০ ,,	...	...	৭৪ ,,	,,
১৩৪০ ,,	...	...	৯৩ ,,	,,

১৩১০ ত্রিং সনের সেন্সাসই এই রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধভাবে গৃহীত। দেখা যায় যে, ১৩২০ ত্রিং সনের এই রাজ্যের জন সংখ্যা হইতে ৩২.৫ শতকরা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং মোট জন সংখ্যা বাড়িয়াছিল ৫৬, ২৮৮ এবং তৎকালে প্রতি বর্গ মাইলে লোকের বাস ছিল ৫৬ জন। ১৩৩০ ত্রিং সনে ১৩২০ ত্রিং সনের জন সংখ্যা হইতে ৩২.৬ শতকরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রতি

রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের জনসংখ্যার ঘনতা।



৫ নং চিত্র

বর্গ মাইলে লোকের বাস ৭৪ জন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ১৩৪০ ত্রিং সনে ১৩৩০ ত্রিং সনের জন সংখ্যার এক চতুর্থাংশ অথবা ২৫'৬ শতকরা বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং ৯৩ জন প্রতি বর্গ মাইলে লোকের বাস বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে—মোট জন সংখ্যাও ৭৮,০১৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলা ও রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যের জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার যদিও সর্ব্বোচ্চ এবং খুবই সন্তোষজনক, তথাপিও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ব্যতীত বঙ্গের অন্যান্য বৃটীশ জেলার তুলনায় এই রাজ্যের লোক সংখ্যার ঘনতা (Density of Population) সর্ব্ব নিম্নে। বঙ্গের কোন কোন জেলার প্রতি বর্গ মাইলে ১,২০০ জন লোকের বাস দৃষ্ট হয়। পার্শ্ববর্ত্তী নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলাদ্বয়ে প্রতি বর্গ মাইলে লোকের বাস যথাক্রমে ১১৯৭ ও ১১২৪ জন। উপরোক্ত অবস্থা আলোচনায় স্পস্টই দৃষ্ট হয় যে, উত্তরোত্তর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক হইলেও এই রাজ্যে এখনো আরো প্রজা বৃদ্ধির বহু সম্ভাবনা ও সুযোগ বর্ত্তমান আছে। যদিও এই রাজ্য পার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত জেলা দুইটীর ন্যায় সমতল নহে, তথাপিও আশা করা যায়, রাজ্যের অভ্যন্তরস্থিত স্থান সমূহে চলাচলের রাস্তা সুগম হইলে এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা হইলে অধিকতর প্রজা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা জেলার প্রতি বর্গ মাইলে যত জন লোকের বাস, যদি ভবিষ্যতে এই রাজ্যে প্রতি বর্গ মাইলে তত জন লোকের বাস হয়, তাহা হইলে এই রাজ্যের জন সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৯,২৬,৮৫২ জন।

এই স্থলে ১নং মানচিত্রদ্বারা এই রাজ্যের বিভাগ সমূহের প্রতি বর্গ মাইলে কোন স্থানে কত লোকের বাস তাহা দেখান হইল। এবং পরবর্ত্তী ৫নং চিত্রদ্বারা জন সংখ্যার ঘনতা দর্শান হইল।

রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বৃটীশ রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রজা বসতির ঘনতা রাজ্যের অন্তঃস্থলাবস্থিত স্থান সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক। কারণ বৃটীশ রাজ্য হইতে আগত প্রজাবর্গ তাহাদিগের আবাস স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সর্ব্ব প্রথম রাজ সরকার হইতে বন্দোবস্ত গ্রহণ ক্রমে চাষ আবাদ আরম্ভ করিতে থাকে। তৎপর সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া স্থায়ীভাবে গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বসবাস করে। স্থান বিশেষের উৎপাদিকা শক্তি এবং গমনাগমনের সুবিধার জন্যই প্রজা বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। গত দশ বৎসরে প্রজা বসতির ঘনতা বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ২নং মান চিত্রদ্বারা দর্শান হইল।

স্বাভাবিক জনসংখ্যা।

কোনও স্থানে বিশেষ কোন নির্দ্দিস্ট সময়ে তথায় জন্মগ্রহণকারী বাসিন্দাদিগের সংখ্যাকে স্বাভাবিক জনসংখ্যা (natural population)রূপে অভিহিত করা হইয়া

থাকে। প্রকৃত জনসংখ্যা হইতে বিদেশাগত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বাদ দিয়া এবং উহার সহিত বিদেশে গত ব্যক্তিদের সংখ্যা যোগ দিলে স্বাভাবিক জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায়। নিম্নে ১৩১০ ত্রিং সন হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখান গেল।

	১৩১০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং	১৩৩০ ত্রিং	১৩৪০ ত্রিং
প্রকৃত জনসংখ্যা—	১,৭৩,৩২৫	২,২৯,৬১৩	৩,০৪,৪৩৭	৩,৮২,৪৫০
বিদেশাগত প্রজার সংখ্যা—	৪৩,৮৯৪	৮১,৬৬৩	৯৬,৩৮৬	১,১৪,৩৮৩
রাজ্যান্তর গত প্রজার সংখ্যা—	১৫২	১,৩৭২	৩৫৮	৬,৫৪৩
স্বাভাবিক জনসংখ্যা—	১,২৯,৫৮৩	১,৪৯,৩২২	২,০৮,৪০৯	২,৭৪,৬১০

গত ত্রিশ বৎসরে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মোট ১,৪৫,০২৭ জন। বিদেশাগত প্রজাবর্গের সন্তান সন্ততি যাহারা এ রাজ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে স্বাভাবিক জন সংখ্যান্তর্গত গণ্য করা হইয়া থাকে; এই কারণে স্বাভাবিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি উত্তরোত্তরই সন্তোষজনক হইতেছে। সমগ্র রাজ্যে জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টারী বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির ফলাফলও অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

	প্রকৃত জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	স্বাভাবিক জনসংখ্যা	শতকরা
১৩৪০ ত্রিং—	৩,৮২,৪৫০	২৫.৬	২,৭৪,৬১০	৩১.৩
১৩৩০ ,,	৩,০৪,৪৩৭	৩২.৬	২,০৮,৪০৯	৩৯.৬
১৩২০ ,,	২,২৯,৬১৩	৩২.৫	১,৪৯,৩২২	১৫.২
১৩১০ ,,	১,৭৩,৩২৫	—	১,২৯,৫৮৩	—

১৩১০—১৩২০ ত্রিং সনে প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৩২.৫ জন। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জনসংখ্যা শতকরা ১৫.২ জন মাত্র বাড়িয়াছিল। ১৩২০—১৩৩০ ত্রিং সনে প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইতে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার শতকরা ৭ জন অধিক, এবং ১৩৩০—১৩৪০ ত্রিং সনের স্বাভাবিক জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৬ জন প্রকৃত জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হইতে অধিক। বিগত ২০ বৎসর কাল হইতে স্বাভাবিক জনসংখ্যাও সন্তোষজনকরূপেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন বিভাগীয় জনসংখ্যা।

সদর বিভাগ।

আয়তন—৪৯৯ বর্গ মাইল।

সদর বিভাগের পূর্ব্বে খোয়াই, দক্ষিণে সোণামুড়া ও উদয়পুর, পশ্চিমে ত্রিপুরা জেলা এবং উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা অবস্থিত। এই বিভাগের পরিমাণ ফল ৪৯৯

বর্গ মাইল, রাজধানী আগরতলা এই বিভাগে অবস্থিত। এই বিভাগও সমগ্র রাজ্যের ন্যায় উত্তর দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বহু টীলাশ্রেণীর দ্বারা সমাবৃত। তন্মধ্যে বড়মুড়া টীলাশ্রেণীর উচ্চতা ৮০০ ফুট। এই টীলাশ্রেণীর পূর্ব্ব প্রান্ত খোয়াই ও সদর বিভাগের সীমারেখারূপে অবস্থিত। এই পাহাড় হইতে হাওড়া ও বিজয় নদী উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সদর বিভাগের বনজ বস্তু ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ এই দুই নদী দিয়া বৃটীশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এই বিভাগে ৩টী পুলিশ থানা ও ১১টী তহশীল কাছারী আছে। নিম্নে তহশীল কাছারীর অধীন স্থানসমূহের জনসংখ্যা দেওয়া হইল।

		মোট	পুরুষ	স্ত্রী
	সদর বিভাগ	১,০৭,৪৫৩	৫৬,৮৯১	৫০,৫৬২
১।	সদর তহশীল	৩২,৬৯৩	১৭,৭৫৭	১৪,৯৩৬
	(আগরতলা সহর সহ)			
২।	সীমনা তহশীল ...	৬,৯৮১	৩,৬২৯	৩,৩৫২
৩।	মোহনপুর তহশীল ...	৮,৫০৯	৪,৩৫৭	৪,১৫২
৪।	বামুটীয়া ,, ...	৩,৪৮২	১,৮৬৬	১,৬১৬
৫।	পুরাতন আগরতলা তহশীল	২০,০২৫	১০,৫৫৪	৯,৪৭১
৬।	ঈশানচন্দ্রনগর তহশীল ...	৩,৯৮৫	২,০৭০	১,৯১৫
৭।	বিশালগড় ,, ...	৮,২৩১	৪,৩৭৫	৩,৮৫৬
৮।	চড়িলাম ,, ...	৯,৫০০	৪,৯২১	৪,৫৭৯
৯।	গোলাঘাটী ,, ...	৬,৯৬৫	৩,৬০৭	৩,৩৫৮
১০।	কমলাসাগর ,, ...	৪,৫৫৮	২,৩৮৯	২,১৬৯
১১।	কামথানা ,, ...	২,৫২৪	১,৩৬৬	১,১৫৮

রাজধানী আগরতলা, রাণীর বাজার এবং বিশালগড় বাজার ৩টী উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগের প্রায় অর্দ্ধাংশ আবাদ হইয়াছে। রাজধানী এই বিভাগে অবস্থিত হওয়ায় এবং যাতায়াতের রাস্তাদি সুগম থাকায়, অন্যান্য বিভাগ হইতে এ বিভাগের জনসংখ্যা সর্ব্বোচ্চ। বর্ত্তমান সেন্সাসের জনসংখ্যার সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসত্রয়ের জনসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	সদর বিভাগ	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং ...	১,০৭,৪৫৩	১৫,৫৬৬	১৭·০
১৩৩০ ,, ...	৯১,৮৪৭	১৭,১৭৫	২৩·০
১৩২০ ,, ...	৭৪,৬৭২	৯,০৫৭	১৩·৮০
১৩১০ ,, ...	৬৫,৬১৫	—	—

১৩১০ ত্রিং সন হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত সদর বিভাগের জন সংখ্যা সর্ব্বমোট ৪১,৭৯৮ জন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে এই বিভাগে বহু লোক চাষ বাস করার জন্য আসিয়াছে। সাধারণতঃ এই কারণেই এই বিভাগে

জন সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ সন্তোষজনক। এই বিভাগের চা-বাগানগুলিতে নিযুক্ত কুলীদেরদ্বারা যে প্রজা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহাও উপেক্ষনীয় নহে।

খোয়াই বিভাগ।

আয়তন—৩৮৮ বর্গ মাইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
খোয়াই বিভাগ	৪০,০৫০	২০,৯০৫	১৯,১৪৫
১। সদর তহশীল	১৬,০৬৩	৮,৫১৯	৭,৫৪৪
২। কল্যাণপুর ,,	২০,৩৫৪	১০,৫০৪	৯,৮৫০
৩। আশারামবাড়ী ,,	৩,৬৩৩	১,৮৮২	১,৭৫১

এই বিভাগের পূর্ব্বে কৈলাসহর, দক্ষিণে অমরপুর, পশ্চিমে সদর এবং উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা। খোয়াই নদী আঠার মুড়া পর্ব্বত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীহট্ট অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই বিভাগের হেড্ কোয়ার্টারের নাম খোয়াই এবং ইহা খোয়াই নদীর তীরে অবস্থিত। খোয়াই ব্যতীত কল্যাণপুর নামক জনপদটী একটী বর্দ্ধিষ্ণু ও উল্লেখযোগ্য স্থান। এই বিভাগে ৩টী তহশীল কাচারী ও ২টী পুলিশ থানা আছে। খোয়াই বাজারটী এ রাজ্যে একটি উন্নতিশীল বাণিজ্য কেন্দ্র। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী খোয়াই নদীর অপর পাড়ে বাল্লা নামক স্থান পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইন স্থাপন করায় ভবিষ্যতে এই স্থানের বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ আদেশে কল্যাণপুর অঞ্চলে পার্ব্বত্য প্রজাদের হিতার্থে জুম চাষের পরিবর্ত্তে হাল চাষ গ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য ১১০ বর্গ মাইল ভূমি সংরক্ষিত হইয়াছে। উক্ত সংরক্ষিত স্থানে পার্ব্বত্য প্রজা ব্যতিরেকে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় না। তদ্দ্বারাও উক্ত অঞ্চলে পার্ব্বত্য প্রজার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিগত ১৩১০ ত্রিং সন হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত চারি বারের সেন্সাসের জন সংখ্যা এ স্থানে দেওয়া গেল।

		মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	...	৪০,০৫০	১১,৪৭৬	৪০·২
১৩৩০ ,,	...	২৮,৫৭৪	৭,১৭৬	৩৩·৫
১৩২০ ,,	...	২১,৩০৮	১১,১০৩	১০৭·৮৫
১৩১০ ,,	...	১০,২৯৫	—	—

বিগত ৩০ বৎসর মধ্যে এই বিভাগের জন সংখ্যা ২৯,৭৫৫ জন অর্থাৎ প্রায় তিন গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই বিভাগের পুরাতন ত্রিপুরার সংখ্যা সমগ্র জন সংখ্যার অর্দ্ধেক। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার বহু লোক এই বিভাগে কৃষি কার্য্য ও বাণিজ্য ব্যপদেশে বসবাস স্থাপন করায় সন্তোষজনক প্রজা বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে।

কৈলাসহর বিভাগ।

আয়তন—১২৭০ বর্গ মাইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কৈলাসহর বিভাগ ..	৬৮,৯৯৭	৩৬,৪৯৩	৩২,৫০৪
১। সদর তহশীল ..	২৪,০০৬	১২,৭৭৬	১১,২৩০
২। ফটিকরায় ,, .	২৬,০৬৯	১৩,৬৫৬	১২,৪১৩
৩। কমলপুর ,, ..	১২,৬৪৬	৬,৭৮১	৬,৮৬৫
৪। কুলাই হাওর ,, ..	৬,২৭৬	৩,২৮০	২,৯৯৬

পূর্ব্বে ধর্ম্মনগর ও লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং অমরপুর, পশ্চিমে খোয়াই এবং উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা অবস্থিত। এই বিভাগে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্যাধিপতিগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, অদ্যাপি নানাস্থানে ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিভাগে ৪টী তহশীল কাছারী ও ৩টী পুলিশ থানা বর্ত্তমান। মনু ও থাল-জুরী নদী দিয়া এই বিভাগের রপ্তানী যোগ্য জিনিষাদি দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। কৈলাসহর এবং কমলপুর এই দুইটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। সাধারণতঃ কাঠের কারবারের জন্য স্থান দুইটী প্রসিদ্ধ। গুড় এবং চা-ও এ বিভাগ হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

কৈলাসহর বিভাগ	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	৬৮,৯৯৭	১৮,১৫৩	৩৫.৭
১৩৩০ ,,	৫০,৮৪৪	১৯,১৩৫	৬০.৯
১৩২০ ,,	৩১,৬০৯	১০,৯৩৬	৫২.৯০
১৩১০ ,,	২০,৬৭৩	—	—

বিগত ৩০ বৎসরে এই বিভাগের জনসংখ্যা ৪৮,৩২৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়তনে এই বিভাগ রাজ্যের অন্যান্য বিভাগগুলি হইতে বৃহত্তম, কিন্তু লোক বসতির ঘনতা মাত্র ৫৪। তবে এই বিভাগে বহু হাওর বা আবাদ যোগ্য ভূমি এখনো পতিত আছে, সে গুলিকে আবাদ করিতে পারিলে এই বিভাগে আরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ শ্রীহট্ট জেলা হইতে এই বিভাগে বহু সংখ্যক লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আসিয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর ইহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

ধর্ম্মনগর বিভাগ।

আয়তন—২৭৭ বর্গ মাইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ধর্ম্মনগর বিভাগ	৩৭ ৫৩৪	১৯,৯৮৯	১৭,৫৪৫
১। সদর তহশীল	২৬,৩২০	১৩,৯৮৩	১২,৩৩৭
২। ব্রজেন্দ্রনগর	৪,৪০৬	২,৩৪৬	২,০৬০
৩। কুর্ত্তি	৬,৮০৮	৩,৬৬০	৩,১৪৮

পূর্ব্ব ও দক্ষিণে লুসাই পাহাড়, পশ্চিমে কৈলাসহর এবং উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা অবস্থিত। জুরী নদীর তীরে বিভাগীয় হেড কোয়াটার্স অবস্থিত। এই বিভাগে ১টী থানা ও ৩টী তহশীল কাছারী আছে।

	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	৩৭,৫৩৪	৬,৬৭৯	২১·৬
১৩৩০ ,,	৩০,৮৫৫	১১,৭৯৯	৬১·৯
১৩২০ ,,	১৯,০৫৬	৮,৮৭৬	৮৭·৩৭
১৩১০ ,,	১০,১৭০	—	—

গত ত্রিশ বৎসরে এই বিভাগের জনসংখ্যা ২৭,৩৮৪ জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভাগে প্রজা বসতির ঘনতা সন্তোষজনক, সদর বিভাগের পরই এই বিভাগের স্থান। প্রতি বর্গ মাইলে ১৩৬ জন ব্যক্তির বাস বলিয়া স্থির হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলা হইতে কৃষি জীবী বহু প্রজা এই বিভাগে আগমন করিতেছে, এই কারণে বৃদ্ধির হার এখানে বিশেষ সন্তোষজনক। এতদ্ব্যতীত চা বাগানের কুলিদের আগমন ও প্রজা বৃদ্ধি ঘটিবার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই।

সোণামুড়া বিভাগ।

আয়তন—২০৯ বর্গ মাইল।

		মোট	পুরুষ	স্ত্রী
	সোণামুড়া বিভাগ	২৭,০৪২	১৪,৪৯১	১২,৫৫১
১।	সদর তহশীল	১৭,৩৯০	৯,৪৬৪	৭,৯২৬
২।	মতিনগর ,,	১,৪৪৬	৭৬০	৬৮৬
৩।	বক্সনগর ,,	৩,৩৬৯	১,৭৬৯	১,৬০০
৪।	ধনপুর ,,	২,২৪৫	১,১৪৯	১,০৯৬
৫।	কাঠালিয়া ,,	২,৫৯২	১,৩৪৯	১,২৪৩

পূর্ব্বে উদয়পুর, দক্ষিণে বিলনীয়া, পশ্চিমে ত্রিপুরা জেলা এবং উত্তরে সদর বিভাগ অবস্থিত। হেড কোয়াটার্স গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। সোণামুড়া একটী বাণিজ্য কেন্দ্র, অমরপুর ও উদয়পুর বিভাগ দ্বয়ের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এই নদী পথে রপ্তানী হওয়া হেতু, সোণামুড়ায় বহু ব্যবসায়ীর আগমন ঘটিয়া থাকে। এই বিভাগে ৫টী তহশীল কাছারী ও ২ টী পুলিশ থানা আছে। গোমতী ব্যতীত কাকড়ী এবং সিন্দুরপুর নদী এই বিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ত্রিপুরা জেলার হেড কোয়াটার্স কুমিল্লা এই বিভাগ হইতে মাত্র ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত থাকায় এবং এই বিভাগে যাতায়াতের সুবিধা বর্ত্তমান থাকায়, পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ রাজ্যবাসী প্রজাগণ এই বিভাগে বসবাস স্থাপন করিতে আকৃষ্ট হইতেছে।

		জন সংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	..	২৭,০৪২	৪,১৪৫	১৮·১
১৩৩০ ,,	...	২২,৮৯৭	৪,৮৩৫	২৬·৮
১৩২০ ,,	...	১৮,০৬২	—	—

১৩১০ ত্রিং সনে সোণামুড়া, উদয়পুর এবং অমরপুরের জন সংখ্যা এক সঙ্গে গণনা করায়, এস্থলে এই বিভাগের ১৩১০ ত্রিং সনের জন সংখ্যা পৃথক্ ভাবে দেওয়ার সুবিধা হইল না। গত ২০ বৎসরে এই বিভাগের জন সংখ্যা মোট ৮,৯৮০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উদয়পুর বিভাগ।

আয়তন—২৯২ বর্গ মাইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
উদয়পুর বিভাগ	৩৪,৩৯০	১৮,৪৪০	১৫,৯৫০
১। রাধাকিশোরপুর তহশীল	১৯,৪৬১	১০,৩২০	৯,১৪১
২। শালগড়া ,,	১৪,৯২৯	৮,১২০	৬,৮০৯

পূর্ব্বে অমরপুর, দক্ষিণে বিলনীয়া, পশ্চিমে সোণামুড়া এবং উত্তরে সদর বিভাগ অবস্থিত। এই বিভাগে বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল। অদ্যাবধি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্যাধিপতিগণের বহু কীর্ত্তির নিদর্শন ইহার বক্ষে বিরাজ করিতেছে। এই বিভাগের হেড কোয়াটার্স হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরটী একটী ভারত প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। কালী পূজা ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এস্থানে বহু যাত্রী সমাগম হয়। প্রাচীনকালে ইহা রাঙামাটীয়া নামে খ্যাত ছিল। এই বিভাগে ২টী তহশীল কাছারী ও একটী পুলিশ থানা আছে।

	জন সংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং … …	৩৪ ৩৯০	৭,১৩৯	২৬·২
১৩৩০ ,, … …	২৭,২৫১	—	—

১৩২০ ত্রিং সনে অমরপুর উপবিভাগের সঙ্গে এক যোগে এই বিভাগের জন সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল। সেই হেতু ১৩২০ ত্রিং সনের জনসংখ্যা পৃথক ভাবে দেওয়ার সুবিধা হইল না।

অমরপুর উপবিভাগ।

আয়তন—৫৬১ বর্গ মাইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
অমরপুর উপবিভাগ …	২৭,২৩৮	১৪,২৯১	১২,৯৪৭
১। বীরগঞ্জ তহশীল …	১০,৩৯৬	৫,৫২৬	৪,৮৭০
২। অম্পি ,, …	৫,৬২০	২,৯৪৫	২,৬৭৫
৩। ডুছড়ি ,, …	১১,২২২	৫,৮২০	৫,৪০২

পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণে বিলনীয়া, পশ্চিমে উদয়পুর, উত্তরে খোয়াই ও কৈলাসহর বিভাগদ্বয় অবস্থিত। আয়তনে এই উপবিভাগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই উপবিভাগে প্রজা বসতির ঘনতা সর্ব্ব নিম্ন। এই

এলাকার বাসিন্দাগণের মধ্যে শতকরা ৯৮ জনই পার্ব্বত্য জাতীয়। দুরধিগম্য এবং পর্ব্বতসঙ্কুল স্থান বলিয়া এই স্থানে এখনও বিদেশাগত প্রজাগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। সমগ্র জন সংখ্যার ভিতর ২৬ হাজারের অধিক সংখ্যক প্রজাই ত্রিপুরা, হালাম, কুকী ও চাকমা জাতীয়। অমরপুরে এখনও বহু আবাদযোগ্য বিস্তীর্ণ স্থান আছে। সুগম রাস্তার অভাবে এ বিভাগে লোক বসতি বৃদ্ধি পাইতেছে না।

		জন সংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	...	২৭,২৩৮	৫,৯৮১	২৮·১
১৩৩০ ,,	...	২১,২৫৭	—	—

পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ জেলা সমূহ হইতে প্রজাগণ এ উপবিভাগে উপনিবেশ স্থাপন না করায় জন সংখ্যার বৃদ্ধি এইরূপ অপ্রচুর।

বিলনীয়া বিভাগ।

আয়তন—৩৪৯ বর্গ মাইল

			মোট	পুরুষ	স্ত্রী
	বিলনীয়া বিভাগ	..	২৫,২৭২	১৩,৫৭৬	১১,৬৯৬
১।	সদর তহশীল	...	৬,৭৪১	৩,৬৭১	৪,১৩৯
২।	লুংথুং ,,	...	৯,৩০৫	৫,১৬৬	৬,০৭২
৩।	মোতাই ,,	...	১,৩৪১	৬৯৩	৬৪৮
৪।	ঋষ্যমুখ ,,	...	৪,৬৩৪	২,৩১২	২,৩২২
৫।	মহেশ পুষ্করিণী তহশীল	...	২,০৪০	১,১০৪	৯৩৬
৬।	রাধানগর ,,	...	৬১৮	৩১৬	৩০২
৭।	সিদ্ধিনগর ,,	...	১১৬	৬২	৫৪
৮।	পুরাণ রাজবাড়ী ,,	...	৪৭৫	২৫২	২২৩

পূর্ব্বে অমরপুর ও সাবরুম, দক্ষিণে সাবরুম ও নোয়াখালী, পশ্চিমে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলা, উত্তরে সোণামুড়া, উদয়পুর এবং অমরপুর অবস্থিত। এই বিভাগে ৮টী তহশীল কাছারী ও ২টী থানা আছে। প্রধান নদী মুহুরী এই বিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উল্লেখযোগ্য বনজবস্তু সকলই এই নদী দিয়া রপ্তানী হইয়া থাকে।

		জন সংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	...	২৫,২৭২	৫,৪৪৪	২৭.৫
১৩৩০ ,,	...	১৯,৮২৮	৬৪১	৩৩
১৩২০ ,,	..	১৯,১৮৭	—	—

১৩১০ ত্রিং সনে সাবরুম বিভাগের সহিত একযোগে এই বিভাগের জন সংখ্যা গণনা করায়, পৃথকভাবে এস্থলে উল্লেখ করা গেল না। পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের তুলনায় বিগত বর্ষ দশকের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। পার্শ্ববর্ত্তী নোয়াখালী

জেলার লোকেরা এই বিভাগে বহু স্থান বন্দোবস্ত নিয়া চাষ করে বটে, কিন্তু স্থায়ী ভাবে তথায় বাস না করার ফলে প্রজা বৃদ্ধি অত্যধিক নহে। চট্টগ্রামের বহুসংখ্যক মগ ও চাকমা এই বিভাগে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে।

সাবরুম বিভাগ।

আয়তন— ২৭১ বর্গ মাইল।

		মোট	পুরুষ	স্ত্রী
	সাবরুম বিভাগ	১৪,৪৭৪	৭,৮৫৬	৬,৬১৮
১	সদর তহশীল	৩,৬০৭	২,১৩৫	১,৪৭২
২।	আমলি ঘাট ,,	২,১০৪	১,১৪০	৯৬৪
৩।	সমরেন্দ্রগঞ্জ ,,	৫০৯	২৬৪	২৪৫
৪।	মনু ,,	৪,১৪১	২,১৬৫	১,৯৭৬
৫।	গোড়াকাপা ,,	২,২৩৯	১,১৫৬	১,০৮৩
৬।	মাগরুম ,,	১,৮৭৪	১,০০৪	৮৭০

পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে নোয়াখালী ও উত্তরে বিলনীয়া বিভাগ অবস্থিত। এই বিভাগে ৬টী তহশীল কাছারী, একটী পুলিশ থানা। এই বিভাগের প্রধান নদী ফেণী। যাবতীয় বনজ বস্তু এই নদী পথে রপ্তানী হইয়া থাকে।

		মোট জন সংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	..	১৪,৪৭৪	৩,৩৯০	৩০°৬
১৩৩০ ,,	..	১১,০৮৪	৫,৫৬৯	১০১°০
১৩২০ ,,	...	৫,৫১৫	-	—

১৩২০ ত্রিং সন হইতে ১৩৩০ ত্রিং সনে ১০১ শতকরা বৃদ্ধি এবং বিগত বর্ষ দশকে শতকরা ৩০°৬ বৃদ্ধি সন্তোষজনক হইলেও এই বিভাগের প্রজা বসতির ঘনতা খুব নিম্ন। অভ্যন্তরস্থ স্থান সমূহে চাষ আবাদের প্রচুর ভূমির অভাবে এবিভাগের জন সংখ্যা আয়তনের তুলনায় মোটেউপর সন্তোষজনক নহে। পার্শ্ববর্ত্তী চট্টগ্রাম জেলা ও নোয়াখালী হইতে এই বিভাগ সাধারণতঃ কৃষি কার্য্য ব্যপদেশে প্রজাগণ আগমন করিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সহরের এবং গ্রামের জন সংখ্যা।

সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ১টী মাত্র সহর এবং ৩,৩৮২টী গ্রাম আছে বলিয়া বিগত সেন্সাসের ফলে নির্ণীত হইয়াছে।

সহর ;—রাজধানী আগরতলা ব্যতীত এই রাজ্যে আর কোন সহর নাই, অথবা অন্য কোন স্থানে মিউনিসিপ্যালিটীও নাই। ১৩১০ ত্রিং সন হইতে আগরতলা সহরের জন সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

		পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১৩১০ ত্রিং	...	৪,০২৩	২,৩৯২	৬,৪১৫
১৩২০ ,,	...	৪,১৭৬	২,৬৫৫	৬,৮৩১
১৩৩০ ,,	..	৪,৩৩৩	৩,৪১০	৭,৭৪৩
১৩৪০ ,,	...	৫,৫৪৭	৪,০৩৩	৯,৫৮০

বিগত ত্রিশ বৎসর কাল মধ্যে এই সহরের জনসংখ্যা ৩,১৬৫ জন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই সহরের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের হার ১১·৮। সমগ্র রাজ্যের জন সংখ্যার শত করা ২·৫ ব্যক্তি এই সহরে বাস করিতেছে। কোন ধর্ম্মাবলম্বী, কয়জন লোক এই সহরে গত ১৩২০ ত্রিং, ১৩৩০ ত্রিং এবং ১৩৪০ ত্রিং সনে বাস করিত, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সন	হিন্দু		মুসলমান		খৃষ্টান		ব্রাহ্ম		বৌদ্ধ		জৈন		শিখ	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
১৩২০	৩,৫৬৫	২,৩৮২	৫৬৮	২৬৩	১৩	৬	৫	২	১৯	২	২	০	৪	০
১৩৩০	৩,৭৬৭	৩,০৮২	৫৫৩	৩১৮	৩	৫	৭	৪	৩	১	—	—	—	—
১৩৪০	৪,৬৮২	৩,৫৮৩	৮৬১	৪৩৭	০	২	—	—	০	১	.	—	৪	১০

এই সহরে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। বর্ত্তমান সময়ে সহরের বাসিন্দা গণের মধ্যে শত করা ৮৬ জন হিন্দু এবং শত করা ১৪ জন মুসলমান;

গ্রাম সমূহ।

কৃষি কার্য্যই এই রাজ্যের অধিবাসীগণের প্রধান উপজীবিকা বিধায় কৃষি কার্য্য ব্যপদেশে প্রজাবৃন্দের শত করা ৯৭·৫ জন গ্রামে বাস করিয়া থাকে। শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারতা লাভ না করায়, রাজধানী আগরতলা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে স্বতঃই সহর গড়িয়া উঠিতে পারেনাই। ভবিষ্যতে শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিলে ব্যবসায়ের কেন্দ্র সমূহ নগরে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই রাজ্যে গ্রাম বলিলে দুই শ্রেণীর জনপদকে বুঝায়। সমতল ভূমিতে অবস্থিত পল্লী গ্রাম এবং পার্ব্বত্য প্রজাদের "পাড়া"। সমতল ভূমিতে পার্ব্বত্য প্রজাগণ আবাস স্থান নির্ম্মাণ করে না। সাধারণতঃই তাহারা উচ্চ শ্রেণীর ভূমি অর্থাৎ টীলাতে বাস করিতে ভাল বাসে। কোনও নদী, নালা, বা ছড়ার নিকটবর্ত্তী কোনও টীলার উপর কয়েক জন পার্ব্বত্য জাতীর প্রজা মিলিত হইয়া কয়েকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া যে স্থানে বসবাস করে, এই রাজ্যে তাহা "পাড়া" বলিয়া অভিহিত হয়। অধিকাংশ স্থলে পাড়ার সর্দ্দারের নামেই পাড়াটীর নাম করণ হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য জাতীয়

প্রজাদিগের নির্ম্মিত বাস গৃহের সহিত সমভূমির অধিবাসীদের নির্ম্মিত কুটীর গুলির বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। উহাদের কুটীর গুলি কেবল মাত্র বাঁশ বেত ও ছনের সাহায্যে নির্ম্মিত হয়। মাটীর ভিটার পরিবর্ত্তে ইহারা ৫।৬ ফুট উচ্চ একটী বাঁশের মাচান্ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ছনের ছাউনি দ্বারা চালা প্রস্তুত করে এবং বেড়াও সম্পূর্ণ বাঁশের দ্বারা নির্ম্মাণ করে। ঘরটীতে উঠিবার জন্য একটী কাঠের সিড়ি ব্যবহৃত হয়। নানা বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিবিড় জঙ্গলে বসবাস কারী এই সকল ব্যক্তির এরূপ বাস গৃহ নির্ম্মাণ ব্যতীত উপায়ন্তর দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ একটী ঐ রূপ গৃহে এক পরিবারস্থ সকল লোক (স্ত্রী পুরুষ) বসবাস করে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্থান বিশেষে ২।৩টী হইতে ৪০।৫০টী বাস গৃহের সমন্বয়ে এক একটী পাড়া বা পার্ব্বত্য পল্লী গঠিত হয়। বর্ত্তমান সেন্সাসে এই প্রকার একটী পাড়া, একটী মৌজারূপে গৃহীত হইয়াছে।

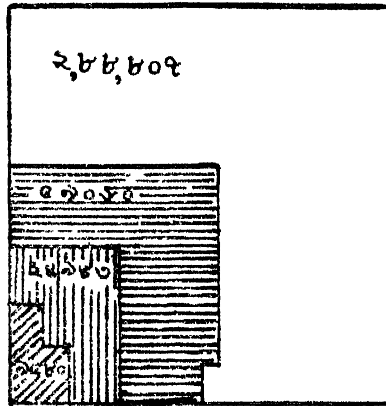
সমতল ভূমিতে অবস্থিত গ্রামগুলি পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য স্থানের গ্রামগুলিরই অনুরূপ। অধিকাংশ স্থলেই কয়েকজন কৃষি জীবী মিলিত হইয়া, তাহাদিগের জমির নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এবং পানীয় জলের সুবিধা আছে এমন জায়গায়, কয়েকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একটী ছোট খাট গ্রাম গঠন পূর্ব্বক বসবাস করিতে থাকে। অপেক্ষাকৃত বড় গ্রামে কৃষিজীবী ব্যতীত দুই এক জন শস্য ব্যবসায়ী, সামান্য মুদীখানার দোকান দার বা মহাজন ইত্যাদি শ্রেণীর কয়েকজন লোককেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার্স গুলিতে বাজার, থানা, স্কুল, দেবালয় ইত্যাদি আছে, এবং চাকুরী ও ব্যবসায় উপলক্ষে নানা উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও তথায় বসবাস করিতেছে। এ রাজ্যের গ্রামগুলিকে জন সংখ্যানুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইল, এবং ১০০০ হইতে ২০০০ জন সংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামকে প্রথম শ্রেণী, ৫০০ হইতে ১০০০ জন সংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামকে দ্বিতীয় শ্রেণী, এবং ৫০০ এর ন্যূন জন সংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামকে তৃতীয় শ্রেণী নামে অভিহিত করা গেল। বর্ত্তমান ও তৎপূর্ব্ব দুই সেন্সাসে উক্ত তিন শ্রেণীর গ্রামগুলির সংখ্যা কত ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করা হইল।

	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
১৩২০	৬	৪২	২২৬৮
১৩৩০	৭	৪৮	৩৩১৮
১৩৪০	১৯	৮৭	৩২৭৬

উপরোক্ত অঙ্কগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, এই রাজ্যে তৃতীয় শ্রেণী গ্রামের সংখ্যাই অধিক এবং বিগত সেন্সাসের তুলনায় এই শ্রেণীর গ্রাম সংখ্যা ৪২টী কমিয়া থাকিলেও উক্ত গ্রাম সমূহে বর্ত্তমান সময়ের রাজ্যের

শতকরা ৭৫ জন লোক বসবাস করিতেছে। বিগত সেন্সাসের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর গ্রাম সমূহের সংখ্যা ১২টী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার্সগুলি ব্যতীত আরো কয়েকটী প্রথম শ্রেণীর গ্রাম সৃষ্ট হওয়ার আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারতা লাভ করিলে এই গুলি ছোট খাট নগরে পরিণত হইবে। নিম্নে সহরের বাসিন্দা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রামসমূহের বাসিন্দাদের সংখ্যা ৬নং চিত্রদ্বারা প্রকাশ করা গেল।

সহর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রামে জনসংখ্যা।



তৃতীয় শ্রেণীর গ্রাম
দ্বিতীয় " "
প্রথম " "
সহর " "

৬ নং চিত্র

সমগ্র রাজ্যের জন সংখ্যার শতকরা ২·৫ জন আগরতলা সহরে বাস করে। ১ম শ্রেণীর গ্রাম সমূহে ৬·৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাম সমূহে ১৫·৫ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর গ্রাম সমূহে ৭৫·৫ জন বাস করিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

জন্মস্থান।

প্রজাবর্গের রাজ্যান্তর গমনাগমন সম্বন্ধীয় বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হইল। ৬নং টেবেলের পরিসংখ্যা (Statistics) ভিত্তি পূর্ব্বক এই অধ্যায়ের অঙ্ক সমূহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। পরিসংখ্যান সম্বন্ধীয় বিবরণাদি আলোচনা করার পূর্ব্বে, রাজ্যান্তরে গমন ও রাজ্যান্তর হইতে আগমন সম্বন্ধীয় শ্রেণী বিভাগ বিবৃত করা গেল। এদেশে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণীর রাজ্যান্তর গমনাগমন পরিলক্ষিত হয়।

১। **আকস্মিক**—পার্শ্ববর্ত্তী অথবা সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে গমন বা তথা হইতে আগমন। উপরোক্ত গ্রাম সমূহ রাজ্য সীমার বিপরীত দিকে অবস্থিত না হইলে আকস্মিক গমনাগমন দ্বারা জন্মস্থান সম্বন্ধীয় বিবরণে কোন বৈলক্ষণ্য সৃষ্ট হয় না। বিবাহাদি ব্যাপার এবং প্রথম সন্তানের জন্মের জন্য পিতৃ গৃহে স্ত্রী লোকেরাই অধিকাংশ স্থলে আকস্মিক গমনাগমন করিয়া থাকে।

২। **সাময়িক**—বৈষয়িক কার্য্য, ভ্রমণ, তীর্থযাত্রা, মেলা দর্শন হেতু ভ্রমণ এবং নূতন কোন বৃহৎ পূর্ত্ত কার্য্যোপলক্ষে মজুরের প্রয়োজন হওয়ায়, তথায় গমন হেতুই সাধারণতঃ সাময়িক রাজ্যান্তর গমনাগমন ঘটিয়া থাকে।

৩। **নির্দ্দিষ্ট কালীন**—ধান্য বপন এবং কর্ত্তন করার জন্য মজুরদের গমনাগমন এবং বনজ বস্তু, যথা—বাঁশ, বেত, ছন ইত্যাদি সংগ্রহোদ্দেশ্যে ভিন্ন রাজ্য হইতে এরাজ্যে আগমন হেতু প্রতি বর্ষেই নির্দ্দিষ্ট কালীন গমনাগমন সম্পাদিত হয়।

৪। **অর্দ্ধ স্থায়ী**—রাজ্যান্তরে জন্ম গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ চাকুরী বা ব্যবসা ব্যপদেশে ভিন্ন রাজ্যে গমন করিয়া, তথায় জীবিকার্জ্জন করিলেও জন্ম ভূমির সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন না করিয়া তথায় মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতে থাকে এবং শেষ বয়সে পুনঃ স্বীয় জন্ম ভূমিতে প্রত্যাগত হয়। উক্ত প্রকার রাজ্যান্তরে গমনাগমনই এ স্থলে অর্দ্ধ স্থায়ী গমনাগমন নামে অভিহিত করা গেল। সাধারণতঃ সহরে এবং যে স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারতা লাভ করিয়াছে, এরূপ স্থানে অর্দ্ধ স্থায়ী গমনাগমন ঘটিয়া থাকে।

৫। **স্থায়ী**—অর্থ নৈতিক কারণে জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যান্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা হেতু স্থায়ী গমনাগমন ঘটিয়া থাকে।

সেন্সাসের অঙ্ক দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের রাজ্যান্তরে গমনাগমনকারীদের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে সেন্সাস গ্রহণ কালে বিভিন্ন প্রকারের রাজ্যান্তর গমনাগমন দ্বারা লোক সংখ্যার কিরূপ বৈলক্ষণ্য সৃষ্ট হইতে

পারে, ইহা আলোচনার বিষয় বটে। সাধারণতঃ আকস্মিক রাজ্যান্তর গমনাগমন দ্বারা স্ত্রী লোকদের সংখ্যার, এবং সাময়িক, নির্দ্দিষ্ট কালীন ও অর্দ্ধস্থায়ী রাজ্যান্তরে গমনাগমন দ্বারা, পুরুষদের সংখ্যার বৈলক্ষাণ্য জন্মাইতে পারে। স্থায়ী রাজ্যান্তর গমনাগমন দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সংখ্যারই বৈলক্ষাণ্য সৃষ্ট হয়।

এই ক্ষেত্রে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেন্সাস দ্বারা কেবলমাত্র বৎসরের বিশেষ একটী দিনে প্রতি জনপদে যে সকল ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহাদেরই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিষয়টী রাজ্যান্তর গমনাগমন সম্বন্ধীয় পরিসংখ্যান আলোচনা কালে বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য হইবে। সেন্সাস যে কালে গৃহীত হয়, সেই সময় দ্ররিদ্র লোকেরাই সাধারণতঃ রাজ্যান্তর গমনাগমনকারীদের মধ্যে সংখ্যায় গরিস্ট। কারণ শীত ঋতুর প্রারম্ভে হৈমন্তিক ধান্য কর্ত্তনোদ্দেশ্যে মজুরের প্রয়োজন অনুভূত হইলে, পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ জেলাগুলি হইতে বহু মজুর এদেশে আগত হয়। ধান্য কর্ত্তন শেষ হইলেও সেন্সাস গ্রহণ কালে উহাদের অনেকেরই অন্যান্য কার্য্য ব্যপদেশে এরাজ্যে উপস্থিতি আশা করা যাইতে পারে। তৎপর বনজ বস্ত্র সংগ্রহোদ্দেশ্যেও অনেকে তৎকালে এরাজ্যে আগত হয়।

অর্দ্ধ স্থায়ী ও স্থায়ী রাজ্যান্তর গমনাগমনকারীদের সংখ্যা ব্যতীত সাময়িক ও নির্দ্দিস্ট কালীন রাজ্যান্তর গমনাগমনকারীদের সংখ্যাও এরাজ্যে সেন্সাস গ্রহণ কালে জন সংখ্যার বৈলক্ষণ্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সেন্সাস ও তৎপূর্ব্ব দুই সেন্সাসে ভিন্ন রাজ্য হইতে এরাজ্যে আগত প্রজাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

	১৩৪০ ত্রিং	১৩৩০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং
বাংলাদেশ—	৬৭,৯৪৬	৪৬,০৬১	৪৮,০০২
আসাম—	৩৩,২৬২	৩৬,৯৭৮	২৭,৫০৬
বিহার উড়িষ্যা—	৪,১৫৩	৫,০৭৭	২,০০২
মান্দ্রাজ—	২,১৬৬	২,৬৭৫	১,০৮৬
মধ্য প্রদেশ—	১,৪৭২	২,২২৭	১,৩৪১
যুক্ত প্রদেশ—	২,১১৬	১,৬৮৫	১,২৮১
আজমীঢ় মাড়োয়ার- - ...	৯	৭০	১
পঞ্জাব—	৮০	৪৪	৫০
বোম্বাই—	৮২	৭৭	১
ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সমূহ— ...	২,৫৯১	১,২৪৪	২৪৪
বর্ম্মা—	১২	৮	৪
নেপাল —	৫২৩	২১৯	৯৪
ভারত বহির্ভূত অন্যান্য দেশ সমূহ—	১১	৯	৩৪
	১,১৪,৩৮৩	৯৬,৩৭৪	৮১,৬৬৬

উপরোদ্ধৃত অঙ্ক সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশ ও আসাম হইতে আগত প্রজার সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত প্রজাদের সংখ্যার তুলনায় বহু উচ্চে।

বাংলা দেশস্থ অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় এরাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহ, যথা—ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম হইতে আগত প্রজার সংখ্যা অনেক বেশী।

বর্ত্তমান সেন্সাসে জন্মস্থান সংক্রান্ত টেবলটীতে বঙ্গদেশ বা আসাম দেশের জেলাগুলির অঙ্ক সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে না দেওয়ায়, পর্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহ হইঁতে আগত প্রজাদেব সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করার উপায় নাই। ১৩৩০ ত্রিং ও ১৩২০ ত্রিং সনের জন্মস্থান সম্বন্ধীয় টেবল হইতে নিম্নে বাংলা দেশস্থ পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহ হইতে আগত প্রজাদের সংখ্যা দেওয়া হইল।

		১৩৩০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং
ত্রিপুরা—	...	২৫,৬৮৯	৩৫,০০২
নোয়াখালী—	...	৪,৫৮৩	[illegible],৭৫৯
চট্টগ্রাম—	...	৯,৮৯১	৫,৫৭৭
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম—	...	১,৪৬৯	১০৫
ঢাকা— ...	...	২,৬১৬	১,৪৩৪
মোট		৪৪,২৪৮	৪৭,১৭৭

উপরিলিখিত অঙ্ক সমূহ হইতে দেখা যায়, ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত প্রজাগণের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। বর্ত্তমান সেন্সাসেও যে ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত প্রজার সংখ্যাই অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, ইহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ হইতে আগত প্রজাগণের অর্দ্ধেকের অধিক প্রজাই ত্রিপুরা জেলা হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আসাম দেশস্থ, শ্রীহট্ট জেলা হইতেও বহু প্রজা এদেশে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছে। আসামের অন্যান্য জেলা হইতে আগত প্রজার সংখ্যা শ্রীহট্টের তুলনায় বহু নিম্নে. এস্থলে ১৩৩০ ত্রিং ও ১৩২০ ত্রিং সনের সেন্সাসে আসাম প্রদেশস্থ জেলা সমূহ হইতে আগত প্রজাদের সংখ্যা উদ্ধৃত করা গেল।

	১৩৩০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং
শ্রীহট্ট—	৩৩,৯২৯	২৫,৫৪৯
লুসাই—	১,৪৩৪	৭৬০
অন্যান্য জেলা—	১,৬০৮	১,১৮৮
মোট	৩৬,৯৭১	২৭,৪৯৭

বর্ত্তমান সেন্সাসেও শ্রীহট্ট হইতে আগত প্রজাদের সংখ্যাই আসাম হইতে আগত প্রজাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক ও সমগ্র আসাম প্রদেশাগত প্রজার [৪] অংশ হওয়া সম্ভব।

পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ জেলা সমূহে প্রজা বসতির ঘনতা খুব উচ্চ এবং ত্রিপুরা, নোয়াখালী ইত্যাদি জেলার প্রতি বর্গ মাইলে এক সহস্রেরও অধিক লোকের বা। হওয়ায়, এবং ঐ সকল স্থানে যথেস্ট কর্ষণোপযোগী ভূমির অভাবে সাধারণতঃ কৃ। কার্য্য ব্যপদেশেই ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট ইত্যাদি জেলা হইতে প্রজাগ এ রাজ্যে আসিতে আকৃস্ট হইয়াছে। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলা হইতে আগ প্রজাগণই এ রাজ্যে অধিক বিধায়, এস্থলে পৃথকভাবে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। নিম্নে ১৩০০ ত্রিং সন হইতে ১৩৩০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত যত প্রজা উক্ত দুই জেলা হইতে এ রাজ্যে আসিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা দেওয়া গেল। বর্ত্তমান সেন্সাসে পৃথকভাবে উক্ত দুই জেলার অঙ্ক না পাওয়ায়, এস্থলে তাহা দেওয়ার সুবিধা হইল না।

	১৩৩০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩০০ ত্রিং
ত্রিপুরা—	২৭,৬৮৯	৩৫,৩০২	১২,০৫৫	৬৮৪৫
শ্রীহট্ট—	৩৩,৯২৯	২৫,৫৪৯	১৬১০৬	১,১২৮

উপরোদ্ধৃত অঙ্ক সমূহ আলোচনায় দেখা যাইবে যে, শ্রীহট্ট হইতে আগত প্রজাগণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত প্রজাগণের সংখ্যা ১৩৩০ ত্রিং সনে, ১৩২০ ত্রিং সন অপেক্ষা ১০ হাজার কম ছিল। উক্ত জেলাদ্বয় হইতে আগত পুরুষ ও স্ত্রী লোকের অনুপাতের হার লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, শ্রীহট্ট হইতে আগত প্রজাগণ এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস উদ্দেশ্যেই আসিতেছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত প্রজাগণ আজকাল এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় আর আকৃস্ট না হওয়ায়, সংখ্যায়ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

গত ১৩২০ ত্রিং সনে ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রতি ৭ জন পুরুষে ৩ জন স্ত্রীলোক এবং ১৩৩০ ত্রিং সনে প্রতি ৪ জন পুরুষে ৩ জন স্ত্রীলোক এরাজ্যে আগমন করিয়াছিল। তত্তুলনায় শ্রীহট্ট জেলা ১৩২০ ত্রিং সনে প্রতি ১২ জন পুরুষে ১০ জন স্ত্রীলোক এবং ১৩৩০ ত্রিং সনে প্রতি ১৪ জন পুরুষে ১২ জন স্ত্রীলোক এ রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীর অনুপাতের হার লক্ষ্য করিলে শ্রীহট্ট হইতে আগত প্রজাগণ যে ত্রিপুরা জেলাগত প্রজাদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় স্থায়ীভাবে বসবাসোদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। বাংলা দেশাগত প্রজাগণের মধ্যে কৃষি কার্য্য ব্যতীত চাকুরী ও ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্যও বহু লোক এ রাজ্যে আগমন করিয়া থাকে।

বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী চা বাগানের কাজে এবং বাকী সকলে পূর্ত্ত কাজে ও কৃষি কার্য্যোদ্দেশ্যে এ রাজ্যে আসিয়া থাকে। ১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাসকালে এ রাজ্যে বহু চা বাগান স্থাপিত হওয়ায় এবং চা এর ব্যবসায় লাভজনক থাকায়, উক্ত প্রদেশগুলি হইতে এ রাজ্যে আগত প্রজাদের সংখ্যা বেশ সন্তোষজনক, এবং ১৩২০ ত্রিং সনের প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ছিল। কিন্তু গত ৩।৪ বৎসর হইতে চা এর ব্যবসায়ে মন্দা হওয়ায়, ইতিমধ্যে অনেকগুলি চা বাগান কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান সেন্সাসের সময় ঐ প্রদেশ সমূহ হইতে আগত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৩৩০ ত্রিং সনের তুলনায় কিছু কম ছিল।

ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্য সমূহ হইতে আগত প্রজাগণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান সেন্সাসে এই শ্রেণীর লোক আগমনের সংখ্যা মাত্র ২,৫৯১ জন হইলেও ১৩৩০ ত্রিং সনের প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ব্যক্তি বিগত দশ বৎসরে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য হইতে এ রাজ্যে আগমন করিয়াছে।

পাঞ্জাব, বোম্বাই, আজমীঢ় ও বর্ম্মা হইতে এ রাজ্যে আগত ব্যক্তি সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ ব্যবসায় বাণিজ্য উদ্দেশ্যেই ইহারা এ রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। নেপাল ব্যতীত ভারত বহির্ভূত অন্যান্য দেশগুলি হইতে আগত ব্যক্তিদের সংখ্যাও নগন্য।

বর্ত্তমান সেন্সাসকালে নেপাল হইতে আগত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ছিল ৫২৩ জন, ১৩৩০ ত্রিং সনে ছিল ২১৯ জন। বিগত দশ বৎসরে ৩০৪ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইদানীং পুলিশ ও সৈনিকবিভাগে চাকুরী উদ্দেশ্যে কয়েকজন নেপালী এ রাজ্যে আসায় এই বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে।

এ রাজ্য হইতে ভিন্ন রাজ্যে গমনকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা বিদেশাগত ব্যক্তিদের তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিতে হয়। রাজ্য মধ্যে কৃষি কার্য্যোপযোগী বিস্তীর্ণ ভূমি থাকায় এবং পার্ব্বত্য প্রজাগণের বিদেশ বিমুখতা হেতু এ রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে গমনকারীদের সংখ্যা এরূপ কম। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় এ রাজ্যে জন্ম গ্রহণকারী প্রজাদের সংখ্যা মাত্র ৬,৫৪৩ জন।

ভিন্ন রাজ্য হইতে আগত এবং এ রাজ্য হইতে ভিন্ন রাজ্যে গত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৭ নং চিত্রদ্বারা প্রকাশ করা গেল।

চতুর্থ অধ্যায়।

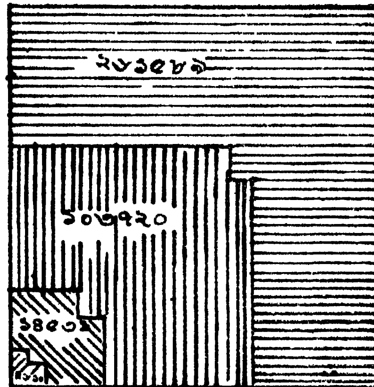
ধর্ম্ম।

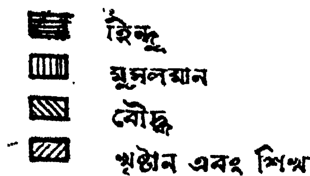
বর্ত্তমান সেন্সাসের ফলে এ রাজ্যের নির্দ্ধারিত জনসংখ্যা ধর্ম্মভেদে বিভক্ত করিয়া নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার শতকরা অংশ
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	৩,৮২,৪৫০	—
হিন্দু ...	২,৬১,৫৮৯	৬৮·৪০
মুসলমান ...	১,০৩,৭২০	২৭·১২
বৌদ্ধ ...	১৪,৩৫১	৩·৮০
খৃষ্টান	২,৫৯৬	·৬৮
শিখ	১৪	

এস্থলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৮ নং চিত্রদ্বারা প্রকাশ করা গেল।

ধর্ম্মভেদে রাজ্যের জনসংখ্যা।





৮ নং চিত্র

১২৯০ ত্রিং সন হইতে ১৩৪০ ত্রিং পর্য্যন্ত বিভিন্ন সেন্সাসে ধর্ম্মভেদে জন সংখ্যার পরিবর্ত্তন, সংস্পৃষ্ট ৯ নং চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।

১২৯০ ত্রিং সনের সেন্সাসের গণনা ফল বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে যে বহু সন্দেহের কারণ আছে, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সেন্সাসে এ রাজ্যের জন সংখ্যার শতকরা ১০ ২২ জন হিন্দু, ২৮·১৮ জন মুসলমান এবং ৬১·৪৮ জন এনিমিষ্ট অর্থাৎ ভূত প্রেত পূজকরূপে নির্ণীত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী সেন্সাসে হিন্দু শতকরা ৬৬·৭০ জন এবং মুসলমান ২৬·৯৮ জন বলিয়া পরিগণিত হয়। উক্ত সেন্সাসে এনিমিষ্ট আখ্যায় কেহই অভিহিত হয় নাই। তৎপর ১৩১০ ত্রিং সন হইতে বর্ত্তমান সেন্সাস পর্য্যন্ত শতকরা ৬৮ জন হিন্দু, এবং মুসলমান ১৩১০ ত্রিং সনে শতকরা ২৬ জন, ১৩২০ ত্রিং সনে শতকরা ২৮ জন, ১৩৩০ ত্রিং সনে ২৭ জন এবং বর্ত্তমান সেন্সাসে ২৭ জন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উপরের চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে, ১৩১০ ত্রিং সন হইতে বর্ত্তমান সেন্সাস অবধি হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধে গত অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। হিন্দু ও মুসমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ ১৩০০ ত্রিং সনে সমগ্র জন সংখ্যার যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তৎপরবর্ত্তী সেন্সাসে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া ১৩২০ ত্রিং সনের জন সংখ্যার ন্যূনতম অংশ লাভ করিয়াছিল। ১৩৩০ ত্রিং সনে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলেও বর্ত্তমান সেন্সাসে পুনরায় তাহাদের হ্রাস ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সেন্সাসে জন সংখ্যার শতকরা ৪·৪৮ জন মাত্র হিন্দু মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

হিন্দু।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৩১০ ত্রিং সন হইতে বর্ত্তমান সেন্সাস পর্য্যন্ত হিন্দুরা এ রাজ্যের সমগ্র জন সংখ্যার শতকরা ৬৮ জন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ এ রাজ্যে সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। নিম্নে বিগত সেন্সাস ৪টীতে হিন্দুদের যে সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করা হইল এবং শতকরা বৃদ্ধিও দেওয়া হইল।

	সংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	২,৬১,৫৮৯	৫৩,৮৯৩	২৫·৯৪
১৩৩০ ,,	২,০৭,৬৯৬	৪৯,৫৯৫	৩১·৩৬
১৩২০ ,,	১,৫৮,১০১	৩৮,৯০৯	৩২·৬৮
১৩১০ ,,	১,১৯,১৯২	—	—

বিগত ত্রিশ বৎসরে সমগ্র জন সংখ্যা যে হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে, হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় সেই হারেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ জেলা সমূহে,

যথা—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরাতে মুসলমানগণের সংখ্যা শতকরা ৮০ এবং তদূর্দ্ধে। চতুষ্পার্শ্বে মুসলমানাধ্যুসিত স্থান সমূহ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও যে হিন্দু জন সংখ্যা এ রাজ্যে প্রবল ও সন্তোষজনকরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ এই যে, রাজ্যাধিপতি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী এবং সাম্প্রাদায়িক কলহের অবর্ত্তমানে হিন্দুগণ নিরুপদ্রবে এ রাজ্যে বাস করিতে পারে। অবশ্য এ রাজ্যবাসী পাহাড়িয়া প্রজাগণ ক্রমশঃই হিন্দু ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া, ভূত প্রেত ইত্যাদি পূজা পরিহার করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করার ফলেও এ রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

এ রাজ্যে খোয়াই, সদর, কৈলাসহর, অমরপুর, সাবরুম, বিলনীয়া ও ধর্ম্মনগরে হিন্দুগণ সংখ্যায় প্রবল। বর্ত্তমান সেন্সাসে বিভিন্ন বিভাগে, হিন্দুরা বিভাগীয় জন সংখ্যার শতকরা কত অংশ অধিকার করিয়া আছে, তাহা সংস্পৃষ্ট ৩ নং মানচিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইল।

খোয়াই বিভাগে শতকরা ৯১ জন হিন্দু, সদর, সাবরুম, কৈলাসহর ও অমরপুরে যথাক্রমে শতকরা ৭৩, ৭৪, ৭৫ ও ৭৮ জন হিন্দু, বিলনীয়ায় শতকরা ৬৪ ও ধর্ম্মনগরে শতকরা ৬৩ জন হিন্দু। সোণামুড়া ও উদয়পুর বিভাগে হিন্দুরা সংখ্যায় ন্যূন। উদয়পুরে শতকরা ৪৪ জন এবং সোণামুড়ায় শতকরা ৩৩ জন মাত্র হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী।

বিগত ১৩৩০ ত্রিং সনে বিভিন্ন বিভাগের জনসংখ্যায় হিন্দুরা শতকরা যত স্থান অধিকার করিয়াছিল, তত্তুলনায় ১৩৪০ ত্রিং সনে বিভিন্ন বিভাগে হিন্দু জনসংখ্যায় যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

বিগত দশ বৎসর কাল মধ্যে সদর এবং অমরপুর বিভাগে শতকরা ২ জন এবং কৈলাসহর বিভাগে শতকরা ৪ জন হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়াছে। অপর ক্ষেত্রে সোণামুড়ায় শতকরা ৪ জন, সাবরুম ও ধর্ম্মনগরে শতকরা ৩ জন, খোয়াই বিভাগে শতকরা ২ জন এবং উদয়পুরে শতকরা ১ জন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বিলনীয়া বিভাগে ১৩৩০ ত্রিং সনে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৬৪ জন ছিল, সুতরাং এই বিভাগে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। গত ত্রিশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা মোট বৃদ্ধি পাইয়াছে ১,৪২,৩৯৭ জন।

মুসলমান।

বর্ত্তমানকালে এ রাজ্যের জনসংখ্যার শতকরা ২৭ জন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। সংখ্যায় মুসলমানগণ এ রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৩১০ ত্রিং সন

হইতে সেন্সাস চতুষ্টয়ের মুসলমান জনসংখ্যা ও শতকরা বৃদ্ধি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	সংখ্যা।	বৃদ্ধি।	শতকরা বৃদ্ধি।
১৩৪০ ত্রিং ...	১,০৩,৭২০	২১,৪৩২	২৬·০৪
১৩৩০ ,, ...	৮২,২৮৮	১৭,৩৩৫	২৬·৬৮
১৩২০ ,, ...	৬৪,৯৫৩	১৯,৬৩০	৪৩·৩৩
১৩১০ ,, ...	৪৫,৩২৩	—	—

১৩২০ ত্রিং সনে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৪৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৩৩০ ও ১৩৪০ ত্রিং সনে শতকরা ২৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ রাজ্যভুক্ত জেলাসমূহ হইতে মুসলমানগণ এ রাজ্যের বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ভূমিখণ্ড সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কৃষিকার্য্য ব্যপদেশে ও স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য প্রতি বৎসরই এ রাজ্যে বহু সংখ্যায় আগমন করিতেছে। হিন্দুর তুলনায় মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর শ্রমসহিষ্ণু ও উৎসাহশীল হওয়ায়, রাজ্যের অন্তঃস্থলাবস্থিত স্থানসমূহেও ক্রমশঃ বসতি বিস্তার করিতেছে। ১৩৩০ ত্রিং সনের তুলনায় বর্ত্তমানে অমরপুর, সাবরুম, খোয়াই ও ধর্ম্মনগর বিভাগে মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করিতেছে। সোণামুড়া ও উদয়পুর বিভাগদ্বয়ে মুসলমানগণের সংখ্যা হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের তুলনায় অনেক উর্দ্ধে। মুসলমানগণ বিভিন্ন বিভাগের জনসংখ্যার কত অংশ অধিকার করিয়াছে, সংস্পৃষ্ট ৪ নং মানচিত্রদ্বারা তাহা প্রকাশ করা গেল।

বঙ্গে মুসলমানগণের রাজত্বকালে, এ রাজ্যে বহুবার মুসলমান আক্রমণ ঘটিয়াছে। যদিও কোন কালেই তাহারা এ রাজ্য স্থায়ীভাবে অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই বটে, তথাপিও আক্রমণের ফলে অনেক মুসলমান এ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সোণামুড়া ও উদয়পুর বিভাগদ্বয়ে এই কারণেই মুসলমান সংখ্যাধিক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৩৩০ ত্রিং সনে বিভিন্ন বিভাগের জন সংখ্যায় মুসলমানদের যে অংশ ছিল, ১৩৪০ ত্রিং সনে সদর, বিলনীয়া ও কৈলাসহর ব্যতীত অন্যান্য বিভাগগুলিতে তাহাদের অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলনীয়ায় শতকরা ৩ জন এবং সদরে শতকরা ২ জন হ্রাস পাইয়াছে। সাবরুম ও অমরপুরে শতকরা ১ জন হিসাবে, ধর্ম্মনগরে শতকরা ৩ জন হিসাবে এবং সোণামুড়ায় শতকরা ৪ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৈলাসহরে ১৩৩০ ত্রিং সনে মুসলমানগণ শতকরা ১৯ জন ছিল, ১৩৪০ ত্রিং সনেও তাহাই আছে। বিগত ত্রিশ বৎসরে সমগ্র মুসলমানদের সংখ্যা ৫৮,৩৯৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বৌদ্ধ।

বর্ত্তমানকালে বৌদ্ধগণের সংখ্যা এ রাজ্যে ১৪,৫৩১ জন। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩ জন লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ১৩১০ ত্রিং হইতে ১৩৪০ ত্রিং পর্য্যন্ত বিভিন্ন সেন্সাসে বৌদ্ধগণের সংখ্যা এবং হ্রাস বৃদ্ধি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

		সংখ্যা।	+ বৃদ্ধি বা — হ্রাস।	শতকরা বৃ
১৩৪০ ত্রিং	...	১৪,৫৩১	+ ৪,৩৮৪	৪৩·২০
১৩৩০ ,,	...	১০,১৪৭	+ ৫,১৫০	৮৫·৮৭
১৩২০ ,,	...	৫,৯৯৭	— ২	—
১৩১০ ,,	...	৫,৯৯৯	—	—

১৩২০ ত্রিং সনে বৌদ্ধগণের সংখ্যা ১৩১০ ত্রিং সনেরই তুল্য—দশ বৎসরে মাত্র ২ জন সংখ্যায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৩৩০ ত্রিং সনে ১৩২০ ত্রিং সন অপেক্ষা শতকরা ৮৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিগত দশ বর্ষে ইহাদের সংখ্যা ৪৩৮৪ জন, অথবা শতকরা ৪৩ জন মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ত্রিশ বৎসর কাল মধ্যে সর্ব্বমোট বৃদ্ধি পাইয়াছে ৯,৫৩২ জন। হিন্দু ও মুসলমানের তুলনায় বৌদ্ধগণের বৃদ্ধির হার বহু উচ্চে।

যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এক কালে হিন্দু ধর্ম্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাহাড়িয়া শ্রেণীর কতিপয় উপজাতি ব্যতীত বাংলার সমভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। এ রাজ্যে প্রধানতঃ চাকমা ও মগগণই বৌদ্ধ। ইহারা এ রাজ্যের আদিম অধিবাসী নহে, বৃটীশ রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রাম জেলা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তাহারা এ রাজ্যে আগমন করিয়াছে।

১৩২০ ত্রিং সনে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম হইতে যত লোক এ রাজ্যে আসিয়াছিল, ১৩৩০ ত্রিং সনে উহাদের দ্বিগুণ সংখ্যক ব্যক্তি এ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই কারণেই বৌদ্ধগণের উক্ত সময়ে শতকরা ৮৫ জন বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বিভাগসমূহে, যথা—বিলনীয়া, সাবরুম, অমরপুর ও কৈলাসহরে প্রধানতঃ বৌদ্ধগণের বাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বিভাগ চতুষ্টয় ব্যতীত অন্যান্য বিভাগগুলিতে ইহাদের বসবাস পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন বিভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণের বিস্তার সংস্পৃষ্ট ৫ নং মানচিত্রদ্বারা দর্শান হইল।

বর্ত্তমান সেন্সাসে সমগ্র রাজ্য মধ্যে খৃষ্টানগণের সংখ্যা মাত্র ২,৫৯৬ জন বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে লুসাই ১,৭৯৫ জন এবং কুকী ৫৭৪ জন এই ধর্ম্মাবলম্বী।

কৈলাসহর বিভাগেই লুসাই ও কুকী খৃষ্টানগণ অধিক সংখ্যায় বাস করিতেছে। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগের খৃষ্টানগণের সংখ্যা উদ্ধৃত করা গেল।

কৈলাসহর	...	...	২,৩৫০ জন
ধর্ম্মনগর	...	...	১৩০ ,,
সদর ...	...	...	১১৬ ,,

সদর বিভাগের খৃষ্টানগণ বহুকালাবধি এ রাজ্যবাসী চাষী প্রজা—উহারা কেহ কেহ পর্ত্তুগিজ রক্ত সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে।

১২৯০ ত্রিং সন হইতে বর্ত্তমান সেন্সাস পর্য্যন্ত খৃষ্টানগণের সংখ্যা ও বৃদ্ধি নিম্নে দেওয়া গেল।

	সংখ্যা।	বৃদ্ধি।	শতকরা বৃদ্ধি।
১৩৪০ ত্রিং ...	২,৫৯৬	৭৩৬	৩৯.৫
১৩৩০ ,, ...	১,৮৬০	১,৭২২	১,২৪৭.৮
১৩২০ ,, ...	১৩৮	১	০.৭
১৩১০ ,, ...	১৩৭	৪	৩.০
১৩০০ ,, ...	১৩৩	২০	১৭.৭
১২৯০ ,, ...	১১৩	—	—

১২৯০ হইতে ১৩২০ ত্রিং পর্য্যন্ত খৃষ্টানগণের বৃদ্ধি খুবই সামান্য ছিল, কিন্তু ১৩৩০ ত্রিং সনে ইহাদের বৃদ্ধি বিস্ময়জনকরূপে শতকরা ১২৪৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎকালে বহু কুকী ও লুসাই খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় হঠাৎ এই বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। সংস্পৃষ্ট ৬ নং মানচিত্রদ্বারা খৃষ্টানগণের সংখ্যা ও বিস্তার দেখান গেল।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান ব্যতীত বর্ত্তমান সেন্সাসে এ রাজ্যে মাত্র ১৪ জন শিখ ধর্ম্মাবলম্বী আছে বলিয়া জানা যায়। সাধারণতঃ ইহারা চাকুরী বা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছে।

যদিও বর্ত্তমান সেন্সাসে এ রাজ্যে এনিমিষ্ট আখ্যায় কেহই ভূষিত হয় নাই বটে, তথাপিও বিভিন্ন সেন্সাসে এনিমিষ্ট আখ্যাধারীদের সময়ে সময়ে সংখ্যাধিক্য ঘটায়, এ স্থলে তাহার আলোচনা করা গেল। এনিমিষ্ট অর্থে সাধারণতঃ ভূতপ্রেত ইত্যাদি উপাসকগণকে বুঝাইয়া থাকে।

বিভিন্ন সেন্সাসে প্রতি দশ হাজার ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের সংখ্যা কত ছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

১৩৪০ ত্রিং সনে	...	...	—
১৩৩০ ,,	...	...	৭৯ জন
১৩২০ ,,	...	...	১৮ ,,

১৩১০ ত্রিং সনে	...	...	১৫৪ জন
১৩০০ ,,	...	...	—
১২৯০ ,,	...	..	৬,১৪৮ ,,

উপরোক্ত অঙ্কগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, ১২৯০ ত্রিং সনে প্রতি দশ হাজার ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৬,১৪৮ জন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ১৩০০ ত্রিং সনের সেন্সাসে এ রাজ্যে কোন এনিমিস্ট ছিল না।

১৩১০ ত্রিং সনে প্রতি দশ হাজারে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১৫৪ জন, ১৩২০ ত্রিং সনে আবার অকস্মাৎ অসম্ভবরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ইহাদের সংখ্যা প্রতি দশ হাজার ব্যক্তিতে দাঁড়ায় মাত্র ১৮ জন, ১৩৩০ ত্রিং সনে আবার ইহাদের সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, এবং প্রতি দশ হাজারে ৭৯ জন বলিয়া নির্ণীত হয়।

বর্ত্তমান সেন্সাসে আবার এনিমিষ্টগণ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে। গণনাকারীগণকে বিভিন্ন সেন্সাসকালে যেরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইত, তৎফলে এবং স্থানবিশেষে উহাদের খেয়াল ফলে এ রাজ্যের পাহাড়িয়া শ্রেণীর প্রজাদিগকে কখনো এনিমিস্ট, কখনো বা হিন্দু আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ১২৯০ ত্রিং সনে উহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে এনিমিষ্ট লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সেন্সাসে উহাদের সকলকেই আবার হিন্দু বলিয়া লিখিত হয়।

বর্ত্তমান কালে প্রায় সকল পাহাড়িয়া জাতীয় প্রজা হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত আচারাদি পালন করায়, উহাদিগকে এবার হিন্দু বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

জনসংখ্যার পুরুষ ও স্ত্রীর অনুপাতের হার।

এ রাজ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যা হইতে ২৩,৪১৪ জন অধিক। প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৮৮৫ স্ত্রীলোক। ভিন্ন রাজ্য হইতে আগত ব্যক্তিগণ—যাহারা এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না, তাহারা প্রায়ই স্ত্রী-পুত্রাদিসহ এ রাজ্যে আগমন করে না। পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, এ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ, বিদেশাগত প্রজাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি, সুতরাং এ রাজ্যে অত্যধিক সংখ্যক পুরুষের বিদ্যমানতার যে ইহাও অন্যতম কারণ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই ক্ষেত্রে বিদেশাগত প্রজাগণের সংখ্যা বাদ দিয়া স্বাভাবিক জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে কতজন স্ত্রীলোক এ রাজ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহাই আলোচনা করা সমীচীন। কিন্তু স্বাভাবিক জনসংখ্যার মধ্যে দেখা যায় যে, প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৮৫৬ জন। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, এ রাজ্যে কন্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সম্ভবতঃ শিশু মৃত্যুর হার বালক অপেক্ষা বালিকাগণের মধ্যে অধিক।

হিন্দু সমাজে পুত্রের জন্ম সৌভাগ্যসূচক বলিয়া সর্ব্বত্রই বিবেচিত হয়, অপর পক্ষে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে বিবাহের ব্যয় ভার বিবেচনা করিয়া মাতাপিতাগণ ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। অবশ্য হিন্দু সমাজের সকল স্তরেই যে কন্যাগণ অনাদৃত হইয়া থাকে তাহা নহে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে কন্যা বিবাহে বরপণ ও আনুসঙ্গিক ব্যয় সাধারণতঃই সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে, অপর পক্ষে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বহু স্থলেই কন্যা বিবাহে বরের নিকট হইতে পণ আদায় করা হয়—কোন কোন স্থলে বর পক্ষেরই বিবাহের প্রায় সকল ব্যয় ভার বহন করিতে হইয়া থাকে। এই কারণে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজে বালিকাগণ অনাদৃত হয় না। এ রাজ্য ব্যতীত সমগ্র বাংলা দেশেও দেখা যায় যে, পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। পরিসংখ্যানাভিজ্ঞগণ গবেষণাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, সমগ্র জগত ব্যাপিয়াই বালিকা অপেক্ষা বালকগণ অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং উক্ত বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, প্রতি ২০টী বালিকাতে ২১টী বালক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

যে পরিবারে পুরুষ সংখ্যা বেশী দেখা যায়, সেই পরিবারই জীবন সংগ্রামে অধিক কাল টিকিয়া থাকিতে পারে, সমাজে আজো বহু সংখ্যক পুত্রের জনক-জননীগণ বিশেষভাবে সমাদৃত হন। বহু যুগ হইতে জনক-জননীগণের পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপই আজ কাল বালিকাপেক্ষা বালকের জন্মের হার অধিক বলিয়া বিশ্বাস হয়।

ধর্ম্মভেদে পুরুষ ও স্ত্রীর অনুপাতের হার।

বর্ত্তমান কালে এ রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে কত জন স্ত্রীলোক আছে তাহা প্রদর্শিত হইল ;—

হিন্দু	...	...	৮৯৮ জন
মুসলমান	...	...	৮৪৬ ,,
বৌদ্ধ	...	...	৯১১ ,,
খৃষ্টান	...	...	৯৬৯ ,,

হিন্দুদের মধ্যে হাজার করা পুরুষাপেক্ষা সংখ্যায় ১০২ জন স্ত্রীলোক কম, মুসলমান রমণীগণের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে ৮৪৬ জন, হিন্দু নারীগণের অপেক্ষা প্রতি হাজার ৫২ জন কম। পুরুষাপেক্ষা বৌদ্ধ নারীগণের সংখ্যা হাজার করা ৮৯ জন কম এবং খৃষ্টান রমণীগণের সংখ্যা এই ক্ষেত্রে পুরুষাপেক্ষা মাত্র ৩১ জন কম।

খৃষ্টান ও বৌদ্ধগণ এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে, সেই হেতু স্ত্রী পুরুষের হার ইহাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য নহে। এ রাজ্যে বিদেশাগত প্রজাগণের মধ্যে মুসলমানগণের সংখ্যা অধিক, কিন্তু হিন্দুগণের ন্যায় তাহারা প্রথমাবধি স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করে না। অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয় যে, রাজ্যের নিকটবর্ত্তী বৃটিশ রাজ্যভুক্ত কোন গ্রাম হইতে ইহারা প্রথমতঃ কৃষিকার্য্য ব্যপদেশে এ রাজ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সেই সময় তাহারা সাধারণতঃই স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে করিয়া আসে না, সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া পশ্চাৎ স্ত্রী-পুত্র আনিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই কারণে মুসলমানগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৮৪৬ জন, পুরুষাপেক্ষা প্রতি হাজারে স্ত্রীলোক ১৫৪ জন কম।

জাতিভেদে স্ত্রী-পুরুষের হার তারতম্য।

বর্ত্তমান সেন্সাসের ১৭নং ইম্পিরিয়াল টেবলের জাতি সমূহের মধ্যে যাহাদের সংখ্যা হাজারের নীচে, তাহাদের বাদ দিয়া বাকী জাতিগুলির মধ্যে প্রতি শত পুরুষে কতজন স্ত্রীলোক আছে, তাহা এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

১।	ভূঁইমালী	...	...	১২১ জন
২।	কাপালি	...	...	১১৩ ,,
৩।	পাটনী	...	...	১০৮ ,,
৪।	গারো	...	...	১০৭ ,,
৫।	লুসাই	...	...	১০৫ ,,
৬।	চাকমা	...	...	৯৪ ,,
৭।	বারুই	...	...	৯৪ ,,
৮।	ত্রিপুরা	...	...	৯৩ ,,
৯।	মাহিষ্য	...	...	৯০ ,,
১০।	তাঁতি	...	...	৮৭ ,,
১১।	মালী	...	...	৮৬ ,,
১২।	কুকী	...	...	৮৩ ,,

১৩।	যোগী	...	...	৭৯ জন
১৪।	নমশূদ্র	...	...	৭৬ ,,
১৫।	সুণ্ডী	...	...	৭৪ ,,
১৬।	কলু	...	...	৭৩ ,,
১৭।	ব্রাহ্মণ	...	...	৭২ ,,
১৮।	গোয়ালা	...	...	৬৫ ..
১৯।	পণি	...	...	৪৫ ,,
২০।	কায়স্থ	...	...	৪২ ,,

ভূঁইমালী, কাপালি, পাটনী, গারো ও লুসাই ব্যতীত অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। কায়স্থ জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা সর্ব্ব নিম্ন, ৭,৪৪৪ জন ; কায়স্থের মধ্যে মাত্র ২,১৮৯ জন স্ত্রীলোক। গারো, লুসাই, চাকমা, ত্রিপুরা, কুকী জাতিসমূহ এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরা এবং কুকী এ রাজ্যের আদিম অধিবাসী। ত্রিপুরা জাতির ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষাপেক্ষা প্রতি শতে মাত্র ৭ জন কম, কুকীদের মধ্যে ১৭ জন কম।

এ রাজ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হইবার বিদেশাগত প্রজাগণের বৃদ্ধিই একমাত্র কারণ নহে। স্বাভাবিক জন সংখ্যার ভিতরও পুরুষের সংখ্যা অধিকতর বেশী, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে কেবলমাত্র এই রাজ্যে বা বাংলা দেশে নহে—সমগ্র ভারতেই নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪০ জন মাত্র স্ত্রীলোক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবাহিত জীবন।

পাশ্চাত্য সভ্য দেশ সমূহে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ আর্থিক অবস্থার উপরই বিবাহ করা বা না করা নির্ভর করে। জনসাধারণ সুখে স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিবার ন্যায় আর্থিক ক্ষমতা অর্জ্জন না করিতে পারিলে কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় না। কিন্তু ভারতে এই নিয়ম খাটে না।

বহু ক্ষেত্রেই ভারতীয়গণ পরিবার প্রতিপালন করার ক্ষমতা না থাকিলেও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে, ফলে কিরূপ দুঃখ দারিদ্রময় জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা অনেকেরই জানা আছে। হিন্দু, মুসলমান সকল সমাজেই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিবাহ দিবার জন্য অভিভাবকেরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন—শারীরিক বা মানসিক পীড়া না থাকিলে সাধারণতঃ সকলেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যা গৃহে থাকা সকল সমাজেই অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। পুরুষেরাও সাধারণতঃ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে সকলেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

পরিসংখ্যানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বাংলা দেশে মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়সে এবং পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসর বয়সে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এ রাজ্যের সমগ্র জন সংখ্যাকে অবিবাহিত, বিবাহিত, মৃতদার ও বিধবাদের সংখ্যানুযায়ী বিভক্ত করিয়া, সংস্পৃষ্ট ১০ নং চিত্রদ্বারা প্রদর্শন করা গেল।

সমগ্র জন সংখ্যার ভিতর শতকরা ২৭ জন অবিবাহিত পুরুষ ও ১৯ জন অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, ২৫ জন বিবাহিত পুরুষ এবং ২২ জন বিবাহিতা স্ত্রীলোক, ২ জন মৃতদার এবং ৫ জন বিধবা।

পুরুষ জন সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪৯.২৫ জন অবিবাহিত, ৪৭.২৫ জন বিবাহিত এবং মৃতদার ৩.৫০ জন। স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৪১.৫৮ জন অবিবাহিতা, ৪৭.৭১ জন বিবাহিতা এবং ১০.৬১ জন বিধবা। নিম্নে তুলনামূলক চিত্রদ্বারা উপরোক্ত অবস্থা প্রকাশ করা গেল।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিভিন্ন বয়সে প্রতি হাজারে বিবাহিত, অবিবাহিত, এবং মৃতদার বা বিধবাদের সংখ্যা সংস্পৃষ্ট ১১ নং চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইল।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিভিন্ন বয়সে প্রতি হাজারে বিবাহিত, অবিবাহিত এবং মৃতদার বা বিধবাদের সংখ্যা পূর্ব্ব প্রদত্ত ১১ নং চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইল।

১১ নং চিত্র হইতে দেখা যায় যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ৪০ বৎসরের পর অবিবাহিতের সংখ্যা বিবাহিতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

সমগ্র রাজ্য মধ্যে ৪০ ও তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত নরনারীর সংখ্যা মাত্র ৫২৪ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৪০৩ জন এবং স্ত্রীলোক ১২১ জন।

পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের পর বিবাহিতের এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৫ বৎসরের পর বিবাহিতার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১০ হইতে ২০ বৎসর বয়স কাল মধ্যে সমগ্র স্ত্রী জন সংখ্যার এক অষ্টমাংশের অধিক এবং ২০ হইতে ২৫ বৎসর কাল বয়স মধ্যে এক-দশমাংশের অধিক স্ত্রীলোক বিবাহিতা হইয়াছিল।

এক হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১৮৩০ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩,২২৬ জন। হাজার করা ৯ জন পুরুষ এবং হাজার করা ২৮ জন স্ত্রীলোকের ১০ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইবার আগে বিবাহ হইয়াছিল। বঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ রাজ্যে শিশু-বিবাহের হার বহু নিম্নে।

সমগ্র রাজ্য মধ্যে ৭,২৩৫ জন বিপত্নীক পুরুষ এবং ১৯,০৪৭ জন বিধবা, অথবা প্রতি ১৩ জন বিধবায় ৫ জন মাত্র বিপত্নীক।

হিন্দুদের মধ্যে ৫,৭০৬ জন বিপত্নীক এবং ১২,৬০৮ জন বিধবা, মুসলমান-গণের মধ্যে ১,২৪৫ জন বিপত্নীক এবং ৫,৭৯৭ জন বিধবা।

হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রতি হাজারে ১০২ জন বিধবা, কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রতি হাজার ১২২ জন বিধবা।

সপ্তম অধ্যায়।

শিক্ষা।

শিক্ষিত বলিলে আমরা সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বান লোকগণকে বুঝিয়া থাকি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত শব্দটী তদ্রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইবে না। সেন্সাসকালে, যাহারা চিঠি লিখিতে এবং পড়িতে পারে, তাহাদিগকেই শিক্ষিতরূপে গণ্য করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সেন্সাসে এ রাজ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বমোট ১০,৮৬১ জন, তন্মধ্যে ১০,০৯৪ জন পুরুষ এবং ৭৬৭ জন স্ত্রীলোক।

সমগ্র জন সংখ্যার প্রতি হাজারে ২৮ জন মাত্র শিক্ষিত এবং পুরুষদের মধ্যে ৪৯ জন, ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাত্র ৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশের জন সংখ্যার হাজার করা ১১০ জন, পুরুষদের মধ্যে হাজার করা ১৮০ জন এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ৩২ জন লিখিতে পড়িতে পারে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

বিগত ১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাস কালে এ রাজ্যে প্রতি হাজারে ৮২ জন, অথবা সর্ব্বমোট ২১,৫৬৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমান সেন্সাসের শিক্ষিতের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসের শিক্ষিতের সংখ্যার তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বর্ষে শিক্ষার মাপ কাঠি নির্দ্ধারণ করা সম্পর্কে অধিকাংশ স্থানে গণনাকারীগণ বুঝিবার ভুলে গোলযোগ ঘটাইয়াছে। কোন কোন বিভাগে যাহারা পঞ্চম মাণ পর্য্যন্ত

শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া লিখিত হয় নাই। ব্রীটিশ ভারতেও এরূপ তারতম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে রাজ্যের জন সংখ্যা বৃদ্ধির সমতা রক্ষা করিয়া শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায় নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিগত ১৯২০ খৃঃ সেন্সাসের তুলনায় ১৯৩০ খৃঃ জন সংখ্যা শতকরা ২৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৩৩০ ত্রিং সনে একমাত্র সদর বিভাগেই লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল ১৩,০১৫ জন, কিন্তু তত্তুলনায় বর্ত্তমান সেন্সাসে মাত্র ২,২৭৯ জন ব্যক্তি এই বিভাগে লেখাপড়া জানে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নিম্নে ১৩২০ ত্রিং সন হইতে বর্ত্তমান সেন্সাস পর্য্যন্ত ৫ হইতে ১০ বৎসর, ১০ হইতে ১৫ বৎসর, ১৫ হইতে ২০ বৎসর এবং ২০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতি হাজারে যত জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল তাহাদের সংখ্যা দেওয়া গেল।

সন	হাজার করা শিক্ষিতের সংখ্যা	৫ হইতে তদূর্দ্ধ বয়স্ক		৫ হইতে ১০		১০ হইতে ১৫		১৫ হইতে ২০		২০ হইতে তদূর্দ্ধ বয়স্ক	
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৩৪০ ত্রিং	২৮	৪৯	৪	১৫	২	৩৮	৫	১১৫	১০	৬৭	
১৩৩০ ত্রিং	৮২	১৪৩	১১	১১	৬	৫৫	১৬	২৭৪		১৮২	১২
১৩২০ ত্রিং	৪০	৬৯	৮	১০	২	৬০	১১	৯৯	১১	১০১	

গণনাকারীগণের বুঝিবার ভুলে ৫ম মাণ পর্য্যন্ত যাহারা শিক্ষালাভ করে নাই অথচ চিঠি লিখিতে এবং পড়িতে পারে, এরূপ ব্যক্তিদিগকে অনেকস্থলে শিক্ষিত না লেখার দরুণ এ রাজ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যার হার ১৩২০ ত্রিং সন হইতেও কমিয়া গিয়াছে। ১৩৩০ ত্রিং সনে প্রতি হাজারে ৪০ জন লেখাপড়া জানা লোক ছিল। বর্ত্তমান সেন্সাসে প্রতি হাজারে লেখাপড়া জানা লোকের হার ২৮ জন। প্রকৃত পক্ষে এ রাজ্যে গত দশ বৎসরে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৫০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং বিগত ১০ বৎসর কাল মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যথার্থই কমিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। এ সম্পর্কে পশ্চাৎ পুনর্ব্বার আলোচিত হইবে। যাহা হউক ১৩৪০ ত্রিং সনের সেন্সাস record অবলম্বনেই এ রাজ্যের শিক্ষার অবস্থাদি আলোচিত হইল।

বিভিন্ন বিভাগে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা।

এ স্থলে এ রাজ্যের বিভাগ সমূহে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা এবং সেই বিভাগের জন সংখ্যার প্রতি হাজারে কত জন ব্যক্তি লেখা পড়া জানে, তাহার সংখ্যা দেওয়া হইল।

বিভাগ।		লেখাপড়া জানা লোকের মোট সংখ্যা।	প্রতি হাজারে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা।
১।	সদর	২,২৭৯	২১
	আগরতলা সহর ...	১,৪৪৪	১৫১
২।	কৈলাসহর... ...	১,৭৮৮	২৬
৩।	খোয়াই	১,১০০	২৭
৪।	ধর্ম্মনগর	১,৫৭৯	৪২
৫।	সোণামুড়া	৮১৮	৩০
৬।	উদয়পুর	১,৪৫৩	৪২
৭।	অমরপুর	২৫০	৯
৮।	বিলনীয়া	৯২৫	৩৬
৯।	সাবরুম	৩০৭	২১

ধর্ম্মনগর ও উদয়পুর বিভাগদ্বয়ে প্রতি হাজারে ৪২ জন ব্যক্তি, বিলনীয়ায় ৩৬ জন, সোণামুড়ায় ৩০ জন, খোয়াই বিভাগে ২৭ জন, কৈলাসহরে ২৬ জন, সাবরুম এবং সদরে ২১ জন, এবং অমরপুরে ৯ জন ব্যক্তি লিখিতে পড়িতে পারে। শিক্ষায় অমরপুরের বাসিন্দাগণ সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর। আগরতলা সহরে প্রতি হাজারে ১৫১ জন লোক লিখিতে পড়িতে পারে।

ধর্ম্মভেদে শিক্ষা।

এ রাজ্যে হিন্দুরাই শিক্ষায় মুসলমান ও বৌদ্ধ অপেক্ষা অগ্রসর। হিন্দু-দিগের মধ্যে ৯,২৯০ জন লেখাপড়া জানে, তন্মধ্যে পুরুষ ,৮,৬১৪ জন এবং স্ত্রীলোক ৬৭৬ জন। প্রতি হাজারে ৩৫ জন হিন্দু লিখিতে পড়িতে পারে এবং পুরুষদের মধ্যে ৬২ জন এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ৫ জন লোক লিখিতে পড়িতে সক্ষম।

মুসলমানদিগের ভিতর ১,১৬৭ জন ব্যক্তি শিক্ষিত, তন্মধ্যে পুরু। ১,১০৫ জন এবং স্ত্রীলোক ৬২ জন লেখাপড়া জানে। প্রতি হাজারে এই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে ১১ জন, পুরুষদের মধ্যে ২০ জন এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজারকরা ১ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে সক্ষম।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ১৬৬ জন, তন্মধ্যে ১৬২ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক। প্রতি হাজারে ১১ জন ব্যক্তি এবং পুরুষদের মধ্যে ২১ জন লোক লিখিতে পড়িতে সক্ষম।

দেশীয় খৃষ্টানগণের মধ্যে ২৩৭ জন লোক শিক্ষিত অথবা প্রতি হাজারে

৯৩ জন লিখিতে পড়িতে পারে। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণের সহায়তাই ইহাদের ভিতর শিক্ষা বিস্তার এরূপ সন্তোষজনকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাতিভেদে শিক্ষাবিস্তার।

বৈদ্যজাতি বাংলা দেশে শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। এ রাজ্যেও ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৩৫ জন, অথবা শতকরা ৩২ জন ব্যক্তি লেখাপড়া জানে। তন্নিম্নে ব্রাহ্মণগণের স্থান, শতকরা ২৩ জন ব্রাহ্মণ শিক্ষিত, সমগ্র রাজ্যে ইহাদের মধ্যে ১,০০৯ জন শিক্ষিত। কায়স্থগণের মধ্যে ১,৬৫৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ২২ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ত্রিপুরা জাতিব মধ্যে ৫,৯০৯ জন লোক লিখিতে পড়িতে পারে। হালামগণের মধ্যে ৩৩৯ জন, মণিপুরীদের মধ্যে ৮৪১ জন, হিন্দু কুকীদের মধ্যে ৪১ জন, এবং গারোদের মধ্যে মাত্র ২৪ জন লোক শিক্ষিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কতিপয় জাতির মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

বারুই ৩৭১ জন, ধুপী ৭২ জন। গোয়ালা ১৪৩ জন জালিয়া ২৬, যোগী ২৪৫, কামার ১৩৫ জন। কুমার ৩৭ জন, মাহিষ্য ৫৯ জন, নমশূদ্র ২৯০ জন, নাপিত ৭২ জন, সাহা ২২২ জন, বাউরী ২১ জন, চামার ২১ জন, ডোম ১৫ জন, হাড়ি ৮ জন।

ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিতের সংখ্যা।

এ রাজ্যে ইংরাজী ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান কালে ৩০৮৭ জন, তন্মধ্যে ২,৯১৮ জন পুরুষ এবং ১৬৯ জন স্ত্রীলোক। ১৩৩০ ত্রিং সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১,৭০৭ জন, ১৩২০ ত্রিং সনে ১,২০৮ জন এবং ১৩১০ ত্রিং সনে ৩২৪ জন। বাংলা বা অন্যান্য ভাষায় শিক্ষিতের মাপ কাঠির গোলযোগে যেরূপ সংখ্যা হ্রাস ঘটিয়াছে, এই ক্ষেত্রে গণনাকারীরা সেরূপ কোন ভুল ভ্রান্তি করে নাই বলিয়া মনে হয়। সমগ্র রাজ্য মধ্যে হাজারকরা ৮ জন ব্যক্তি এবং পুরুষদের মধ্যে হাজারকরা ১৪ জন ও স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজারকরা ১ জন মাত্র ইংরাজী লেখাপড়া জানে। মুসলমানগণের মধ্যে প্রতি হাজারে ৪ জন ও হিন্দুদের মধ্যে ৯ জন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত। হিন্দু পুরুষের মধ্যে হাজারকরা ১৭ জন এবং মুসলমান পুরুষদের মধ্যে ৭ জন মাত্র এই ভাষাভিজ্ঞ।

বিগত দশ বৎসর কাল মধ্যে শিক্ষার উন্নতি।

বিগত ১৩৩১ ত্রিং সনে এ রাজ্যে ১৬৪টী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তন্মধ্যে ১৫২টী বালকদের এবং ১২টী বালিকাদের জন্য, ঐ ১৬৪টী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ৬টী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, ১টী উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়, ২১টী নিম্ন বাংলা বিদ্যালয় এবং ১২৩টী ছিল পাঠশালা। এতদ্ব্যতীত মাদ্রাসা ছিল

৩টী, টোল ২টী এবং শিল্প বিদ্যালয় ছিল ১টী। দশ বৎসর কাল মধ্যে ১৩৪০ ত্রিং সনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা মোট ৫৬টী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঐ সনে ২২০টী নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে ৬টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ৮টী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, ১টী উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়, ২৪টী নিম্ন বাংলা বিদ্যালয় এবং ১৭০টী পাঠশালা ছিল। এতদতিরিক্ত ৬টী ছিল মাদ্রাসা, ৪টী টোল এবং শিল্প বিদ্যালয় ছিল ১টী। বালকদিগের শিক্ষার জন্য ২০৯টী এবং বালিকাদের জন্য ১১টী বিদ্যালয় ছিল।

উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ১৩৩১ ত্রিং এবং ১৩৪০ ত্রিং সনে কত জন ছাত্র ছিল, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

	১৩৩১ ত্রিং সন	১৩৪০ ত্রিং সন
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	৮৮০	১,৬৪৬
মধ্য ,, ,,	৫৪৫	৯৪৪
উচ্চ বাংলা ,,	২৮	৭২
নিম্ন বাংলা ,,	১,০৮৯	১,৩৫২
পাঠশালা ,,	২,৮৩৭	৪,৬২৭
মাদ্রাসা ,,	২৪৮	২১৭
টোল ,,	২১	৪৮
শিল্প ,,	২৮	২২
	৫,৫৭৬	৮,৯২৮

দশ বৎসর কাল মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়াছে মোট ৩,৩৫২ জন। তন্মধ্যে পাঠশালা সমূহের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত কাল মধ্যে পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা মোট ১,৭৯০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংখ্যাও এই কাল মধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিক্ষা ব্যয়।

বিগত দশ বৎসর কাল মধ্যে প্রতি বর্ষে গড়পরতা ১,২১,৬৭০৲ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর গড়পরতা ২৩,৫২৬৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। সর্ব্ব মোট ৩,৮২,৪৫০ জনের জন্য সর্ব্ব মোট ব্যয় ১,২১,৬৭০৲ টাকা, তাহা হইলে গড়পরতা জন প্রতি প্রায় পাঁচ আনা ব্যয় হইয়াছে। গত ১৩৩১ ত্রিং সন হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত বিভিন্ন সমাজ হইতে এ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কত জন বালক বালিকা ছাত্র ছাত্রীরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহা পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা গেল।

সমাজ বা জাতি	১৩৩১ ত্রিং	১৩৩২ ত্রিং	১৩৩৩ ত্রিং	১৩৩৪ ত্রিং	১৩৩৫ ত্রিং	১৩৩৬ ত্রিং	১৩৩৭ ত্রিং	১৩৩৮ ত্রিং	১৩৩৯ ত্রিং	১৩৪০ ত্রিং
রাজকুমার ...	—	—	—	—	৫	৮	৭	৯	৭	৮
ঠাকুর	১৩৭	১৩৮	১৮১	১৬৬	১৭৯	১৮০	১৭০	১৭৬	৩২৪	১২২
মণিপুরী	৮১৪	৭৮২	৭৯৩	৬৩৫	৫৭৮	৬১৪	৬১১	৬৬০	৫৭৪	৮৪০
ত্রিপুরা ...	৪৭৩	৫৭৭	৫৩৩	৪৬৩	৫০০	৫৮৩	৭৩২	৭৫৩	৬৭১	১,২১৯
রিয়াং ...	৩৩	২১	৪৮	২৯	১৮	৩০	২২	৪২	১৪	১১
কুকী ...	৪৫	২৪	২৬	৬৬	১২	৪২	২৫	১৮	২	—
লুসাই	—	—	—	—	২৭	১১	—	—	৫	৪
বাঙ্গালী হিন্দু	২,২৭৬	২,৩৪০	২,৫৮৭	২,৫৩১	২,৬০৭	২,৭৮৬	২,৯৪৭	৩,২৮৪	৩,৪১০	৩,৬৭৩
মুসলমান ...	১,৬৬৬	১,৫৯৮	১,[illegible]৫৭	১,৬১৯	১,৭৮৮	২,০০৫	২,২৪৩	২,৩১২	২,৩৩০	২,৮৭৩
খৃষ্টান ...	১	৩	৪	১	১১	৩	৫	৩	২	৩
অন্যান্য ...	১৩১	৮৭	১৪৩	৪৯	৪২	৪৭	৮৪	৮৮	৬৩	১৫২
চাকমা ...	—	—	—	—	৯	১২	২	—	—	১
মোট ...	৫,৫৭৬	৫,৫৭০	৫,৯৭২	৫,৫৫৯	৫,৮৭৬	৬,৩৩১	৬,৮৪৮	৭,৩৪৫	৭,৪ ২	৮,৯০৬

উপরোক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এ রাজ্যে সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যেই শিক্ষালাভ করার আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সকল সমাজ হইতে বালক বালিকাগণ বিদ্যালয়ে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় প্রেরিত হইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিগত দশ বৎসরে বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ৫৬টী বাড়িয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র পাঠশালাগুলির বৃদ্ধি সংখ্যাই ৪৭টী। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ত্রিপুরা রাজসরকার যে কিরূপ যত্নবান, তাহা বাৎসরিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয় দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে।

সুতরাং ১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাসে নির্দ্ধারিত এ রাজ্যের লেখাপড়া জানা ব্যক্তিগণের সংখ্যার তুলনায় বর্ত্তমান সেন্সাসের লেখাপড়া জানা ব্যক্তিগণের সংখ্যায় যে হ্রাস ঘটিয়াছে, তাহা যে সম্পূর্ণ গণনাকারীগণের লিপি ভ্রম হেতুই ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি বশতঃ যে পরিমাণ ছাত্র বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাদ্বারা ১৩৩১ ত্রিং সন অপেক্ষা ১৩৪০ ত্রিং সনে যে শিক্ষা অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৩৩১ ত্রিং সন হইতে ১৩৪০ ত্রিং সনে যে অধিক হইবে ইহা সুনিশ্চিত।

৫ম মাণ পর্য্যন্ত শিক্ষায় অগ্রসর হয় নাই, অথচ চিঠি লিখিতে ও পড়িতে পারে এরূপ ব্যক্তিগণের সংখ্যা বর্ত্তমান সেন্সাসের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যার সহিত যোগ করিলে, ১৩৩০ ত্রিং সনের লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা যে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকা মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার নিমিত্ত প্রজানুরঞ্জক রাজ্যাধিপ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকা মধ্যে ৫ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণের সংখ্যা, তাহাদের মধ্যে কাহারা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে এবং কাহারা করে না ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে গণনার ফলাফল উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

বয়স	মোট	বালক	বালিকা	যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে — মোট	বালক	বালিকা	যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে না — মোট	বালক	বালিকা	ব্যাধিগ্রস্থ — মোট	বালক	বালিকা
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী ;—												
৫ হইতে ১২ বৎসর	৮৬৬	৫২২	৩৮৪	৩৪৮	২৮১	৬৩	৫২২	২৪১	২৮১	৫	৪	১
৫ বৎসর	১২১	৬৫	৫৬	১২	১০	২	১০৯	৫৫	৫৪	—	—	—
৬ ”	৯৪	৬২	৩২	২৩	১৮	৫	৭১	৪৪	২৭	২	২	—
৭ ”	১২৯	৭৪	৫৫	৪০	২৭	১৩	৮৯	৪৭	৪০	২	২	—
৮ ”	১৪৭	৮৪	৬৩	৫৩	৪৩	১০	৯৪	৪১	৫৩	১	—	১
৯ ”	৮৭	৪৮	৩৯	৪৫	৩৮	৭	৪২	১০	৩২	—	—	—
১০ ”	১২০	৮০	৪০	৭৭	৬১	১৬	৪৩	১৯	২৪	—	—	—
১১ ”	৭৪	৪৫	২৯	৪৩	৩৭	৬	৩১	৮	২৩	—	—	—
১২ ”	৯৪	৬৪	৩০	৫১	৪৭	৪	৪৩	১৭	২৬	—	—	—
হিন্দু ;—												
৫ হইতে ১২ বৎসর	৭৯২	৪৮৭	৩০৫	৩২৮	২৭৫	৫৩	৪৬৪	২১২	২৫২	৫	৪	১
৫ বৎসর	১০৭	৫৯	৪৮	১০	৯	১	৯৭	৫০	৪৭	—	—	—
৬ ”	৮৫	৫৮	২৭	২১	১৮	৩	৬৪	৪০	২৪	২	২	—
৭ ”	১১৯	৭০	৪৯	৩৭	২৭	১০	৮২	৪৩	৩৯	২	২	—
৮ ”	১৩৮	৭৮	৬০	৫১	৪২	৯	৮৭	৩৬	৫১	১	—	১
৯ ”	৭৭	৪২	৩৫	৪৩	৩৬	৭	৩৪	৬	২৮	—	—	—
১০ ”	১১৩	৭৭	৩৬	৭৪	৬০	১৪	৩৯	১৭	২২	—	—	—
১১ ”	৬৪	৪০	২৪	৪২	৩৭	৫	২২	৩	১৯	—	—	—
১২ ”	৮৯	৬৩	২৬	৫০	৪৬	৪	৩৯	১৭	২২	—	—	—
মুসলমান ;—												
৫ হইতে ১২ বৎসর	৭৪	৩৫	৩৯	১৬	৬	১০	৫৮	২৯	২৯	—	—	—
৫ বৎসর	১৪	৬	৮	২	১	১	১২	৫	৭	—	—	—
৬ ”	৯	৪	৫	২	—	২	৭	৪	৩	—	—	—
৭ ”	১০	৪	৬	৩	—	৩	৭	৪	৩	—	—	—
৮ ”	৯	৬	৩	২	১	১	৭	৫	২	—	—	—
৯ ”	১০	৬	৪	২	২	—	৮	৪	৪	—	—	—
১০ ”	৭	৩	৪	৩	১	২	৪	২	২	—	—	—
১১ ”	১০	৫	৫	১	১	—	৯	৫	৪	—	—	—
১২ ”	৫	১	৪	১	১	—	৪	—	৪	—	—	—

উপরোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীর ৫ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণের সংখ্যা ৮৬৬ জন মাত্র, তন্মধ্যে ৫২২ জন বালক এবং ৩৪৪ জন বালিকা। এই বালক বালিকাগণের মধ্যে মাত্র ৫ জন ব্যাধিগ্রস্থ। এই ব্যাধিগ্রস্থদের বাদ দিলে শতকরা ৬০ জন বালক বালিকা অথবা মোট ৫২২ জন কোনও বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে না। যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে তাহাদের সংখ্যা ৩৪৪ জন।

হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বালকগণের সংখ্যা ৪৮৭ জন, তন্মধ্যে ২৭৫ জন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে, ২১২ জন অথবা শতকরা ৪২ জন কোনও বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে না। বালিকাগণের সংখ্যা ৩০৫ জন। তন্মধ্যে মাত্র ৫৩ জন বিদ্যালয়ে গমন করে। শতকরা ৮৩ জন অথবা মোট ২৫২ জন বালিকা কোনও বিদ্যালয়ে গমন করে না। হিন্দু বালক বালিকা ৭৯২ জনের মধ্যে মোট ৪৬৪ জন অথবা শতকরা ৫৯ জন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে না।

মুসলমান বালক বালিকাগণের সংখ্যা ৭৪ জন, তন্মধ্যে ৩৫ জন বালক ও ৩৯ জন বালিকা। বালকগণের মধ্যে মাত্র ৬ জন এবং বালিকাগণের মধ্যে মাত্র ১০ জন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে। বাকী ৫৮ জন বালক বালিকা কোনও বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে না। এই ধর্ম্মাবলম্বী বালকগণের মধ্যে শতকরা ৮৩ জন, বালিকাগণের মধ্যে শতকরা ৭৪ জন, কোনও বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে না। তুলনায় হিন্দু বালক বালিকাগণ—মুসলমান বালক বালিকাগণ অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে বটে, কিন্তু এখনো অর্দ্ধেকের অধিক বালক বালিকারা কোনও বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে না। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। অভিভাবকগণ তাহাদের অধীনস্থ বালক বালিকা-গণের শিক্ষার প্রতি যথেস্ট আগ্রহ ও মনোযোগিতা প্রদর্শন করিলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন করার কোন প্রয়োজন হইত না।

যাহা হোক আশা করা যায়, অচিরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীতে এবং ক্রমশঃ রাজ্যের অন্যান্য অংশে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পাইবে।

এ রাজ্যে শিল্প শিক্ষার জন্য একটীমাত্র প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে, অর্থকরী শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সঙ্গত। এ রাজ্যে বাঁশ, বেত এবং কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দৈনন্দিন ব্যবহারের গৃহসরঞ্জাম সহজেই যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে, পার্ব্বত্য প্রজাদের তদ্রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করিলে, তাহারা স্বভাবতঃই এ কার্য্যে পারদর্শিতা দর্শাইতে পারিবে এবং এমন কি, তাহাদের হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিবে।

চীন এবং জাপান হইতে বংশ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উন্নত প্রণালীতে ত্রিপুরার সহজজাত বাঁশ, বেত ইত্যাদির দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সস্তা দরে ভারতবর্ষের বাজারে নিশ্চয় কাটতি হইবে, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বয়ন শিল্প, ত্রিপুরা এবং মণিপুরী প্রজাদের বস্ত্রের অভাব এতদিন মোচন করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের প্রস্তুত পরী, পাছড়া, লাইছাম্পি প্রভৃতি কলিকাতা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বে প্রভৃতি সহরে বিশেষভাবে আদৃত হইতেছে। খরিদ্দারের অভাব নাই, অথচ মাল সরবরাহ করা সম্ভবপর হইতেছে না ; কারণ, ক্রমশঃ ইহারা এ শিল্প ভুলিতে বসিয়াছে।

সাধারণ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী শিক্ষার আবশ্যকতা, বর্ত্তমান বেকার সমস্যা সমাধানে নিতান্ত প্রয়োজন। চাকুরীর মোহ ছাড়িয়া যাহাতে ত্রিপুরার প্রজাগণ স্বাবলম্বী হইতে পারে, তদ্রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, অদূর ভবিষ্যতে হতভাগ্য বাংলা দেশের ন্যায় এ রাজ্যেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বেকার সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

ভাষা তত্ত্ব।

বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষা এ রাজ্যের রাজ ভাষা। রাজ্যের আফিস আদালত সমূহে বাংলা ভাষার সাহায্যে সকল প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বাংলা ভাষার শ্রী বৃদ্ধি সাধনে এই রাজ্যের রাজ্যাধিপতিগণের দান উপেক্ষনীয় নহে। বঙ্গদেশের ব্রিটিশাধিকারস্থ পার্ব্বত্য জাতিদের মৌখিক ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এ রাজ্যে রাজ্যেশ্বরগণ, সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজাবর্গই যাহাতে ক্রমাগত বঙ্গ ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা রূপে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত আছেন। বর্ত্তমান কালে এ রাজ্যে বাংলা ভাষীর সংখ্যা ১,৬৫,৫৩০ জন। সমগ্র জন সংখ্যার শতকরা ৪৩ জন এই ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এই ভাষা রাজভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অন্যান্য ভাষা ভাষী ব্যক্তিগণও অনেক সময় বাংলা ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হয়। এই কারণে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্ততঃ পক্ষে সমগ্র জন সংখ্যার শতকরা ৮০ জন ব্যক্তি বাংলা ভাষায় কথা বলিতে পারে। বিভিন্ন সেন্সাসের বাংলা ভাষীগণের সংখ্যা এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

	সংখ্যা	বৃদ্ধি
১৩৪০ ত্রিং	১,৬৫,৫৪০	৩৭,১০৭
১৩৩০ ,,	১,২৮,৪২৩	৩০,৫৬৫
১৩২০ ,,	৯৭,৮৫৮	—

উপরিলিখিত অঙ্ক সমূহ আলোচনায় দেখা যাইবে যে, বাংলা ভাষীগণের সংখ্যা উত্তরোত্তরই বেশ সন্তোষজনকরূপে বৰ্দ্ধিত হইতেছে ; স্বাভাবিক জন-সংখ্যার বৃদ্ধিতে এবং বাংলা দেশাগত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বাংলা ভাষীগণের সংখ্যা ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতেছে।

চাকমা ভাষা।

চাকমা ভাষা ও বাংলা ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও ইহা যে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে এ রাজ্যে চাকমা ভাষী ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৫,২২০ জন মাত্র। ১৭নং ইম্পিরিয়াল টেবল আলোচনায় জানা যায় যে, এ রাজ্যে ৮;৭৫৬ জন চাকমার বাস। চাকমাগণের মাতৃভাষা লিপি করার কালে গণনাকারীগণ ভুলে অনেক ক্ষেত্রে 'বাংলা ভাষা' বলিয়া লিপি করায়, এরূপ অনৈক্যের কারণ ঘটিয়াছে। অনুমান হয় যে, ৩৫৩৪ জন চাকমার মাতৃভাষা বাংলা বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। ১৩৩০ ত্রিং ও ১৩২০ ত্রিং সনের সেন্সাসে চাকমা ভাষী ও বাংলা ভাষীর সংখ্যা এক যোগে দর্শান হইয়াছিল, সেই হেতু এ স্থানে পৃথক ভাবে চাকমা ভাষীদের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখান সম্ভবপর হইল না।

হিন্দুস্থানী ভাষা।

হিন্দুস্থানী ভাষা সমূহের মধ্যে হিন্দী, উর্দ্দু ও পার্শী ভাষাত্রয় এ রাজ্যে কথিত হয়। তন্মধ্যে হিন্দী ভাষীদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ১২,৮০৪ জন ব্যক্তি এই ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। উর্দ্দু ভাষীর সংখ্যা ১ জন এবং পার্শী ভাষা ৫ জন দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী ভাষাগুলি বিদেশাগত প্রজাগণ দ্বারা কথিত হয়। যুক্ত প্রদেশ, বিহার, রাজপুতনা ইত্যাদি প্রদেশগুলি হইতে যাহারা এ রাজ্যে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তাহারাই প্রাগুক্ত ভাষাসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকে। ১৩৩০ ত্রিং সনে হিন্দী ভাষীদের সংখ্যা ১১,৩৪১ এবং ১৩২০ ত্রিং সনে ৬,২৮৪ জন ছিল।

নেপালী ও গুরুং ইত্যাদি ভাষা সমূহ।

নেপালী, গুরুং এবং সুর্ম্মি ভাষা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ভারতের উত্তর প্রান্তের দেশ সমূহের বাসিন্দাদের দ্বারা কথিত হয়। কোচ ভাষার ব্যবহার বাংলা দেশে ও আসামে দৃষ্ট হয়। উক্ত ভাষা ভাষীগণ এ রাজ্যের বিদেশাগত প্রজা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ৪৯৪ জন গুরুং ভাষা, ৩৪১ জন কোচ ভাষা, ১৬০৭ জন সুর্ম্মি ভাষা এবং ৮৭৫ জন নেপালী ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ১৩৩০ ত্রিং সনে পূর্ব্ব পাহাড়িয়া বা খাসকুরা ভাষা ভাষী লোকের সংখ্যা ছিল ৭১০ জন, এবং ১৩২০ ত্রিং সনে ছিল ১৭০ জন, সুর্ম্মি, গুরুং ও কোচ ভাষা ভাষীগণের অস্তিত্ব উক্ত দুই সেন্সাসে জানা যায় না।

ত্রিপুরা ভাষা।

বর্ত্তমান সেন্সাসে ত্রিপুরা ভাষীগণের সংখ্যা ১,৪৮,২৯৮ জন বলিয়া জানা যায়। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৯ জন ব্যক্তির মাতৃভাষা ত্রিপুরা। ত্রিপুরা জাতি এই রাজ্যের আদিম অধিবাসী, এই রাজ্য ব্যতীত পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলায় মাত্র ইহাদের বাস। বাংলা দেশ ব্যতীত অন্য কোথায়ও ত্রিপুরা ভাষা ভাষীগণকে দেখা যায় না। বর্ত্তমান সেন্সাসে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এই ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার কারীগণের সংখ্যা ৪০,৮২১। রাজ্যের সকল অংশেই ত্রিপুরা ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তবে বিশেষভাবে খোয়াই, সদর, অমরপুর ও কৈলাসহর অঞ্চলে ত্রিপুরা ভাষীগণকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

১৩৩০ ত্রিং সনে ১,২৫,৭৯৩ জন, ১৩২০ ত্রিং সনে ৯৩,৯৮০ জন ব্যক্তি ত্রিপুরা ভাষা ব্যবহার করিত। স্বাভাবিক জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে এই ভাষা ব্যবহার কারীগণের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

হালাম ভাষা।

হালাম ভাষীগণকে ত্রিপুরা রাজ্য ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। হালাম জাতির কথিত ভাষাই হালাম ভাষা। রাংখল ভাষাও হালাম ভাষারই একটী শাখা। বর্ত্তমানে এই ভাষা ভাষীদের সংখ্যা ১০,৩৭০ জন। ১৩৩০ ত্রিং সনে ছিল ৩,৭২৩ জন এবং ১৩২০ ত্রিং সনে ৩,৪৯৭ জন। বর্ত্তমান সেন্সাসের অঙ্কের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী সেন্সাসের অঙ্ক তুলনায় ধারণা হয়, ১৩৩০ ত্রিং সনে গণনাকারীগণের অজ্ঞতা বশতঃ বহু হালাম ভাষীর মাতৃভাষা অন্যান্য কোন পাহাড়িয়া ভাষারূপে লিখিত হওয়ায়, উহাদের সংখ্যার এরূপ খর্ব্বতা ঘটিয়াছে।

আসাম দেশী ভাষা সমূহ।

আসামী, বরো (কাছারী বা মেচ) গারো, খাসিয়া, কুকী, লুসাই ও মণিপুরী ভাষাগুলি আসাম দেশীয় ভাষা। কুকী ও লুসাইগণ এ রাজ্যের আদিম অধিবাসী, মণিপুরীগণও বহু কালাবধি এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করিয়াছে। গারো, খাসিয়া, আসামী ও বরো ভাষীগণ সাধারণতঃ শ্রীহট্ট জেলা হইতে আগত হইয়া এ রাজ্যে বাস করিতেছে। এ রাজ্যে সর্ব্বমোট ২৬,৪১৭ জন ব্যক্তি আসামী ভাষাগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে মণিপুরী ভাষী ১৯,৫৩৬ জন। গারো ভাষী ২,৭৪০ জন, লুসাই ভাষী ২,০০০ জন, কুকী ভাষী ১,৪৭০ জন, আসামী ভাষী ৪৬৭ জন, বরো ভাষী ১৮১ জন এবং খাসিয়া ভাষী ২৩ জন মাত্র।

বিগত ১৩৩০ ত্রিং সনে মণিপুরী ভাষীদের সংখ্যা ১৫,৫৪৯ জন এবং ১৩২০ ত্রিং সনে ১৬,৩৮১ জন ছিল। বর্ত্তমানে শতকরা ৫ জন লোক এই ভাষা রাজ্য মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বিহার এবং উড়িষ্যা দেশীয় ভাষা সমূহ।

খেরওয়ারী, মুণ্ডারী, সাঁওতালী ও উড়িয়া ভাষা সমূহ বিহার এবং উড়িষ্যা দেশীয়। মোট ৭,৬৩১ জন বিহার এবং উড়িষ্যা দেশীয় ভাষাগুলি মাতৃ ভাষারূপে ব্যবহার করিতেছে। তন্মধ্যে উড়িয়া ভাষী ৫,৪৫৭ জন এবং সংখ্যায় সর্ব্বাধিক। সাঁওতালী ভাষা ও খেরওয়ারী ভাষা ব্যবহার কারীগণ সমসংখ্যক, সাঁওতালী ভাষী ২,১৭৩ জন এবং খেরওয়ারী ভাষী ২,১৭৪ জন, মুণ্ডারী ভাষী মাত্র ১ জন।

সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া, তুরি, অস্মুরি, ব্রিজিয়া ইত্যাদি জাতিগণ বিহার এবং উড়িষ্যা দেশীয় ভাষাগুলি মাতৃ ভাষারূপে ব্যবহার করিতেছে।

ব্রহ্ম দেশীয় ভাষা সমূহ।

এ রাজ্যের ৫,৯৯৩ জন লোক বর্ত্তমান কালে ব্রহ্ম দেশীয় ভাষা সমূহ ব্যবহার করে। তন্মধ্যে আরাকানী ভাষা ৪,৮৬৩ জনের। পালী ৯৮ জনের, বংটু ১,০৩২ জনের মাতৃ ভাষা। এ রাজ্যে মগগণ দ্বারাই সাধারণতঃ ব্রহ্ম দেশীয় ভাষাগুলি কথিত হইয়া থাকে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা সমূহ।

ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মধ্যে তেলেগু ভাষার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক, তেলেগু ভাষীদের সংখ্যা আজকাল ১,৯১৮ জন, মান্দ্রাজ হইতে আগত প্রজাগণ দ্বারা এই ভাষা কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গুজরাটী ভাষা ৬৫ জন ব্যক্তির এবং পাঞ্জাবী ২৭ জন ব্যক্তির মাতৃভাষা।

আরবী, পার্শী ও ইংরাজী ভাষা।

বর্ত্তমানে ইংরাজী ও আরবী ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহারকারীদের সংখ্যা মাত্র ২ জন এবং পার্শী ভাষা ৭৮ জনের মাতৃভাষা বলিয়া জানা যায়। প্রকৃত পক্ষে এ রাজ্যে পার্শী ভাষা মাতৃভাষারূপে কেহ ব্যবহার করে কিনা, খুবই সন্দেহজনক। পার্শী ভাষাভিজ্ঞ মুসলমানগণ এই ভাষা মাতৃভাষারূপে লিখাইয়া অনেক জনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। উপরোক্ত কারণে এবং গণনা কারীগণের ভ্রমে এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া ধারণা হয়।

নবম অধ্যায়।

ব্যাধি।

উন্মাদ, অন্ধ, কালা, বোবা ও কুষ্ঠ রোগীগণের সংখ্যা সেন্সাসে গৃহীত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সেন্সাসে এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বমোট ৮১৩ জন। তন্মধ্যে পাগল ২৩২ জন, অন্ধ ২২৭ জন, কালা বোবা ২১৩ জন এবং কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ১৪৫ জন।

পাগল।

গণনাকারীগণ জড় বুদ্ধিগ্রস্থ ব্যক্তি ও পাগল এর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কখনো কখনো উন্মাদ বলিয়া লিখিয়া থাকে। সুতরাং কয়েকজন জড় বুদ্ধিগ্রস্থ ব্যক্তিকেও যে পাগলের সংখ্যা ভুক্ত করা হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ খুবই প্রবল। ইহাদের সেন্সাসের বিভিন্ন সংখ্যা উদ্ধৃত করা গেল।

		সংখ্যা	+ বৃদ্ধি বা হ্রাস (—)
১৩৪০ ত্রিং	...	২৩২ জন	+ ১৪৭
১৩৩০ ,,	...	১৮৫ ,,	+ ৭২
১৩২০ ,,	...	১১৩ ,,	+ ২৮
১৩১০ ,,	...	৮৫ ,,	— ৯
১৩০০ ,,	...	৯৪ ,,	— —

অন্ধ।

যাহারা সম্পূর্ণরূপে দুই চক্ষুতেই দেখিতে পায় না, তাহাদের সংখ্যাই এই ক্ষেত্রে গৃহীত হইয়াছে। গণনাকারীগণ নানা স্থানে "কাণা" দিগকে এই শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু গণনা বহি পরীক্ষা কালে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। ইহাদের বিভিন্ন সেন্সাসের সংখ্যা দেওয়া হইল।

		সংখ্যা	বৃদ্ধি + বা।
১৩৪০ ত্রিং	...	২২৭	+ ৮
১৩৩০ ,,	...	২১৯	+ ১১৫
১৩২০ ,,	...	১০৪	+ ৩০
১৩১০ ,,	...	৮৪	— ৭৬
১৩০০ ,,	...	১৬০	—

কালা, বোবা।

কালা, বোবা ব্যাধি সাধারণতঃ জন্মগত। কোন কোন নদীর জলে বিশেষ প্রকারের লবণ থাকা হেতু উহার জলপান দ্বারা এই ব্যাধির বৃদ্ধি কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ রাজ্যে ঐ প্রকার নদীর অস্তিত্ব আছে বলিয়া জানা যায় না।

কুষ্ঠ রোগ বা উন্মাদ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের সংখ্যা নির্দ্দেশকালে, গণনাকারীগণের অজ্ঞতা বশতঃ, সাধারণতঃ ভ্রম বশতঃ অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্থদের সংখ্যাও কুষ্ঠ বা উন্মাদ রোগীর মধ্যে লিপি করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিলেও, কালা বোবাদের সংখ্যা নির্ণয়কালে এরূপ ভ্রম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন সেন্সাসে উহাদের সংখ্যা ও হ্রাস বৃদ্ধির বিবরণ পর পৃষ্ঠে দেখান হইল।

		সংখ্যা	বৃদ্ধি + বা হ্রাস (—)
১৩৩০ ত্রিং	...	২১৩	— ২৯
১৩৩০ ,,	...	২৪২	+ ১৪২
১৩২০ ,,	...	১০০	+ ২১
১৩১০ ,,	...	৭৯	— ৯১
১৩০০ ,,	...	১৭০	—

কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ।

অজ্ঞতা বশতঃ গণনাকারীগণ বহু ক্ষেত্রেই কুষ্ঠ রোগের সহিত উপদংশ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগের যোগ করিয়া থাকে। সুতরাং কুষ্ঠ রোগীগণের নির্দ্ধারিত সংখ্যা সম্বন্ধে সাধারণতঃই সন্দেহ উপজাত হয়। বর্ত্তমান সেন্সাসে এ রাজ্যে ১৪৫ জন কুষ্ঠ রোগী, তন্মধ্যে ৯৮ জন পুরুষ ও ৪৭ জন স্ত্রীলোক আছে বলিয়া জানা যায়।

কুষ্ঠরোগ লজ্জাজনক বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই লোকে তাহা প্রকাশ করিতে চায় না। বিশেষভাবে স্ত্রীলোকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে যথাসাধ্য গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। এই কারণে এই রোগগ্রস্থ স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অর্দ্ধেকেরও ন্যূন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন সেন্সাসে ইহাদের নির্দ্ধারিত সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

		সংখ্যা	বৃদ্ধি + হ্রাস(—)
১৩৪০ ত্রিং	...	১৪৫	+ ২৭
১৩৩০ ,,	...	১১৮	+ ৪০
১৩২০ ,,	...	৭৮	+ ৩৩
১৩১০ ,,	...	৪৫	— ২৫
১৩০০ ,,	...	৭০	

দশম অধ্যায়।

জাতি, উপজাতি এবং জাত।

১৭নং ইম্পিরিয়াল টেবলের লিখিত জাতি সমূহের পরিসংখ্যান সমূহ এই অধ্যায়ে আলোচিত হইল। জনসাধারণের সেন্সাসের কোন ব্যাপারে কখনো বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত না হইলেও, জাতি সম্পর্কীয় প্রশ্নে প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রতি সেন্সাসেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সম্পর্কে প্রবল আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে

হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেতর কতকগুলি জাতি অপেক্ষাকৃত উচ্চ বর্ণে উন্নীত হওয়ার বাসনায় প্রতি সেন্সাসেই নানা প্রকার দাবী উত্থাপনদ্বারা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সেন্সাসে এ রাজ্যে ও কৈলাসহর বিভাগে কতকগুলি জাতি এই শ্রেণীর দাবী উত্থাপন করিয়াছিল। যে জাতিগুলি সেন্সাস বহিতে যে জাতীয় বলিয়া লিখিত হইবার জন্য আবেদন উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১। পাটনী	"মাহিষ্য" বলিয়া লিখিত হইবার জন্য দাবী করিয়াছিল।		
২। দাস	"ক্ষত্রিয় দাস"	,,	,,
৩। মালী	"মালাকর"	,,	,,
৪। হালুয়া দাস	"শূদ্র দাস"	,,	,,

বাংলার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের পরামর্শানুসারে উক্ত দাবী সমূহ যথাযোগ্যরূপে সময়মত মীমাংসিত হয়। এতদ্ব্যতীত এ রাজ্যে জাতি সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই।

১৭নং ইম্পিরিয়াল টেবলান্তর্গত জাতি সমূহের মধ্যে ত্রিপুরা, হালাম, কুকী, লুসাই, মগ, চাকমা ও মণিপুরীদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে পশ্চাৎ অপেক্ষাকৃত বিশদ-রূপে আলোচিত হইবে। উপরোক্ত জাতীয় ব্যক্তিগণ এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করিয়াছে; এবং প্রথমোক্ত চারি জাতি এ রাজ্যের আদিম অধিবাসী, এই কারণে অন্যান্য জাতি হইতে ইহাদের বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত হইবে।

আদি কৈবর্ত্ত—ইহাদের মোট সংখ্যা ২১৩, তন্মধ্যে ১২৪ জন পুরুষ, ৮৯ জন স্ত্রীলোক। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এই জাতীয় লোকগণের বাস। ইহারা স্থান বিশেষে জালিয়া কৈবর্ত্ত নামেও অভিহিত হয়। মাছ ধরাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ওরাঁউ—ছোট নাগপুরের দ্রাবিড় জাতীয় লোক চা বাগানে মজুরী করার জন্য বাংলা দেশে আসিয়া থাকে। সংখ্যায় এ রাজ্যে ৯৭৯ জন, তন্মধ্যে ৬২৭ জন পুরুষ এবং ৩৫২ জন স্ত্রীলোক।

কন্দ—উড়িষ্যার আদিম অধিবাসী। চা বাগানে চাকুরী এবং কৃষি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। সংখ্যায় ৬৬৭ জন, তন্মধ্যে ৩৯৭ জন পুরুষ এবং ২৭০ জন স্ত্রীলোক।

কন্দ্র—উড়িষ্যার আদিম আধিবাসী। মজুরী এবং চৌকিদারী জাতীয় ব্যবসা, সংখ্যায় ৩৪ জন, পুরুষ ১৪ এবং স্ত্রীলোক ২০ জন।

কপালি—কৃষি এবং পট্ট বস্ত্রাদি বয়ন প্রধান উপজীবিকা। সংখ্যায় ১,৮০৪ জন, তন্মধ্যে ৮২৩ জন পুরুষ এবং ৯৮১ জন স্ত্রীলোক।

কলু বা তেলী—তৈল নিষ্কাশন করা প্রধান পেশা, সংখ্যায় ১,৯৮৯ জন। পুরুষ ১,১৪৫ জন, স্ত্রীলোক ৮৪৪ জন।

কণ্ঠা— কৃষক শ্রেণীর লোক, বালেশ্বর অঞ্চলে ইহাদের বাস, সংখ্যায় ১জন পুরুষ।

কাউর—ছোট নাগপুরের কৃষিজীবি। সংখ্যায় ১১৭ জন, ১ জন পুরুষ এবং ১১৬ জন স্ত্রীলোক। চা বাগানের মজুরী ইহাদের পেশা।

কাওড়া—শূকর পালন এবং মজুরী জাতীয় ব্যবসা। সংখ্যায় ৪১ জন, তন্মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ এবং ৫ জন স্ত্রীলোক।

কাছাড়ি—কাছাড় জেলার একটী পার্ব্বত্য জাতি, সংখ্যায় এ রাজ্যে মাত্র ৪ জন পুরুষ।

কান—ডোম, হাড়ির সমপর্য্যায় ভুক্ত, সংখ্যায় ৩৮ জন, তন্মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং ২৮ জন স্ত্রীলোক।

কামার—লোহা, তাম্র এবং পিত্তল হইতে নানাপ্রকার বাসন পত্র এবং অস্ত্রাদি তৈরী করা ইহাদের প্রধান ব্যবসা। সংখ্যায় এ রাজ্যে ৭৬৭ জন তন্মধ্যে ৪২২ জন পুরুষ এবং ৩৪৫ জন স্ত্রীলোক।

কামি—দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ইহাদের বাস। কামারের এবং স্বর্ণকারের কার্য্য হইাদের পেশা। সংখ্যায় মাত্র ২ জন।

কায়স্থ—৭,৪৪৪ জন কায়স্থ এ রাজ্যে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ৫,২৫৫ জন পুরুষ এবং ২,১৮৯ জন স্ত্রীলোক। পূর্ব্ব বঙ্গেই কায়স্থগণের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। গত দশ বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ১,৬৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাকুরী ব্যবসা ব্যপদেশে ইহারা অনেকেই এ রাজ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে।

কিষান—দার্জ্জিলিং অঞ্চলের আদিম অধিবাসী, সংখ্যায় মাত্র ২৯টী স্ত্রীলোক।

কুমার—কুমার বা কুম্ভকার; ইহাদের সংখ্যা ৪৪৬ জন, তন্মধ্যে ২৮৮ জন পুরুষ এবং ১৫৮ জন স্ত্রীলোক। বঙ্গের সর্ব্বত্র ইহাদের বাস। মাটীর দ্বারা ঘট, পুতুল ইত্যাদি নির্ম্মাণ ইহাদের পেশা।

কুর্ম্মি—বিহার প্রদেশের একটী আদিম জাতি। সাধারণতঃ বাংলায় ইহারা কৃষি কার্য্য ও গৃহস্থ বাটীতে চাকুরী দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৩৩৮ জন তন্মধ্যে পুরুষ ২৯৫ জন ও স্ত্রীলোক ৪৩ জন।

কোচ—উত্তর বাংলা ইহাদের প্রধান বাস ভূমি। এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৬৭ জন, তন্মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ এবং ৩৩ জন স্ত্রীলোক। প্রধান উপজীবিকা কৃষি কার্য্য।

কোরা—মুণ্ডাগণের সম পর্য্যায় ভুক্ত দ্রাবিড় জাতীয় লোক; মাটীর কাজ ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। সংখ্যায় ১৭২ জন, তন্মধ্যে ১৩১ জন পুরুষ এবং ৪১ জন স্ত্রীলোক।

খাওয়াস—দাস জাতীয় নেপালের লোক। সংখ্যায় ২৫ জন, তন্মধ্যে ২৩ জন পুরুষ এবং ২ জন স্ত্রীলোক।

খাণ্ডায়েত—উড়িষ্যা দেশীয় যোদ্ধ জাতীয় ব্যক্তি। "খড়গধারী" হইতে খাণ্ডায়েত শব্দটী উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা চা বাগানের মজুরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। সংখ্যায় ৭৫২ জন, তন্মধ্যে ৫৯৬ জন পুরুষ এবং ১৫৬ জন স্ত্রীলোক। প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যে 'খাড়াইত' সৈন্য ছিল, তাহা 'খাণ্ডাইত' সৈন্যেরই অনুরূপ।

খাস—দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ইহাদের বাস, নেপালীদের মধ্যে একটী শক্তিমান জাতি। সংখ্যায় ৩৬ জন মাত্র পুরুষ।

খৈরা বা খয়রা—ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসী। কৃষি ও চা বাগানের মজুরী ইহাদের পেশা। সংখ্যায় ১৩৩ জন, তন্মধ্যে ১১৪ পুরুষ এবং ১৯ জন স্ত্রীলোক।

গাড়েরি—গাদারিয়া, ভরিহার বা ভের বিহার, বিহার প্রদেশস্থ রাখাল জাতীয় লোক, চা বাগানে চাকুরী ইহাদের পেশা, সংখ্যায় ৫৮ জন, তন্মধ্যে ৪৮ জন পুরুষ এবং ১০ জন স্ত্রীলোক।

গারো—ইহারা গারো পাহাড়ের আদিম অধিবাসী, এ রাজ্যে অনেকেই স্থায়িভাবে বসবাস স্থাপন করিয়াছে। জুম কৃষি ইহাদের মুখ্য পেশা, সংখ্যায় ইহারা ২,১৪৩ জন, তন্মধ্যে ১,০৩৬ জন পুরুষ এবং ১,১০৭ জন স্ত্রীলোক।

গুরুং—নেপাল রাজ্যের যোদ্ধা শ্রেণীর লোক, দর্জ্জিলিং অঞ্চলে ইহাদের বাস। সংখ্যায় ১৩৭ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ২৫ জন এবং স্ত্রীলোক ১১২ জন।

গোয়ালা—গো-পালন এবং দধি, দুগ্ধের ব্যবসা জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায়। রাজ্যের সকল বিভাগেই ইহাদের বাস। সংখ্যায় ১,১৫৮ জন, তন্মধ্যে ৬৯৬ জন পুরুষ এবং ৪৬২ জন স্ত্রীলোক।

ঘার্ত্তি—দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ইহাদের বাস, সংখ্যায় এ রাজ্যে ১ জন মাত্র।

ঘাসী—ছোট নাগপুর অঞ্চলের ধীবর জাতীয় লোক, সংখ্যায় ৯০ জন, তন্মধ্যে ৭১ জন পুরুষ এবং ১৯ জন স্ত্রীলোক, চা বাগানে চাকুরী মুখ্য পেশা।

চামার—জুতা মেরামত ও সেলাই ইহাদের প্রধান পেশা। ইহাদের সংখ্যা ৮৭১ জন তন্মধ্যে ৩৯০ পুরুষ ও ৪৮১ জন স্ত্রীলোক।

ঝালো—ঝালো, মালো অথবা ঝল্ল ক্ষত্রিয়, মল্ল ক্ষত্রিয়,—মাছ ধরা এবং নৌকার মাঝিগিরি ইহাদের জাতীয় ব্যবসা, সংখ্যায় ১৩৯ জন, তন্মধ্যে ১২২ জন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ১৭ জন।

ডামাই—ডামি বা ডার্জ্জো, নেপালী জাতীয় এক শ্রেণীর লোক, দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ইহাদের বাস। দর্জ্জিগিরি ও গান করা ইহাদের প্রধান পেশা, এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ১৭ জন মাত্র।

ডোম—ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি তৈরী করা এবং আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা ইহাদের মুখ্য পেশা, সংখ্যায় ইহারা ৫৮০ জন, তন্মধ্যে ২৩০ জন পুরুষ এবং ৩৫০ জন স্ত্রীলোক।

তাঁতি—বস্ত্রবয়ন ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। যুগী বা যোগী হইতে ইহারা পৃথক। সংখ্যায় ২,১২৬ জন, তন্মধ্যে ১,১৩৬ জন পুরুষ এবং ৯৯০ জন স্ত্রীলোক। জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

তিয়ার—মাছ ধরা এবং নৌকা চালনা দ্বারা সাধারণতঃ ইহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। সংখ্যায় মাত্র ৩৮ জন।

তুরি—ছোট নাগপুর অঞ্চলের একটী আদিম উপজাতি। চা বাগানের কাজে ইহারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে। সংখ্যায় মাত্র ১৩৯ জন। ৪৯ জন পুরুষ এবং ৯০ জন স্ত্রীলোক।

তেলী—ইহারা তেলী জাতি হইতে পৃথক, সংখ্যায় মাত্র ২৬০ জন। ইহারা নানাপ্রকার ব্যবসার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে।

দোসাদ—বিহার প্রদেশের মজুর শ্রেণীর একটী জাতি, সংখ্যায় মাত্র ২৬ জন পুরুষ।

ধোপা বা রজক—কাপড় কাচা ইহাদের প্রধান ব্যবসা, সংখ্যায় ইহারা ৭৭৭ জন, তন্মধ্যে ৩৯৬ জন পুরুষ এবং ৩৮১ জন স্ত্রীলোক।

নমঃশূদ্র—সংখ্যায় বাংলা দেশে ইহারা দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। মাহিষ্যগণের নিম্নেই ইহাদের স্থান। এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৪,৯৭৮ জন, তন্মধ্যে ২,৮২৮ জন পুরুষ এবং ২,১৫০ জন স্ত্রীলোক। বিগত ১৩৩০ ত্রিং সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪৭১৩ জন। গত দশ বৎসরে ২৬৫ জন মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নাইয়া—সাঁওতাল পরগণা ইহাদের আদিম বাসস্থান, চা বাগানের মজুরী ইহাদের পেশা। সংখ্যায় মাত্র ৩৭ জন।

নাগর—উত্তর বিহার অঞ্চলের কৃষক জাতীয় ব্যক্তি। সংখ্যায় মাত্র ১৩ জন।

নাগেসিয়া—ছোট নাগপুর অঞ্চলের একটী আদিম জাতি, চা বাগানে চাকুরী ইহাদের পেশা, সংখ্যায় মাত্র ২২ জন।

নাপিত—ক্ষৌর কার্য্য ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। বাংলায় সর্ব্বত্র ইহাদের বাস। সংখ্যায় ৮৯৭ জন, তন্মধ্যে ৪৮৮ জন পুরুষ এবং ৪০৯ জন স্ত্রীলোক।

নেওয়ার—নেপাল উপত্যকার আদিম অধিবাসী। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ইহাদের অধিক সংখ্যা দেখা যায়। সংখ্যায় এ রাজ্যে মাত্র ১ জন।

পাটনী—খেয়া পার করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। বাংলায় সর্ব্বত্র ইহাদের বাস। সংখ্যায় ১২৩০ জন। ৫৯২ জন পুরুষ এবং ৬৩৮ জন স্ত্রীলোক।

পান বা পানিকা—ছোট নাগপুর এবং উড়িষ্যার একটী উপজাতি, ঝুড়ি, টুক্‌রী ইত্যাদি তৈরী করা জাতীয় ব্যবসা ছিল। বর্ত্তমানে কৃষি ও চা বাগানের কার্য্যে ইহাদের এ রাজ্যে বাস। সংখ্যায় ১,০৬৪ জন, তন্মধ্যে ৭৩১ জন পুরুষ এবং ৩৩৩ জন স্ত্রীলোক।

পাশী—বিহারের দ্রাবিড় জাতীয় লোক, বাংলার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সংখ্যায় এ রাজ্যে ২১২ জন, তন্মধ্যে ৯৮ জন পুরুষ এবং ১১৪ জন স্ত্রীলোক।

বাউরি—বাগদী জাতীয়দের সম পর্য্যায়ভুক্ত, ইহাদের ব্যবসা মজুরি, কৃষি, পাল্কী বহন ইত্যাদি। সংখ্যায় ইহারা ২৪৫ জন, তন্মধ্যে ১৬৫ পুরুষ ও ৮০ জন স্ত্রীলোক।

বাগদী—পশ্চিম বাংলায় ইহারা অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। মাছ ধরা ও মজুরী ইহাদের সাধারণ ব্যবসা। এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা মাত্র ৩০ জন, তন্মধ্যে ২১ জন পুরুষ ও ৯ জন স্ত্রীলোক।

বারায়েক—ছোট নাগপুরের এক শ্রেণীর তাঁতি, সাধারণতঃ চা বাগানের কার্য্যে বাংলা দেশে আসিয়া থাকে। মোট সংখ্যা ২৮ জন, তন্মধ্যে ৩ জন পুরুষ ও ২৫ জন স্ত্রীলোক।

বারুই—ইহাদের জাতীয় ব্যবসা পানের চাষ। সংখ্যায় ইহারা ১,৪৪৪ জন, তন্মধ্যে ৭৪১ জন পুরুষ ও ৭০৩ জন স্ত্রীলোক। এ রাজ্যে সকল বিভাগেই ইহাদের বাস।

বিঞ্ঝিয়া বিঞ্ঝওয়ার বা বিজিয়া—ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসী। কৃষি ইহাদের মুখ্য পেশা, সাধারণতঃ এ রাজ্যে চা বাগানে চাকুরীর নিমিত্ত আসিয়া থাকে। সংখ্যায় ১১৪ জন, তন্মধ্যে ৫৫ জন পুরুষ এবং ৫৯ জন স্ত্রীলোক।

বিন্দ—বিহারের আদিম অধিবাসী। মাছ ধরা ইহাদের জাতীয় ব্যবসার মধ্যে একটী। সংখ্যায় এ রাজ্যে মাত্র ২৮২ জন, তন্মধ্যে ১৩৪ জন পুরুষ ও ১৪৮ জন স্ত্রীলোক।

বেদিয়া বা বেদে—ইহারা যাযাবর জাতীয়। টোট্‌কা ঔষধাদি বিক্রয় এবং নানারূপ ভেল্কি বাজী দেখান ইহাদের ব্যবসা, সংখ্যায় মাত্র ৩ জন স্ত্রীলোক।

বৈদ্য—বাংলা দেশে শিক্ষায়, সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর জাতি, ইহাদের জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা হইলেও বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ইহারা নানারূপ চাকুরী ও ব্যবসা করিতেছেন। এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৭২১ ; তন্মধ্যে ৪১৩ জন পুরুষ এবং ৩০৮ জন স্ত্রীলোক। চাকুরী উদ্দেশ্যেই এ রাজ্যে সাধারণতঃ ইহারা আগমন করিয়া থাকেন। ১৩৩০ ত্রিং সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৮৯৫ জন।

বৈষ্ণব—বৈরাগী, বৈষ্টম ইত্যাদির সংখ্যা ২০৩ জন, তন্মধ্যে ৮৭ জন পুরুষ ১১৬ জন স্ত্রীলোক, ভিক্ষাই এই শ্রেণীর লোকের প্রধান পেশা।

ব্রাহ্মণ—এ রাজ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৪,৩১২ জন, তন্মধ্যে ২,৪৯৭ জন পুরুষ এবং ১,৮১৫ জন স্ত্রীলোক। শিক্ষায় বৈদ্যের নিম্নে ব্রাহ্মণের স্থান। এ রাজ্যে জন সংখ্যায় হাজারকরা ১১ জন ব্রাহ্মণ। গত দশ বৎসরে ১,১২৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভুঁইমালী—আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা এবং মাদুর ইত্যাদি তৈয়ারী করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। সংখ্যায় এ রাজ্যে ১,৩৫৯ জন, তন্মধ্যে ৬১৩ জন পুরুষ ও ৭৪৬ জন স্ত্রীলোক।

ভুঁইহার—মোট ১৫ জন, ১৩ জন পুরুষ ২ জন স্ত্রীলোক, ইহাদের পেশা সাধারণ মজুরী।

ভূইয়া—ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসী, চা বাগানের চাকুরীর উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে সাধারণতঃ আসিয়া থাকে। সংখ্যায় ১৩৯ জন, তন্মধ্যে ৬৭ জন পুরুষ ও ৭২ জন স্ত্রীলোক।

ভুমিজ—উড়িষ্যা দেশীয় একটী অনার্য্য জাতি, সংখ্যায় এ রাজ্যে ৪৫২ জন। তন্মধ্যে ২৪০ জন পুরুষ ও ২১২ জন স্ত্রীলোক। কৃষি ও চা বাগানের চাকুরী ইহাদের প্রধান পেশা।

মাঙ্গর—একটী নেপালী উপজাতি, সংখ্যায় মাত্র ২৪ জন।

মাঝি—দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ইহাদের বাস, নেপালী নাবিক জাতায় ব্যক্তিগণ এই নামে অভিহিত হয়। সংখ্যায় ৪৭৩ জন, তন্মধ্যে ২৬২ পুরুষ এবং ২১১ জন স্ত্রীলোক।

মালী বা মালাকর—ইহাদের সংখ্যা ৩,৩৬৮ জন, তন্মধ্যে ১,৮১০ জন পুরুষ এবং ১,৫৫৮ জন স্ত্রীলোক। ভুঁই মালীগণ এই শ্রেণী ভুক্ত নহে। ফুলের মালা তৈরী করা পূর্ব্বে ইহাদের জাতীয় ব্যবসা ছিল বলিয়া ইহারা মালাকর নামে অভিহিত হইত।

মাল্লা—জাতীয় ব্যবসা নাবিকের কার্য্য, সংখ্যায় এ রাজ্যে ৬২ জন মাত্র, তন্মধ্যে ২৬ জন পুরুষ এবং ৩৬ জন স্ত্রীলোক।

মাহার—উড়িষ্যা দেশে বাস। জাতীয় ব্যবসা ঝুড়ি, টুকরি ইত্যাদি প্রস্তুত করা। এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ১৯৫ জন, তন্মধ্যে ৬৫ পুরুষ ও ১৩০ স্ত্রীলোক।

মাহিষ্য—এই জাতীয় বাংলা দেশের লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের অপর নাম চাষী কৈবর্ত্ত। আদি কৈবর্ত্ত বা জালিয়া কৈবর্ত্ত অথবা পাটনী ইত্যাদি এই জাতির অন্তর্গত নহে। এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ১,১৯২ জন, তন্মধ্যে ৬২৯ জন পুরুষ এবং ৫৬৩ জন স্ত্রীলোক।

মুচী—জাতীয় ব্যবসা জুতা সেলাই ও মেরামত করা, সংখ্যায় ৫৩৩ জন, তন্মধ্যে ২৪২ জন পুরুষ ও ২৯১ জন স্ত্রীলোক।

মুণ্ডা—ছোট নাগপুরের একটী আদিম জাতি। কৃষি কার্য্য ও চা বাগানে চাকুরী উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে ইহাদের বাস। সংখ্যায় ২,০৫৮ জন, তন্মধ্যে ১,১৮৫ জন পুরুষ এবং ৮৭৩ জন স্ত্রীলোক। ইহাদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ১ জন।

মুসাহার—ইহারা সাধারণতঃ কৃষি, মজুরী এবং পাল্কী বহন দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। সংখ্যায় ১৪২ জন, পুরুষ ৪৯ জন এবং স্ত্রীলোক ৯৩ জন।

মুসলমান—এ রাজ্যে মুসলমানগণের সংখ্যা১,০৩,৭২০ জন, তন্মধ্যে ৫৬,১৪৭ জন পুরুষ, এবং ৪৭,৫৭৩ জন স্ত্রীলোক। ইহাদের মধ্যে সৈয়দ সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র ৬২ জন। বিগত ১৩৩০ ত্রিং সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৮২,২৮৮ জন। বিগত দশ বৎসরে সংখ্যায় ২১,৪৩২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মেথর—জাতীয় ব্যবসা ময়লা পরিষ্কার করা। সংখ্যায় ৮৮ জন মাত্র।

যোগী বা যুগী—বস্ত্রবয়ন ইহাদের মুখ্য পেশা, এ রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৭,৫৬২ জন, তন্মধ্যে ৪,২৩৩ জন পুরুষ ও ৩,৩২৯ জন স্ত্রীলোক। কৃষি কার্য্য ব্যপদেশে এ রাজ্যে ইহাদের বাস।

রাই—নেপালী উপজাতি, সংখ্যায় মাত্র ৩ জন।

রাজপুত বা ছত্রি—উত্তর ভারতে ইহাদের বাসস্থান, সংখ্যায় মাত্র ৩০ জন।

রাজবংশী—উত্তর বাংলার আদিম অধিবাসী, সংখ্যায় এ রাজ্যে মাত্র ৭৫ জন। তন্মধ্যে ২৩ জন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

রাজোয়ার—বিহারের একটী আদিম জাতি, সংখ্যায় মাত্র ২২ জন।

লিম্বু—একটী নেপালী উপজাতি। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ইহাদের বাস। সংখ্যায় এই রাজ্যে মাত্র ৭ জন।

লোধা—ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসী, চা বাগানে মজুরী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। সংখ্যায় ৩৭ জন, পুরুষ ২৪ জন এবং স্ত্রীলোক ১৩ জন।

লোহার—ইহাদের জাতীয় ব্যবসা কামারের ন্যায় হইলেও, বর্ত্তমানে ইহারা কৃষি কার্য্য ব্যপদেশে এ রাজ্যে আগমন করিয়া থাকে। সংখ্যায় ১০৯ জন, তন্মধ্যে ৫৪ জন পুরুষ ও ৫৫ জন স্ত্রীলোক।

সদগোপ—ইহারা গোয়ালা জাতি হইতে ভিন্ন, কৃষি কার্য্য দ্বারাই সাধারণতঃ ইহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। সংখ্যায় ১১৫ জন, তন্মধ্যে ৬০ জন পুরুষ এবং ৫৫ জন স্ত্রীলোক।

সাঁওতাল—সাঁওতাল পরগণা ইহাদের আদি বাসস্থান। সংখ্যায় এ রাজ্যে ৭৩৫ জন, তন্মধ্যে ৩৯১ জন পুরুষ এবং ৩৪৪ জন স্ত্রীলোক। কৃষি ও চা বাগানের চাকুরী উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে ইহাদের বাস।

সাহা এবং শুঁড়ি—এ রাজ্যে সাহাদের সংখ্যা ৯৭২ জন এবং শুঁড়িদের সংখ্যা ১১৪ জন। সামাজিক মর্য্যাদায় আজকাল সাহাগণ শুঁড়িগণের উচ্চে অবস্থিত।

হাড়ি—আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। সংখ্যায় ৩২ জন, তন্মধ্যে ২১ জন পুরুষ এবং ১১ জন স্ত্রীলোক।

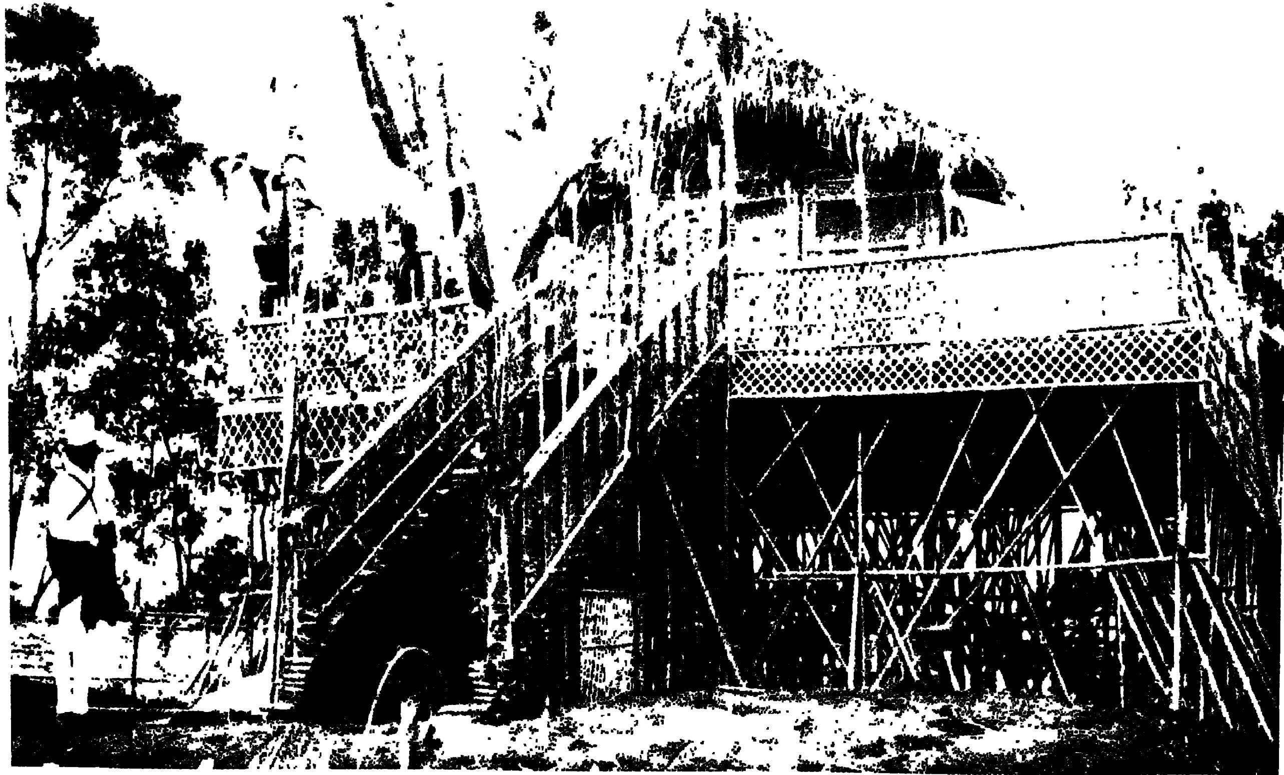
হো—সিংভূম অঞ্চলে ইহাদের বাস। চা বাগানে চাকুরী উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে আগমন করিয়া থাকে, সংখ্যায় মাত্র ৪ জন পুরুষ।

ত্রিপুরা রাজ্যের কতিপয় পার্ব্বত্য জাতি।

এ রাজ্যের পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে হল কর্ষণ দ্বারা জমি চাষ প্রথা কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, উহাদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ এবং বিভিন্ন দফা ভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত সংখ্যা কত, জানিবার জন্য ত্রিপুরা রাজ দরবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, এই আফিস হইতে সেন্সাস সিডিউল বহিগুলির সাহায্যে ২নং ত্রিপুরা ষ্টেট টেবল সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ টেবলটীতে ত্রিপুর ক্ষত্রিয়, মণিপুরী, হালাম, কুকী, লুসাই, চাকমা ও মগ এই কয়টী জাতির সম্বন্ধে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঐ জাতিগুলির সম্পর্কে আলোচনা কালেও ২নং ষ্টেট টেবল এর পরিসংখ্যান সমূহেরই সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সিডিউল বহিগুলি নানা স্থানে পুনরায় ভুল সংশোধন পূর্ব্বক ঐ টেবলটী সঙ্কলন করায়, কোন কোন স্থলে সংস্থষ্ট ইম্পিরিয়াল টেবলের সহিত অনৈক্য ঘটিয়াছে।

১৭ নং ইম্পিরিয়াল টেবলে মগ ও মণিপুরী জাতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। চাকমাদের সংখ্যা এই টেবল অনুসারে ৮,৭৫৬ জন। ২ নং ষ্টেট টেবলে ইহাদের সংখ্যা ৮,৭৩০ জন, মাত্র ২৬ জন কম, সুতরাং এই পার্থক্য উপেক্ষণীয় বটে। ১৭ নং ইম্পিরিয়াল টেবলে হালাম জাতি সম্পর্কেও কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ১৫ নং ইম্পিরিয়াল টেবলমতে দেখা যায় যে, হালাম ভাষীদের সংখ্যা ১০,৩৭০ জন। আবার এই টেবলানুযায়ী কুকী ভাষীদের সংখ্যা ১,৪৭০ জন মাত্র হইলেও, ১৭ নং ইম্পিরিয়াল টেবলানুযায়ী দেখা যায় যে, কুকীদের মোট সংখ্যা ১৪,১০৯ জন। ২ নং ষ্টেট টেবলমতে হালাম এবং ডার্লং কুকীদের সংখ্যা যোগ দিলে ১৪,১৯২ জন হয়। সুতরাং ১৭ নং ইম্পিরিয়াল টেবলে যে হালামদিগকে কুকী জাতির অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

১৭ নং ইম্পিরিয়াল টেবলে ত্রিপুরাদের সংখ্যা ১,৬১,০০৫ জন, কিন্তু ১৫ নং ইম্পিরিয়াল টেবলমতে ত্রিপুরা ভাষীদের সংখ্যা ১,৪৮,২৯৮ জন মাত্র। ২ নং ষ্টেট টেবলমতে ত্রিপুরাদের সংখ্যা ১,৫৩,৪৫০ জন, দেশী ত্রিপুরা ও পুরাতন ত্রিপুরাদের



পাহারিয়া প্রজাদের দ্বারা বংশনি   একটী গৃহ

মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ৫,০০০ হাজারের বেশী হইবে না। সুতরাং ১৫ নং ইম্পিরিয়াল টেবলে ত্রিপুরা ভাষীদের সংখ্যার সহিত এই ৫,০০০ হাজার যোগ দিলে ২ নং ষ্টেট টেবলের ত্রিপুরাদের সংখ্যার প্রায় সমানই দাঁড়ায় বটে। ১৭ নং ইম্পিরিয়াল টেবলে ত্রিপুরা জাতির সঙ্গে অন্য কোন পার্ব্বত্য জাতির সংখ্যাযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয়।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয় নামোৎপত্তির কারণ আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন, এ স্থলে তাহা আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। স্থূলতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, দ্রুহ্যুবংশীয়গণের অধিকৃত প্রদেশ পূর্ব্বে 'কিরাত ভূমি' নামে অভিহিত হইলেও গোমতী নদীর উপকূলস্থ কিয়দংশের নাম 'ত্রিপুরা' ছিল। এই নামও আধুনিক নহে; তন্ত্র গ্রন্থ আলোচনা করিলে, এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পীঠ স্থানের বিবরণে উক্ত হইয়াছে,—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষ পাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্ট প্রদায়ক॥"

পীঠমালা তন্ত্র।

অন্যত্র পাওয়া যায়,—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মাতা।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্ট ফলপ্রদঃ॥"

তন্ত্র চূড়ামণি।

এই সকল শ্লোক আলোচনায় জানা যাইতেছে, ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হওয়ায়, পীঠদেবীর 'ত্রিপুরা' বা 'ত্রিপুরাসুন্দরী' নাম হইয়াছে। সুতরাং পীঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই যে কিরাত ভূমির অন্তর্গত কতক স্থান ত্রিপুরা নামে অভিহিত হইতেছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অতঃপর মহারাজ ত্রিপুরের শাসনকালে পীঠদেবীর মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত, অথবা স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, তদীয় অধিকৃত সমগ্র রাজ্যের নাম 'ত্রিপুর' বা 'ত্রিপুরা' করা হইয়াছে, এবং তদবধি উক্ত রাজ্যবাসিগণও 'ত্রিপুরা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যে বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গলা দেশবাসিগণ বাঙ্গালী, আসামবাসিগণ আসামী, এবং উড়িষ্যাবাসিগণ উড়িয়া প্রভৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছে, ত্রিপুরাবাসিগণও সেই বিধানানুসারে 'ত্রিপুরা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরাবাসী ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ 'ত্রিপুর ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে বার ঘর ঠাকুর সর্ব্বপ্রধান। ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন হইতে এই বার ঘর ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজমালা গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"ত্রিলোচন ঘরে বার পুত্র উপজিল।
বার ঘর ত্রিপুর নাম তার খ্যাতি হৈল॥"
ত্রিলোচন খণ্ড—২৫ পৃষ্ঠা।

ইঁহারা 'বার ঘরিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। বার ঘরিয়া বংশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া, অনেক শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়াছে। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের শাসনকালে, রাজকুমার ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে 'ঠাকুর' আখ্যা প্রদান করা হয়; তদবধি এই উপাধি প্রচলিত হইয়াছে, এবং কালক্রমে উপাধিটী 'বার ঘরিয়া' গণ্ডি অতিক্রম করিয়া রাজপরিবারের আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই সূত্রে ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তিগণও 'ঠাকুর পরিবার' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন।

ঠাকুর পরিবার স্মরণাতীত কাল হইতে রাজা ও রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধান্বিত। ইঁহারা চিরদিন রাজার দক্ষিণ হস্তরূপে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন। অনেকে রাজপরিবারের সহিত যৌন-সম্বন্ধ স্থাপনদ্বারা গৌরব ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। সম্মান ও প্রতিপত্তিতে রাজ্য মধ্যে রাজপরিবারের পরেই ইঁহাদের আসন প্রতিষ্ঠিত।

ত্রিপুরার রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবার শিক্ষা বিষয়ে, সুশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সমকক্ষ। অধিকন্তু, কবিতা রচনা, সঙ্গীত চর্চ্চা ও চিত্রাঙ্কনাদি সুকুমার বিদ্যায় ইঁহারা বাঙ্গালী অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং বিবাহাদি সর্ব্ববিধ সংস্কার প্রণালী অন্যান্য ক্ষত্রিয় সমাজের অনুরূপ। কোন কোন স্থলে এই সকল প্রণালীর সহিত দেশাচার সংমিশ্রিত আছে। অধুনা পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রিয়দের সহিত ইঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধ ইত্যাদি হওয়ায়, পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রিয়দের সামাজিক আচার ব্যবহার ইঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পুরাণ ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, রিয়াং ও নোয়াতিয়া, এই পাঁচটী সম্প্রদায় ত্রিপুর ক্ষত্রিয়ের অন্তর্নিবিষ্ট। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি হয় না। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের আদম সুমারীতে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয়ের মোট সংখ্যা ১,৫৩,৪৫০ স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৮,৬৪৩ ও স্ত্রীলোক ৭৪,৮০৭ জন। ত্রিপুর ক্ষত্রিয়-গণের সম্প্রদায় ভেদে স্থূল বিবরণ পশ্চাৎ প্রদান করা যাইতেছে। এই রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগসমূহের জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা অধিকৃত, সংসৃষ্ট ৭ নং মানচিত্রদ্বারা তাহা দেখান হইল।



একজন-সম্ভ্রান্ত ঠাকুর বংশীয় অশীতিপর বৃদ্ধ

পুরাতন ত্রিপুরা।

পুরাতন ত্রিপুরাগণ রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসী এবং ঠাকুরলোকদের পরেই ত্রিপুরা সমাজে ইহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যেই ইহাদের আবাস স্থান। ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলাবাসী কয়েক সহস্র লোক ব্যতীত ইহাদের সকলেই ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে। রাজ্যের বহির্ভাগস্থ ত্রিপুরাগণও ত্রিপুরেশ্বরকেই তাহাদের রাজা বলিয়া মানে।

১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের গণনায় রাজ্য মধ্যে পুরাতন ত্রিপুরার সংখ্যা ৭৭,৫৮০ নির্ণীত হইয়াছে; তন্মধ্যে পুরুষ ৩৯,৬৩৫ ও স্ত্রীলোক ৩৭,৯৪৫ জন।

রাজসরকারী নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করার জন্য পুরাতন ত্রিপুরাগণ "বার হদা" কিম্বা "হুদ্দায়" (উপাধি) বিভক্ত, যথা ঃ—

(১) বাছাল, (২) শিউক, (৩) কোয়াতিয়া, (৪) দৈত্যসিং, (৫) হুজুরিয়া, (৬) শিলটিয়া, (৭) আপাইয়া, (৮) ছত্রতুইয়া কিম্বা ছত্রধরৈয়া, (৯) দেওরাই বা গালিম, (১০) সুবেনারায়ণ, (১১) সেনা, (১২) জুলাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক 'হদা' হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক রাজসরকারী নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করার জন্য রাজধানীতে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত; অধুনা প্রয়োজনমত 'হদার' লোক উপস্থিত হইয়া তাহাদের পুরুষানুক্রমিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রত্যেক 'হদার' কর্ত্তব্য কার্য্যের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

(১) **বাছাল** ;—একটা প্রবাদ আছে, ত্রিপুর রাজ্য বর্ত্তমান রাজবংশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে, বাছালগণ রাজ্যের অধিপতি ছিল। এই প্রবাদ ভিত্তিহীন। হালামগণের হস্ত হইতে ত্রিপুর রাজ্য চন্দ্রবংশীয় বর্ত্তমান রাজবংশের হস্তগত হইয়াছে, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। বাছালগণ পূর্ব্বে সুবার অধীনে থাকিয়া হস্তী খেদার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তৎপর ইহাদের হস্তে নিম্নোক্ত কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে ;—

(ক) রাজদরবারে এবং রাজার অভিযান কালে ইহারা 'পান' ও 'পাঞ্জা' এই দুইটী রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে।

(খ) রাজবাড়ীতে পার্ব্বত্য পদ্ধতি অনুসারে কোনও দেবার্চ্চনের অনুষ্ঠান হইলে, বংশগুচ্ছদ্বারা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত এবং পূজার মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা ইহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য, ইহারা পূজার জলও যোগাইয়া থাকে।

(গ) রাজপরিবারের বিবাহকালে বিবাহ বেদীর চতুষ্পার্শ্বে শাখা ও পত্র বিশিষ্ট বংশ পুতিয়া দিবার প্রথা আছে। এই কার্য্য বাছালদের করণীয়।

(ঘ) প্রতি বর্ষে বিজয়া দশমীর পর দিবস রজনীযোগে, রাজসরকার হইতে এক বিরাট ভোজ প্রদান করা হয়, এই ভোজকে 'হসম ভোজন' বলে। এই

ভোজন উপলক্ষে বংশ নির্ম্মিত দীপাধার (গাছা) প্রস্তুত করা বাছালগণের কার্য্য। এই সময় যে সকল নোয়াতিয়া ত্রিপুরা * নিমন্ত্রিত হয়, তাহাদের আহারের স্থানটী বাঁশের বেড়া দ্বারা † ঘেরিতে হয়। এই কার্য্যও বাছালগণের করণীয়।

২। **সিউক** ;—'সিউক' শব্দের অর্থ শিকারী। রাজ পরিবারের আহারার্থ পশু পক্ষী শিকার করা ইহাদের কার্য্য। এতদ্ব্যতীত ইহারা রাজদরবারে (উপাধি বিতরণকালে) চন্দনের পাত্র ধারণ করে। রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দের বিবাহকালে মাঙ্গলিককার্য্য সম্পাদন জন্য ইহারা সধবা (এয়ো) সংগ্রহ করিয়া থাকে। পাত্রীপক্ষের 'জলভরা' কার্য্যও ইহাদের করণীয়। কোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগকে বিবাহ বেদী চন্দ্রাতপাদি দ্বারা সজ্জিত করিতে হয়।

৩। **কোয়াতিয়া** ;—(ত্রিপুরা ভাষায় সুপারী কিম্বা গুয়াকে কোয়া বলে) পান সুপারী বাহক 'কোয়াতিয়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রধান করণীয় কার্য্য ছয়টী ;—

(ক) দরবারে উপাধি বিতরণকালে ফুলের মালা প্রদান করা।

(খ) সিংহাসন ঘরে প্রত্যহ প্রদীপ ও ধূপধুনা প্রদান করা এবং বিশেষ বিশেষ পূজোপলক্ষে রাজসিংহাসন মার্জ্জনা করা।

(গ) পূজার প্রসাদ বণ্টন করিয়া দেওয়া।

(ঘ) পূজার কালে মহারাজের ও ঠাকুর পরিবারের উপবেশনের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান ও বিছানাদির ব্যবস্থা করা।

(ঙ) বিবাহের সময় পাত্রপক্ষের 'জল ভরা' কার্য্য করা।

(চ) সিউকদিগের সহিত বিবাহ-বেদী সজ্জিত করা।

৪। **দৈত্য সিং বা দুই সিং** ;—ইহারা রাজকীয় ধ্বজা বহনকারী। যুদ্ধকালে, দরবারে, রাজার অভিযানকালে এবং দেবার্চ্চন সময়ে শ্বেত পতাকা (গাওল) বহন করা ইহাদের কার্য্য। এতদ্ব্যতীত ইহারা দেবতার কাঠাম প্রস্তুত করে, এবং হসম ভোজনের মাংস কুটিয়া থাকে। এই 'হদার' লোক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দৈত্য সিং হদা হইতে পূর্ব্বে বিনন্দীয়া গারদে অধিক লোক লওয়া হইত। পূর্ব্বে বিনন্দীয়াগণ (বিনন্দীয়া গারদের সৈনিকগণ বিনন্দীয়া নামে পরিচিত) অধুনাতন পুলিশের কার্য্য সম্পাদন করিত। বর্ত্তমানে বিনন্দীয়াগণ দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

৫। **হুজুরিয়া**, ৬। **ছিলটিয়া** ;—ইহারা একই হদার দুইটী বাজু বা সম্প্রদায়। হুজুরে অর্থাৎ রাজ সদনে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হয় বলিয়া ইহারা 'হুজুরিয়া' আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহাদিগকে উপস্থিতমতে নানাবিধ কার্য্য

* ইহারা স্থানীয় ভাষায় 'কাতাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।
† বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘেরা স্থানকে ত্রিপুরা ভাষায় 'বিতল' বলে।

করিতে হয়। রাজ প্রাসাদ হইতে দেবালয় সমূহে বা পূজারস্থানে বলির এবং ভোগের দ্রব্যাদি বহন করিয়া নেওয়া ইহাদের এক প্রধান কার্য্য।

৭। **আপাইয়া**;—এই শব্দের অর্থ মৎস্য ক্রেতা। রাজা ও রাজ পরিবারের প্রয়োজনীয় মৎস্য ক্রয় করা ইহাদের কার্য্য ছিল। এখন ইহাদিগকে রাজ বাড়ীর জ্বালানী কাষ্ঠ যোগাইতে হয়।

৮। **ছত্র তুইয়া বা ছকক্ তুইয়া**;—(ছত্র ধরৈয়া) এই শব্দের অর্থ ছত্র বাহক। ইহারা রাজার দরবার কালে চন্দ্রবাণ, সূর্য্যবাণ, মাহামুরত, ছত্র, আরঙ্গী প্রভৃতি রাজ চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে।

৯। **দেওরাই বা ঘালিম**;—ইহারা দেবতার পূজক। কের ও খার্চ্চি প্রভৃতি দেবার্চ্চনে ইহারা পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। চতুর্দ্দশ দেবতার পূজাও ইহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।

১০। **সুবে নারাণ**;—দেবতার পূজা এবং হসম ভোজন উপলক্ষে মৎস্য কুটা ইহাদের কার্য্য।

১১। **সেনা**;—পূর্ব্বোক্ত দশটী সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ অগম্যা গমন করে কিম্বা সমাজচ্যুত হয়, তবে তাহাকে দরবারের আদেশ লইয়া কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর অপরাধিগণ 'সেনা' শ্রেণীতে স্থান লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পুত্রাদি স্বজাতিকে ভোজ দিয়া পুনরায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। ইহারা হসম ভোজনের সময় পাকের চুল্লি প্রস্তুত, রন্ধনের বাসনাদি ধৌত এবং ঠাকুর লোকদিগের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে। হসম ভোজনের পাক প্রস্তুত হইলে, ইহারা দামামা বাজাইয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সেনাগণ খার্চ্চি পূজার সময় ঢোল বাজায়।

১২। **জুলাই**;—এই সম্প্রদায় দ্বারা মহারাণীগণের এবং রাজ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। জুলাই সম্প্রদায় ক্রীত দাসের ন্যায়। যে সকল লোক দুরবস্থাপন্ন হইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহারাই বংশ পরম্পরা 'জুলাই' নামে আখ্যাত হইতেছে। জুলাইগণ স্বীয় স্বীয় আশ্রয় দাতার গৃহে সপরিবারে বাস করিয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিত। বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আশ্রয় দাতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। জুলাইগণ সমাজে হেয়, ইহাদের স্বর্ণাভরণ ব্যবহার করিবার অধিকার নাই।

জুলাইগণের কার্য্য বিভাগানুসারে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল।

(১) **দাস পাইয়া**;—তরকারি বিক্রেতা।

(২) **মনারায়**;—ময়না পাখী সংগ্রহকারী ও পালক।

(৩) **তোতারায়** ;—তোতা পাখী পালক ও সংগ্রহকারক।

(৪) **মামি প্লাক্ছা** ;—মামি (বিন্নিধান) সংগ্রহকারী।

(৫) **মাইছা প্লাক্ছা** ;—মাইছা (জুমধান) সংগ্রহকারী।

(৬) **গোলছড়ি** ;—গোল মরিচের চারা রোপণকারী।

(৭) **চেলেংরায়** ;—ক্ষারজল প্রস্তুতকারী। এই জল দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে নুনের কার্য্য সাধিত হয়।

(৮ **মছারায়** ;—মরিচ পেশনকারী।

(৯) **অদ্রায়** ;—
(১০) **জিৎরায়** ;—
(১১) **সিমকাছা** ;—
ইহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কি ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহা নির্ণয় করিবার সুবিধা নাই।

সামাজিক বিবরণ।

জনসংখ্যা ;—পুরাতন ত্রিপুরাগণের অধিকাংশ পর্ব্বতবাসী ; সমভূমিতেও এই সম্প্রদায়ের বসতি বিরল নহে। রাজ্যের সর্ব্বত্রই ইহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৩৪০ সনের আদম সুমারীতে আগরতলা সহরে ১,৭৮০, সদর বিভাগের অন্যত্র ৪১,০৪৮, সোণামুড়া বিভাগে ৩,৪৫৯, উদয়পুর বিভাগে ৬৯০, অমরপুর বিভাগে ১৭০, খোয়াই বিভাগে ২০,৪৪৭, কৈলাসহর বিভাগে ৮,১৬৫, ধর্ম্মনগর বিভাগে ৮৪৫, বিলনীয়া বিভাগে ৪৩, এবং সাবরুম বিভাগে ৯৩৩ জন পুরাতন ত্রিপুরা পাওয়া গিয়াছে।

বাসস্থান ;—পর্ব্বতবাসী ত্রিপুরাগণ বহু পরিবার একত্রিত হইয়া এক একটী পর্ব্বতের সানুদেশে একত্রে বাস করে। তাহাদের বাসস্থানগুলি 'পাড়া' বা 'পুঞ্জি' নামে অভিহিত হয়। এবং পাড়ার সরদারের নামে সেই পুঞ্জিটী আখ্যাত হইয়া থাকে ; যথা,—রামসাধু সরদারের পাড়া, ভক্তরাম সরদারের পাড়া ইত্যাদি।

পাড়াসমূহে প্রতি পরিবারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হয়। তাহারা সাধারণতঃ বৃহদাকারের এক খানা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাঁশের মঞ্চদ্বারা তাহা দ্বিতল করিয়া লয়। মঞ্চের উপরে মনুষ্য বাস করে, এবং তন্নিম্নে পালিত পশুপক্ষী প্রভৃতি রক্ষাকরা হয়। ইহাদের এক একটী পরিবার এক একটী 'খানা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আজ কাল সমতলবাসী ত্রিপুরাগণ বাঙ্গালীর ন্যায় গৃহ নির্ম্মাণ করে।

পারিবারিক বিবরণ—ত্রিপুরাগণ এক পরিবারভুক্ত সকলেই এক গৃহে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে বাস করে। সেই গৃহের একটী স্বতন্ত্র কক্ষে পাক ও আহারাদির ব্যবস্থা থাকে। ইহাদের মধ্যে পারিবারিক শান্তি যথেস্ট আছে। আধুনিক বিলাসিতা ইহাদের সমাজে বর্ত্তমান কালেও বেশী দেখা যায় না, তবে

কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশলাভ না করিয়াছে এমন নহে। ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, আপন আপন পরিবারের প্রয়োজনীয় মদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়, কিন্তু তাহা বিক্রয় করিবার অধিকার নাই। মৎস্য, মাংস, তরকারী ও শুষ্ক মৎস্য ইহাদের প্রধান আহার্য্য। ডাল খুব কম পরিমাণে কদাচিৎ আহার করিয়া থাকে। ইহাদের রন্ধনে মসলা এবং তৈল খুব কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। লবণ, লঙ্কামরিচ এবং পিয়াজ ও রসুন ইহাদের প্রধান মসলা। পূর্ব্বকালে কোন কোন বনজবস্তু হইতে গৃহীত ক্ষারজল এবং লবণাক্ত খণির ও ছড়ার জলদ্বারা ইহাদের লবণের কার্য্য সাধিত হইত, বর্ত্তমানকালে বিলাতিলবণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

বয়ন শিল্প ও বেশভূষা ;—ত্রিপুরাগণ সাধারণতঃ নিজ গৃহে বয়িত দুবড়া, সাড়ী ও পাছড়া ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যের সহিত বস্ত্রবয়ন করা স্ত্রীলোকগণের একটী প্রধান করণীয় কার্য্য। বিলাতি কাপড়ের আমদানীহেতু ইহাদের গৃহ-শিল্প কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সমাজের তুলনায় বর্ত্তমান কালেও এই সমাজে বয়নশিল্পের আদর খুব বেশী আছে। ১৩৪০ সনের আদম সুমারীতে দেখা গিয়াছে, পুরাতন ত্রিপুরা-গণের মধ্যে ১৫,৪০৮ খানা হস্তে পরিচালিত তাঁত ও ১৫,২৯৬ টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে এই সকল যন্ত্রের সংখ্যা আরও বেশী ছিল। ইহাদের বয়িত স্ত্রীলোকগণের বক্ষ আরবণীর (রিয়া) কারুকার্য্য অতীব প্রশংসনীয়।

রমণীগণ সাধারণতঃ রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করে। বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ কাচের চুড়ী এবং পুতি মালাও ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ ধাতব অলঙ্কারাদি অপেক্ষা, প্রকৃতিজাত সুগন্ধি পুষ্প এবং সুদৃশ্য পল্লবাদিদ্বারা অলঙ্কৃতা হইতে অধিকতর ভালবাসে। ধাতব অলঙ্কারের মধ্যে নিম্নলিখিত গহনাগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

কর্ণভূষণ ;—(১) ওয়াকুম্ (কর্ণলতিকার গহনা), (২) তৈয়া (কর্ণের উপরের দিকে ব্যবহার্য্য), (৩) ঢেরী (ঝুমকা)। **নাসিকার গহনা** ;—(১) কলি। **কণ্ঠাভরণ** ;—(১) রাংতবাং, (২) হাসলি, (৩) কাঁঠি, (৪) মালা (রাম কলার দানা দ্বারা প্রস্তুত)। **হস্তাভরণ** ;—(১) কাসর, (২) চুড়ী (শঙ্খের), (৩) ইয়ামিতাম্ (অঙ্গুরীয়)। **পায়ের গহনা** ;—(১) খাড়ু।

ভাষা—ত্রিপুরাগণের ভাষা স্বতন্ত্র। বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। তবে অনেকেই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতে ও বুঝিতে পারে। এমন কি ইহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসী, রিয়াং, হালাম ও কুকি প্রভৃতির ভাষার সহিতও ইহাদের ভাষার সংশ্রব খুবই কম। কিন্তু ত্রিপুরা ভাষায় প্রচলিত অনেক শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

শিক্ষা—পুরাতন ত্রিপুরাগণ শিক্ষা ও আচারাদি বিষয়ে ঠাকুর পরিবারের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহাদের বঙ্গভাষা শিক্ষার অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এবারের আদম সুমারীতে ইহাদের মধ্যে ২.০৮৩ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাস্থলে বলা হইয়াছে, এই সংখ্যা বিশুদ্ধ নহে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা আরও বেশী। গণনাকারিগণের ত্রুটীতে এতৎসম্বন্ধীয় সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যবসা—কৃষিকার্য্যই পুরাতন ত্রিপুরাগণের প্রধান ব্যবসা। কেহ কেহ বনজ বস্তু সংগ্রহ, সূত্রধরের কার্য্য এবং দোকানদারী ইত্যাদি কার্য্যদ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কৃষিকার্য্য—পুরাতন ত্রিপুরাগণ জুম প্রথায় কৃষিকার্য্য করিতে চিরাভ্যস্ত। জুমক্ষেত্রে পুরুষ ও রমণীগণ সমান পরিশ্রম করিয়া থাকে। ইহারা জুমের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত স্থানের বৃক্ষাদি সর্ব্ববিধ জঙ্গল পৌষ কিম্বা মাঘ মাসে কাটিয়া ফেলে, এবং তাহা ভাল রকম শুষ্ক হইলে চৈত্র মাসে (বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে) অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলে। তৎপর ধান্য, কার্পাস, তিল, ভুট্টা, চিনরা, তরমুজ ও নানাবিধ তরকারির বীজ একত্রে মিশ্রিত করিয়া, টাক্কল (ত্রিপুরাগণের দা) দ্বারা অল্প অল্প স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া, ঐ সকল বীজ একত্রে রোপণ করে। বৈশাখ মাসই রোপণের প্রশস্ত কাল। একপ্রকার বনজলতা জুমের অনিষ্টকারী, মধ্যে মধ্যে তাহা বাছিয়া ফেলিতে হয়। জুমোৎপন্ন ধান্য ভাদ্র মাসে কর্ত্তন করা হয়। কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে তিল, কার্পাস ও তরকারি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এই প্রণালীতে অল্প পরিশ্রমে নানাবিধ ফসল পাওয়া যায়।

অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে ইহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালীর ন্যায় হলকর্ষণ দ্বারা কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কেহ কেহ হল কর্ষণ করিলেও তৎসহ অল্প পরিমাণে জুম করিয়া থাকে। আবার কেহ বা জুম কৃষির সঙ্গে অল্প পরিমাণে ধান্য ক্ষেত্র করে। সাধারণতঃ হল কর্ষণকারিগণের আর্থিক অবস্থা, জুমকারিগণের তুলনায় অনেক ভাল দেখা যায়।

১৩৪০ সনের আদম সুমারীতে পুরাতন ত্রিপুরাগণের মধ্যে ৬,২২৮ জনের জুম কৃষিই মুখ্য পেশা ও ১০,৫৮৩ জনের জুম কৃষি গৌণ পেশা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। হল কর্ষণদ্বারা কৃষি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৮,৪৮৯ জনের তাহাই মুখ্য পেশা এবং ৪,৭০৬ জনের গৌণ পেশা বলিয়া জানা গিয়াছে। জুম ও কর্ষণ কার্য্য ব্যতীত ১,৩১২ জন অন্যবিধ পেশাকে মুখ্য ভাবে অবলম্বন করিয়া এবং ৮,৯৮৭ জন কৃষি কার্য্যের সহিত অন্যান্য পেশা গৌণ ভাবে গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

বিবাহ—ইহাদের মধ্যে অনেক স্থলে বর ও কন্যার অনুরাগ বশতঃ উভয়ের

সম্মতিতে বিবাহ হইয়া থাকে। অনেকস্থলে আবার, উভয় পক্ষের অভিভাবকদিগের ইচ্ছামত বিবাহ হয়। অভিভাবকের ইচ্ছাজনিত বিবাহে মনোনীত বরকে এক বৎসর কাল কন্যার পিতা বা অভিভাবকের গৃহে থাকিয়া তাহার সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যদি এই সময় মধ্যে বরের কার্য্য কুসলতা ও সচ্চরিত্রতা দর্শনে কন্যার অভিভাবক সন্তুষ্ট হয়, এবং বর কন্যার মধ্যে সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহ না হইলে কন্যাপক্ষ বরকে তাহার কার্য্যকালের পারিশ্রমিক প্রদান করিতে বাধ্য।

বিবাহ স্থির হইলে ব্রাহ্মণ দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বিবাহ দেওয়া হয়। তৎপর সামাজিক প্রণালী অনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে সামাজিকদিগকে ভোজ দেওয়ার নিয়ম আছে। বাল্য বিবাহ ত্রিপুরা সমাজে মোটেই ছিল না, অধুনা তাহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

ধর্ম্ম—ত্রিপুরাগণ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সাধারণতঃ বাঙ্গালীগণের অনুরূপ। চতুর্দ্দশ দেবতা ইহাদের প্রধান আরাধ্য। পার্ব্বত্য প্রণালীতে যে সকল দেবতার অর্চ্চনা করা হয়, তাহাতে ত্রিপুরা ভাষায় মন্ত্রোচ্চারিত হয়, এবং ওঝাইগণই এই সকল পূজার পুরোহিত। ত্রিপুরেশ্বরের বার্ষিক কের পূজা সম্পাদিত হইবার পর, ইহারাও প্রতি পল্লীতে কের পূজা করিয়া থাকে। ইঁহারা সাধারণতঃ শাক্ত মতাবলম্বী। অধুনা কেহ কেহ বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালীর ন্যায় ইহারাও একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, প্রভৃতি ব্রতাচরণ করে। ১৩৪০ সনের আদম সুমারীতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ৭৩,০৯৪ জন বৈষ্ণব পাওয়া গিয়াছে। তীর্থ ভ্রমণে ইহাদের বিশেষ উৎসাহ আছে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া—ইহারা মৃত দেহ দাহ করে। দাহ কার্য্য শেষ হইলে শ্মশানক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া একটী তুলসী গাছ, একটী আলো এবং কিছু অন্ন ও মাংস সেই স্থানে রাখিয়া দেয়। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে সাত দিবস অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করা হয়। সপ্তাহ অতীতে চিতার অস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করিয়া লয় এবং সুবিধাজনক সময়ে তাহা গঙ্গায় বিসর্জ্জনার্থ প্রেরণ করে।

শ্রাদ্ধকালে ইহারা সাধ্যানুরূপ গো-দান, অন্নদান ও তৈজষাদি দান করিয়া থাকে, এবং সামাজিকগণকে ভোজ প্রদান করে।

দেশী ত্রিপুরা।

বাসস্থান ও জনসংখ্যা—হিন্দু বাঙ্গালী ও ত্রিপুরা জাতির সংমিশ্রণে "দেশী ত্রিপুরা" জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 'দেশী ত্রিপুরা'গণ অন্যান্য ত্রিপুরাগণ হইতে বিভিন্ন সমাজভুক্ত। আগরতলা সহর, সদর বিভাগ, সোণামুড়া বিভাগ ও উদয়পুর বিভাগে ইহাদের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এবারের আদমসুমারীতে

ত্রিপুরা রাজ্যে দেশী ত্রিপুরার সংখ্যা মোট ১.৪৯৪ জন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮২১ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬৭৩ জন। ত্রিপুরা জেলায় ইহাদের সংখ্যা অনুমান ১৩০০ (তের শত) হইবে।

সামাজিক বিবরণ—ইহাদের আচার ব্যবহার সমশ্রেণীর বাঙ্গালীগণের অনুরূপ, তৎসহ দেশাচার ও কুলাচার কথঞ্চিৎরূপে সংমিশ্রিত আছে। ইহাদের সামাজিক ব্যাপার, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি বাঙ্গালীর নিয়মেই সংসাধিত হইয়া থাকে; অশৌচ ধারণ বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচার পালন করে। স্ত্রীলোকগণের বেশভূষা এবং পারিবারিক জীবন বাঙ্গালী সমাজের অনুরূপ।

ধর্ম্ম—দেশী ত্রিপুরাগণ বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের ন্যায় ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব, দ্বিবিধ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শাক্তের সংখ্যাই অধিক। আদমসুমারী উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে ১,৪৫৩ জন শাক্ত ও ৪১ জন বৈষ্ণব পাওয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ ইহারা শাক্ত মতাবলম্বী, অল্পসংখ্যক লোক সেই মত পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকগণ বাঙ্গালীর ন্যায় ব্রতাদি পালন করিয়া থাকে।

কৃষি ও শিল্প—এই সম্প্রদায় হল কর্ষণদ্বারা কৃষি কার্য্য করে, জুমপ্রথা ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই। কদাচিৎ কেহ কেহ জুম কৃষি করিয়া থাকে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। ইহাদের সমাজে বয়ন শিল্পের চর্চ্চা আদৌ নাই। কোন কোন মহিলার অন্যবিধ শিল্প কার্য্যের অভ্যাস আছে।

ব্যবসা—কৃষিকার্য্য, গো-পালন, কুসীদ বৃত্তি এবং বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যবসায় দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ২৬৫ জন কৃষিজীবী ও ৪ জন জুমকারী পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট লোক অন্যান্য ব্যবসায় দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

শিক্ষা—অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় দেশী ত্রিপুরাগণ অপেক্ষাকৃত শিক্ষানুরাগী। ইহাদের মধ্যে ৩৫৮ জন বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে। এই সংখ্যা বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। "ইহাদের সমাজের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা।

জমাতিয়া।

পূর্ব্বে সোণামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে জমাতিয়াগণের বসতি ছিল না, বর্ত্তমান কালে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বিলনীয়া ও সাবরুম বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিভাগেই অল্পাধিক পরিমাণে জমাতিয়া বসতি স্থাপিত হইয়াছে। উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগেই ইহাদের সংখ্যা অধিক পরিদৃষ্ট হইতেছে।

জমাতিয়ার মোট সংখ্যা ১১,০৯০। তন্মধ্যে পুরুষ ৫,৬৩৪ ও স্ত্রীলোক ৫,৪৫৬ জন। পুরাতন ত্রিপুরার ন্যায় ইহারাও বহু পরিবার একত্রিত হইয়া



জমাতিয়া

এক স্থানে বাস করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে টং গৃহে বাস প্রথা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার ভিত্তিবিশিষ্ট গৃহে বাঙ্গালী সমাজের ন্যায় বাস্তব্য করিতেছে।

জমাতিয়াগণ পূর্ব্বে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিত। 'জমাৎ' শব্দদ্বারা দল বা সমবেত লোক সমষ্টিকে বুঝায়। ইহাদের দ্বারা যে সেনাদল গঠিত হইয়াছিল, সেই দলকে 'জমাৎ' বলা হইত। তদবধি ইহারা 'জমাতিয়া' নামে অভিহিত হইয়াছে। অনেকে মনে করে, জমাতিয়া সম্প্রদায়ে অন্যান্য জাতীয় লোকও মিশ্রিত হইয়াছে।

পার্ব্বত্য অন্যান্য জাতির তুলনায় জমাতিয়াগণের আর্থিক অবস্থা ভাল। ইহাদের অধিকাংশ পরিবার জুম প্রথা পরিত্যাগ করিয়া হল কর্ষণদ্বারা কৃষিকার্য্য করিতেছে। এই কারণে ইহাদের ভূমির প্রতি মমতা হওয়ায়, যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এক স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে, এবং তদ্ধেতু অর্থ সমাগমের পথও প্রশস্ত হইয়াছে। এক ভূমিতে জুমকৃষি অধিককাল জন্মে না, এবং কর্ষিত ভূমির তুলনায় জুমোৎপন্ন শস্য কম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কারণে জুমকারীগণ এক স্থানে অধিক কাল বাস করে না এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতেও অসমর্থ হইয়া থাকে। জমাতিয়া সমাজ এই প্রথা পরিত্যাগ করিবার দরুণ তাহাদের সাংসারিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং ইহারা সঞ্চয়শীল ও মিতব্যয়ী হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যেও জুম ব্যবসায়ীগণ অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থাপন্ন। আদমসুমারীতে এই সম্প্রদায়ের জুমক্ষেত্র করা ৪১০ জনের মুখ্যপেশা ও ৪০৫ জনের গৌণপেশা বলিয়া জানা গিয়াছে। হলকর্ষণকারীর সংখ্যা জুমিয়া প্রজা অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহারা পানাশক্ত নহে, অধুনা এই সমাজের অনেকেই মদ্য-মাংস পরিত্যাগ করিতেছে।

জমাতিয়া সমাজের ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয়। ইহারা শাক্ত মতাবলম্বী। গোস্বামীগণের প্রযত্নে অনেকে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিতেছে। এবারের জনসংখ্যা গণনায় ইহাদের মধ্যে ১০,২৮৭ জন শাক্ত ও ৮০৩ জন বৈষ্ণব পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সকলেই মালা চন্দন ধারণ করে। প্রতি বর্ষে তীর্থ-পর্য্যটন করা ইহারা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানে, এবং কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে সচরাচর যাইয়া থাকে। হরিসঙ্কীর্ত্তন ইহাদের এক প্রধান কার্য্য মধ্যে পরিগণিত।

হিন্দু সম্মত দেবদেবীর অর্চ্চনার সহিত ইহারা পার্ব্বত্য প্রণালীতেও কোন কোন দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহারা অনেক সময় দেবার্চ্চনের নিমিত্ত 'খাইন' (চাঁদা) করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। শিব গৌরী, দুর্গা, ত্রিপুরাসুন্দরী ও গোমতী নদী ইহাদের প্রধান অর্চ্চনীয়। খাইন করিয়া যে সকল পূজা হয়, তাহাতে 'ওঝাই', 'ক্ষেব্‌পাং', 'দরিয়া' ও 'মতাই বাল্‌নাই' উপাধির চারিজন লোক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। দেবতার পূজককে 'ওঝাই' বলে, যাহার বাড়ীতে পূজা হয় তাহার

উপাধি 'কেব্পাং', 'দরিয়া' উপাধিধারী ব্যক্তি ঢোল বাদক, দেবতা বাহককে 'মতাই ৰাল্নাই' বলা হয়। ইহাদের দুর্গোৎসব এক সমারোহ ব্যাপার; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

জমাতিয়াগণের বিবাহ প্রণালী বিশেষ উন্নত। কন্যার পণ গ্রহণ তাহারা পাপ কার্য্য বলিয়া মনে করে। বাঙ্গালী সমাজের ন্যায় যথাযোগ্য বস্ত্রালঙ্কার ও যৌতুকাদি সহ ইহারা কন্যাদান করিয়া থাকে। ইহাদের সমাজে 'জামাই উঠা' পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও তদ্বিষয়ে কঠোরতা বা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। দুই বৎসর কাল জামাতার শ্বশুর গৃহে অবস্থান করিবার বিধান আছে, কিন্তু তাহার ব্যত্যয় ঘটিলে তজ্জন্য বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না; স্বামী ইচ্ছা করিলে সস্ত্রীক নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই কারণে অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকে।

শিক্ষা বিষয়ে জমাতিয়াগণ অন্যান্য পার্ব্বত্য সম্প্রদায় হইতে কিয়ৎপরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়া থাকিলেও পুরাতন ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের তুলনায় এখনও বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। এবারের আদম সুমারীতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র ৩২৬ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে সঙ্গীত চর্চ্চায় বিশেষ উন্নত দেখা যায়। স্বভাবতঃ ইহাদের গলার স্বর মিষ্ট, রাগরাগিণী এবং তাল মানেও মোটামুটি জ্ঞান আছে। ইহাদের গঠিত যাত্রাগানের দল নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকে জয়দেবের পদাবলী এবং ব্রজবুলী কীর্ত্তন করে। শিক্ষিত লোকের উপদেশ পাইলে, ইহাদের সঙ্গীত চর্চ্চা সহজেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। বয়ন শিল্পেও ইহাদের রমণী সমাজ সুদক্ষা। এই সমাজের ৫,৪৫৬ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ২,৪৩৪ খানা হস্তে পরিচালিত তাঁত, ও ২,২৮০টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে।

জমাতিয়াগণ সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়। ইহাদের সমাজে বিবাদ বিসম্বাদ খুব কমই ঘটিয়া থাকে। বিবাদ উপস্থিত হইলেও তজ্জন্য প্রায়ই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তাহাদের মধ্যে দুইজন সমাজপতি নিযুক্ত থাকে, তাহারা 'মুলুকের সরদার' নামে অভিহিত হয়। সামাজিকগণ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। সমাজপতিদ্বয় কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। সেই সময় অতীতে, অথবা বিশেষ কারণে সেই সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেও নির্ব্বাচিত সমাজপতির পরিবর্ত্তে নূতন সমাজপতি নির্ব্বাচন করা হয়। সমাজপতিদ্বয়, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় অপরাপর সরদারের সহযোগে বিচার ও মীমাংসা করিতে পারে।

জমাতিয়াগণ শান্তিপ্রিয় হইলেও নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতে অভ্যস্ত নহে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বের প্রারম্ভ কালে (১২৭৩ ত্রিপুরাব্দ) ওয়াখিরায় হাজারী নামক জনৈক রাজ কর্ম্মচারীর অত্যাচারে তাহারা বিদ্রোহী



রিয়াং

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বর প্রথমে যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহারা বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হইল না। পরিশেষে রাজাজ্ঞায় ডার্লং কুকীগণ জমাতিয়াগণকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক বিদ্রোহ দমন করে এবং তাহাদের কৃতীত্ব দেখাইবার জন্য নিহত জমাতিয়াগণের অন্যূনাধিক ২০০ দুই শত ছিন্নমুণ্ড রাজধানী আগরতলায় আনয়ন করে। এই ঘটনা উপলক্ষে ত্রিপুরা জেলার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মেঙ্গল সাহেব স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :—

"The heads of these (Jamatyas) were cut off and are now hanging up in terrorism at Agartala"

জমাতিয়াগণের নেতা পরিক্ষীৎ সর্দ্দারকে ধৃত করিয়া আগরতলায় আনা হয়। কিন্তু, দয়ার সাগর ৺মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তাহাকে ক্ষমা করেন। এই বিদ্রোহের পর ৺মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আজ্ঞায় জমাতিয়াগণ উন্নত হিন্দু আচার গ্রহণ ও উপবীত ধারণ করে এবং তখন হইতে জমাতিয়াগণের মধ্যে অনেকে মদ্য মাংস ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিতে আরম্ভ করে। এখন পর্য্যন্ত জমাতিয়াগণ ৺মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নাম দেবতার নামের ন্যায় স্মরণ করিয়া থাকে। জমাতিয়াগণ আবহমান কাল হইতে রাজভক্ত প্রজা। এখনও তাহাদের সে ভক্তি হ্রাস হয় নাই। যদিও তাহারা একবার বিদ্রোহ করিয়াছিল, তথাপি উহাকে রাজদ্রোহ বলা যায় না; কারণ এই বিদ্রোহ কতিপয় রাজ কর্ম্মচারীর অত্যাচারে, তাহাদের বিরুদ্ধেই ঘটিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

জমাতিয়াগণের শবদাহন এবং শ্রাদ্ধাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনেক পরিমাণে পুরাতন ত্রিপুরা সমাজের অনুরূপ। ইহারা সকল কার্য্যেই হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণের পক্ষপাতী।

রিয়াং

প্রবাদ আছে যে, রিয়াংগণ পূর্ব্বে লুসাই প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী মায়ানীপ্লাং অঞ্চলে বাস করিত। একদা তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, তুইক্লুহা, ইয়ুংসিকা, পাইসিকা ও তুইক্রহা নামক চারিজন রিয়াং সরদার আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিপুরার রাজধানীর সন্নিহিত স্থানে বাস করিবার ইচ্ছায় বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া, রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে (বর্ত্তমান অমরপুর বিভাগ ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে) আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। তৎকালে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত, এবং রিয়াংগণের বসতিহেতু তদঞ্চল 'রিয়াংদেশ' নামে প্রখ্যাত ছিল। রিয়াং দেশের অবস্থান সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"কহিল চন্তাই নৃপতি বিদ্যমানে।
শুনহ রিয়াং পাড়া আছিল যেখানে॥

গোমতী নদীর যথাতে উৎপত্তি।
ডম্বুর নামেতে তীর্থ জান তার খ্যাতি॥
তাহার পূর্ব্বেতে টিলা মায়োনি নাম ধরে।
রিয়াং বসতি ছিল সেই নদীর তীরে॥
চাটিগ্রামে জান কর্ণফুলী তরঙ্গিণী।
সে নদীর সঙ্গে মিলিয়াছে মায়োনী॥"

কৃষ্ণমালা।

পূর্ব্বে উদয়পুর, অমরপুর, সোণামুড়া ও বিলনীয়া বিভাগে (রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে) রিয়াংগণের বসতি ছিল। অল্পকাল মধ্যে তাহারা রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে রাজ্য মধ্যে ইহাদের মোট সংখ্যা ৩৫,৮৮১ স্থিরীকৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে পুরুষ ১৮,৩৯৯ ও স্ত্রীলোক ১৭,৪৮২ জন।

রিয়াংগণ প্রধানতঃ মেস্কা বা মেচ্‌কা ও মরছই বা মল্‌ছুই এই দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সম্প্রদায়দ্বয় আবার কতিপয় দফায় পরিণত হইয়াছে। মেস্কা বা মেচ্‌কা সম্প্রদায়ে সাতটী দফা বা সম্প্রদায় আছে, যথাঃ—

(১) তুইমুইয়া ফাক, (২) মেস্কা বা মেচ্‌কা, (৩) চরকি, (৪) মাসা বা মুছা, (৫) রাইচাক্ বা রাইকাচাক্, (৬) তখ্‌মায়াকচ বা হংমা ইয়াকচ, (৭) ওয়ারিং বা ওয়াইরেম্।

মরছই বা মল্‌ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত দফাগুলি পাওয়া যায়,—
(১) মরছই বা মল্‌ছই, (২) আপেত, (৩) নক্‌খ্যাম বা নগ্‌খাম, (৪) চংপ্রেং বা চুংপ্রেং, (৫) দরবং, (৬) সগরায়, (৭) রিয়াং বা রিয়াং কাচাক্। এই সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের এক একটী নির্দ্দিষ্ট উপাধিলাভের অধিকার আছে।

রিয়াং সমাজের শৃঙ্খলাবন্ধন অতীব প্রশংসনীয়। এই শৃঙ্খলা রক্ষার দরুণ তাহাদের মধ্যে কলহ প্রভৃতি অশান্তিদায়ক ঘটনা বড় বেশী দেখা যায় না। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটী দফার মধ্যে যোগ্যতানুসারে উপাধি ও ক্ষমতায় যে ব্যক্তি যেরূপ প্রাধান্য লাভ করে, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

রায় ও তাঁহার অধীনস্থ সরদারগণ।

রায়;—এই উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি, রিয়াং সমাজের রাজাস্বরূপ, ইনিই জাতির সর্ব্বপ্রধান স্থানীয়।

চাপিয়া খাঁ;—ইনি ভাবী রায়। বর্ত্তমান রায়ের অভাবে ইনি রায় উপাধি লাভ করিয়া থাকেন।

চাপিয়া;—ইনি ভাবী চাপিয়া খাঁ।

দরকালিম ;—ইনি রায়ের পুরোহিত।
দলই ;—ইনি রায়ের পেস্কার।
ভাণ্ডারী ,—রায়ের দ্রব্যজাত রক্ষক।
কান্দা ;—রায়ের পরিচারক ও ছত্র, দণ্ডধারী।
দয়া হাজারী ;—ঢোল বাদক।
মুরিয়া ;—সানাই বাদক।
ডুগ্‌রিয়া ;—কাড়া বাদক।
দাওয়া ;—দেবার্চ্চনের টলুয়া।
ছিয়াক্রাক্ ;—পূজান্তে বলির মাংসাদি বিতরণ ও চাপিয়া খাঁ এর [illegible] গ্রহণ করে।

কাচাক্ ও তাহার অধীনস্থ সরদারগণ।

কাচাক্ ;—রায়ের উজীর।
ইয়াক্‌ছুং;—নাজির।
হাজরা ;—কাচ্‌কের সেবক।
কাং রেং ;—কাচ্‌কের ছত্রধারী।
কারমা ;—ইয়াক্‌ছুংএর সেবক।
খান্ কালিম ;—ইয়াক্‌ছুএর ছত্রধারী।
খান্দল;—আহার্য্য বস্তু সংগ্রাহক।

রিয়াং ভাষায় সরদারকে 'কাচ্‌ক' বলে। এই শব্দ রূপান্তরিত হইয়া 'কাঞ্চন' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দফাগুলি ২৬ জন সরদার বা প্রধান ব্যক্তিদ্বারা চালিত হয়। এই সকল সরদারের ১৯টী উপাধি আছে। ইহাদিগকে 'কতর দফা' বলে। 'কতর' শব্দের অর্থ বড়। উক্ত সরদারগণ দুইভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নেতা রায় এবং অপর ভাগের নেতা কাচ্‌ক। এই বিভাগের বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। কতর দফার লোকগণ ঘরচুক্তি করের বঞ্চিত।

কুকী ও ত্রিপুরার সংমিশ্রণে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। তাহা হইলেও প্রাচীন কাল হইতেই ইহারা ত্রিপুরা মহারাজার প্রজা বিধায় ত্রিপুরা জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রিয়াংগণ শিক্ষা ও অবস্থাদি বিষয়ে অন্যান্য ত্রিপুর সম্প্রদায়ের তুলনায় হীন। ইহারা অপরিসীম মদ্যপায়ী। অন্যান্য ত্রিপুর সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদের নিজ ব্যবহারার্থ মদ্য প্রস্তুত করিবার অধিকার আছে। অতিরিক্ত পানাশক্তিই ইহাদের পারিবারিক উন্নতির পরিপন্থী। জুমক্ষেত্রে লভ্য কৃষিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, ইদানীন্তন কেহ কেহ হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কেহ কেহ বাণিজ্যাদি নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জুম দ্বারা কৃষি উৎপাদন ৪,৭৫৮ জনের মুখ্য ও ৭,৯২৫ জনের গৌণ পেশা বলিয়া জানা গিয়াছে। হলকর্ষণকারীর সংখ্যা মাত্র ৪৭১ জন। শিক্ষা বিষয়ে

এত অবনত যে, ১৮,৩৯৯ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র ১১৪ জনকে শিক্ষিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইহাদের সমাজে বয়ন শিল্পের প্রচলন বর্ত্তমান কালেও যথেষ্ট আছে। নিজ পরিবারের ব্যবহার্য্য পরিধেয় ও গাত্র বস্ত্রাদি নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। অধুনা কলের কাপড়েরও প্রচলন হইতেছে। বয়ন কার্য্য রমণীগণের করণীয়, এই কার্য্যে পুরুষের কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। রিয়াং সমাজে ১৭,৪৮২ জন রমণীর মধ্যে ৮,৩৯৯ খানা হাতে পরিচালিত তাঁত ও ৮,০২৩টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে। পুরাকালের তুলনায় এই সংখ্যা যে কম, তাহা বলা বাহুল্য।

রিয়াংগণ সঞ্চয়শীল নহে। অর্থ হাতে আসিলেই নানা প্রকারে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলে। অন্য কোন উপলক্ষ না থাকিলে 'মেলা বসাইয়া' (স্বজাতীয় লোক দিগকে মদ্য মাংসাদি দ্বারা ভোজ দিয়া) সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ করে।

রিয়াং রমণীগণ চুলের বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। তাহারা গহনা অপেক্ষা পুষ্পাভরণ অধিক ভাল বাসে। ইহাদের সমাজে পরিচ্ছদের পারিপাট্য বা বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার ছিল না, বর্ত্তমান কালে সহজলব্ধ সাবান ও সুগন্ধি তৈল এবং নানাবিধ গন্ধদ্রব্য তাহাদের সমাজেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। পুরুষগণ কলের বস্ত্র, কোট, সার্ট ও কম্ফাটর ইত্যাদি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

রিয়াং জাতি সঙ্গীত প্রিয়। অনেক সময় যুবক যুবতীর মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর সূচক গীতি-যুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদের গানগুলি সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ।

রিয়াংগণ প্রধানতঃ শাক্ত মতাবলম্বী, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব কম। এ বারের জনসংখ্যা গণনা উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে ৩৫,৮৬৮ জন শাক্ত ও ১৩ জন বৈষ্ণব পাওয়া গিয়াছে। ইহারা পার্ব্বত্য প্রণালীতে অনেক দেব দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দেবতাগণ ইহাদের সমাজে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

(১) **মতাই কতর্** ;—অর্থাৎ বড় দেবতা। শিব ও দুর্গাকে ইহারা মতাই কতর্ বলে। (মতাই = দেবতা, কতর = বড়)।

(২) **তুইমা** ;—(তুই = জল, তুইমা = নদী)। ইহারা যে পার্ব্বত্য ছড়া বা নদীর তীরে বাস করে, সেই ছড়া বা নদীর পূজা করিয়া থাকে এবং গঙ্গা পূজাকেও 'তুইমা' পূজা বলে।

(৩) গরাই ও কালাই।

(৪) **সংগ্রমা** ;—পাহাড়ের দেবতা।

(৫) **বুড়াছা** ;—(বুড়া দেবতা)। ইহা বন-দেবতা। জুম ক্ষেত্রের মঙ্গলার্থ এই দেবতার অর্চ্চনা করে।

(৬) বাণীরাও এবং থুমনাইরাও।

৭) **খুলংমা** ;—(খুল = কার্পাস)। কার্পাসের দেবতা।

(৮) **মাইলং মা** :—ধান্যের দেবতা ; লক্ষ্মী।

(৯) **বুড়ুইরাও** ;—(বৃদ্ধা সমূহ)। এই দেবতা সংখ্যায় সাতটী। ইহারা যাদুবিদ্যা বিশারদা। ইহাদিগকে ডাইনী (ডাকিনী) দেবতা বলে।

(১০) **লাম্প্রা বা স্মার্ক্কি** ;—আকাশ ও সমুদ্রের দেবতা।

জুম কাটার কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, পরিবারস্থ ব্যক্তির রোগ শান্তির জন্য এবং জুমের শস্য সংগ্রহ কালে, ইহারা এক একটী পূজা দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র রাজ্যের রিয়াং সম্প্রদায় সমবেত ভাবে প্রতি বৎসর গোমতী নদী, কর্ণফুলী নদী, মোহরী নদী ও ফেণী নদীর পূজা, কের পূজা, চিত্রগুপ্ত পূজা, মাতঙ্গী পূজা, ত্রিপুরা সুন্দরী ও লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতি, অথবা ইহার কোন এক বা একাধিক দেবদেবীর পূজা বিপুল সমারোহে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই বারওয়ারী পূজায় বার্ষিক ১০।১২ শত টাকা ব্যয় করা হয়। পূজার ব্যয় খাইন বা চাঁদা দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক রিয়াং পরিবারই অল্পাধিক পরিমাণে চাঁদা প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল পূজার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাদের জাতীয় একতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূজা স্থানে সকলে সমবেত হইলে পূজার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই পূজার কর্ত্তৃত্ব ভার কতর দফার হস্তে থাকে। পূজায় ছাগ ও মহিষাদি পশু এবং হাঁস, কবুতর প্রভৃতি পাখী বলি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। পূজান্তে একদিন বা একাধিক দিন ব্যাপী আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে।

ইহাদের একমাত্রি পূজা, একটী অনুষ্ঠান দ্বারা বিশেষ সার্থকতা লাভ করে। এই পূজোপলক্ষে সমবেত প্রধান প্রধান সরদারগণের একটী বৈঠক বসে। এই বৈঠকে রিয়াংগণের সর্ববিধ বিবাদের মীমাংসা ও অপরাধের বিচার হইয়া থাকে। বিচারে কাহারও অর্থদণ্ড হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ আদায় হইয়া জাতীয় ভাণ্ডারে জমা হয়। পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া "খাইনের" টাকা উদ্বৃত্ত হইলে তাহাও জাতীয় ভাণ্ডারে প্রদান করা হয়। এই টাকার কিয়দংশ কতর দফার লোকে পায়, অবশিষ্ট অর্থ সার্ব্বজনিক কার্য্যে ব্যয় হইয়া থাকে।

রিয়াংগণের সম্মিলিত পূজায়, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজ নীতির গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। সমগ্র জাতির সাম্মলনে পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়, মনোভাবের বিনিময়, স্বজাতি প্রিয়তা, নেতৃ বশ্যতা প্রভৃতি জাতি ও সমাজের কল্যাণকর বিষয়ের অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এতদ্দ্বারা জাতীয় শক্তি ক্রমবিকাশের পথও উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

রিয়াং জাতির বিবাহ পদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে পুরাতন ত্রিপুরা সমাজের অনুরূপ। ইহাদের মধ্যে পণ প্রথা নাই, কিন্তু 'জামাই উঠার' প্রথা আছে। অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে বরকে দুই বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া তাহার সাংসারিক সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সময় বর-কন্যার মধ্যে দাম্পত্য ভাব

স্থাপিত হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বর শ্বশুরের গৃহ পরিত্যাগ করিলে, কন্যার প্রতি তাহার কোনরূপ দাবি থাকে না, এই অবস্থায় কন্যাকে অন্য পাত্রের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। বর বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইলে স্বয়ং শ্বশুরের সাংসারিক কার্য্য না করিয়া প্রতিনিধি দ্বারাও সম্পাদন করাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে শ্বশুরের সম্মতি থাকা আবশ্যক।

রিয়াং সমাজে বাল্য বিবাহ নাই। সাধারণতঃ বর ও কন্যার অভিভাবকগণ দ্বারাই সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। কোন কোন স্থলে বর ও কন্যার অভিপ্রায়ানুসারেও বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাতে অভিভাবকগণ আপত্তি করে না।

স্বামীর মৃত্যুর পর রিয়াং রমনীগণ গলার মালা ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে। এক বৎসরকাল তাহারা অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে না। ইচ্ছা হইলে বৎসরান্তে, জ্ঞাতিবর্গের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, অলঙ্কারাদি ধারণ পূর্ব্বক পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। বিপত্নীক পুরুষগণও এক বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না; তাহারা এক বৎসরকাল সংযম ব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য। তৎকালে মালা ধারণ, নৃত্য গীতাদি আমোদজনক ব্যাপারে যোগদান, বাদ্যবাদন প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামাজিক বিচারে তাহাদের অর্থদণ্ড হইয়া থাকে।

রিয়াংগণ স্ত্রী বর্ত্তমানে দারান্তর গ্রহণ করিতে পারে না। স্ত্রীর অসম্মতিতে তাহাকে ত্যাগ করাও স্বামীর অধিকার বহির্ভূত। এই কারণে রিয়াংগণের বিবাহ বন্ধন দৃঢ় রহিয়াছে। ইহাদের সমাজে দাম্পত্য প্রণয়ের অভাব নাই, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মধ্যে ব্যভিচার বড়ই কম দেখাযায়, ব্যভিচারীকে অতি গুরুতর সামাজিক দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

রিয়াং সমাজের বিবাহে আর একটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের ছিক্লা (অনূঢ়া যুবতী) কখনও প্রৌঢ় বিপত্নীককে গ্রহণ করিবে না। এই সমাজে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পক্ষে যুবতী ভার্য্যা লাভ করা অসম্ভব। ইহারা সর্ব্বদাই বর ও কন্যার বয়সের সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষপাতী।

রিয়াংগণ মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে পুরাতন ত্রিপুরা সমাজের অনুসরণ করিয়া থাকে; কোন কোন স্থলে কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় মাত্র।

রিয়াংগণ স্বভাবতঃ উগ্র প্রকৃতিবিশিষ্ট, ইহারা আশু তুষ্ট—আশু রুষ্ট জাতি। ইহাদের রায় (প্রধান সরদার) ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত স্থানীয়। ইহাদের নেতৃ-বশ্যতা ও রাজভক্তি অতীব প্রশংসনীয়। প্রাচীন কালে রিয়াং সম্প্রদায় ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসন কালে (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে) রিয়াং জাতীয় রায় কাচাগ্ ও

রায় কছম্ নামক সেনাপতিদ্বয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ত্রিপুরার শৌর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস রাজমালা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে যাইয়া এই সেনাপতিদ্বয়ের হস্তে বারম্বার পরাজিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। সেনাপতি রায় কাচাগ্ হোসেন শাহের একটী পতাকা ও একটী তোপ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পতাকাটী মহারাজ ধন্যমাণিক্যের আদেশানুসারে বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি রিয়াং সম্প্রদায়ের রায়গণ ধারণ করিয়া আসিতেছেন। তোপটী দীর্ঘকাল উদয়পুরে ছিল, তাহা আগরতলায় আনিয়া উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে। রায় কাচাগ এরূপ প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, মেকেঞ্জি সাহেব তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজা ভ্রমে 'চয়চাগ্ মাণিক্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের পরেও ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে রিয়াং জাতির প্রাধান্য অনেক কাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

রিয়াংগণের রাজ ভক্তি অপরিসীম। অনেক সময় তাহাদিগকে রাজানুরক্তির বশবর্ত্তী হইয়া অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে। ১০৭১ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য, স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায় (ছত্রমাণিক্য) কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া, রিয়াং দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রিয়াংগণ দেখিল, এখন মহারাজ ছত্রমাণিক্যই তাঁহাদের রাজা, গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাহারা মহারাজ গোবিন্দকে ছত্রমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বি বলিয়া মনে করিল। এই কারণে তাহারা নিজ আলয়ে সমাগত অতিথি রাজাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল না। মহারাজ গোবিন্দকে অনাদর করিয়া থাকিলেও তাহাদের কার্য্যের দ্বারা মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাভাব পোষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের ব্যবহার দর্শনে গোবিন্দ মাণিক্যের মহিষী, দয়াশীলা মহারাণী গুণবতী মহাদেবী দুঃখিতা হইয়া রিয়াং জাতির প্রতি অভিসম্পাত বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ছত্রমাণিক্যের পরলোক গমনের পর যখন মহারাজ গোবিন্দ পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিলেন, তখন কতিপয় রিয়াং গোমতী নদী পথে বাঁশের চালি ভাসাইয়া আনিবার কালে, গঙ্গাপূজোপলক্ষে রাজ সরকার হইতে স্থাপিত নদী পথের অবরোধ দণ্ড ছিন্ন করিয়াছিল। এই সূত্রে রাজ কর্ম্মচারিগণের সহিত রিয়াংদের কলহ হওয়ায়, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর, সমগ্র রিয়াং সম্প্রদায় স্বভাব সুলভ উগ্র প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া, বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। রাজদ্রোহীদল ধৃত ও অবরুদ্ধ হইবার অল্পকাল পরে, তাহাদের শিরশ্ছেদের আদেশ হইয়াছিল।

বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ হইবে শুনিয়া, রাজমহিষী গুণবতী মহাদেবীর করুণ হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিল, তিনি রাজ সমীপে রিয়াংগণের প্রাণ ভিক্ষা

প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মহারাজ গোবিন্দ মহারাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; তিনি বলিলেন, ইহাদের দণ্ডবিধান না করিলে রাজ্যে শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব হইবে। রাজ্যচ্যুতি কালে ইহারা যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও মহারাজ স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজমহিষী সেই সকল বাক্যে নিরস্ত হইলেন না; তিনি পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন—"রিয়াংগণ চিরকালের নিমিত্ত বশ্যতাপাশে আবদ্ধ থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করা হইবে, এরূপ আদেশ চাই।"

মহারাজ অগত্যাপক্ষে মহিষীর বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন মহারাণী রজনীযোগে কারাগৃহে উপনীতা হইলেন, এবং রাজদ্রোহিতার বিষময় ফলের বিষয় রিয়াংগণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা মনে করিল স্বয়ং দেবী ভবানী তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য কারাগারে আবির্ভূতা হইয়াছেন। রিয়াংগণ 'মা—মা' বলে চীৎকার করিয়া মহারাণীর পাদমূলে পতিত হইল। মহারাণী বলিলেন—"তোমরা মাতৃ সম্বোধন দ্বারা সন্তানের স্থান গ্রহণ করিয়াছ, এখন মাতৃস্তন্য পান করিয়া সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, কোন কালে তোমাদের পিতৃ স্বরূপ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।" অতঃপর স্বীয় স্তন্য পূর্ণ একটী পাত্র রিয়াংদিগের প্রধান সরদারের হস্তে অর্পণ করিলেন। রিয়াংগণ ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সেই স্তন্য পান করিয়া, মহারাণীর অভিপ্রায়ানুরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর মহারাণী একখণ্ড প্রস্তর তাহাদিগকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই শিলাখণ্ড যতকাল স্থায়ী থাকিবে, ততকাল যেন তোমাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকে।" ইহার পর রিয়াং সম্প্রদায় কোন সময়ই রাজার অবাধ্য হয় নাই, বর্ত্তমান কালেও তাহাদের রাজানুরক্তি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণযোগ্য।

উপরোক্ত দুগ্ধ পাত্র ও শিলাখণ্ড রিয়াং সম্প্রদায়ের রায়ের নিকট সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রাজ সরকার হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য উপহার বস্তুর সহিত এই দুইটী বস্তুকে তাহারা প্রাণ তুল্য যত্ন করিয়া থাকে। ইহা রিয়াং জাতির সুদৃঢ় রাজ ভক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নোয়াতিয়া।

নোয়াতিয়া শব্দের অর্থ নূতন। অনেকের বিশ্বাস, নোয়াতিয়া মিশ্র জাতি. নানাজাতীয় লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। তাহা অসম্ভব না হইলেও প্রাচীন কাল হইতেই ইহারা ত্রিপুরা জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নোয়াতিয়াগণ কেওয়া, মুরাসিং, আছলং, গর্জ্জন, খালিচা, তংবাই, লাইতং, দেইলদাক্‌, আনাওকিয়া, খরু ও তোতারাম প্রভৃতি নানাদফায় বিভক্ত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্যে প্রথমোক্ত ছয়টী দফার লোক বাস করিতেছে।

এবারের আদমসুমারীতে রাজ্য মধ্যে নোয়াতিয়ার মোট সংখ্যা ২৭,৪০৫ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তন্মধ্যে পুরুষ ১৪,১৫৪ ও স্ত্রীলোক ১৩,২৫১ জন।

নোয়াতিয়াগণের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে জমাতিয়া সমাজের অনুরূপ। ইহারা মূলতঃ শাক্ত মতাবলম্বী হইলেও অধুনা অনেকে, বিশেষতঃ মুরাসিং দফার অনেক লোক বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিতেছে। এবার ইহাদের মধ্যে ২৬,৫৮২ জন শাক্ত ও ৮২৩ জন বৈষ্ণব পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝাযায়, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং নোয়াতিয়া সমাজে বৈষ্ণবের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয়।

নোয়াতিয়াগণ প্রধানতঃ জুম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অধুনা অনেকে হলকর্ষণ প্রণালী অবলম্বন করিতেছে। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের আদমসুমারীতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ২,২০৭ জনের জুমকৃষি ও ১,২২৭ জনের হলকর্ষণ মুখ্য পেশা বলিয়া জানা গিয়াছে। ১,২০৭ জন হলকর্ষণকে গৌণ পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা ক্রমশঃ জুম প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া হলকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদনে ব্রতী হইবে, এরূপ আশা করা যায়। তাহা হইলে ইহারা উত্তরোত্তর জমাতিয়া সমাজের ন্যায় আর্থিক উন্নতি লাভে, এবং সাংসারিক শৃঙ্খলা সাধনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

নোয়াতিয়াগণ অন্যান্য ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ন্যায় বয়ন শিল্পের পক্ষপাতী। ইহাদের ১৩,২৫১ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ৫,৬৪০ খানা হস্তে পরিচালিত তাঁত ও ৫,৩৬৬টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে আপন আপন পরিবারের ব্যবহার্য্য বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে।

শিক্ষা বিষয়ে নোয়াতিয়া সমাজ এখনও পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২৪৪ জন মাত্র শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে।

নোয়াতিয়াগণের বিবাহ পদ্ধতি এবং মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে রিয়াং সমাজের অনুরূপ।

সাধারণ কথা।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটী সম্প্রদায়ের স্থূল বিবরণ উপরে প্রদান করা হইল। ইহাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, সকল সম্প্রদায়েরই সামাজিক রীতি নীতি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের একটী পরিবর্ত্তনের ফল মঙ্গলজনক হইবে কি না, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিষয়টী বাল্য বিবাহের প্রচলন। ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে বাল্য বিবাহের প্রথা মোটেই ছিল না। অধুনা দেখা যাইতেছে, এই সমাজে ৬ বৎসর ও তন্ন্যূন বয়স্ক ২১২টী বালক, ৪২৪টী বালিকা, এবং ৭ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক ৪৮৮টী বালক ও ১,১৬৬টী বালিকাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা হইয়াছে। এস্থলে, বালক অপেক্ষা বিবাহিতা বালিকার সংখ্যাই অধিক দেখা যায়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই সকল সম্প্রদায় প্রধানতঃ

শাক্ত মতাবলম্বী হইলেও অধুনা বৈষ্ণব মতের উপর ইহাদের আস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে; সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া বিষ্ণু মন্ত্রে অনুপ্রাণীত হইলে এই সম্প্রদায়ের নানাবিধ কল্যাণের আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু এক মত পরিত্যাগ ও মতান্তর গ্রহণ করিতে যাইয়া, ইহারা স্খলিত না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বয়ন শিল্পের প্রতি এখনও ইহাদের যথেষ্ট স্পৃহা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বয়ন শিল্প রমণী সমাজের করণীয় কার্য্য; পুরুষগণ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। এই সমাজে মোট ৭৪,৮০৭ জন স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বয়ন কার্য্যে অশক্তা এক হইতে ৬ বৎসর বয়স্কা বালিকার সংখ্যা ২০,২০২ জন। মোট সংখ্যা হইতে উক্ত বালিকা সংখ্যা বাদ দিলে ৫৪,৬০৫ সংখ্যা দাঁড়ায়। এই সংখ্যায় ৭।৮ বৎসর বয়স্কা বালিকা ভুক্ত হইয়াছে, ইহারাও বয়ন কার্য্যে রত হইবার যোগ্য নহে। যাহা হউক, মোটামুটি ভাবে ধরিলেও দেখা যাইবে, ৫৪,৬০৫ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ৩১,৮৮১ খানা হস্তে পরিচালিত তাঁত ও ৩০,৯৬৫টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে, ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। ইদানীং কল-জাত বস্ত্রের প্রাধান্য হেতু ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের এই অম্লান গৌরব অনেক পরিমাণে প্রনষ্ট হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্য স্মরণাতীতকাল হইতে শিল্প সম্পাদে সম্পদান্বিত, তন্মধ্যে বয়ন শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই সম্পদ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, এবং উত্তরোত্তর উন্নত প্রণালীতে যাহাতে এই শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর উন্নতির যুগেও এই সম্প্রদায় শিক্ষা বিষয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী রহিয়াছে। ৭৮,৬৪৩ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র ৫,৯০৯ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মোট সংখ্যার মধ্যে শিক্ষা কার্য্যে নিয়োগের অযোগ্য শিশু বা বালকের সংখ্যাও কতক আছে। তাহা হইলেও ইহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে হীনতার কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। প্রজার অভাব নিবারণ প্রয়াসী শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নবপ্রবর্ত্তিত বাধ্যকর অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদ্বারা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ফল লাভ হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছে।

হালাম।

হালামগণ কুকির একটী শাখা। যে সকল কুকি প্রথমতঃ ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারাই হালাম নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদিগকে 'মিলা কুকি' বলা হয়। ইহারা শিবের সন্তান বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

হালামগণের মতে 'খুরপুইতাভুম' তাহাদের প্রথম জন্ম স্থান। এই স্থান মণিপুর রাজ্যের উত্তরে; পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। তৎপর ইহারা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে।



হালাম

হালামগণ প্রধানতঃ বারটী দফা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, তাহারা বার হালাম নামে অভিহিত হইত। পরে ক্রমশঃ ইহাদের অনেক সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবারের আদমসুমারীতে ইহাদের ১৮টী দফা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের জন সংখ্যা ও বাসস্থান নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

দফা	জনসংখ্যা			বাসস্থান
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	
১। কলই	৮৭০	৮২৮	১,৬৯৮	সদর, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই ও কৈলাসহর বিভাগ।
২। কুলু বা খুলং .	২৭	৩৩	৬০	কৈলাসহর বিভাগ।
৩। কর্ব্বং	১৯	১৯	৩৮	সদর বিভাগ।
৪। কাইপেং ...	৪১২	৪০২	৮১৪	সদর ও অমরপুর বিভাগ।
৫। কৈরেং ...	২০৮	২০৭	৪১৫	অমরপুর বিভাগ।
৬। চড়ই	৮৫১	৭৯৩	১,৬৪৪	কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ।
৭। ছাইমাল * ...	৫৫	৪৩	৯৮	সদর বিভাগ।
৮। ডাব্	১১	৬	১৭	কৈলাসহর বিভাগ।
৯। থাংচেপ্ বা থাঙ্গচেপ্ ...	৭২	৫৮	১৩০	কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ।
১০। সাকচেপ বা সাকাচেপ ...	৮৩	৭৭	১৬০	কৈলাসহর বিভাগ।
১১। নবীন	১০৫	১০৫	২১০	ঐ
১২। বংশেল্ ...	১০৮	১১১	২১৯	অমরপুর, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ।
১৩। মরছুম্	১,৮১৭	১,৬৮২	৩,৪৯৯	সদর, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই ও ধর্ম্মনগর বিভাগ।
১৪। মুরচাকাং বা মুড়াসিং † ...	১০৯	১১২	২২১	কৈলাসহর বিভাগ।
১৫। রাংখল ...	২৯৩	৩২৬	৬১৯	সদর, অমরপুর, খোয়াই ও ধর্ম্মনগর বিভাগ।
১৬। রূপিনী বা রূপনী	৭৮৮	৬৪৮	১,৪৩৬	সদর, খোয়াই, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগ।
১৭। লাঙ্গই	২৩৭	২২১	৪৫৮	কৈলাসহর বিভাগ।
১৮। লাংলুং	১৬৬	১৫২	৩১৮	ধর্ম্মনগর বিভাগ।
মোট ...	৬,২৩১	৫,৮২৩	১২,০৫৪	

* বাস্তবিক পক্ষে ইহারা হালাম নহে—কুকি। কিন্তু সেন্সাসে ইহাদিগকে হালাম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

† ইহারা নোয়াতিয়া, কিন্তু সেন্সাসে হালাম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

এবারের আদম সুমারীতে হালাম সম্প্রদায়ের ৬,৫৭৭ জন পুরুষ, ৬,১৩৬ জন স্ত্রীলোক, মোট ১২,৭১৩ জন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ১৮টী দফায় ৬,২৩১ জন পুরুষ, ৫৮২৩ জন স্ত্রীলোক, মোট ১২ ০৫৪ জন নির্ণীত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৬৫৯ জন (পুরুষ ৩৪৬ ও স্ত্রীলোক ৩১৩) কোন্ দফা ভুক্ত তাহার উল্লেখ নাই। বং বং কিম্বা বং হাওয়া লুছুই—কিম্বা লুছাই ইহারা হালাম নহে, কুকি। কল্যাণপুরে এখনও হাওয়া কুকি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান হইয়াছে। কমলপুরে মম্‌বাং দফা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উপরিউক্ত ৬৫৯ জন পূর্ব্বোক্ত এক বা একাধিক দফা ভুক্ত হইবে।

পূর্ব্বে যে সকল দফার উল্লেখ করা হইল, তাহার প্রত্যেকটী দফার নামই অর্থযুক্ত। সাধারণতঃ ব্যক্তিগণের অবিলম্বিত কার্য্য বা ব্যবসানুসারে, এবং কোন কোন স্থলে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি কিম্বা বাসস্থানের নামানুসারে সম্প্রদায় বা দফার নামকরণ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তদ্বিবরণ এস্থলে আলোচিত হইল না।

হালামগণ কুকির শাখা হইলেও, আচার ব্যবহারে এবং ধর্ম্ম বিষয়ে তাহারা কুকি হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এখন তাহারা ত্রিপুরা জাতির অনুকরণ করিয়া থাকে এবং শাক্তমতাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলই ও রূপিনী দফার মধ্যে ক্বচিৎ বৈষ্ণব মতাবলম্বী পাওয়া যায়। এবারের আদম সুমারীতে হালামগণের মধ্যে ১২,৭০০ লোক শাক্ত ও ১৩ জন মাত্র বৈষ্ণব পাওয়া গিয়াছে। ইহারা হিন্দুর দেবদেবীর অর্চ্চনার সঙ্গে পার্ব্বত্য প্রথামতেও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, ঈশ্বর এক হইলেও দেবদেবীগণ তাঁহারই অংশ। ভূত ও প্রেতাদি অপদেবতা ব্যতীত, অন্যান্য অদৃশ্য দেবযোনীগণ অল্পাধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি সম্পন্ন বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। হিন্দুর ন্যায় হালামেরও দেবতা অসংখ্য, কিন্তু সকলে পূজা পায় না। শিব, দুর্গা, কালী, সুগুালপো, সুন্দররায়-বুকন্দরায় শ্রীকলারায় কলারায়, কাল্লাকি প্রধান. খলংমা, বাঐ তাইসিক ন্যাকড়া, নাচেন সিং আদম রাজা, লংথয়রায়, খুম্‌তলসিন্, যমকাইথো-যমনারায়ণ, ছেপিতে, ধলেশ্বরী, খচমন্ন্, প্রভৃতি হালামগণের দেবতা। এই সকল দেবতার অর্চ্চনার সঙ্গে প্রয়োজন মতে ইহারা ভূত প্রেতাদি অপদেবতার প্রীত্যর্থ পোড়া মাছ, পোড়া মাংস ও মদ্যাদিদ্বারা ডালি দিয়া থাকে। শিব ও যমকাইথো-যমনারায়ণের পূজায় কেবল চাউল কলার নৈবেদ্যদ্বারা অর্চ্চনা করা হয়। অন্যান্য দেবতার পূজায় পশু, পক্ষী, ডিম্ব ও মদ্যাদির প্রয়োজন হয়। ইহাদের কোন কোন পূজা অধিক ব্যয় সাধ্য, সুতরাং সকলে মিলিত ভাবে চাঁদাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই সকল পূজা সম্পাদন করে। ইহাদের সুকন্দরায়-বুকন্দরায়ের পূজাকে 'বাঁশ পূজা' বলে। একটী বাঁশ প্রোথিত করিয়া এই পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কালে পূজকের মন্ত্রবলে বাঁশ মাথা নোয়াইয়া পূজা গ্রহণ করিত, এখন আর তদ্রূপ পূজক নাই, সুতরাং

বাঁশের মস্তক অবনত হয় না। কের পূজা ইহাদের অবশ্য করনীয়। ত্রিপুরেশ্বরের কের পূজা সমাধানের পর, ইহারা প্রতিপল্লীতে এই পূজা করিয়া থাকে। পূজা কালে বাহিরের লোক পল্লীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

'বড় পূজা'ই ইহাদের সমধিক সমারোহ পূর্ণ ও ব্যয় সাধ্য পূজা। এই পূজা প্রতি বৎসর করা অসাধ্য বলিয়া চারি পাঁচ বৎসর অন্তে একবার হইয়া থাকে। ইহা সুর্ম্মা নদীর পূজা। বহু পল্লীর লোক সমবেত ভাবে এই পূজা করিয়া থাকে। এই পূজায় দুই তিন শত পাঠা, বহু সংখ্যক হাঁস, মোরগ, শূকর এবং দুই তিনটা গবয় বলি দেওয়া হয়, এতদুপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে মদিরা ব্যয় হইয়া থাকে।

বড় পূজার সময় সমবেত জনমণ্ডলী লইয়া এক বৈঠক হয়, তাহাতে সামজিক অবস্থা, অপরাধির দণ্ড ইত্যাদি নানা বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে।

হালামগণ পূর্ব্বে কুকির ন্যায়ই হিংস্র ভাবাপন্ন ছিল। ইহাদের 'নর খাদক' উপাধি অনর্থক নহে। কিন্তু ইহাদের চিরাভ্যস্ত উপাস্য দেবতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং রাজার প্রতি দ্বিধাহীন ভক্তি সভ্য সমাজেরও বরণীয়। দেবতার অর্চ্চনা কালে, বিগ্রহ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, ভক্তিপরিপ্লুত কণ্ঠে ইহারা যে প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করে, তদ্দ্বারাই তাহাদের হৃদয় নিহিত পবিত্র ভাব জানা যাইতে পারে। মন্ত্রটী এই ;—

"ওকাপুমা রেং পাথিয়েং মিমান দাম্রো দেশি হৈরসে, রাজ্য হৈরসে, দামরং উং রেং দাম্রেছে।

মর্ম্ম ;—হে আমার রাজা ও রাজার দেবতা, মানুষের ভাল কর, দেশের ভাল কর, রাজ্যের ভাল কর, আমাদের ভাল কর, এবং মহারাজ বাঁচিয়া থাকুক।

এই প্রার্থনাদ্বারা বুঝা যাইতেছে, রাজা ও দেবতাতে অভিন্ন জ্ঞানে উভয়ের নিকট একই প্রার্থনা করা হইতেছে, বরং রাজার নাম দেবতার অগ্রে উচ্চারিত হইয়াছে। এবং দেরতাকে নিজের মনে না করিয়া, 'রাজার দেবতা' বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা একটী বিষয় পরিলক্ষিত হইতেছে—ইহাদের দেবতা স্বীকারের ক্রম এই যে, প্রথমে সাক্ষাৎ দেবতা রাজা, তৎপরে অন্য দেবতা। ইহা ক্রম-চিন্তার বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কিরাতগণ আত্ম অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, সর্ব্ব বিষয়ে কায়মনোবাক্যে রাজারপ্রতি আত্ম নির্ভর করিবার ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ভক্তির প্রভাবে ভক্তের হৃদয় কত কমনীয়, কত উদার হইতে পারে, তাহারও জীবন্ত চিত্র এই মন্ত্রে পাওয়া যাইতেছে। দেশের উচ্ছেদ সাধনকারী, নর-খাদক হিংস্র স্বভাব কুকি, দেবতা সমক্ষে দেশের এবং মানব সমাজের কল্যাণ কামনা করিতেছে! ইহা প্রেম-পরিপ্লুত উচ্চ হৃদয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি?

হালামগণের রাজভক্তির আরও অনেক নিদর্শন আছে। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রাজ সরকার হইতে নানাবিধ দ্রব্য উপহার পাইয়া থাকে। সেই সকল বস্তু তাহারা পুরুষানুক্রমে সযত্নে রক্ষা এবং দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। রাজ দত্ত বস্তু বলিয়া তাহার এত আদর। এবিষয়ের আরও দৃষ্টান্ত আছে।

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসন কালে, জয়ন্তা রাজ্য যে রাজার শাসনাধীন ছিল তাঁহারও নাম বিজয়মাণিক। ত্রিপুরাধিপতি কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজিত হওয়ায়, জয়ন্তিয়া রাজ ভীত হইয়া, নানাবিধ উপঢৌকন দ্রব্যসহ ত্রিপুরার রাজধানীতে উপনীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর, জয়ন্তিয়া রাজকে প্রতিউপহার রূপ হস্তী প্রদান করেন। জয়ন্তিয়াপতি স্বরাজ্যে যাইয়া প্রচার করিলেন, "মহারাজ বিজয়মাণিক্য ভীত হইয়া আমাকে হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।" জয়ান্তিয়া পতির এই অসত্য ব্যবহারে মহারাজ বিজয়, জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হেড়ম্বের অধীশ্বর নির্ভয় নারায়ণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই বিবাদের মীমাংসা করিয়াছিলেন।

জয়ন্তিয়া রাজ বিপদ মুক্ত হইয়াই ত্রিপুরেশ্বরের কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রয়াসী হইলেন। তৎকালে ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা সাখসেপ্ ও থাঙ্গাচেপ্ দফার হালামগণ রাজ্যের উত্তর প্রান্ত সীমায়, জয়ন্তিয়ার সন্নিকটে বাস করিতেছিল। ইহারা সে কালে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী ছিল। ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুরার সীমা ও প্রভাব অতি মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইছিল। জয়ন্তিয়া রাজ মনে করিলেন, ইহাদিগকে হস্তগত করিতে পারিলে ত্রিপুরেশ্বরকে পরাভূত করা সহজ হইবে। এই বিশ্বাসে তিনি হালাকদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কূটনীতি পরায়ণ মহারাজ বিজয়ের এই সংবাদ পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। তিনি জানিতেন, হালামগণ অতিশয় রাজানুরক্ত, তথাপি এই সময় জয়ন্তিয়া রাজের কুহকে ভুলিয়া বিরুদ্ধাচরণ না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। এবং সীমান্তবাসী হালামদিগকে রাজধানীতে আনিয়া, চিরবশ্যতা বিগর্হিত কোন কার্য্যে লিপ্ত না হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করিলেন। এবং সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ও চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, ধাতু নির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্র মূর্ত্তি উপহার প্রদান করিলেন। উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত বাক্যাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

"পূর্ব্বাপৌর্য্য ক্রমাত্তবন্ত আত্মীয়া
ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি
তদোপরিধর্ম্মঃ শস্ত্রনাশো ভবি-
ষ্যতি পশ্চাদগজ শার্দ্দূলৌ॥"

এই বাক্যাবলীর প্রথম হইতে, 'শস্যনাশোভবি' বাক্য পর্য্যন্ত গজ পৃষ্ঠে এবং অবশিস্টাংশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে অঙ্কিত হইয়াছে।

উক্ত বাক্যাবলীর মর্ম্ম ;—তোমাদের সহিত পূর্ব্বাপর যে আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে, ইদানীং যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে তোমাদের ধর্ম্ম ও শস্য নষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎগজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক তোমরা বিনস্ট হইবা।

হালাম সম্প্রদায়ের কুকিগণ দুর্দ্ধর্ষ হইলেও সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু এবং রাজ-ভক্ত, রাজাকে তাহারা দেবতা বলিয়া জানে, ইহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। জুমক্ষেত্র লব্ধ শস্য ইহাদের একমাত্র সম্বল, এবং বন্য হস্তী ও ব্যাঘ্র হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। রাজ-শাসনে ধর্ম্ম ও শস্য নস্ট এবং গজ-শার্দ্দূল কর্ত্তৃক নিহত হইবার ভীতিসঙ্কুল অনুজ্ঞা থাকায়, হালামগণ সেই আজ্ঞাকে দেবাজ্ঞা জ্ঞানে, বংশপরম্পরা বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছে ; এবং মূর্ত্তিদ্বয়কে দেবতাজ্ঞানে প্রতিদিন অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই কার্য্যের দ্বারা যেমন মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজনীতিক কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি হালামগণের রাজ ভক্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

হালাম সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বাল্য বিবাহ প্রথা ছিলনা, এখন আরম্ভ হইয়াছে। এবারের আদম সুমারীতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ৪১ জন বিবাহিত বালক ও ২৫ জন বালিকা, এবং ৭ হইতে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ৩৬ জন বালক ও ৯৯ জন বালিকা পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ পাত্র ও পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত ও সাংসারিক কার্য্যে দক্ষ হইলে বিবাহ হয়। ইহাদের বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পর সম্মতি প্রয়োজনীয় ; উভয়ের মন না মিলিলে একমাত্র অভিভাবকের অভিপ্রায়ে বিবাহ হইতে পারে না। সাধারণতঃ বর চারি পাঁচ বৎসর শ্বশুরের গৃহে অবৈতনিক ভাবে চাকরী করিতে অথবা উর্দ্ধকল্পে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত পণ প্রদান করিতে বাধ্য। ঐ রূপে বিনা বেতনে কার্য্য করাকে 'দামাদ উঠা' বলে। বিবাহে কোনরূপ দৈব কার্য্যের বিধান নাই; সামাজিকগণকে পানাহার প্রদান করিতে হয়। বহু বিবাহ প্রচলিত নাই। স্ত্রী কিন্তু এক পতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। পরস্ত্রী হারকের ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড এবং বার কলসী মদ্য দণ্ড দিতে হয়। যে রমণী পত্যন্তর গ্রহণ করে, তাহার গর্ব্ভের সন্তান যে পিতার ঔরসজাত, সেই পিতায় পাইয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করিবার রীতি আছে, কিন্তু শ্রাদ্ধের নিরুপিত সময় নাই। শ্রাদ্ধ কর্ত্তার সুবিধার উপর সময় নির্দ্ধারণ নির্ভর করে। মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রীতির জন্য অন্ন বস্ত্র ও মদিরা উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বস্তু ওঝাইর প্রাপ্য। শ্রাদ্ধের প্রধান অধিকারী পুত্র,

তদভাবে কন্যা, তদভাবে স্ত্রী, স্ত্রীর অভাবে ভ্রাতা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। যাহার উপরোক্ত সম্পর্কান্বিত কেহ না থাকে, তাহার শ্রাদ্ধ হয় না। এই শ্রেণীর লোকের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুঞ্জির সকলে বাটিয়া নেয়। ইহাদের মৃত দেহ দাহ করা হয়।

হালাম সমাজে লেখা পড়াব চর্চ্চা আদৌ নাই। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী-গণের দেখা দেখি কিছু কিছু বাঙ্গালা ভাষা শিখিতেছে। এই সমাজে মাত্র ৩৩৯ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে। ইহারা শিকার প্রিয় এবং এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষ।

হালাম রমণীগণ গলায় পুঁতি, ফুক ও শাঁখার মালা, কর্ণে আংটি ও চুঙ্গি পরিধান করে। অন্য অঙ্গের কোনও আভরণ নাই! পুষ্পাভরণ ইহাদের অতি প্রিয়। বুকের উপর কাপড় পরে, তাহা হাটুর উপরে থাকে। পরিধেয় বস্ত্র সাধারণতঃ নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লয়। রমণীগণ সকলেই বয়ন শিল্পে অভ্যস্তা। এই সমাজের ৬,১৩৬ জন স্ত্রী লোকের মধ্যে বয়ন কার্য্যে অক্ষমা ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা বালিকার সংখ্যা ২,২৩২ জন; এই সংখ্যা বাদ দিলে বয়ন কার্য্য করিতে সক্ষমা ৩,৯০৪ জন স্ত্রী লোক পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে ৩,০০৭ খানা হস্তে পরিচালিত তাঁত ও ৩,১৫৯ টা চরকা ব্যবহৃত হইতেছে। বয়ন কার্য্য ব্যতীত রান্নাকরা, জল তোলা, লাকড়ী কাটা, ধানভানা, সূতা কাটা, সন্তান পালন প্রভৃতি গৃহ কার্য্য এবং স্বামীর সহিত জুম বাছা, বাজার করা ইত্যাদি রমণীগণের করনীয়। জুম কাটা, দরবার করা, লড়াই করা, বিচার কার্য্যে লিপ্ত হওয়া, এবং বাহিরের অন্যবিধ কার্য্য পুরুষেরা করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ কাহারও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস নাই।

রিয়াং সম্প্রদায়ের ন্যায় হালামগণের মধ্যেও রায়, কাচ্‌ক, গালিম প্রভৃতি পদবী প্রচলিত আছে, ইহারা হালামগণের নেতা ও সমাজ পতি।

হালামগণের ভাষা কুকি ভাষা হইতে মূলতঃ পৃথক নহে। ত্রিপুরাগণের সান্নিধ্যতায় ইহাদের ভাষার উচ্চারণগত কিয়ৎপরিমাণে পার্থক্য ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ত্রিপুরা ভাষা জানে।

হসম ভোজন কালে হালামগণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই ভোজে বার হালাম উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। শারদীয় পূজার বিজয়া দশমী রাত্রিতে রাজসরকার হইতে এই ভোজ প্রদান করা হয়। 'হসম ভোজন' শব্দের নানা ব্যক্তি নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন। 'হসম' শব্দের অর্থ সৈন্য। সৈনিক বিভাগের লোকদিগকে প্রদত্ত ভোজ 'হসম ভোজন' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ভোজের সহিত রাজ নীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইলনা। কথিত আছে, বর্ত্তমান রাজবংশ কর্ত্তৃক ত্রিপুর-রাজ্য

অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে হালামগণই এই রাজ্যের নায়ক ছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই হসম ভোজনে হালাম সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। এই ভোজে ত্রিপুরা, হালাম ও কুকিগণ সমবেত হইয়া থাকে।

কুকি।

ত্রিপুর পর্ব্বতে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে অবস্থিত এক জাতীয় কিরাত, কুকি নামে পরিচিত। ইহাদের 'কুকি' আখ্যা পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী বাঙ্গালীগণ প্রদান করিয়াছেন। কাছারীগণ ইহাদিগকে 'লুছাই' বলিত. এই লুছাই শব্দ এখন লুসাই রূপে পরিণত হইয়াছে। কুকির ভাষায় ইহাদের জাতীয় নাম 'রে-এম্'। কাছারীদের প্রদত্ত 'লুছাই' নাম অর্থব্যঞ্জক; 'লু' শব্দের অর্থ মাথা, এবং 'ছাই' অর্থ কাটা। যাহারা মাথা কাটে, তাহারাই লুছাই। কুকিগণের নরহিংসাবৃত্তির দরুণ এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদিগকে 'খচাক্'ও বলে।

কুকিগণ পাইতু, বেলাঠুট, থাংলুয়া, লাইফং, বংশহ, মিজেল, নামতে, ছাল্যা, ফুন্, কুন্তেই, লেনতেই, জংতেই, রাংচন, বল্তে, খরেং প্রভৃতি নানা দফা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রথমোক্ত পাঁচ দফার কুকি এ রাজ্যে বাস করিতেছে। এরাজ্যের কুকিগণ সাধারণতঃ ডার্লং ও লুসাই এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিগত আদম সুমারীতে ডার্লং দফার ৭৪০ জন পুরুষ ও ৭৬৯ জন স্ত্রীলোক, এবং লুসাই ১,১১০ জন পুরুষ ও ১,০৬৫ জন স্ত্রীলোক, উভয় সম্প্রদায়ের মোট ৩,৬৫৪ জন নির্ণীত হইয়াছে। ডার্লং দফার কুকিগণের প্রধান বাসস্থান কৈলাসহর বিভাগ, বর্ত্তমান কালে সদর, অমরপুর এবং ধর্ম্মনগর বিভাগেও ইহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। লুসাইগণের প্রধান উপনিবেশ কৈলাসহরে, ইদানীং উদয়পুর এবং ধর্ম্মনগর বিভাগে ইহারা বসতি স্থাপন করিতেছে।

এ রাজ্যের কুকিগণ ক্রমশঃ শিক্ষালাভ করিতেছে। ডার্লং কুকি অপেক্ষা লুসাইগণকে শিক্ষা বিষয়ে অধিক অগ্রসর দেখা যায়। এই জাতির শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ ত্রিপুর দরবার হইতে কুকি পল্লীতে কতিপয় পাঠশালা স্থাপন করা হইয়াছে। এবারের আদম সুমারীতে ৬২ জন ডার্লং কুকি ও ৩৩৮ জন লুসাই মোট ৪০০ শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে। উক্ত লুসাই এবং কুকিদের মধ্যে খ্রীষ্টান মিশনের প্রচারের ফলে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে এবং তৎফলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষানুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সাহেবি পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ২৩৭৪।

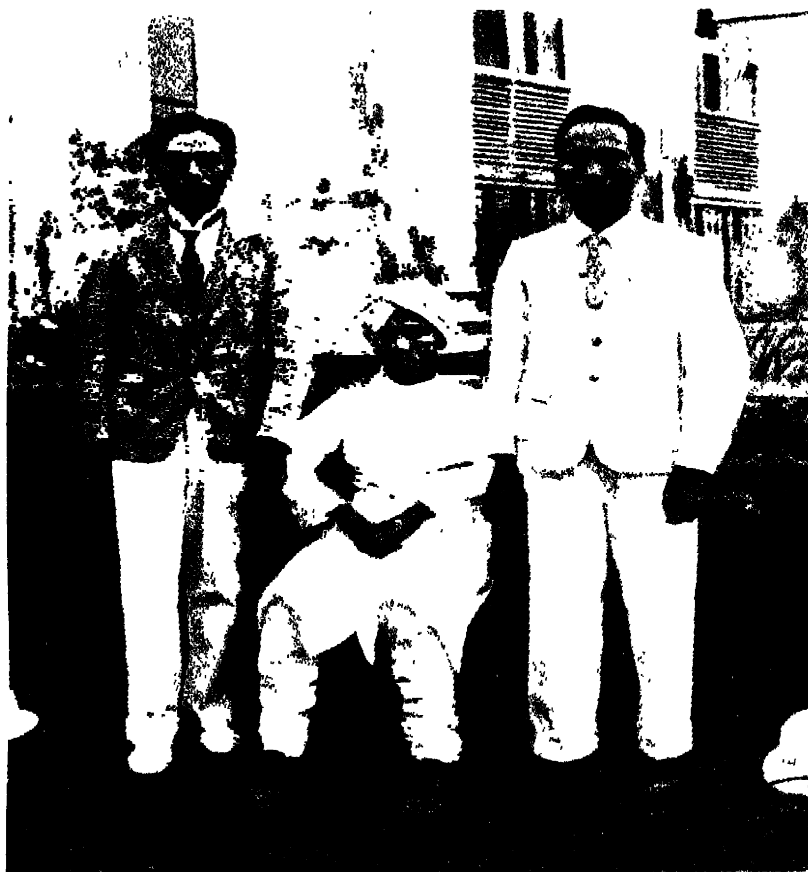
ত্রিপুরেশ্বর হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়া কতিপয় ডার্লং কুকি ও লুসাই সরদার আপন আপন অধীনস্থ কুকিদিগকে শাসন করিতেছেন। ইহাদের সাধারণ কলহ ও সামাজিক দোষের বিচার ইত্যাদি কুকি রাজগণ করিয়া থাকেন।

কুকিগণ ঈশ্বর মানে; ইহারা ঈশ্বরকে 'পাথিয়েন প্' বলে। ইহারা অনেক বন্য দেব দেবীর পূজা করে। শিব পূজা ইহাদের বিশেষ আড়ম্বর পূর্ণ এবং ব্যয় সাধ্য। বঙ্গদেশের পূজা প্রণালীর সহিত এই পূজার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। শিব পূজায় পাড়ার সমস্ত লোক যোগদান করে। এই পূজায় গবয় বলিদান অবশ্য কর্ত্তব্য। জুম কাটা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই পূজা দেওয়া হয়, এবং পূজার ফলাফল দ্বারা তাহাদের বৎসরের ফলাফল, নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। কুকিগণ হিন্দু, লুসাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। আদম সুমারী কালে ইহাদের মধ্যে ১,২৮০ জন হিন্দু ও ২,৩৭৪ জন খ্রীষ্টান পাওয়া গিয়াছে।

কুকিগণের স্ত্রী পুরুষ সকলেই অর্দ্ধ উলঙ্গ থাকে। স্ত্রীলোকগণ এক খণ্ড বস্ত্রদ্বারা কটিদেশ আবৃত করে, তাহার প্রস্থ অর্দ্ধ হস্তের বেশী নহে। অন্যান্য অঙ্গ অনাবৃত থাকে। পুরুষগণ বস্ত্র পরিধান করে না, বাহিরে যাইবার কালে একখানা পাছড়া দ্বারা গাত্র আবৃত করে মাত্র। স্নানকালে সকলেই উলঙ্গ হইয়া স্নান করে। ইহাদের ব্যবহৃত বস্ত্র রমণীগণ বয়ন করিয়া থাকে। ইহাদের বয়িত নানাবিধ গাত্রবস্ত্র ও বিছাইবার 'পরি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বয়ন কার্য্যের চর্চ্চা ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান কালেও কম নহে। এই সমাজে ৮৩৪ খানা হাতে পরিচালিত তাঁত ও ৯১৩টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে। রমণীগণ নানা বর্ণের স্ফটিক নির্ম্মিত অলঙ্কার, হস্তী ও শূকরের দন্ত, ধনেশ পক্ষীর ঠোঁট এবং পুষ্প পত্রাদি দ্বারা আভরণের কার্য্য সম্পাদন করে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই দীর্ঘ চুলদ্বারা খোপা বাঁধে। স্ত্রীলোকগণের কর্ণ লতিকার রন্ধ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া সেই ছিদ্র অত্যন্ত বড় করে। অন্যের পক্ষে তাহা কুদৃশ্য হইলেও কুকি সমাজে এই ছিদ্র যত বিস্তৃত হয়, ততই অধিক সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহা চীন দেশীয় রমণীগণের পায়ের পাতা ছোট করিবার প্রবৃত্তির অনুরূপ।

কুকিগণ ভক্ষণ না করে, এমন পশু পক্ষী অতি বিরল। দগ্ধ এবং শুষ্ক মাংস ইহারা উপাদেয় জ্ঞান করে। কুকিগণ সর্ব্বভুক হইলেও তাহারা কুত্রাপি গোবধ বা গোমাংস ভক্ষণ করে না; ইহাই এই জাতির হিন্দুত্বের প্রধান নিদর্শন। কিন্তু খ্রীষ্টান হওয়ার পর এইসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহারা অপরিমিত মদ্যপায়ী। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে মদ্য পান করে। জুম শস্য সংগ্রহের পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত পাড়ার সকলে মিলিয়া মদ্য পান ও আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করে।

কুকিগণ সাধারণতঃ হিংস্র স্বভাবাপন্ন, শিকার প্রিয়, সাহসী এবং পরিশ্রমী। তীর, ধনু, ভল্ল এবং বন্দুক ইহাদের অস্ত্র। অধুনা তীর ধনুকের ব্যবহার উঠিয়া



লুসাই

গিয়াছে। মাছ এবং মাংস দগ্ধ করিয়া খাওয়াই ইহাদের অভ্যাস। লবণ ব্যতীত অন্য কোন মসলার প্রয়োজন হয় না।

কুকিগণের বিবাহ পদ্ধতি কিয়ৎ পরিমাণে রিয়াংগণের অনুরূপ। বাল্য বিবাহ ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই, বিধবা বিবাহ দূষ্য নহে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক পূর্ণ যৌবন লাভ করিবার পর বিবাহ হয়। পাত্রীর বয়স পাত্র অপেক্ষা অধিক হইলে বিবাহে বাধা ঘটে না, সাধারণতঃ পাত্রের বয়সই বেশী থাকে। ইহাদের মধ্যে পণ প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা ক্লেশদায়ক নহে। অধিকাংশ স্থলে বিবাহ ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রীর সম্মতি গ্রহণ করা হয়। সুরা পানই ইহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ। পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, স্ত্রীলোকেরা স্বামী বর্ত্তমানে পত্যন্তর গ্রহণ করে না। ইহাদের মধ্যে পারিবারিক শান্তি আছে।

জুম কৃষিই কুকিগণের প্রধান জীবিকা। হলকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদনের প্রথা আজ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জুম ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষগণ সমান পরিশ্রম করিয়া থাকে। এবারের আদম সুমারীতে দেখা গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে ৬৫৪ জনে জুম কার্য্য মুখ্য ব্যবসায় ও ১,৪০১ জনে গৌণ ব্যবসায় ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

কুকিগণের রাজা বা প্রধান সরদারের মৃত্যু হইলে, তাহার মৃত দেহ একটী বাক্সে বন্ধ করিয়া ৯০ দিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া দেয়। এই ৯০ দিন দিবারাত্রি বাক্সের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়, এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রীত্যর্থে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে মদ্য ও অন্নাদি বাক্সের সম্মুখে কিয়ৎকাল রাখিয়া, সকলে মিলিয়া মহা-সমারোহে তাহা ভক্ষণ করে। ৯০ দিবস পূর্ণ হইলে মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্ত্র ও তৈজষাদি সমস্ত বস্তুসহ বাক্সটী মৃত্তিকাগর্ত্তে প্রোথিত করা হয়। এই সময় যত নরমুণ্ড উক্ত গর্ত্তে প্রদান করা যাইতে পারে, ততই গৌরবজনক মনে করে। এই কারণে, এক একটী কুকি রাজার মৃত্যু উপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক নিরীহ বাঙ্গালীর মস্তক লওয়া হইত। সাধারণ লোকের মৃত্যু হইলে মৃত্যুর দিবসই মৃতের আত্মার উদ্দেশে মদ্য ও অন্নাদি প্রদান করিয়া মৃত দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই সকল সমাধিতে, নিহত কতিপয় পশুপক্ষীর মস্তক প্রদান করা হয়।

কুকিগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত। ইহারা অনেক সময় শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থানে দলবদ্ধভাবে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, নরহত্যা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা অধিবাসিগণকে বিপন্ন এবং ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে। ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বরকে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। অনেক চেষ্টার ফলে এখন ইহারা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিক উগ্রতা এখনও কমে নাই।

মঘ।

মঘগণের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস 'মহারাজোয়াং' ও আরাকানের ইতিবৃত্ত 'রাজোয়াং' গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মহারাজোয়াং গ্রন্থের মতে, যেই বংশে শাক্যসিংহ (বুদ্ধদেব) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে সেই বংশের, অভিরাজ নামক এক রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসন কালে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বীয় রাজধানী কপিলাবস্তু নগর ত্যাগ করিয়া, ইরাবতী নদীর তীরবর্ত্তী "টাগাউন" নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অভিরাজের কান রাজগজি ও কানরাঞ্জী নামক দুই পুত্র ছিলেন। অভিরাজের মৃত্যুর পর, দুই ভ্রাতার মধ্যে পিতৃ সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে উভয়ের মধ্যে স্থিরীকৃত হইল যে, যিনি একরাত্রি মধ্যে একটী ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, তিনিই সিংহাসন লাভ করিবেন। সুচতুর কনিষ্ঠ কানরাঞ্জী রাত্রি মধ্যে ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, রাজাধিকারী হইলেন। জ্যেষ্ঠ কানরাজগজি অকৃতকার্য্য হইয়া, স্বীয় সৈন্য সামন্তসহ ইরাবতীর নিম্নদিকে যাইয়া এক রাজ্য স্থাপন করেন। এবং সেই রাজ্য স্বীয় পুত্রকে অর্পণ করিয়া তিনি আরাকানের উত্তরদিগস্থ কাউকপাণ্ডায় পর্ব্বতে রাজধানী স্থাপন ও দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেন। আরাকানীগণ উক্ত রাজার ও তাঁহার অনুচর সৈন্য সামন্তদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এবং ব্রহ্মদেশবাসিগণ হইতেও প্রাচীন ক্ষত্রিয় শাখাসম্ভূত বলিয়া দাবি করেন।* এতৎ সম্বন্ধে মত বৈষম্য থাকিলেও এস্থলে তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুর রাজ্যে এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল মঘ দেখা যায়, তাহারা আরাকানবাসিগণের বংশধর। যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে অথবা অন্য নানাবিধ কারণে এ দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; এবং তদবধি এ দেশের বাসিন্দারূপে পরিণত হইয়াছে।

এ রাজ্যে—উদয়পুর, অমরপুর, বিলনীয়া ও সাবরুম বিভাগে মঘ প্রজার সংখ্যা ৫,৭৪৮ নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ ৩,০২৪ ও স্ত্রীলোক ২,৭২৪ জন।

মঘগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, ত্রিপুর রাজ্যবাসী সকল মঘই বৌদ্ধ। এই জাতি অন্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে।

মঘ জাতির মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ নাই; এবং বংশগত উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্টতার ব্যবস্থা নাই। অবস্থার উৎকর্ষতানুসারে সমাজে শীর্ষস্থান লাভ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান ব্যক্তিগণ বোমাং, চৌধুরী ও তহশীলদার প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়া থাকে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি ইহাদের নেতৃত্বে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজা, হেড্‌ম্যান প্রভৃতি

* Burma History,—p. 9.

উপাধি বিশিষ্ট মঘগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকে। ত্রিপুর রাজ্যস্থ 'তহশীলদার' উপাধিধারী মঘ সরদারগণ আড্ডাদার স্বরূপে রাজ কর্ম্মচারীদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহারা আপন আপন বশবর্ত্তী প্রজাবর্গের গৃহবিবাদ মীমাংসা, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারীর বিচার ইত্যাদি করিয়া থাকে। মঘ জাতি সাধারণতঃ শান্ত ও নিরীহ এবং আত্ম নির্ভর শীল।

মঘ জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যেই পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিতে পারে। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ যুবক ও যুবতীগণই আপন আপন অভিপ্সিত বর ও পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লয়, অভিভাবকগণের এই বিষয়ে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। ভাবী দম্পাতিগণ বিবাহের পূর্ব্বে, অবাধে ও নিঃসঙ্কোচে একত্রে চলাফিরা করে। এবং তাহাতে মনের মিলন হইলেই বিবাহ হয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হইবার পর, পুনর্ব্বার অন্যত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পক্ষে পুরুষ ও স্ত্রীর তুল্য অধিকার আছে; সমাজ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বিবাহের পর, অভিভাবকগণ পুত্রকে স্বতন্ত্র ভাবে বাসের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকে; কোন কোন স্থলে এক সঙ্গে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেও দেখা যায়। বাল্য বিবাহ মঘ সমাজে স্থান পায় নাই। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ১৬।১৭ বৎসরে এবং পুরুষের ২০।২২ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। বিধবা বিবাহও প্রচলিত আছে। সকল প্রকারের বিবাহেই পাত্র ও পাত্রীর সম্মতি আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ উপলক্ষে সামান্য ভাবের উৎসব এবং ভোজ প্রদান হইয়া থাকে, তাহা না করিলেও দোষ নাই। বহু বিবাহও ইহাদের সমাজে অপ্রচলিত নহে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত আছে, অবরোধ প্রথা ইহাদের সমাজে নাই।

স্ত্রীলোকগণ সাংসারিক সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারা সুস্থ, বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। স্ত্রী সমাজে বিলাস প্রিয়তার বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ইহারা পরিষ্কার পরিছন্ন, কেশ বিন্যাসের পারিপাট্য খুব বেশী। পরিচ্ছদের জাকজমকও যথেস্ট আছে। শক্তিশালিনী রমণীগণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের অধিক পক্ষপাতী। স্বহস্তে বয়িত বস্ত্রও ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ৮৫৪ খানা হস্তে পরিচালিত তাঁত ও ৫১০টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে, স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাতে ইহা অপ্রচুর বলা যাইতে পারে না। ইহারা অবস্থানুরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য মঘ পুরোহিত উপাসনা করিয়া থাকে। তৎপর অন্নব্যঞ্জন ও একটী জলপাত্র মৃতদেহের সম্মুখে রাখিয়া, কিয়ৎকাল পরে সেই দেহ শ্মসানে নিয়া দাহ করে। মৃত দেহের সৎকার উপলক্ষে ইহারা নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও আড়ম্বর করিয়া থাকে। মৃত্যুর সাত দিবস পরে আত্মার

প্রীতি কামনায় শ্রাদ্ধ করা হয়। পুরোহিত কর্ত্তৃক আত্মার সদগতি কামনায় উপাসনা করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ কার্য্যানুষ্ঠিত হয় না। এতদুপলক্ষে অবস্থানুসারে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্যক্তিকে ভোজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ইহারা সর্ব্বপ্রকার পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ করে; এবং সকল জাতির অন্নই গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিতেও আপত্তি নাই। পঁচা মৎস্য ও মাংস ইহাদের অধিক প্রিয় বস্তু।

মঘ জাতি সাধারণতঃ কৃষিজীবী। জুম কৃষিই ইহাদের মুখ্য উপজীবিকা, বর্ত্তমানকালে অনেকে হলকর্ষণ দ্বারাও শস্য উৎপাদন করিতেছে। এবারের আদম সুমারীতে ৮৮৫ জনের জুম কার্য্য ও ৫২৩ জনের কৃষি কার্য্য মুখ্য পেশ বলিয়া জানা গিয়াছে। ১,৬১৫ জন জুমকৃষিকে গৌণ পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছে।

ভিন্ন রাজ্যের মঘগণ শিক্ষা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে অনারারি মাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত আছে ত্রিপুর রাজ্যের মঘগণ শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই অবনত। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১৫৯ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে। ইহারা কোন কোন বিষয়ে চাক্মাগণের অনুকরণ করিয়া থাকে।

চাক্মা।

ত্রিপুর রাজ্যে অমরপুর, খোয়াই, কৈলাসহর ও সাবরুম বিভাগে চাক্মাগণ বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কিম্বদন্তী এই যে, পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত চম্পকনগরে ইহাদের বাসস্থান ছিল, এই চম্পকনগর হইতেই চাক্মা অভিধার সৃষ্টি হইয়াছে। চম্পকনগর হইতে ইহারা আরাকান ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই উক্তির ভিত্তি আছে কিনা, তাহা বলা দুঃসাধ্য। ইদানীং ইহারা ত্রিপুরার উপনিবেশী মধ্যেই পরিগণিত। অধুনা এরাজ্যে ৮,৭৩০ জন চাক্মা বাস করিতেছে; তন্মধ্যে পুরুষ ৪,৫৭১ জন ও স্ত্রীলোক ৪,১৫৯ জন।

চাক্মাগণ বৌদ্ধ মাতাবলাম্বী। ইদানীং কেহ কেহ শাক্তমত অলম্বন করিতেছে। আদমসুমারীকালে ইহাদের মধ্যে ৮,৬৭৪ জন বৌদ্ধ, ৫৫ জন শাক্ত ও ১ জন বৈষ্ণব পাওয়া গিয়াছে।

চাক্মাগণ মলীমা, তন্যা, বরুয়া, উয়াংছা, বুমা, কোড়া, কুর্চ্যা, কদুয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আচার ব্যবহারে ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহাদের মধ্যে 'দেওয়ান' উপাধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেওয়ানের নিম্নে খিজয়া, তালুকদার ও কারবারী প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত আছে।

চাক্‌মাগণের সামাজিক বন্ধন দৃঢ়, এবং সমাজপতি (সরদার) গণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। ইহাদের সামাজিক বিচার এবং চুরি, পীড়া, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের বিচার সমাজ পতিগণই করিয়া থাকে।

চাকমা সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই, ইদানীং কৃচিৎ বাল্য বিবাহ হইতে দেখাযায়। ইহাদের বিবাহের প্রস্তাব সাধারণতঃ অভিভাবকগণ দ্বারা হইয়া থাকে। ইহাদের দাম্পত্যপ্রেম অতি মধুর এবং সংসার শান্তিপূর্ণ। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী। স্বামীকে সুখসচ্ছন্দে রাখার প্রতি স্ত্রীলোকগণের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। স্বামী স্ত্রী জুমক্ষেত্রেও বনজবস্তু সংগ্রহ কার্য্যে এক সঙ্গে কাজ করে, এবং উভয়ে একপাত্রে আহার করিয়া থাকে। আহার্য্যবস্তু বিষয়ে কুকির সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

চাকমা পুরুষগণ সচরাচর বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করে। রমণী সমাজে স্বহস্ত বয়িত বস্ত্রের ব্যবহারই অধিক। তাহারা একখানা নাতি দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করে। শরীর জামার দ্বারা আবৃত করিয়া তাহার উপরে বক্ষ আবরণী বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করে, এবং মস্তকে একখণ্ড স্বতন্ত্র বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। চাক্‌মা সমাজে বস্ত্রবয়ন প্রথার প্রচলন নিতান্ত কম নহে। আধুনা ইহাদের মধ্যে ২,২১১ খানা :হস্তে পরিচালিত তাঁত ও ২০৯০টী চরকা ব্যবহৃত হইতেছে। রমণীগণের অলঙ্কার অনেকস্থলে বাঙ্গালী ধরণের, ইহারা স্ফটিক নির্ম্মিত মালাও ব্যবহার করে। পুষ্পাভরণ ইহাদের বিশেষ আদরণীয়। সাধারণতঃ ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসে।

জুম কৃষিই চাক্‌মাগণের প্রধান অবলম্বন। হলকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন প্রথা এখনও ইহাদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। ইদানীন্তনকালে ইহাদের মধ্যে ১,৪০৭ জনের জুম কৃষি মুখ্য পেশা ও ১,৪৭৯ জনের গৌণ পেশা বলিয়া জানা গিয়াছে। হলকর্ষণ প্রথা ৫৭ জনে মুখ্য ও ৪৯ জনে গৌণ পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছে। কৃষিকার্য্য ব্যতীত কেহ কেহ অন্যবিধ পেশাও করিয়া থাকে।

শিক্ষা বিষয়ে চাকমাগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এই জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক আছে। ত্রিপুর রাজ্যের চাকমা সমাজ এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর নহে। এবারের আদম সুমারীতে চাকমাগণ মধ্যে ৫৫৯ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে।

চাকমাগণের মধ্যে মদিরার প্রচলন বেশী নাই, কিন্তু ইহারা অতিশয় ধূম পানাশক্ত। স্ত্রী পুরুষ সকলেই নানাপ্রকারে তাম্রকুট সেবন করিয়া থাকে।

চাকমাগণ মৃত দেহের সৎকার কার্য্যে বিশেষ সমারোহ করিয়া থাকে। আত্মীয়বর্গের সমবেত জন্য মৃত দেহটী একটী কাষ্ঠাধারে ৫।৭ দিবস রক্ষা করা হয়। অর্থশালীর মৃত দেহ রথে স্থাপন করিয়া শ্মসানক্ষেত্রে নেওয়া হয়। তথায় বহু স্ত্রী

পুরুষের সমাগম হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাহার সম্মানার্থ শবাধারে যথাসাধ্য অর্থ প্রদান করে। দাহের সুবিধার নিমিত্ত মৃত দেহটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়।

মণিপুরী।

মণিপুরীগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র, তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী সমাজ হইতে মণিপুরী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, শূদ্রগণের অবস্থাও তদ্রূপ। ভট্টাচার্য্য, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণের পদবী। শূদ্রগণ দে, দত্ত, কর ও দাস ইত্যাদি পদবী বিশিষ্ট। ক্ষত্রিয়গণ সিংহ উপাধিধারী। মণিপুরীগণ সাধারণতঃ 'মেখলা' উপাধিতে পরিচিত হইয়া থাকে।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় হইতে, অনেক মণিপুরী রাষ্ট্রবিপ্লবের দরুণ মণিপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে এবং ত্রিপুর রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপর রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, অথবা অন্য কার্য্য ব্যপদেশে ক্রমশঃ ত্রিপুরায় মণিপুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবারের জন সংখ্যা গণনা কালে ত্রিপুর রাজ্যে ১৯,২১০ জন মণিপুরী থাকা নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ ৯,৮৭২ ও স্ত্রীলোক ৯,৩৩৮ জন। এরাজ্যের দক্ষিণাংশে মণিপুরীগণের বসতি নাই। ইহারা সদর (আগরতলা), খোয়াই, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর বিভাগে বাস করিতেছে।

মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। মদ্য মাংসাদি ইহারা স্পর্শ করে না। দেশ ত্যাগের পর কেহ কেহ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা অতি অল্প।

মণিপুরী সম্প্রদায় শিক্ষা বিষয়ে ঠাকুর পরিবারের সমকক্ষ। এবারের আদমসুমারীতে ইহাদের মধ্যে ২,৩২৪ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া গিয়াছে। ইহারা নিতান্ত আরাম প্রিয় এবং নৃত্যগীতাদি কলা বিদ্যা পারদর্শী। ইহাদের স্বীয় ধর্ম্মে বিশেষ দৃঢ়তা আছে। ইহাদের প্রত্যেক গ্রামে অথবা দুই তিনটী গ্রামের কেন্দ্র স্থানে এক একটী মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মণ্ডপে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেবতার সেবা পূজার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত রাখা হয়। এই সকল মণ্ডপে স্ত্রী-পুরুষগণ সম্মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তন করে। রাস যাত্রা, দোল যাত্রা, ঝুলন যাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব পর্ব্বোপলক্ষে প্রতি মণ্ডপে সংকীর্ত্তন এবং রাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র যে প্রণালীর রাসলীলা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহারা রাসলীলার অভিনয়ে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে।

মণিপুরী সম্প্রদায় বিশেষতঃ রমণীগণ সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিতে ভালবাসে। ইহাদের পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ অধিক পরিশ্রমী, এবং প্রায় সকল কার্য্যেই পুরুষের সাহায্যকারিণী।

মণিপুরী সমাজে ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব্ব দ্বিবিধ বিবাহ প্রচলিত আছে। ব্রাহ্ম বিবাহে বর ও কন্যার অভিভাবকগণ সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ বর ও কন্যার মনোনয়নের উপর নির্ভর করে। ইহাদের সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু বিধবাকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমাজ আপত্তি করে না। স্বামী বর্ত্তমানে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করা সমাজে নিন্দনীয় কার্য্য হইলেও তাহার প্রচলন না আছে, এমন নহে। ইহাদের সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু ইদানীং তাহা আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা এই সমাজে ১৩ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়সের ১৭০ জন বিবাহিত বালক ও ৩৫২ জন বিবাহিতা বালিকা পাওয়া গিয়াছে।

মণিপুরীগণ প্রধানতঃ কৃষি ব্যবসায়ী। ইহারা হলকর্ষণদ্বারা কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে ইহাদের মধ্যে ৪,১৭১ জনের কৃষি কার্য্য মুখ্য পেশা ও ২,৬৪১ জনের গৌণ পেশা বলিয়া জানা গিয়াছে। কেহ কেহ স্বর্ণকার বা সূত্রধরের কার্য্যও করিয়া থাকে।

মণিপুরী রমণীগণ কেবল নৃত্যগীত নিপুণা নহে, তাহাদের নানাবিষয়েই গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রবয়ন করা ইহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদের বয়িত বস্ত্র সর্ব্বত্রই আদর পাইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে ইহাদের পারদর্শিতা সর্ব্বজন বিদিত। বর্ত্তমান কলজাত বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের যুগেও ইহাদের মধ্যে বয়ন শিল্পের বহুল চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। মণিপুরীগণের মধ্যে বর্ত্তমান কালে ২,৬৪৭ খানা হস্তে পরিচালিত তাঁত ও ৩,৪৮২টা চরকা ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দেহকে স্নান করাইয়া, শ্মসানে নেওয়ার পূর্ব্বে আঙ্গিনায় ও বহির্দ্বারে দুইটী পিণ্ড প্রদান করে। এবং দাহ কালে আর একটী পিণ্ড দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ক্ষাত্রোচিত বিধি মতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

একাদশ অধ্যায়।

উপজীবিকা।

এই অধ্যায়ে ১০নং ইম্পিরিয়াল টেবলের পরিসংখ্যান সমুহ আলোচিত হইল। প্রকৃত উপার্জ্জনকারী ও পোষ্য এই দুই শ্রেণীতে জন সাধারণকে বিভক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু এরূপভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যে কিরূপ সুকঠিন কার্য্য, তাহা সেন্সাস কর্ম্মচারিগণ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। অনেক স্থলে সহায়তাকারী পোষ্য ও নিষ্কর্ম্মা পোষ্য এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ কালে বহু গোলযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাগণ সাধারণতঃই অন্যের পোষ্য। তবে, যদি তাহারা কার্য্য করিয়া নিয়মিতভাবে বেতন বা মজুরীর স্থলে টাকা বা অন্য কিছু পায়, তাহা হইলে এই একমাত্র অবস্থায় তাহাদিগকে উপার্জ্জনকারী বলিয়া লিখার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। স্ত্রীলোক বা বালক বালিকাগণ যাহারা অর্থোপার্জ্জন করে না, কিন্তু অভিভাবকদের কাজ কর্ম্মে সহায়তা করে, তাহাদিগকে সহায়তাকারী পোষ্যরূপে গণ্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহারা অভিভাবকদের সাংসারিক বা অন্য প্রকার কার্য্যে কোন প্রকার সাহায্য করে না, তাহাদিগকে নিষ্কর্ম্মা পোষ্যরূপে গণ্য করা হইয়াছে। উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণের যদি একাধিক পেশা থাকে, তাহা হইলে যদ্দারা তাহাদের আয় অধিক এবং যাহা হইতে প্রধানতঃ ভরণ পোষণ চলে, তাহাকে মুখ্য পেশারূপে গণ্য করিয়া অন্য পেশাটীকে গৌণ বা সহকারী পেশারূপে ধরা হইয়াছে। প্রকৃত পেশা লেখার সম্বন্ধে গণনাকারীগণকে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইলেও নানা স্থলে ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। যে ব্যক্তি যে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা বিশদভাবে ও পরিষ্কাররূপে লিখিত হওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করা হইলেও বহুস্থলে পেশা, সাধারণ ভাবে বা অস্পষ্টভাবে, যথা—চাকুরী, দোকানদারী, মজুরী, ব্যবসা ইত্যাদি লিখিত হইয়াছিল। এই সকল স্থলে কোথায় এবং কি প্রকারের চাকুরী, কোন জিনিষের দোকানদারী কি প্রকারের মজুরী, কোন শ্রেণীর ব্যবসায় ইত্যাদি স্পষ্টরূপে লেখা উচিত ছিল।

সাধারণ কৃষক এবং জুম কৃষকদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ উদ্দেশ্যে এ অফিস হইতে বিশেষভাবে গণনাকারীগণকে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। জুম কৃষি যাহাদের মুখ্য পেশা এবং যাহাদের গৌণ পেশা, তাহাদের সংখ্যা এবং জুম কৃষি মুখ্য পেশা হইলে অন্যান্য কি কি প্রকারের গৌণ পেশাদ্বারা তাহারা জীবিকার্জ্জন করে, এবং জুম কৃষি যাহাদের গৌণ পেশা তাহাদের মুখ্য পেশা কি

শ্রেণীর এবং এই প্রকারের ব্যক্তিদের সংখ্যাদি নিরূপণ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এই রাজ্যের জন্য বাংলার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের আদেশযুক্ত উপজীবিকা সম্বলিত ত্রিপুরা ষ্টেট টেবল নং ১ প্রস্তুত হইয়াছে।

এ রাজ্যে ৩,৮২,৪৫০ জন নরনারী বাস করিতেছে, তন্মধ্যে ৮০,৯৮৪ জন পুরুষ এবং ৮,৯১০ জন স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, ৫,৪৩৭ জন পুরুষ এবং ১১,৬৯৭ জন স্ত্রীলোক তাহাদিগের ভরণ পোষণকারী অভিভাবকগণের কার্য্যে নানারূপে সহায়তা করিতেছে। বাকী ১,১৬,৫১১ জন পুরুষ এবং ১,৫৮,৯১১ জন স্ত্রীলোক তাহাদিগের ভরণ পোষণকারীগণের কার্য্যে কোন প্রকার সহায়তা করে না এবং নিষ্কর্ম্মা পোষ্যরূপে জীবন যাপন করিতেছে। উপার্জ্জনকারী পুরুষদের মধ্যে ৯,২২৮ জন এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ৭৬২ জন একাধিক উপজীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এ রাজ্যের পুরুষদিগের মধ্যে শতকরা ৪০ জন এবং নারীদিগের মধ্যে শতকরা ৫ জন স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে।

১০ নং ইম্পিরিয়াল টেবলে পেশাগুলিকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এ রাজ্যে কোন শ্রেণীর পেশা দ্বারা কত সংখ্যক লোক জীবন ধারণ করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

	পেশা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
(অ) শ্রেণী।	কাঁচা মাল উৎপন্নকারী	৭৬,০৩১	৬৯,৬৩২	৬,৩৯৯
(আ) ,, ।	দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহকারী	৭,০২৯	৫,৬৫০	১,৩৭৯
(ই) ,, ।	রাষ্ট্রশাসন এবং বিদ্যা সংক্রান্ত উপজীবিকা সমূহ	১,৯১৮	১,৮৯৬	২২
(ঈ) ,, ।	অন্যান্য বিভিন্ন পেশা সমূহ	৪,৯৭০	৩,৮৫৯	১,১১১

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, কাঁচা মাল উৎপাদনেই অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার পূর্ব্বে, কাঁচা মাল উৎপাদন দ্বারা এ স্থলে কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে তাহা পরিষ্কার করিয়া বোঝানো আবশ্যক। ভূ-পৃষ্ঠে যে সমুদয় জীব জন্তু ইত্যাদি বিচরণ করিতেছে, সে গুলিকে লালন পালন, আহরণ এবং ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত শস্য, গাছ পালা, ফল, মূল ইত্যাদি উৎপাদন ও আহরণ, এতদ্ব্যতীত ভূ-গর্ভে অবস্থিত খনিজ দ্রব্যাদির উত্তোলন ও আহরণ করার কার্য্য সমূহকে এস্থলে কাঁচা মাল উৎপাদন বলিয়া বুঝাইতেছে।

এ রাজ্যে কোন প্রকার খনি নাই, সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠোপরি জীব জন্তু সমূহ লালন পালন ও আহরণ এবং উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি উৎপাদন ও আহরণ করিয়াই অধিকাংশ লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছে। তন্মধ্যে কৃষি কার্য্য দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই শ্রেণীর

কৃষকের সংখ্যা ৭০,০৬৫ জন, তন্মধ্যে ৬৬,২৩১ জন পুরুষ এবং ৩,৮৩৪ জন স্ত্রীলোক।

ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন ৪,১১৬ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ১৩৪০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত মাত্র ৬৩৯ বর্গ মাইল পরিমাণ ভূমিতে জরীপ দ্বারা রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছে। এই ৬৩৯ বর্গ মাইল ভূমির মধ্যেও প্রচুর অনাবাদী স্থান রহিয়াছে। এই রাজ্যের ৪১১৬ বর্গ মাইলের মধ্যে প্রায় (ক) জুম কৃষি উপযোগী ২,০০০ বর্গ মাইল, (খ) (১) নিম্ন সমতল ভূমি ধান্য ফসল উৎপাদন যোগ্য ৫৪৫ বর্গ মাইল, (২) মাল ভূমি পাট চাষ উপযোগী ৪০১ বর্গ মাইল। মোট ২৯৪৬ বর্গ মাইলই বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর চাষোপযোগী বলা যাইতে পারে। নিম্নে বিভাগওয়ারী ষ্টেটমেণ্ট প্রদত্ত হইল—

যে পরিমাণ ভূমি চাষ আবাদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, উহার আয়তন।
(CULTIVABLE AREA)

বিভাগের নাম	মোট আয়তন বা বর্গমাইল	জুম ফসল উপযোগী স্থানের পরিমাণ বা বর্গমাইল	হাল চাষ দ্বারা যে পরিমাণ ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে	
			নিম্ন সমতল ভূমি	মালভূমি
১। সদর বিভাগ	৪৯৯	২৫০	১২৫	৩০
২। সোণামুড়া বিভাগ	২০৯	১৪০	৪৫	২৫
৩। খোয়াই "	৩৮৮	১৯০	৬০	৫০
৪। কৈলাসহর "	১,২৭০	৬০০	১০০	৯০
৫। ধর্ম্মনগর "	২৭৭	১১০	৫০	২০
৬। উদয়পুর "	২৯২	১৫০	৪৫	৩৫
৭। অমরপুর "	৫৬১	২৬০	৪০	৬০
৮। বিলনীয়া "	৩৪৯	১৭০	৬০	৫০
৯। সাবরুম "	২৭১	১৩০	২০	৪১
মোট	৪,১১৬	২,০০০	৫৪৫	৪০১

নিম্নভূমি ব্যতীত উচ্চভূমিগুলিতেও চা, আনারস ও অন্যান্য ফল মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং রক্ষিত বন ও জলাশয় ইত্যাদি ব্যতীত এ রাজ্যের সকল ভূমিই কর্ষণোপযোগী সন্দেহ নাই। কৈলাসহর, খোয়াই ও অমরপুর বিভাগে বহু সংখ্যক বিস্তীর্ণ হাওর দৃষ্ট হইয়া থাকে, এগুলি সামান্য যত্ন

ও পরিশ্রমে সুফলা শস্য-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইতে পারে। কৈলাসহর বিভাগে কুলাই :হাওর নামক একটী বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে রাজ সরকারের যত্নে ও উদ্যোগে বহু প্রজার বাস স্থাপিত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে এরূপ ভূমি খণ্ডসমূহ লোকালয় দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে।

বর্ত্তমান কালে যে পরিমাণ ভূমিতে রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছে অনুমান হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৪৭২ বর্গ মাইল ভূমিতে মাত্র নানাবিধ কৃষি কার্য্য করা হইতেছে। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ত্রিপুরা রাজ্যে দুই শ্রেণীর কৃষি কার্য্য বর্ত্তমান। পার্ব্বত্য প্রজাগণের মধ্যে অধিকাংশই টীলা শ্রেণীর ভূমিতে শীত ঋতুতে লতা গুল্ম ও বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া, জমি পরিষ্কার করিয়া নেয়। এই ভস্মগুলি অবশ্য সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎপর প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ঐ ভূমিতে ধান্য, তিল, কার্পাস এবং নানাবিধ তরকারী ও ফলের বীজ গর্ত্ত খুঁড়িয়া এক সঙ্গে রোপণ করিয়া দেয়। এই শ্রেণীর কৃষিই জুম কৃষি নামে অভিহিত হয়। এই কৃষি কার্য্য পার্ব্বত্য প্রজারা টাকুয়াল নামক দা ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। এই টাকুয়ালের সাহায্যেই লতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদি কর্ত্তন করে এবং ইহা দ্বারাই সামান্য সামান্য গর্ত্ত খুঁড়িয়া নানাবিধ বীজাদি জুমে বপন করিয়া থাকে। বর্ষাকালের শেষ ভাগে বা শরতের প্রারম্ভ কাল হইতে জুম হইতে শস্য সংগ্রহ করা আরম্ভ হয়, এবং সাধারণতঃ শীত ঋতুর প্রারম্ভ কাল বা হেমন্তের শেষে এই কার্য্য সমাধা হয়। একখণ্ড ভূমিতে একবার জুম কৃষি করিলে, পুনরায় ঐ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪।৫ বৎসরের পূর্ব্বে জুম কৃষি করা যায় না।

সাধারণতঃ জুমিয়াগণ একই স্থানে সমতলবাসী প্রজাদের ন্যায় দীর্ঘকাল বাস করে না। এক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় অন্য স্থানে গিয়া বসতি নির্ম্মাণ করিয়া তিন চারি বৎসর বাস করে। এইভাবে নূতন নূতন স্থানে অবস্থান ও জুম কৃষি উৎপাদন করিয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত যুগেও ইহারা অদ্যাপি সেই আদিম প্রণালীর কৃষি ও যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই শ্রেণীর পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে স্থায়ীরূপে একস্থানে বসবাস দ্বারা যাহাতে হল কর্ষণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ত্রিপুর রাজ সরকার তৎপ্রতি যথেষ্ট যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিতেছেন।

সমতলবাসীগণ সাধারণতঃ হল চালনা পূর্ব্বক কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানের কৃষকদের সহিত এই শ্রেণীর কৃষকদের কোন পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে যে ৪৭১ বর্গ মাইলে কৃষি কার্য্য হইয়া থাকে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থানেই এই হল কর্ষণ দ্বারা শস্যোৎপাদিত হয়।

৪৭১ বর্গ মাইল ভূমিতে ১৩৪০ ত্রিং সনে কি কি শস্য বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার আনুমানিক হিসাব দেওয়া গেল।

ভৌমিক নম্বর।	বিভাগের নাম।	যে পরিমাণ ভূমিতে চাষ আবাদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন হইতেছে।							যে পরিমাণ ভূমিতে জুম ফসল উৎপন্ন হইতেছে।
		ধান্য (ক)	পাট (খ)	ইক্ষু (গ)	সর্ষপ (ঘ)	চা (ঙ)	বিভিন্ন প্রকারের কৃষি (চ)	মোট ভূমি	
		বর্গ মাইল	বর্গ মাইল	বর্গ মাইল	বর্গ মাইল	বর্গ মাইল	বর্গ মাইল	বর্গ মাইল	
১	সদর বিভাগ	১২০	২·০	০·৮	১·০	৫·০	২·২	১৩১·০	* ১১৪ বর্গ মাইল।
২	সোণামুড়া "	২৬	১·৫	০·৫	০·৫	—	১·৫	৩০·০	
৩	খোয়াই "	২৫	২·০	১ ৫	১·৫	১·০	১·৫	৩২·৫	
৪	কৈলাসহর "	৮০	০·৫	১·৫	২·৫	৪·০	৩·৫	৯২·০	
৫	ধর্ম্মনগর "	৫৬	০·২	২·০	০·৫	১ ৭	১ ৬	৬২·০	
৬	উদয়পুর "	৩৫	১·০	০·৫	০·৫	—	২·০	৪০·০	
৭	অমরপুর "	২	১·৩	০·২	০·৫	—	৩·০	৭·০	
৮	বিলনীয়া "	৫০	০·২	০·৩	০·৬	—	৪ ৪	৫৫·৫	
৯	সাবরুম "	১৬	০·৫	.৩	০·৪	০·৬	৩·১	১১ ০	
	মোট	৪১০	১০·২	৭·৬	৮·০	১২·৩	২২·৯	৪৭১	

এ রাজ্যের সম্যক ভূমির সঙ্গে তুলনায়, হাল চাষ উপযোগী ভূমির পরিমাণ শতকরা ২৩·৬ অংশ হয়। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে যাহাতে হাল চাষ দ্বারা ফসল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার পরিমাণ ১১·৭ অংশ মাত্র। জুমি ও কৃষি উপযোগী স্থানের পরিমাণ সম্যক আয়তনের তুলনায় শতকরা ৫০ অংশ হয়। ইহার মধ্যে মাত্র ২·৭ অংশে প্রতি বর্ষে জুমি কৃষি হইতেছে।

তাহা হইলে দেখা যায় উভয় প্রকার চাষ উপযোগী স্থানের পরিমাণ, সম্যক আয়তনের তুলনায় ৭৩·৬ অংশ হয়। তন্মধ্যে উভয় প্রকারের ভূমি মধ্যে ফসল উৎপন্ন হইতেছে ১৪·৪ অংশে মাত্র।

১০নং ইম্পিরিয়াল টেবলে কৃষকদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল কৃষক জমির মালীক, তাহাদের সংখ্যা ৩৯,৬৭৮ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩৮,১৬৮

* এই অঙ্ক বিভাগওয়ারী ভাগ করার সুবিধা হয় নাই।

জন এবং স্ত্রীলোক ১,৫১০ জন। যে সকল কৃষকের জমিতে মালিকী স্বত্ব নাই অর্থাৎ অপরের রায়ত অথবা কোর্ফা প্রজা, তাহাদের সংখ্যা ২,৬৪৬ জন। অপরের জমি চাষ করিয়া বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এরূপ কৃষি মজুরের সংখ্যা এ রাজ্যে ৭,১৯০ জন। এতদ্ব্যতীত ৫,০৯৪ জন পোষ্য ব্যক্তি কৃষি মজুরী দ্বারা পরিবার প্রতিপালনে সহায়তা করে। জমির মালীক স্বহস্তে চাষ আবাদ না করিয়া অপরের নিকট জমি পত্তনী দিয়া কেবল মাত্র খাজানা বা শস্য আদায়দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে এরূপ লোকের সংখ্যা ১,৪৭৮ জন।

জুম কৃষি দ্বারা যাহারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা ১৮,৮৭৬ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ১৭,৪৯৪ জন এবং স্ত্রীলোক ১,৩৮২ জন। এতদ্ব্যতীত ১০নং ইম্পিরিয়াল টেবলমতে সহায়তাকারী পোষ্যগণের সংখ্যা ৬,৫২২ জন। কিন্তু ত্রিপুরা ষ্টেট্ টেবল নং ২ অনুযায়ী সহায়তাকারী পোষ্যগণের সংখ্যা ৩২,০২৫ জন। সিডিউল বহিগুলি নানা যায়গায় পুনরায় শুদ্ধ করিয়া, এ আফিসে এই টেবলটী প্রস্তুত করায়, এইরূপ সংখ্যার বৈলক্ষণ্য সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও, ষ্টেট্ টেবল ২নংএর অঙ্কসমূহই অধিকতর বিশুদ্ধ। যাহাদের জুম কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা সকলেই জানেন যে, জুম কৃষি কার্য্যে পাহাড়িয়া প্রজাগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সাহায্য করিয়া থাকে, সুতরাং যে ক্ষেত্রে ১৮,৮৭৬ জন জুম কৃষি করে, সেই স্থানে মাত্র ৬,৫২২ জন ব্যক্তিই যে সহায়তা করে না—ইহা সুনিশ্চিত। সাধারণতঃ পরিবারের কর্ত্তারই মাত্র মুখ্য পেশা লিখিত হওয়ায়, এই ১৮,৮৭৬ জন ব্যক্তি যে পরিবারের কর্ত্তা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রতি পরিবারেই অন্ততঃ ২।৩ জন ব্যক্তি জুম কৃষি কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। কাজেই সহায়তাকারী পোষ্যগণের সংখ্যা এই ক্ষেত্রে উপার্জ্জনকারীদের অন্ততঃ দ্বিগুণ হওয়া অবশ্যই উচিত। ২নং ষ্টেট্ টেবল অনুযায়ী জুম কৃষি কার্য্যে প্রতি ৩জন মুখ্য উপার্জ্জনকারীকে ৫জন সহায়তা করিতেছে। উল্লিখিত বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিলে ২নং ষ্টেট্ টেবলের অঙ্ক সমূহই যে অধিকতর বিশুদ্ধ, সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না।

১৩৪০ ত্রিঃ সনে প্রায় ১১৪ বর্গ মাইল ভূমিতে জুম কৃষি কার্য্য করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ বর্ষে জুমে কি শ্রেণীর কত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, নিম্নে তাহার আনুমানিক হিসাব প্রদত্ত হইল।

ধান্য	১০,০০,০০০ মণ
কার্পাস (রুই) Ginned Cotton (বীজ ছাড়ান)	১৭,৫৮৩ ,,
তিল	২৩,২১০ ,,

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর শস্য যথা—তরকারী, ফল, মূলাদিও উৎপন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু এস্থলে উহার পরিমাণ অনুমাণ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া উল্লেখ করার সুবিধা হইল না।

খোয়াই, কৈলাসহর এবং অমরপুর অঞ্চলেই জুম কৃষির প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক। সোণামুড়া এবং উদয়পুর অঞ্চলে জুম কৃষি অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই একাধিক পেশা দৃষ্ট হয়। একাধিক পেশা সম্পন্ন কৃষিজীবিগণের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করার নিমিত্ত ত্রিপুর রাজ দরবার বাংলার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিস হইতে যুক্ত উপজীবিকা সম্বলিত ত্রিপুরা ষ্টেট্ টেবল নং ১ প্রস্তুত করাইয়া আনা হইয়াছে। এই টেবলে খাজানা গ্রহীতা, জমির মালীক কৃষক, রায়ত কৃষক, কৃষি মজুর এবং জুমিয়াদের মধ্যে যুক্ত পেশাবলম্বীদের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

খাজানা গ্রহীতাগণের সংখ্যা ১,৪৭৮ জন। ইহাদের মধ্যে জুম কৃষি গৌণ পেশা বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র ১ জন, খাজানা আদায় ব্যতীত স্বহস্তে জমি চাষ করে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ৬০ জন এবং রায়তিসূত্রে অপরের জমি চাষ আবাদ করিয়া থাকে মাত্র ৫ জন।

জমির মালীক কৃষকদের মধ্যে অপরের জমি বর্গা দিয়া খাজানাদি আদায় করে ৫১৩ জন, কোর্ফাসূত্রে অপরের জমি চাষ করে ১৫১ জন, জুম কৃষি করে ১,৬৬৮ জন এবং কৃষি মজুরী গৌণ পেশা এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৬ জন মাত্র।

রায়ত কৃষকদের মধ্যে খাজানা গ্রহীতার সংখ্যা ৪৬ জন, জমির মালীক কৃষক ১ জন, জুমিয়া ৪১ জন এবং কৃষি মজুর ৫৯ জন। জুমিয়াগণের মধ্যে খাজানা গ্রহীতার সংখ্যা ১১২ জন, জমির মালীক কৃষকের সংখ্যা ১২৫ জন, রায়ত কৃষকের সংখ্যা ১৫ জন এবং কৃষি মজুরের সংখ্যা ৮ জন। কৃষি মজুরদের মধ্যে জমির মালীক কৃষকের সংখ্যা ২৩ জন, রায়ত কৃষকের সংখ্যা ১৩ জন এবং জুমিয়ার সংখ্যা মাত্র ১৪ জন। হল কর্ষণ প্রথা সদর বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই বিভাগে জমির মালীক কৃষকের সংখ্যা ১১,৯৫০ জন রায়ত কৃষক ৬৬৩ জন এবং কৃষি মজুর ১,৭৭৮ জন, সর্ব্বসমেত সাধারণ কৃষক ১৪,৩৯১ জন। অপর পক্ষে জুমিয়াগণের সংখ্যা মাত্র ২,১৭২ জন। প্রতি ১৩ জন কৃষকে মাত্র ২ জন জুমিয়া এই বিভাগে আছে। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগে জুমিয়া (মুখ্য উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ মাত্র) ও সাধারণ কৃষকের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

বিভাগ	জুমিয়া	হল চালনাকারী কৃষক।			কৃষি মজুর
		মোট	জমীর মালীক কৃষক	রায়ত কৃষক	
সদর বিভাগ ...	২,১৭২	১৪,৩৯১	১১,৯৫০	৬৬৩	১,৭৭৮
কৈলাসহর	৩,৯৯২	৭,০০৬	৫,৭০৮	২৮৮	৯১০
খোয়াই	৪,২৫০	৪,২১২	৩,৩১১	২৩৩	৬৬৮
ধর্ম্মনগর	৯০৪	৬,৫২২	৫,২১৮	৬৩০	৬৭৪
সোণামুড়া	৪৬৩	৪.৫৭৩	৩,৫৮৬	১৭[illegible]	৮১৫
উদয়পুর	১,৩৭৫	৬,০১১	৫,০৬৩	২৬৮	৬৮০
অমরপুর	৩,১১৯	৭৭৯	৫৪০	৫৯	১৮০
বিলনীয়া ...	৭৮৬	১,৯৬৮	১,৫৩৪	১৯৩	২৪১
সাবরুম	১,০০২	১,৪৫৬	১,১৫১	৪০	২৬৫
*ত্রিপুরা রাজ্য	১৮,৮৭৬	৪৯,৫১৪	৩৯,৬৭৮	২,৬৪৬	৭,১৯০

খোয়াই বিভাগে জুমিয়া ও সাধারণ কৃষকের সংখ্যা প্রায় সমতুল্য, একমাত্র অমরপুর বিভাগেই জুমিয়াগণের সংখ্যা সাধারণ কৃষকদের চার গুণেরও অধিক। সমগ্র রাজ্য মধ্যে প্রতি ৫ জন কৃষকে জুমিয়া মাত্র ২ জন।

ত্রিপুরা রাজ্য একটী কৃষি প্রধান স্থান। ১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাসে প্রকাশ, এই রাজ্যের জন সংখ্যার শতকরা ৭৮ জনের জীবিকা কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করিত। বর্ত্তমান সেন্সাসের ফলেও জানা যায় যে, উপার্জ্জনকারীদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জনই কৃষি কার্য্যদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, সুতরাং আজকালও যে সমগ্র জন সংখ্যার তিন চতুর্থাংশ লোকের গ্রাসাচ্ছাদন কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাধারণ কৃষি ব্যতীত বিশেষ শস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের সংখ্যা ৫,৫১৪ জন, তন্মধ্যে পান চাষকারী বারুজীবীদের সংখ্যা ৪৬ জন এবং চা বাগানে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৫,৪৫১ জন। চা বাগান সম্বন্ধে পশ্চাৎ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করায় এস্থলে আর বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হইল না।

উপরি লিখিত কৃষি কার্য্যাদি ব্যতীত অরণ্য সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রাজ কর্ম্মচারীগণ ও কাঠুরিয়া ইত্যাদি, গো মহিষাদি পালক, মৎস্যজীবী এবং শিকারীগণ

* এই তালিকার অঙ্কসমূহ ত্রিপুরা ষ্টেট্ টেবল নং ১ হইতে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত টেবলের অঙ্কসমূহ সঙ্কলন করার সময় বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিবরণাদি সেণ্টারানুযায়ী সংগৃহীত না হওয়ায় সেণ্টার সমূহের অঙ্কগুলির যোগফল সমগ্র রাজ্যের মোট অঙ্ক হইতে ন্যূন হইয়াছে।

কাঁচা মাল উৎপন্নকারীগণের শ্রেণীভুক্ত। অরণ্য সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত গার্ড, রেঞ্জার ইত্যাদির সংখ্যা ১০৪ জন, কাঠুরিয়া এবং কাঠ কয়লা প্রস্তুতকারীদের সংখ্যা ১২৬ জন।

গো মহিষাদি পালক ও রক্ষকগণের সংখ্যা ১৮২ জন এবং মৎস্যজীবী ও শিকারীগণের সংখ্যা মাত্র ৪০ জন।

এ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অরণ্য সমূহ গবাদি পশুর উপযোগী আহার্য্য ঘাস লতা পাতায় পরিপূর্ণ, এই কারণে গো, মহিষাদি পালন করা খুবই সহজ সাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। বিলনীয়া, সোণামুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে বহুস্থানে মহিষের বাথান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২।১টী বাথানে মহিষের দুগ্ধ হইতে আধুনিক প্রণালীতে যন্ত্র সাহায্যে মাখন ও ঘি তৈয়ারী হইতেছে। এই লাভজনক ব্যবসায়টী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি এই লাভজনক ব্যবসায়টীর দিকে আকৃষ্ট হন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বেকার সমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হয় এবং ব্যবসায়টীর অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করার কার্য্যে মোট ৭,০২৯ জন লিপ্ত আছে, এবং উহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতেছে মোট ৪,৬৫৫ জন। তন্মধ্যে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত আছে ২,৩৩৬ জন, লোকজন ও মাল পত্রাদি প্রেরণ এবং বহনাদি কার্য্যে লিপ্ত আছে মোট ১,৬৭৯ জন, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে ৩,০১৪ জন।

শ্রমশিল্প (industry) এ রাজ্যে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। চা-বাগানগুলি ব্যতীত এ রাজ্যে আর উল্লেখযোগ্য কোন সুনিয়ন্ত্রিত শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান নাই। শ্রমশিল্প এস্থলে প্রকৃতপক্ষে কুটীর শিল্প ব্যতীত অন্যপ্রকার কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে না। এ রাজ্যের সমগ্র জন সংখ্যার হাজারকরা ১৮ জন মাত্র ব্যক্তি চা-বাগান ব্যতীত অন্যান্য শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছে। কোন শ্রেণীর শ্রমশিল্পে কত ব্যক্তি নিযুক্ত আছে, তাহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

		মোট	উপার্জ্জনকারী	সহায়তাকারী পোষ্য
১।	বয়ন শিল্প	৫,৪০৯	৯৬১	৪,৪৪৮
২।	দারু শিল্প	২৯৯	২৯১	৮
৩।	ধাতু সংক্রান্ত শিল্প	৬৬	৬৫	১
৪।	কুম্ভ কার্য্য	২৮	২৮	—
৫।	রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত	১২	১১	১
৬।	খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প	২৯২	২৭৬	১৬
৭।	প্রসাধন ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত	৪২৫	৪২০	৫
৮।	গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্য	৯৬	৯৬	
৯	যান বাহনাদি প্রস্তুত শিল্প	১	১	
১০।	অন্যান্য শ্রম শিল্প	১৮	১৮৬	

বয়ন শিল্পে মোট ৫,৪০৯ জন নিযুক্ত আছে। এ রাজ্যে বয়ন শিল্প একটী প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য কুটীর শিল্প। মণিপুরী, ত্রিপুরা, হালাম ও কুকিদিগের প্রতি পরিবারে একাধিক তাঁত ও চরকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইঁহারা নিজেদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বস্ত্রাদি স্বহস্তে বয়ন করিয়া থাকে। উন্নত ধরণের তাঁত অথবা চরকা ব্যবহার না করার ফলে ইঁহাদের সেই মান্ধাতার আমলের তাঁতের কাপড় মিলের নানাবিধ সুদৃশ্য ও চিকন কাপড়ের তুলনায় ব্যবসায়ের দিক দিয়া বাজারে চালানো অসম্ভব। এক মাত্র মণিপুরীদিগের তৈয়ারী চাদর, মশারী ও গায়ের কাপড় ইত্যাদি বাজারে বিক্রয় যোগ্য হইয়াছে। শ্রীরামপুরী কলের তাঁত (flyshuttle) এর কাজ শিক্ষা দিয়া ইহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর তাঁতের ব্যবহার যদি প্রচলন করা যায়, তাহা হইলে ইহাদের আর্থিক দুর্গতি অনেকাংশে দূরীভূত হওয়া সম্ভব। নিম্নে বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কত সংখ্যক তাঁত ও চরকা ব্যবহৃত হইতেছে তাহা প্রদর্শিত হইল।

জাতি	তাঁত	চরকা
ত্রিপুর ক্ষত্রিয়	৩১,৮৭৯	৩০,৯৬৪
মণিপুরী	২,৬৩৭	৩,৪৮২
হালাম	৩,০০৭	৩,১৫৯
কুকি ও লুসাই	৮৩৪	৯১৩
মগ	৮৫৪	৫১০
চাকমা	২২১১	২,০৯০
মোট	৪১,৪২২	৪১,১১৮

বিগত ১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাসেও এরাজ্যে তাঁতের সংখ্যা ৩১,৪৮৫টী ছিল। গত দশ বৎসরে প্রায় দশ হাজার তাঁতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তাঁত ও চরকার সংখ্যানুপাতে বয়ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বহু কম। যদি ধরা যায় যে, একটী তাঁত ও চরকা একজন ব্যবহার করে, তাহা হইলেও বয়ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা অন্ততঃ ৪০,০০০ জন হওয়া উচিত। পূর্ব্বোল্লিখিত পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি পরিবারেই বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকা ও রমণীগণ অবসর সময়ে সকলেই বস্ত্র বয়ন করে, সুতরাং বয়ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত সংখ্যা সেন্সাসে নির্দ্ধারিত সংখ্যার বহু অধিক সন্দেহ নাই। সেন্সাসে নির্দ্ধারিত পরিসংখ্যান আলোচনা দ্বারাও দৃষ্ট হইবে যে, ৫,৪০৯ জনের মধ্যে ৫,১৯৮ জন রমণী বয়ন শিল্পে নিযুক্ত আছে। সাধারণতঃ পাহাড়িয়া রমণীগণের পেশা লেখার কালে "গৃহকর্ম্মে সহায়তা" লিখিত হওয়ায়, বয়ন শিল্পে নিযুক্ত রমণীদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বয়ন কার্য্যও গৃহ কর্ম্মেরই অন্তর্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশেষভাবে উহা উল্লেখ না থাকায়, প্রকৃত সংখ্যা নির্দ্ধারণ কালে কেবল মাত্র যাহাদের পেশা স্পষ্টভাবে বয়ন কার্য্য বলিয়া লিখিত ছিল, তাহাদিগকেই ধরা

হইয়াছে। পাহাড়িয়া প্রজাগণের জুমে প্রতি বৎসরই তুলার চাষ করা হইয়া থাকে, কিন্তু ইদানীং পৃথিবীব্যাপী অর্থ সঙ্কটের ফলে তুলার বাজার দর ভাল না হওয়ায়, তাহারা তুলার চাষ মোটেই লাভজনক বিবেচনা করিতেছে না, এবং ফলে ক্রমশঃ ইহার উৎপাদন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। এই অবস্থায় ইহাদের উন্নত প্রণালীর বয়ন বিদ্যা জানা থাকিলে অবিক্রীত তুলা হইতে বস্ত্র বয়নদ্বারা বিশেষ ভাবে লাভবান হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী কুটীর শিল্পটীকে পুনরুজ্জীবিত করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, ইহা দ্বারা প্রজার ও রাজ্যের আর্থিক উন্নতি অবশ্যাম্ভাবী।

দারুশিল্প কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত, তাহাদের মধ্যে সূত্রধরগণের সংখ্যাই অধিক, ১৫০ জন ব্যক্তি এই কার্য্যে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ৮৩ জন করাতী এবং ৫৮ জন ঝুড়ি প্রস্তুত এবং অন্যান্য কাঠের কাজে নিযুক্ত আছে। ধাতু শিল্পী-গণের মধ্যে কর্ম্মকার বা কামারগণের সংখ্যাই এ রাজ্যে অধিক। ইহাদের সংখ্যা ৬২ জন। এতদ্ব্যতীত কুম্ভ কার্য্যে ২৮ জন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে ১১ জন, প্রসাধন দ্রব্যাদি ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত কার্য্যে ৪২০ জন, গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ৯৬ জন, যান বাহনাদি প্রস্তুত কার্য্যে ১ জন এবং অন্যান্য শিল্প কার্য্যে ১৮৬ জন জীবিকার্জ্জন করিতেছে।

লোকজন এবং মাল পত্রাদি বিভিন্ন স্থানে বহন ও প্রেরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতজন কি শ্রেণীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল।

জলপথে বহন	২০৭ জন
রাজপথযোগে বহন	১৩৩২ "
রেলপথযোগে বহন	৬২ "
পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন সার্ভিস	৭৮ "

জলপথে বহন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই নৌকার ও মাঝি মাল্লার কাজ করিতেছে। রাজপথযোগে বহন কার্য্য সংশ্রবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে রাস্তা এবং পুল তৈয়ারীর কার্য্যেই অধিক সংখ্যক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মোট সংখ্যা ১,১২২ জন।

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে ৩,০১৪ জন এবং ইহাদের কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়া থাকে ১৪৯ জন।

এতদ্ব্যতীত ৩৪৬ জনের গৌণ পেশা ব্যবসায় বাণিজ্য। সমগ্র জন সংখ্যার হাজার-করা মাত্র ৯ জন ব্যক্তি ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। শ্রমশিল্পের ন্যায় ব্যবসায়েও এ রাজ্যের অধিবাসীগণ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। কৃষিজাত ও বনজাত দ্রব্যাদি এ রাজ্যে ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান। কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে ধান, চাউল, সরিষা, তিল,

পাট, তুলা এবং চা ইত্যাদি। বনজাত দ্রব্যাদি যথা কাঠ, বাঁশ, ছন এবং বেত ইত্যাদি বহু পরিমাণে এ রাজ্য হইতে অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কৃষিজাত এবং বনজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত জীবন ধারণের উপযোগী অন্যান্য প্রায় সকল জিনিষই এ রাজ্যের অধিবাসীগণের প্রয়োজনে আমদানী করিতে হয়। তন্মধ্যে নানা শ্রেণীর বস্ত্রাদি, কেরসিন তৈল, ঔষধ ও মনোহারী দ্রব্যাদির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক।

কৃষিজাত পণ্যাদির ক্রয় বিক্রয় সাধারণতঃ সাহা মহাজনগণের একচেটিয়া ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ আবার নিকৃষ্ট কুসীদজীবী-রূপে বিখ্যাত। রাজ্যের অন্তঃস্থলাবস্থিত বাজার সমূহেও ইহাদের মুদীর দোকান দৃষ্ট হয়। এই সাহা মহাজনগণ কৃষি জীবীগণের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত, ধান্য বপন করার পূর্ব্বে যখন কৃষকদের অর্থের আবশ্যক হয়, তখন ইহাদের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই সময় সাধারণতঃ বার্ষিক শতকরা ১৫০ হইতে ৩০০ টাকা সুদে ইহারা কর্জ্জ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। শুধু সুদ দিয়াও ইহাদের করাল কবল হইতে হতভাগ্য কৃষিজীবীগণ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কর্জ্জ দিবার সময় আবার চুক্তি থাকে যে, উৎপন্ন ফসলাদি সেই মহাজনের নিকটই নির্দ্দিষ্ট একটী দরে বিক্রয় করিতে হইবে। এই শ্রেণীর মহাজনদের দোতরফা লাভের ফলে কৃষিজীবীগণ যে কত প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে, বর্ণনা করা যায় না। প্রথমতঃ সেই গুরুভার সুদের চাপে তাহাদের জমী জমা প্রায়ই মহাজনের হস্তগত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ দাদন গ্রহণের ফলে বাজার দর হইতে কম মুল্যে মহাজনদের নিকট ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায়, জিনিষের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৃতীয়তঃ মাল বিক্রয়ের কালেও ওজন করার কারসাজিতে অনেক সময়েই আর এক দফা প্রতারিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মহাজনদের পাল্লায় যাহারা পড়িয়াছে, তাহারা বংশ পরম্পরা ইহাদের ঋণের জের টানিয়া চলিতেছে। খাতকেরা অনেক সময় সুদ সহ আসল টাকা পরিশোধ করিতে চাহিলেও ইহারা অত্যধিক উদারতা বশতঃ প্রায়ই সুদ মাত্র গ্রহণ করিয়া আসল গ্রহণ করিতে রাজী হয়না। ফলে ঋণ আর ইহজন্মেও পরিশোধ হয় না। আবার কৃষিজীবীগণের অজ্ঞতাবশতঃ নানা স্থানে হিসাবের গোলমালে এই দুষ্ট প্রকৃতি মহাজনেরা যে কত প্রকারে উহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে, তাহা বলা দুষ্কর। অচিরে এই শ্রেণীর মহাজনদের যথেচ্ছাচারিতা দমন উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করিয়া ও রাজ্যের সর্ব্বত্র সমবায় ঋণ দান সমিতি স্থাপন করিয়া দুঃস্থ কৃষিজীবীগণকে এই আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করা আবশ্যক।

এই রাজ্যের জঙ্গল গুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু বাঁশ জন্মিয়া থাকে। বনজাত দ্রব্যাদির মধ্যে বাঁশের ব্যবসায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঘর বাড়ী ইত্যাদি

তৈয়ার করার জন্য বাঁশের চাহিদা খুব বেশী। পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ রাজ্য ভুক্ত জেলাগুলিতে বহু পরিমাণ বাঁশ রপ্তানী হয়। এ রাজ্যের উত্তরাঞ্চল এবং উদয়পুর বিভাগ হইতে বহু পরিমাণ মূল্যবান কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানী হয়, এতদ্ব্যতীত ছন ও বেত এবং জ্বালানি কাষ্ঠের রপ্তানীর পরিমাণও কম নহে।

বিগত ১৩৪০ ত্রিং সনে এ রাজ্য হইতে কৃষিজাত এবং বনজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য এ স্থলে উল্লিখিত হইল।

কৃষিজাত দ্রব্য সমুহ।

		পরিমাণ	মূল্য
১।	ধান্য এবং চাউল	২৬,১৮,৮৭০ মণ	৫২,৫৭,৭৪০ টাকা
২।	পাট	৭৩,৬৬২ ,,	৩,৬৮,৩১০ ,,
৩।	সরিষা	৩১,৩৭৬ ,,	১,৫৬,৫৮০ ,,
৪।	গুড়	১,০৫,২০০ ,,	৪,২০,৮০০ ,,
৫।	কার্পাস	১৭,৫৮৩ ,,	১,৭৫,৮৩০ ,,
৬।	তিল	২৩,২১০ ,,	৬৯,৬৩০ ,,
৭।	চা	১৫,৩১০ ,,	৪,৫৯,৩০০ ,,
৮।	ফল, মুল এবং তরকারী	—	৭২,০০০ ,,
৯।	গবাদি পশুর খাদ্য।চালি, খড় ইত্যাদি	১,২০,০০০ ,,	৩০,০০০ ,,
১০।	গো, মহিষাদি	২০,০০০ টী	৩,০০,০০০ ,,
১১।	চর্ম্ম (পশুর)	৬০০ মণ	৪,০০০ ,,
১২।	হাড় ,,	৭০০ ,,	১৭০ ,,
১৩	খৈল	৫,০০০ ,,	১৫,০০০ ,,
			মোট—৭৩,০৯,৩৬ টাকা

বনজাত দ্রব্যাদি।

		পরিমাণ	মূল্য
১।	কাঠ	৫,১৩,৩৬৫ ঘন ফুট	৭,৯৬,৭১৪ টাকা
২।	বাঁশ	১২,৭৬,১৭২ বোঝা	৮,০৫,৪৪৪ ,,
৩।	ছন	১০,৯৩,১৯০ ,,	৩,০৪,৪৭৪ ,,
৪।	জ্বালানি কাষ্ঠ	৪,০৩,৬২৭ ,,	৮:,৯১৭ ,,
৫।	ধারি	১,৫০,০০০ টী	৭,৫০০ ,,
৬।	ছাতার বাঁট	২০,০০০ বোঝা	৬,০০০ ,,
৭।	অন্যান্য দ্রব্যাদি	—	১,০৮,৮৭৬ ,,
			২১,১২,৯২৫ টাকা

রপ্তানী কৃত মালগুলির মধ্যে ধান্য, চা, গুড়, সরিষা, তিল, কাঠ, বাঁশ ও ছন ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কৃষি প্রধান স্থান বলিয়া এ রাজ্যে আমদানী কৃত মাল গুলির মধ্যে যন্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত অধিক। ১৩৪০ ত্রিং সনে কি পরিমাণ মাল

এ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার একটী আনুমানিক হিসাব এ স্থলে দেওয়া হইল।

	দ্রব্যের প্রকার	মূল্য
১।	কার্পাস জাত বস্ত্রাদি	৮,৬১,৯০০ টাকা
২।	পশম নির্ম্মিত ,,	২২,৫০০ ,,
৩।	ধাতব দ্রব্যাদি	১,২৬,০০০ ,,
৪।	মোটর গাড়ী ও সাইকেল ইত্যাদি	২৬,০০০ ,,
৫।	নানাবিধ কল কব্জা ও যন্ত্রপাতি	১,৩৩,০০০ ,,
৬।	চিনি	৩৫,০০০ ,,
৭।	গুড়	১৫,০ ০ ,,
৮।	কেরোসিন	৮৫,০০০ ,,
৯।	পেট্রল	২৬,১৫০ ,,
১ ।	কাগজ ও ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি	২৫,০০০ ,,
১১।	ঔষধ	২',০০০ ,,
১২।	লবণ	২,১৯,৮৭০ ,,
১৩।	কয়লা	৯,৭৬০ ,,
১৪।	শুটকি মাছ	৬,০০,০০০ ,,
১৫।	তাজা মাছ	২,৬০,০০০ ,,
১৬।	চাউল	১২,০০০ ,,
১৭।	ফল মূল ইত্যাদি	১৮,০০০ ,,
১৮।	তৈল (নারিকেল এবং সরিষা)	২ ২২,০০০ ,,
১৯।	ঘি	৩০,০০০ ,,
২০।	ময়দা, আটা	১০,০০০ ,,
২১।	চা	৫,০০০ ,,
২২।	পুস্তক	৭,০০০ ,,
২৩।	গো মহিষাদি	৫,০০,০০০ ,,
২৪।	রৌপ্য এবং স্বর্ণ	৬০,০০০ ,
২৫।	অস্ত্র ও বারুদাদি	১৪,০০০ ,,
২৬।	গুড় তৈয়ারীর কল	১৮,০০০ ,,
২৭।	চা এবং বাক্স	৫০,০০০ ,,
২৮।	ছাতা	৩০,০০০ ,,
২৯।	ভূষি মাল	১২,৫০০ ,,
৩০।	গাঁজা ও আফিম	৭৪,৪৮৬ ,,
৩১।	জহরত ও গহনাদি	৮০ ০০০ ,,

বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ রাজ্যেও স্থানীয় হাট বাজারগুলিই ব্যবসায়ের কেন্দ্ররূপে পরিচিত। কোন কোন হাট সপ্তাহে একবার এবং কোন কোনটী সপ্তাহে দুইবার মিলিত হয়। হাট বাজারগুলি গ্রাম্য লোকদের পক্ষে পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের স্থান ব্যতীত সম্মিলনীর স্থানও বটে। দূর গ্রামের আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে হাট বাজারে দেখা শুনা হয় এবং পরস্পরের সংবাদাদি আদান প্রদান করা হয়।

কৃষকেরা তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় জমীর উৎপন্ন ফসলাদি আহরণ করিয়া বিক্রয়ার্থ হাটে গমন করে এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি, কেরোসিন তৈল, লবণ, মশল্লা ইত্যাদি ক্রয় করে। বাঁশ, ছন ইত্যাদি আহরণকারী ব্যক্তিগণও হাটের দিন স্বীয় সংগৃহীত মাল বাজারের ঘাটে বিক্রয়ার্থ নিয়া হাজির হয়। অবশ্য অধিকাংশ বনজ দ্রব্যাদিই হাট বাজারে উপস্থিত না করিয়া একেবারেই নদী বা স্থল পথে রপ্তানী হইয়া থাকে।

উপযুক্ত সংখ্যক হাট বাজারের অভাবে দুর্গম পর্ব্বতবাসী প্রজাগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রায় ২৫।৩০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বাজার করিতে আসিবার জন্য বাধ্য হয়। চলাচলের উপযুক্ত রাস্তাদি নির্ম্মিত হইলে রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যাদি যখন বৃদ্ধি পাইবে, তখন রাজ্যের অন্তঃস্থলাবস্থিত স্থান সমূহেও উপযুক্ত হাট বাজারাদি স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এ রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন বিভাগে কতকগুলি হাট বাজার আছে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

সদর	২৩	তন্মধ্যে নূতনহাবেলী, রাণীর বাজার এবং বিশালগড় বাজার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।
কৈলাসহর	১৮	
খোয়াই	৯	
ধর্ম্মনগর	৮	
সোণামুড়া	১১	
উদয়পুর	৯	
অমরপুর	২	
বিলনীয়া	৮	
সাবরুম	৫	
মোট	৯৩	

উপরোক্ত ৯৩টী বাজারের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে

সদর।

১। নূতনহাবেলী
২। রাণীর বাজার
৩। জিরানীয়া
৪। কাঞ্চনমালা
৫। ঈশানচন্দ্রনগর
৬। হরীশনগর চা-বাগানের বাজার
৭। বিশালগড়
৮। সেখেরকোঠ
৯। গোলাঘাটী
১০। লালসিং মুড়া
১১। বামুটীয়া
১২ মোহনপুর
১৩ সিধাই
১৪ সীমনা
১৫ লক্ষীলোজা চা-বাগানের বাজার
১৬ দেবেন্দ্রনগর
১৭ ফটিকছড়া
১৮ নরসিংগড়
১৯ কালাছড়া
২০ মনতলা
২১। মেখলীবাঁধ
২২। ব্রহ্মকুণ্ড
২৩। কৃষ্ণপুর

কৈলাসহর

১। পাণিচৌকি
২। বীরচন্দ্রনগর দুর্গাপুর
৩। ফটিকরায়
৪। রাতাছড়া
৫। ধুমাছড়া
৬। রাঙ্গাউটী
৭। কীয়াছড়া চা-বাগানের বাজার
৮। দেবছল চা-বাগানের বাজার
৯। জগন্নাথপুর
১০। গোলকপুর
১১। মালাইছড়া
১২। কালীশাসন
১৩। রাংরুংছড়া
১৪। মনুভেলী চা-বাগানের বাজার
১৫। সমরুছড়া
১৬। কমলপুর
১৭। হালহালি
১৮। ছেচেরিয়া

সোণামুড়া।

১। সোণামুড়া
২। ওটামুড়া
৩। মেলাগড়
৪। পচারমার ঘাট
৫। চৌমুনী
৬। পোয়াং বাড়ী
৭। নলছোর
৮। যাত্রাপুর
৯। কাঠালিয়া
১০। রাজধরনগর
১১। নিদয়া

বিলনীয়া।

১। বিলনীয়া
২। মোতাই
৩। ধ্বযামুখ
৪। অভয়া বাঁটের বাজার
৫। লাউগাজ
৬। মুংথুং
৭। কলসী
৮। ত্রৈমুক্তি

খোয়াই

১। মহারাজগঞ্জ
২। মাতা মহারাণীর বাজার
৩। খোয়াই চা-বাগানের বাজার
৪। বেলছড়া
৫। সোণাতলা
৬। কল্যাণপুর চা-বাগানের বাজার
৭ ভেলিয়া মুড়া
৮। উয়রা

ধর্ম্মনগর।

১। ফটিকুলী
২। উপ্তাখালী
৩। তিলথৈ
৪। রৌয়া
৫। কামিল মামুদ
৬ কালাছড়া
৭। রাগনা
৮। কুর্ত্তি

উদয়পুর।

১ কাঁকড়াবন
২। আমতলী
৩। লোলজা
৪। জামজুরী
৫। শালগড়া
৬। রাধাকিশোরপুর
৭। পিত্রা
৮। মহারাণী
৯। মির্জ্জা

সাবরুম।

১। সাবরুম
২। মনু
৩। ছোট খিল
৪। আমলীঘাট
৫। সমরেন্দ্রগঞ্জ

অমরপুর।

১। অমরপুর
২। রাধাকিশোরগঞ্জ নূতন বাজার
৩। অম্পি

সর্ব্বমোট সংখ্যা ৯৩টী।

বর্ত্তমান জগতে যে সকল জাতি শ্রমশিল্পে ও ব্যবসায়ে অগ্রসর এবং উন্নত, তাহারাই ধনী এবং ক্ষমতাশালী। তাই পাশ্চাত্য জাতি সমূহ আজকাল পৃথিবীতে সর্ব্বত্র ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। এই কারণেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ইত্যাদি দেশ সমূহ বর্ত্তমান অর্থনৈতিক জগতের ভাগ্য বিধাতারূপে ঘোষিত হইতেছে। জগতের আর্থিক পরাধীনতা দূর করার জন্যও সর্ব্বত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে। উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত প্রজার ও রাজ্যের আর্থিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যাহাতে এ রাজ্যেও স্থানোপযোগী শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে পারে, এবং রাজ্যের অধিবাসীগণ নানা ব্যবসায় দ্বারা আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষীদের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। যান চলাচলোপযোগী রাস্তা তৈয়ারী এবং নদীপথ সমূহ পরিষ্কার করিলে এ রাজ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির বহু সম্ভাবনা আছে। যাতায়াতের পথ সমূহ সুগম হইলে কৃষিও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে সমগ্র রাজ্যের মাত্র এক দশমাংশ স্থান কৃষির অধীন। পণ্য দ্রব্যাদি রপ্তানীর সুবিধা না থাকায় দুর্গম স্থান সমূহে কৃষি কার্য্য বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। উপযুক্ত রপ্তানী পথের অভাবে বহু বনজ সম্পদ অদ্যাপি মনুষ্য হস্তস্পর্শিত হইবার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত আছে।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে তুলা ও তৈল-বীজাদি হইতে এবং বনজাত দ্রব্যাদির মধ্যে বাঁশ, বেত, ও কাঠ দ্বারা এ রাজ্যে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান খোলা যাইতে পারে রাজ সরকার এ বিষয়ে মনযোগী হইলে রাজ্য মধ্যে এই শ্রেণীর শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান অচিরেই স্থাপিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

এই রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে কি কি শ্রেণীর ব্যবসায়ে কত সংখ্যক ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া গেল।

১।	কাঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদির ব্যবসায়ে	৮২২ জন
২।	খাদ্য দ্রব্য সংক্রান্ত ব্যবসায়ে	১,৩২১ ,,
৩।	কুসীদ জীবীগণ	৩৩২ ,,
৪।	বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ	৮৬ ,,
৫।	বাসনপত্র এবং বিলাস সামগ্রীর ব্যবসায়ে	১২৯ ,,
৬।	অন্যান্য নানা শ্রেণীর ব্যবসায়	৪২৮ ,,

[illegible]বিকা

এই রাজ্যের সকল প্রকার কর্ম্মচারীগণকেই রাষ্ট্র শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কেবল মাত্র সৈন্য, পুলিশ এবং শাসন কর্ত্তা (Executive officers) যথা—জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে রাষ্ট্র শাসন বিভাগে ধরা হইয়াছে। বনবিভাগের কর্ম্মচারীগণকে উপবিভাগ (১,গ) ভুক্ত করা হইয়াছে।

ডাক্তার এবং শিক্ষকগণকেও যথাক্রমে অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়ী এবং শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে গণনা করা হইয়াছে।

এই রাজ্যের সিপাহীগণের সংখ্যা ৩১৩ জন, পুলিশ কনেষ্টবলের সংখ্যা ২৬৩ জন এবং গ্রাম্য চৌকিদার আছে ৪৫ জন মাত্র। রাষ্ট্রশাসন কার্য্যে নিযুক্ত আছে ৭০ জন। বিদ্যা সংক্রান্ত পেশা গুলিকে—ধর্ম্ম, আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও কলা বিদ্যা, এই কয়টী উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে বিদ্যা সংক্রান্ত উপজীবিকা দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারীদের সংখ্যা উল্লিখিত হইল।

১।	পুরোহিত, আচার্য্য ইত্যাদি	৩৫০
২।	উকীল ও মুহুরি	৬২
৩।	চিকিৎসক	২৭[illegible]
৪।	শিক্ষক	৩২৮
৫।	বৈজ্ঞানিক ও কলা রাসায়নিকগণ	২[illegible]

এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অসাবধানতা বশতঃ অনেক সরকারী কর্ম্মচারীর পেশা লিখিবার কালে কেবল মাত্র "চাকুরী" লেখার জন্য, নির্দ্ধারিত রাজকর্ম্মচারীদের সংখ্যা নির্ভুল হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে।

কাঁচা মাল উৎপাদন, দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ এবং রাষ্ট্রশাসন ও বিদ্যা সংক্রান্ত উপজীবিকাগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ প্রকারের উপজীবিকা সমূহ দ্বারা ৪,৯৭০ জন ব্যক্তি জীবিকার্জ্জন করিতেছে, এবং ইহাদের সহায়তাকারী পোষ্যগণের সংখ্যা ২৩১ জন। এই শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা নিজের আয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, (যথা—বৃত্তি অথবা পেন্সনভোগীগণ) তাহাদের এবং চাষের জমী ব্যতীত অন্যান্য জমীর মালীকগণের সংখ্যা ১১০ জন। গৃহস্থ ঘরে চাকুরী দ্বারা যাহারা কালাতিপাত করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা ১,৩৭০ জন।

পূর্ব্বে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের পেশা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং অস্পষ্ট ভাবে বিবৃত পেশাগুলির দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারীদের সংখ্যা ২,৩১৪ জন। পেশা লিখিবার কালে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট ভাষায় উহা লিখিবার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও অসাবধানতা বশতঃ উপরোক্ত ২,৩১৪ জন ব্যক্তির পেশা লিখিবার কালে সাধারণ ও অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা পেশা লিখিত হওয়ায়, ইহাদিগকে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাগুলির অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধা হয় নাই। এই শ্রেণীর মধ্যে দ্রব্য প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারগণের সংখ্যা ৪৪ জন। ইহাদের পেশা লিখিবার কালে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করে, কি শ্রেণীর ব্যবসায় অথবা ঠিকাদারী করে, তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল।

খাজাঞ্চি, হিসাব রক্ষক বা কেরাণীরূপে যাহারা দোকানে, গুদামে বা অফিসে কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা ১,৩১৯ জন। এই ক্ষেত্রেও কি প্রকারের

দোকান, গুদাম বা অফিস তাহা উল্লেখ করিলে এই শ্রেণীর ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতনা। মজুর বা শ্রমিকগণ মধ্যে কতক লোক কি শ্রেণীর মজুরীদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা ৯৫১ জন, পেশার স্থানে কেবল মাত্র "মজুরী" শব্দটী না লিখিয়া পরিষ্কারভাবে কি শ্রেণীর মজুরী তাহা লিখা উচিত ছিল।

পূর্ব্বে যে সমুদয় পেশা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদিগের দ্বারা দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধন সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথা—কৃষি জীবীগণের দ্বারা উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা দেশে ধনাগম হয়, তদ্রূপ শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারাও প্রত্যক্ষ ভাবে দেশে ধন সৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানা শ্রেণীর চাকুরী বা ব্যবসা দ্বারাও পরোক্ষভাবে ধনাগম হয়। কিন্তু কতিপয় উপজীবিকা আছে, যদ্দ্বারা দেশে কোন প্রকারের ধনাগম হয় না ; এই শ্রেণীর ধন অনুৎপাদক পেশা সমূহের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারীদের সংখ্যা এ রাজ্যে ১,১৭৬ জন। ইহাদের সহায়তাকারী পোষ্যও ১১১ জন। তন্মধ্যে ভিক্ষুক এবং বেকারগণের সংখ্যা ১,১০৮ জন। জেলখানা এবং দরিদ্রাবাস ইত্যাদিতে বাসিন্দাগণের সংখ্যা ৫৪ জন এবং বেশ্যা ১৪ জন। সমগ্র জন সংখ্যার হাজারকরা ৩ জন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যাহাতে দেশে ধনাগম হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করা রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণের বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

চা

চা অতি সুস্বাদু পানীয়। বহু শতাব্দী হইতে চীন দেশে ইহা প্রতি গৃহে পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চীন দেশ হইতেই চাএর প্রচলন জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান কালে জগতের সর্ব্বত্র চাএর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভারতের উৎপন্ন চা অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং জগতের চাএর চাহিদার প্রায় বার আনা অংশ আজ কাল ভারতবর্ষ মিটাইতেছে। বাংলার দার্জ্জিলিং অঞ্চলে এবং আসাম প্রদেশে বহু চা বাগান স্থাপিত হইয়াছে।

এই রাজ্যের জমীর অবস্থাও চা কৃষির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর বিভাগের পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ রাজ্য ভুক্ত স্থান সমূহে বহু কাল পূর্ব্ব হইতে অনেক চা বাগান স্থাপিত হইয়াছিল।

য়ুরোপীয় মহা যুদ্ধের পর বাংলা দেশে যখন নূতন নূতন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাড়া পড়িয়া যায়, তখন (১৩২৬ ত্রিং সনে) এরাজ্যে সর্ব্ব প্রথম কৈলাসহর বিভাগে হীরা ছড়া নামক একটী চা বাগান খোলা হয়। তৎকালে চাএর ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক দেখিয়া এবং আসাম অথবা বাংলায় অন্যান্য স্থানে

ডাক্তার এবং শিক্ষকগণকেও যথাক্রমে অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়ী এবং শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে গণনা করা হইয়াছে।

এই রাজ্যের সিপাহীগণের সংখ্যা ৩১৩ জন, পুলিশ কনেষ্টবলের সংখ্যা ২৬৩ জন এবং গ্রাম্য চৌকিদার আছে ৪৫ জন মাত্র। রাষ্ট্রশাসন কার্য্যে নিযুক্ত আছে ৭০ জন। বিদ্যা সংক্রান্ত পেশা গুলিকে—ধর্ম্ম, আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও কলা বিদ্যা, এই কয়টী উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে বিদ্যা সংক্রান্ত উপজীবিকা দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারীদের সংখ্যা উল্লিখিত হইল।

১।	পুরোহিত, আচার্য্য ইত্যাদি	৩৫০
২।	উকীল ও মুহুরি	৬২
৩।	চিকিৎসক	২৭৭
৪।	শিক্ষক	৩২৮
৫।	বৈজ্ঞানিক ও কলা রাসায়নিকগণ	২১০

এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অসাবধানতা বশতঃ অনেক সরকারী কর্ম্মচারীর পেশা লিখিবার কালে কেবল মাত্র "চাকুরী" লেখার জন্য, নির্দ্ধারিত রাজকর্ম্মচারীদের সংখ্যা নির্ভুল হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে।

কাঁচা মাল উৎপাদন, দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ এবং রাষ্ট্রশাসন ও বিদ্যা সংক্রান্ত উপজীবিকাগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ প্রকারের উপজীবিকা সমূহ দ্বারা ৪,৯৭০ জন ব্যক্তি জীবিকার্জ্জন করিতেছে, এবং ইহাদের সহায়তাকারী পোষ্যগণের সংখ্যা ২৩১ জন। এই শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা নিজের আয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, (যথা—বৃত্তি অথবা পেন্সনভোগীগণ) তাহাদের এবং চাষের জমী ব্যতীত অন্যান্য জমীর মালীকগণের সংখ্যা ১১০ জন। গৃহস্থ ঘরে চাকুরী দ্বারা যাহারা কালাতিপাত করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা ১,৩৭০ জন।

পূর্ব্বে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের পেশা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং অস্পষ্ট ভাবে বিবৃত পেশাগুলির দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারীদের সংখ্যা ২,৩১৪ জন। পেশা লিখিবার কালে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট ভাষায় উহা লিখিবার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হওয়া সত্বেও অসাবধানতা বশতঃ উপরোক্ত ২,৩১৪ জন ব্যক্তির পেশা লিখিবার কালে সাধারণ ও অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা পেশা লিখিত হওয়ায়, ইহাদিগকে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাগুলির অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধা হয় নাই। এই শ্রেণীর মধ্যে দ্রব্য প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারগণের সংখ্যা ৪৪ জন। ইহাদের পেশা লিখিবার কালে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করে, কি শ্রেণীর ব্যবসায় অথবা ঠিকাদারী করে, তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল।

খাজাঞ্চি, হিসাব রক্ষক বা কেঁরাণীরূপে যাহারা দোকানে, গুদামে বা অফিসে কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা ১,৩১৯ জন। এই ক্ষেত্রেও কি প্রকারের

দোকান, গুদাম বা অফিস তাহা উল্লেখ করিলে এই শ্রেণীর ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতনা। মজুর বা শ্রমিকগণ মধ্যে কতক লোক কি শ্রেণীর মজুরীদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা ৯৫১ জন, পেশার স্থানে কেবল মাত্র "মজুরী" শব্দটী না লিখিয়া পরিষ্কারভাবে কি শ্রেণীর মজুরী তাহা লিখা উচিত ছিল।

পূর্ব্বে যে সমুদয় পেশা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদিগের দ্বারা দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধন সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথা—কৃষি জীবীগণের দ্বারা উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা দেশে ধনাগম হয়, তদ্রূপ শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারাও প্রত্যক্ষ ভাবে দেশে ধন সৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানা শ্রেণীর চাকুরী বা ব্যবসা দ্বারাও পরোক্ষভাবে ধনাগম হয়। কিন্তু কতিপয় উপজীবিকা আছে, যদ্দ্বারা দেশে কোন প্রকারের ধনাগম হয় না ; এই শ্রেণীর ধন অনুৎপাদক পেশা সমূহের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারীদের সংখ্যা এ রাজ্যে ১,১৭৬ জন। ইহাদের সহায়তাকারী পোষ্যও ১১১ জন। তন্মধ্যে ভিক্ষুক এবং বেকারগণের সংখ্যা ১,১০৮ জন। জেলখানা এবং দরিদ্রাবাস ইত্যাদিতে বাসিন্দাগণের সংখ্যা ৫৪ জন এবং বেশ্যা ১৪ জন। সমগ্র জন সংখ্যার হাজারকরা ৩ জন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যাহাতে দেশে ধনাগম হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করা রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণের বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

চা

চা অতি সুস্বাদু পানীয়। বহু শতাব্দী হইতে চীন দেশে ইহা প্রতি গৃহে পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চীন দেশ হইতেই চাএর প্রচলন জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান কালে জগতের সর্ব্বত্র চাএর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভারতের উৎপন্ন চা অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং জগতের চাএর চাহিদার প্রায় বার আনা অংশ আজ কাল ভারতবর্ষ মিটাইতেছে। বাংলার দার্জ্জিলিং অঞ্চলে এবং আসাম প্রদেশে বহু চা বাগান স্থাপিত হইয়াছে।

এই রাজ্যের জমীর অবস্থাও চা কৃষির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর বিভাগের পার্শ্ববর্ত্তী বৃটীশ রাজ্য ভুক্ত স্থান সমূহে বহু কাল পূর্ব্ব হইতে অনেক চা বাগান স্থাপিত হইয়াছিল।

য়ুরোপীয় মহা যুদ্ধের পর বাংলা দেশে যখন নূতন নূতন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাড়া পড়িয়া যায়, তখন (১৩২৬ ত্রিং সনে) এরাজ্যে সর্ব্ব প্রথম কৈলাসহর বিভাগে হীরা ছড়া নামক একটী চা বাগান খোলা হয়। তৎকালে চাএর ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক দেখিয়া এবং আসাম অথবা বাংলায় অন্যান্য স্থানে

চা কৃষির উপযোগী স্থানের অভাবে, এরাজ্যের বিস্তীর্ণ অকর্ষিত ভূমির প্রতি বাংলা দেশের ধনী মহাজনদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। মহাযুদ্ধের পর বাংলা দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে ; এই সঙ্গে সঙ্গে এরাজ্যের চা বাগান খোলার জন্যও বহু যৌথ কারবারের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৩২৬ ত্রিং সনের পর দেখিতে দেখিতে এরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে বহু চা বাগান স্থাপিত হইতে লাগিল। উত্তরাঞ্চলে এবং সদর বিভাগেই চা বাগান অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৪ চৌদ্দ বৎসর পর ১৩৪০ ত্রিং সনে এরাজ্যে চা বাগানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ৫০টী। ১৩৪০ ত্রিং সনে বিভিন্ন বিভাগে কতকগুলি চা বাগান ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

সদর	২২
কৈলাসহর	১৮
খোয়াই	২
ধর্ম্মনগর	৭
সাবরুম	১
মোট	৫০

এই ৫০টী চা বাগানে প্রায় ৮,৩৮৬ একর ভূমি চাএর গাছ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ খৃস্টাব্দ পর্য্যন্ত এ রাজ্যে কি পরিমাণ চা উৎপন্ন হইয়াছিল, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।

১৯২৩ খৃঃ	২,২৫,৫৩১ পাউণ্ড
১৯২৪ ,,	৩,৩৮,২৭২ ,,
১৯২৫ ,,	৫,৬০,৫৬৮ ,,
১৯২৬ ,,	৮,২০,৬১৫ ,,
১৯২৭ ,,	৯,৪০,০৬২ ,,
১৯২৮ ,,	১০,৫৭,৪০৮ ,,
১৯২৯ ,,	১৪,০২,৭২৫ ,,
১৯৩০ ,,	১২,৪৯,৩৭৪ ,,

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবী ব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের ফলে সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাই খারাপ হইয়া পড়ায়, চাএর ব্যবসায়েও সঙ্গে সঙ্গে মন্দা পড়িয়াছে। আর্থিক সঙ্কটের ফলে চাএর চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ অবধি চাএর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাস কালে এরাজ্যে চা বাগানের সংখ্যা ছিল ৩৬টী এবং উহাতে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মোট ৫,০০৫ জন। তন্মধ্যে ২৬৪০ জন পুরুষ এবং ২৩৬৫ জন স্ত্রীলোক। ১৩৪০ ত্রিং সনের সেন্সাসে

বাগানের সংখ্যা ৫০টী এবং উহাতে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা মোট ৫,৪৫১ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ২,৮৯৬ জন এবং স্ত্রীলোক ২,৫৫৫ জন বলিয়া জানা যায়। ঐ ৫,৪৫১ জন ব্যক্তি ব্যতীতও ৪৫ জন ব্যক্তি সহায়তাকারী পোষ্যরূপে চা বাগানে কাজ করিতেছে। চা বাগানের মজুরদের মধ্যে অধিকাংশই বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ, মান্দ্রাজ এবং মধ্য প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছে। এ রাজ্যের আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি চা বাগানের কাজে নিযুক্ত আছে।

সুখের বিষয় এই, রাজ্যের সকল চা বাগানই দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এবং যৌথ কারবারগুলির অংশীদারগণও সকলেই ভারতীয়। বিগত ১৩৩৯ ত্রিং সনে ১৭,১১০ মণ এবং ১৩৪০ ত্রিং সনে ১৫,৩১০ মণ চা রপ্তানী হইয়াছে। রপ্তানী কৃত চার মূল্য যথাক্রমে ৬,৮৪,৪০০৲ এবং ৪,৫৯,৩০০ টাকা।

বর্ত্তমান কালে চার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িলেও অটোয়া চুক্তির ফলে শীঘ্রই চাএর চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে ব্যবসায়ের অবস্থাও অধিকতর লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই। এরাজ্যের বহু স্থানে এখনো চা বাগানের উপযোগী বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড রহিয়াছে। পৃথিবী ব্যাপী বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কট দূরীভূত হইলে অচিরেই আরো বহু চা বাগান এরাজ্যে স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চা কৃষির উপযোগী স্থানের অভাবে, এরাজ্যের বিস্তীর্ণ অকর্ষিত ভূমির প্রতি বাংলা দেশের ধনী মহাজনদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। মহাযুদ্ধের পর বাংলা দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; এই সঙ্গে সঙ্গে এরাজ্যের চা বাগাম খোলার জন্যও বহু যৌথ কারবারের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৩২৬ ত্রিং সনের পর দেখিতে দেখিতে এরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে বহু চা বাগান স্থাপিত হইতে লাগিল। উত্তরাঞ্চলে এবং সদর বিভাগেই চা বাগান অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৪ চৌদ্দ বৎসর পর ১৩৪০ ত্রিং সনে এরাজ্যে চা বাগানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ৫০টী। ১৩৪০ ত্রিং সনে বিভিন্ন বিভাগে কতকগুলি চা বাগান ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

সদর	২২
কৈলাসহর	১৮
খোয়াই	২
ধর্ম্মনগর	৭
সাবরুম	১
মোট	৫০

এই ৫০টী চা বাগানে প্রায় ৮,৩৮৬ একর ভূমি চাএর গাছ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ রাজ্যে কি পরিমাণ চা উৎপন্ন হইয়াছিল, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।

১৯২৩ খৃঃ	২,২৫,৫৩১ পাউণ্ড
১৯২৪ ,,	৩,৩৮,২৭২ ,,
১৯২৫ ,,	৫,৬০,৫৬৮ ,,
১৯২৬ ,,	৮,২০,৬১৫ ,,
১৯২৭ ,,	৯,৪০,০৬২ ,,
১৯২৮ ,,	১০,৫৭,৪০৮ ,,
১৯২৯ ,,	১৪,০২,৭২৫ ,,
১৯৩০ ,,	১২,৪৯,৩৭৪ ,,

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবী ব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের ফলে সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাই খারাপ হইয়া পড়ায়, চাএর ব্যবসায়েও সঙ্গে সঙ্গে মন্দা পড়িয়াছে। আর্থিক সঙ্কটের ফলে চাএর চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ অবধি চাএর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাস কালে এরাজ্যে চা বাগানের সংখ্যা ছিল ৩৬টী এবং উহাতে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মোট ৫,০০৫ জন। তন্মধ্যে ২৬৪০ জন পুরুষ এবং ২৩৬৫ জন স্ত্রীলোক। ১৩৪০ ত্রিং সনের সেন্সাসে

বাগানের সংখ্যা ৫০টী এবং উহাতে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা মোট ৫,৪৫১ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ২,৮৯৬ জন এবং স্ত্রীলোক ২,৫৫৫ জন বলিয়া জানা যায়। ঐ ৫,৪৫১ জন ব্যক্তি ব্যতীতও ৪৫ জন ব্যক্তি সহায়তাকারী পোষ্যরূপে চা বাগানে কাজ করিতেছে। চা বাগানের মজুরদের মধ্যে অধিকাংশই বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ, মান্দ্রাজ এবং মধ্য প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছে। এ রাজ্যের আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি চা বাগানের কাজে নিযুক্ত আছে।

সুখের বিষয় এই, রাজ্যের সকল চা বাগানই দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এবং যৌথ কারবারগুলির অংশীদারগণও সকলেই ভারতীয়। বিগত ১৩৩৯ ত্রিং সনে ১৭,১১০ মণ এবং ১৩৪০ ত্রিং সনে ১৫,৩১০ মণ চা রপ্তানী হইয়াছে। রপ্তানী কৃত চার মূল্য যথাক্রমে ৬,৮৪,৪০০৲ এবং ৪,৫৯,৩০০ টাকা।

বর্ত্তমান কালে চার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িলেও অটোয়া চুক্তির ফলে শীঘ্রই চাএর চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে ব্যবসায়ের অবস্থাও অধিকতর লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই। এরাজ্যের বহু স্থানে এখনো চা বাগানের উপযোগী বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড রহিয়াছে। পৃথিবী ব্যাপী বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কট দূরীভূত হইলে অচিরেই আরো বহু চা বাগান এরাজ্যে স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৩৪০ ত্রিং সন হইতে ১৩০০ ত্রিং সন পর্য্যন্তের

ইম্পিরিয়াল ও প্রভিন্সিয়াল

টেবল সমূহ।

ইম্পিরিয়াল টেবল ১নং

১৩৪০ ত্রিং (১৯৩১ খৃঃ)

আয়তন, থানা এবং জন সংখ্যা।

রাজ্য	বর্গ মাইলে আয়তন	সংখ্যা		জনপূর্ণ বসত বাটীর সংখ্যা			জন সংখ্যা								
							পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ে			পুরুষ			স্ত্রীলোক		
		সহরের	গ্রামের	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,১১৬	১	৩,৬৫২	৭২,৩১৮	১,৬১২	৭০,৭০৬	৩,৮২,৪৫০	৯,৫৮০	৩,৭২,৮৭০	২,০২,৯৩২	৫,৫৪৭	১,৯৭,৩৮৫	১,৭৯,৫১৮	৪,০৩৩	১,৭৫,৪৮৫

ইম্পিরিয়াল টেবল ২নং

১৮৭২ খৃঃ অব্দ হইতে জন সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি।

রাজ্য	জন সংখ্যা							—হ্রাস অথবা বৃদ্ধি+						মোট হ্রাস বা বৃদ্ধি	
	১৯৩১ খৃঃ অথবা ১৩৪০ ত্রিং সনে	১৯২১ খৃঃ অথবা ১৩৩০ ত্রিং সনে	১৯১১ খৃঃ অথবা ১৩২০ ত্রিং সনে	১৯০১ খৃঃ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনে	১৮৯১ খৃঃ অথবা ১৩০০ ত্রিং সনে	১৮৮১ খৃঃ অথবা ১২৯০ ত্রিং সনে	১৮৭২ খৃঃ অথবা ১২৮১ ত্রিং সনে	১৩৩০ ত্রিং হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন	১৩২০ ত্রিং হইতে ১৩৩০ ত্রিং সন	১৩১০ ত্রিং হইতে ১৩২০ ত্রিং সন	১৩০০ ত্রিং হইতে ১৩১০ ত্রিং সন	১২৯০ ত্রিং হইতে ১৩০০ ত্রিং সন	১২৮১ ত্রিং হইতে ১২৯০ ত্রিং সন	১২৯০ ত্রিং হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন	১২৮১ ত্রিং হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন
ত্রিপুরা রাজ্য	৩,৮২,৪৫০	৩,০৪,৪৩৭	২,২৯,৬১৩	১,৭৩,৩২৫	১,৩৭,৪৪২	৯৫,৬৩৭	৩৫,২৬২	+৭৮,০১৩	+৭৪,৮২৪	+৫৬,২৮৮	+৩৫,৮৮৩	+৪১,৮০৫	+৬০,৩৭৫	+২,৮৬,৮১৩	+৩,৪৭,১৮৮

ত্রিপুরা রাজ্য	রাজ্য	
২,০২,৯৩২	১৩৪০ ত্রিং (১৯৩১ খৃঃ)	মোট পুরুষ সংখ্যা
১,৬১,৫১৫	১৩৩০ ত্রিং (১৯২১ খৃঃ)	
১,২১,৮২০	১৩২০ ত্রিং (১৯১১ খৃঃ)	
৯২,৪৯৫	১৩১০ ত্রিং (১৯০১ খৃঃ)	
৭১,৫৯৬	১৩০০ ত্রিং (১৮৯১ খৃঃ)	
৫১,৪৫৮	১২৯০ ত্রিং (১৮৮১ খৃঃ)	
১৮,২৬২	১২৮১ ত্রিং (১৮৭২ খৃঃ)	
১,৭৯,৫১৮	১৩৪০ ত্রিং (১৯৩১ খৃঃ)	মোট স্ত্রীলোক সংখ্যা
১,৪২,৯২২	১৩৩০ ত্রিং (১৯২১ খৃঃ)	
১,০৭,৭৯৩	১৩২০ ত্রিং (১৯১১ খৃঃ)	
৮০,৮৩০	১৩১০ ত্রিং (১৯০১ খৃঃ)	
৬৫,৮৪৩	১৩০০ ত্রিং (১৮৯১ খৃঃ)	
৪৪,১৭৯	১২৯০ ত্রিং (১৮৮১ খৃঃ)	
১৭,০০০	১২৮১ ত্রিং (১৮৭২ খৃঃ)	

ইম্পিরিয়াল টেবল ৩নং

জন সংখ্যানুপাতে সহর এবং গ্রাম সমূহের শ্রেণী বিভাগ।

রাজ্য	সহর এবং মৌজা সমূহের মৌট সংখ্যা	মোট জন সংখ্যা	৫০০ এর নিম্নে		৫০০—১,০০০		১০০০—২,০০০		২০০০—৫০০০		৫০০০—১০,০০০		রেল পথে, নৌকায়, ষ্টীমারে অথবা রাস্তায় ভ্রমণকারী পথিক এবং অস্থায়ীভাবে বসবাস কারী কুলী যাহারা এই শ্রেণী বিভাগ-কালে বর্জ্জিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা।
			গ্রামের সংখ্যা	জন সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জন সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জন সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জন সংখ্যা	সহরের সংখ্যা	জন সংখ্যা	
ত্রিপুরা রাজ্য	৩,৩৮৩	৩,৮২,৭৫০	৩,২৭৬	২,৭৮,৮০৭	৮৭	৫৯,০৬০	১৯	২৪,৯৪৩	...	...	১	৯,৫৮০	৬০

ইম্পিরিয়াল টেবল ৪নং

১৮৭২ খৃঃ হইতে ১৯০১ খৃঃ পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ ভেদে সহরের জনসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি।

	সহরের নাম	আগরতলা
মোট জনসংখ্যা	১৩৪০ ত্রিং (১৯৩১ খৃঃ)	৯,৫৮০
	১৩৩০ ত্রিং (১৯২১ খৃঃ)	৭,৭৪৩
	১৩২০ ত্রিং (১৯১১ খৃঃ)	৬,৮৩১
	১৩১০ ত্রিং (১৯০১ খৃঃ)	৬,৪১৫
	১৩০০ ত্রিং (১৮৯১ খৃঃ)	...
	১২৯০ ত্রিং (১৮৮১ খৃঃ)	...
	১২৮১ ত্রিং (১৮৭২ খৃঃ)	...
—হ্রাস, বৃদ্ধি+	১৩৩০ হইতে ১৩৪০	+১,৮৩৭
	১৩২০ হইতে ১৩৩০	+৯১২
	১৩১০ হইতে ১৩২০	+৪১৬
	১৩০০ হইতে ১৩১০	+৬,৪১৫
	১২৯০ হইতে ১৩০০	...
	১২৮১ হইতে ১২৯০	...
মোট হ্রাস বা বৃদ্ধি	১২৯০ হইতে ১৩৪০	+৯,৫৮০
	১২৮১ হইতে ১৩৪০	+৯,৫৮০
মোট পুরুষ	১৩৪০ ত্রিং	৫,৫৪৭
	১৩৩০ ত্রিং	৪,৩৩৩
	১৩২০ ত্রিং	৪,১৭৬
মোট স্ত্রীলোক	১৩৪০ ত্রিং	৫,০৩৩
	১৩৩০ ত্রিং	৩,৪১০
	১৩২০ ত্রিং	২,৬৫৫

ইম্পিরিয়াল টেবল ৫ নং

ধর্ম্ম ভেদে সহরের বাসিন্দা স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা।

রাজ্য ও সহর	সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী			হিন্দু			মুসলমান			খৃষ্টান			বৌদ্ধ			শিখ		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য আগরতলা	৯,৬৮০	৫,৬৪৭	৪,০৩৩	৮,[illegible]৬৫	৪,৬৮২	৩,৫৮৩	১,২৯৮	৮৬১	৪৩৭	২	...	২	১	...	১	৪	৪	১০

ইম্পিরিয়াল টেবল ১১নং

জন্ম স্থান

যে রাজ্যে বা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে	গণনাকালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১। মোট জনসংখ্যা	৩,৮২,৪৫০	২,০২,৯৩২	১,৭৯,৫১৮
২। (ক) ভারতে জন্ম	৩,৮১,৯১৬	২, ২,৬৫৩	১,৭৯,২৬৩
৩। (১) বঙ্গে জন্ম	৩,৩৬,০১৩	১,৭৮,৩২৩	১,৫৭,৬৯০
৪। বৃটীশ শাসিত জেলাসমূহে	৬৭,৯৪৬	৩৪,৯৯২	৩২,৯৫৪
৫। ত্রিপুরা রাজ্যে	২,৬৮,০৬৭	১,৪৩,৩৭১	১,২৪,৬৯৬
৬। (২) ভারতের অন্যান্য স্থানে	৪৫,৯০৩	২৪,৩৩০	২১,৫৭৩
৭। বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহে	৩৮,৮৩১	২০,৫১৪	১৮,৩১৭
৮। (১) বৃটীশ রাজ্যে	৩৭,৪২৭	১৯,৭৩৯	১৭,৬৮৮
৯। আসাম	৩৩,২৬২	১৭,৬৭৪	১৫,৫৮৮
১০। বিহার ও উড়িষ্যা	৪,১৫৩	২,০৬১	২,০৯২
১১। বর্ম্মা	১২	৪	৮
১২। (২) দেশীয় রাজ্যসমূহ	১,৪০৪	৭৭৫	৬২৯
১৩। আসামস্থ দেশীয় রাজ্যে	৩২৭	২৯৬	৩১
১৪। বিহার এবং উড়িষ্যাস্থ দেশীয় রাজ্যে	১,০৭৭	৪৭৯	৫৯৮
১৫। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ	৭,০৭২	৩,৮১৬	৩,২৫৬
১৬। (১) বৃটীশ রাজ্য	৫,৮৮৫	৩,১১০	২,৭৭৫
১৭। আজমীঢ় মাড়বার	৯	—	৯
১৮। বোম্বাই	৮২	৫৭	২৫
১৯। মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১,৪৩২	৭৬৯	৬৬৮
২০। দিল্লী	—	—	—
২১। মান্দ্রাজ	২,১৬৬	১,৪০৯	৭৫৭
২২। পাঞ্জাব	৮০	৩৪	৪৬

যে রাজ্যে বা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে	গণনা কালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
২৩। যুক্ত প্রদেশ	২,১১৬	৮৪১	১,২৭৫
২৪। (২) দেশীয় রাজ্য	১,১৮৭	৭০৬	৪৮১
২৫। মধ্য ভারতীয় এজেন্সী	৭৯০	৫০৩	২৮৭
২৬। হায়দ্রাবাদ	২	২	
২৭। পাঞ্জাব	৭	৭	
২৮। রাজপুতানা	১১৮	৭৪	৪৪
*২৯। অন্যান্য দেশীয় রাজ্য	২৭০	১২০	১৫০
৩০। (খ) এসিয়াস্থ অন্যান্য দেশ	৫৩৪	২৭৯	২৫৫
৩১। আফগানিস্থান	৬	৬	—
৩২। নেপাল	৫২৩	২৭০	২৫৩
*৩৩। অন্যান্য দেশসমূহ	৫	৩	২

* চিহ্নিত স্থান সমূহের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জন্মস্থান	ত্রিপুরা রাজ্যে পরিগণিত			
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	
১। বরোদা রাজ্য	৮৫	৬৫	২০	(২৯) অন্যান্য দেশীয় রাজ্যসমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।
২। বোম্বাই দেশীয় রাজ্য	৬৪	৪১	২৩	
৩। মধ্য প্রদেশস্থ দেশীয় রাজ্য	১০৯	২	১০৭	
৪। যুক্ত প্রদেশস্থ ,, ,,	১২	১২	—	(৩৩)
৫। আরব দেশ	১	১	—	অন্যান্য দেশসমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।
৬। শ্যাম দেশ	৪	২	২	

৬নং টেবলের ক্রোড়পত্র।

যাহাদের জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু গণনা কালে বঙ্গ দেশীয় বিভিন্ন জেলাসমূহে অবস্থান করায় ঐ স্থানে পরিগণিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা।

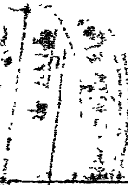
গণনা কালে যেস্থানে অবস্থান করিতেছিল	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
বাংলা দেশ	৬,৫৪৩	৪,৬৮৯	১,৮২৪
১। বর্দ্ধমান জিলা	১৬৫	১২৫	৪০
২। বীরভুম জিলা	৩০	২৬	৪
৩। বাঁকুড়া	৩৯	৩৯	—
৪। মেদিনীপুর	৪৩	৩০	১৩
৫। হুগলী	১,২৯৪	৭৬২	৫৩২
৬। হাওড়া	৪৪	৩৩	১১
৭। ২৪ পরগণা	২১১	১৬৮	৪৩
৮। কলিকাতা	২,৪৫৩	২,১১৬	৩৩৭
৯। নদীয়া	৫৫৬	২২১	৩৩৫
১০। মুর্শিদাবাদ	৪৩	৩০	১৩
১১। যশোহর	১০	৮	২
১২। খুলনা	৭৪	৬৯	৫
১৩। রাজসাহী	৩৩৭	১৮৮	১৪৯
১৪। দিনাজপুর	১৭	১০	৭
১৫। জলপাইগুড়ি	৪৪২	৪৩৩	৯
১৬। দারজিলিং	২৮	২৪	৪
১৭। রংপুর	২১৩	১০১	১১২
১৮। বগুড়া	২৬	২৬	—
১৯। পাবনা	৫	১	৪
২০। মালদহ	৭৪	৫৫	১৯
২১। ঢাকা	২৬০	১০৮	১৫২
২২। ময়মনসিংহ	১	১	—
২৩। ফরিদপুর	৯	২	৭
২৪। বাখরগঞ্জ	২	১	১
২৫। ত্রিপুরা	৫৪	৩৫	১৯
২৬। নোয়াখালি	২৭	১৭	১০
২৭। চট্টগ্রাম	৮	৫	৩
২৮। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১৫	১২	৩
২৯। কুচবিহার রাজ্য	৬০	৪৩	২০

ইম্পিরিয়াল টেবল ৭ নং।

বয়স তারতম্যে এবং স্ত্রী পুরুষ ভেদে বিবাহিত ও অবিবাহিত অবস্থা।

ধর্ম্ম	বয়স	বিবাহিত ও অবিবাহিত জন সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			মৃতদার বা বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ক্রমবিশিষ্ট	৩,৮২,৪৫০	২,০২,৯৩২	১.৭৯,৫১৮	১,৭৪,৫১৮	৯৯,৮৬৭	৭৪,৬৫১	১,৮১,৬৫০	৯৫,৯৩০	৮৫,৮২০	২৬,২৮২	৭,২৩৫	১৯,০৪৭
	০—৫	৬৫,৮০২	৩২,৭৬০	৩৩,০৪২	৬৪,১৫৩	৩১,৯৮১	৩২,১৭২	১,৬০৩	৭৬৪	৮৩৯	৪৬	১৫	৩১
	০—১	১২,৯১৯	৬,৫৩৬	৬,৩৮৩	১২,৪২৫	৬,২৯৪	৬,১৩১	৪৯১	২৪২	২৪৯	৩	—	৩
	১—২	১১,৭২৭	৫,৭৬৭	৫,৯৬০	১১,৫০৮	৫,৬৬৬	৫,৮৪২	২১৭	৯৯	১১৮	২	২	—
	২—৩	১৪,২৪১	৬,৯৭৯	৭,২৬২	১৩,৯৬১	৬,৮৫৬	৭,১০৫	২৭১	১২০	১৫১	৯	৩	৬
	৩—৪	১৩,৮৫০	৬,৯০৮	৬,৯৪২	১৩,৫৩৮	৬,৭৬১	৬,৭৭৭	২৯৬	১৪১	১৫৫	১৬	৬	১০
	৪—৫	১৩,০৬৫	৬,৫৭০	৬,৪৯৫	১২,৭২১	৬,৪০৪	৬,৩১৭	৩২৮	১৬২	১৬৬	১৬	৪	১২
	৫—১০	৫২,৩৩৪	২৭,১৬৫	২৫,১৬৯	৪৮,৭৭৭	২৬,০৭১	২২,৭০৬	৩,৪৫৩	১,০৬৬	২,৩৮৭	১০৪	২৮	৭৬
	১০—১৫	৪৪,৩৫৬	২২,৯৬৭	২১,৩৮৯	৩৬,১৫৭	২১,১০০	১৫,০৫৭	৭,৯২৪	১,৭৯৮	৬,১২৬	২৭৫	৬৯	২০৬
	১৫—২০	৩৫,৫৩৭	১৬,৫৫০	১৮,৯৮৭	১২,৪৬৮	৯,৮২৫	২,৬৩৯	২২,১৬৯	৬,৪৮২	১৫,৬৮৭	৯০৪	২৪৩	৬৬১
	২০—২৫	৩৭,৯৯৬	১৮,১৯৫	১৯,৮০১	৭,৩৩৪	৬,৪১০	৯২৪	২৯,২৫৭	১১,৩৪২	১৭,৯১৫	১,৪০৫	৪৪৩	৯৬২
	২৫—৩০	৩৪,৩৩১	১৮,৮৫৮	১৫,৪৭৩	২,৯৮৬	২,৪৬৪	৫২২	২৯,৪৫০	১৫,৭১২	১৩,৭৩৮	১,৮৯৫	৬৮২	১,২১৩
	৩০—৩৫	২৯,৯৪৪	১৭,৪৮০	১২,৪৬৪	১৮,১০	১,৩৬২	৪৪৮	২৫,৯৪১	১৫,৩৫১	১০,৫৯০	২,১৮৩	৭৬৭	১,৪২৬
	৩৫—৪০	২২,০০৭	১৩,২১৫	৮,৭৯২	৩১৩	২৫১	৬২	১৮,৮৯৪	১২,২১২	৬,৬৮২	২,৮০০	৭৫২	২,০৪৮
	৪০—৪৫	১৭,৯৪৫	১০,৯১২	৭,০৩৩	২১৬	১৭৩	৪৩	১৪,৮৩৭	১০,০২৬	৪,৮১১	২,৮৯২	৭১৩	২,১৭৯

ধর্ম্ম	বয়স	বিবাহিত ও অবিবাহিত জন সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			মৃতদার বা বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	৪৫—৫০	১৩,৪৯৯	৮,২৬৪	৫,২৩৫	৯৮	৭৬	২২	১০,২৮১	৭,৪৬৩	২,৮১৮	৩,১২০	৭২৫	২,৩৯৫
	৫০—৫৫	১০,১৬৬	৬,০২১	৪,১৪৫	৭১	৫৩	১৮	৭,৩২০	৫,৩১৭	২,০১৩	২,৭৬৫	৬৫১	২,১১৪
	৫৫—৬০	৬,৬৯১	৩,৯২৮	২,৭৬৩	৫৬	৪২	১৪	৪,১৬৬	৩,২৩৬	৯৩০	২,৪৬৯	৬৫০	১,৮১৯
	৬০—৬৫	৫,৩৬৯	৩,০৯৩	২,২৭৬	৩৯	৩২	৭	৩,১৫৯	২,৪৯৩	৬৬৬	২,১৭১	৫৬৮	১,৬০৩
	৬৫—৭০	২,৪৩৪	১,৩৬৮	১,০৬৬	১৩	৮	৫	১,২৭৮	১,০১৪	২৬৪	১,১৪৩	৩৪৬	৭৯৭
	৭০—তদূর্দ্ধ	৪,০৩৯	২,১৫৬	১,৮৮৩	৩১	১৯	১২	১,৯০৮	১,৫৫৪	৩৫৪	২,১০০	৫৮৩	১,৫১৭
হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ঃক্রমবিশিষ্ট	২,৬১,৫৮৯	১,৩৭,৮৫৮	১,২৩,৭৩১	১২,২৭.৪০	৬৯,৩৮১	৫৩,৩৬৮	১,২০,৪৯৬	৬২,৭৭১	৫৭,৭২৫	১৮,৩৪৪	৫,৭০৬	১২,৬৩৮
	০—৫	৪৫,৭৯৫	২২,৭৭৯	২৩,০১৬	৪৪,৬৭৮	২২,২২০	২২,৪৫৮	১,০৮০	৫৪৫	৫৩৫	৩৭	১৪	২৩
	০—১	৮,৯৫০	৪,৫৬৩	৪,৩৯০	৪,৬০৪	৪,৩৭৮	৪,২২৬	৩৪৬	১৮৫	১৬১	৩	—	৩
	১—২	৮,০৯২	৩,৯৭১	৪,১২১	৭,৯৪৪	৩,৯০১	৪,০৪৩	১৪৬	৬৮	৭৮	২	২	—
	২—৩	৯,৮৬৪	৪,৮২৩	৫,০৪১	৯,৬৭৫	৪,৭৪১	৪,৯৩৪	১৮১	৭৯	১০২	৮	৩	৫
	৩—৪	৯,৬৭৯	৪,৮২০	৪,৮৫৯	৯,৪৭৩	৪,৭২০	৪,৭৫৩	১৯৫	৯৫	৯৯	১২	৫	৭
	৪—৫	৯,২০৭	৪,৬০২	৪,৬০৫	৮,৯৮২	৪,৪৮০	৪,৫০২	২১৩	১১৮	৯৫	১২	৪	৮
	৫—১০	৩৬,৫২৭	১৮,৭৫২	১৭,৭৭৫	৩৪,৮৫৬	১৮,০০৫	১৬,৮৫১	২,০০৬	৭০৪	১,৩০২	৬৫	২৩	৪২
	১০—১৫	৩০,২৯০	১৫,৫৮১	১৪,৭০৯	২৫,৫৪৯	১৪,৩৭৩	১১,১৭৬	৪,৫৭৬	১,১৪৬	৩,৪৩০	১৬৫	৬২	১০৩
	১৫—২০	২৩,৩১৮	১০,৮২০	১২,১৯৮	৮,৭০৮	৬,৫৬১	২,১৪৫	১৩,৭৪৫	৪,০৮৯	৯,৬৫৪	৫৬৭	১৬৮	৩৯৯
	২০—২৫	২৪,৬৮৬	১১,৮২০	১২,৮২৬	৫,১৫৭	৪,৪০৭	৭৫০	১৮,৫৫৬	৭,১০৮	১১,৪৩৮	৯৪৩	৩০৫	৬৩৮
	২৫—৩০	২৩,০২৭	১২,৪৬৬	১০,৫৬১	২,২০১	২,০৪৯	১৫২	১৯,৪৯৯	৯,৯৩১	৯,৫৬৮	১,৩২৭	৪৮৬	৮৪১
	৩০—৩৫	২০,৩৭৬	১১,৬৭৭	৮,৭৩৯	১,৩১৬	১,২১৭	৯৯	১৭,৫৭০	৯,৮৫১	৭,৭১৯	১,৪৯০	৫৬৯	৯২১



ধর্ম্ম	বয়স	বিবাহিত ও অবিবাহিত জন সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			মৃতদার বা বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী	৩৫—৪০	১৪,৯৫৫	৮,৭৮৭	৬,১৬৮	২৬০	২০৯	৫	১২,৮৮৯	৭,৯৮৬	৪ ৯০৩	১৮.০৬	৫৯২	১,২১৪
	৪০—৪৫	১২,২৪১	৭,২৮২	৪,৯৫৯	১৭২	১৪০	৩২	১০,২৮২	৬,৬৬৬	৩,৬১৬	১,৮৮৭	৫৭৬	১,৩১১
	৪৫—৫০	৯,৫১২	৫,৭৯১	৩,৭২১	৭৫	৬২	১৩	৭.৩২৪	৫,১৪৪	২,১৮০	২.১১৩	৫৮৫	১,৫২৮
	৫০—৫৫	৭,২৬২	৪,২৯০	২,৯৭২	৫৬	৪৬	১০	৫,২৯৩	৩,৭০৭	১,৫৮৬	১,৯১৩	৫৩৭	১,৩৭৬
	৫৫—৬০	৪,৯৫৪	২,৮৯৮	২,০৫৬	৪৯	৪০	৯	৩.০৫১	২,৩০৫	৭৪৬	১ ৮৫৪	৫৫৩	১,৩০১
	৬০—৬৫	৩,৯৭৬	২,২৮৪	১,০৯২	৩৪	২৯	৫	২,৩০২	১,৭৭৯	৫২৩	১,৬৪০	৪৭৬	১,১৬৪
	৬৫—৭০	১.৮১১	১,০০৯	৮০২	১১	৬	৫	৯২৫	৭০৯	২১৬	৮৭৫	২৯৪	৫৮১
	৭০—ঊর্দ্ধে	৩,০৯৯	১,৫৮২	১.৫১৭	২৭	১৫	১২	১,৪১০	১, ০১	৩০৯	১,৬৬২	৪৬৬	১১ ৯৬
মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ঃ ক্রমবিশিষ্ট	১.০৩,৭২০	৫৬,১৪৭	৪৭,৫৭৩	৪২.১৯৩	২৫.৫৭৫	১৬,৬৮৮	৫৪,৪৮৫	২৯,৬৯৭	২৫,০৮৮	৭,০৪২	১,২৪৫	৫,৭৯৭
	০—৫	১৬,৯১১	৮,২৯২	৮.৫১৯	১৬,১১৫	৮,১৮৩	৮,২৩২	৪৮৮	২০৮	২৮০	৮	১	৭
	০—১	৩,৪৪৯	১,৭০৫	১,৭৪৪	৩,৩০৪	১.৬৩৮	১,৬৬৬	১৪৫	৫৭	৮৮	—	—	—
	১—২	৩,০৮৫	১,৫২২	১,৫৬৩	৩,০১৭	১,৪৯১	১,৫২৬	৬৮	৩১	৩৭	—	—	—
	২—৩	৩,৬৮২	১,৮০৫	১,৮৭৭	৩,৫৯৫	১,৭৬৫	১,৮৩৩	৮৩	৪০	৪৩	১	—	১
	৩—৪	৩,৪৮৬	১,৭৩৬	১,৭৫০	৩,৩৯২	১,৬৯৩	১,৬৯৯	৯১	৪২	৪৯	৩	১	২
	৪—৫	৩,২০৯	১,৬২৪	১.৫৮৫	৩,১০৪	১,৫৮৬	১,৫১৮	১০১	৩৮	৬৩	৪	—	৪
	৫—১০	১৩,২১৯	৭,০৭০	৬,১৪৯	১১,৮১৮	৬,৭৪৫	৫,০৭৩	১,৩৬২	৩২০	১,০৪২	৩৯	৫	৩৪
	১০—১৫	১১,৯০৫	৬,২৬৬	৫,৬৩৯	৮,৬২৫	৫,৬৬৪	২,৯৬১	৩,১৭৬	৫৯৫	২,৫৮১	১০৪	৭	৯৭
	১৫—২০	১০,৯৬২	৫,০০২	৫,৯৬০	২,৯৪৯	২,৭১৮	২৩১	৭,৭১৭	২,২২৪	৫,৪৯৩	২৯৬	৬০	২৩৬
	২০—২৫	১১,৭৭৬	৫,৬৭২	৬,১০৪	১,৭৪৬	১,৬৬৪	৮২	৯,৬২৭	৩,৮৯৬	৫,৭৩১	৪০৩	১১২	২৯১

ধর্ম্ম	বয়স	বিবাহিত ও অবিবাহিত জন সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			মৃতদার বা বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী	২৫—৩০	৯,৮৬৩	৫,৬৫৬	৪,২০৭	৩৮৫	৩৪৪	৪১	৮,৯৭০	৫,১৫০	৩,৮২০	৫০৮	১৬২	৩৪৬
	৩০—৩৫	৮,৩৪৬	৫,১৫৫	৩,১৯১	১৪১	১১২	২৯	৭,৫৫৬	৪,৮৭৫	২,৬৮১	৬৪৯	১৬৮	৪৮১
	৩৫—৪০	৬,২২১	৩,৯৬০	২,২৬১	৩৯	৩১	৮	৫,২৫১	৩,৭৯১	১,৪৬০	৯৩১	১৩৮	৭৯৩
	৪০—৪৫	৪,৮৮২	৩,১১০	১,৭৭২	৩২	২৩	৯	৩,৯১৩	২,৯৬৯	৯৪৪	৯৩৭	১১৮	৮১৯
	৪৫—৫০	৩,৩৮৪	২,১১৯	১,২৬৫	১৮	১০	৮	২,৪৬৪	১,৯৯৪	৪৭০	৯০২	১১৫	৭৮৭
	৫০—৫৫	২,৪৩১	১,৪৭৬	৯৫৫	১৩	৫	৮	১,৬৭৪	১,৩৮১	২৯৩	৭৪৪	৯০	৬৫৪
	৫৫—৬০	১,৪৩৬	৮৫৮	৫৭৮	৭	২	৫	৯০৬	৭৮০	১২৬	৫২৩	৭৬	৪৪৭
	৬০—৬৫	১,১৪৫	৬৬১	৪৮৪	৪	৩	১	৬৮৯	৫৮৭	১০২	৪৫২	৭১	৩৮১
	৬৫—৭০	৪৯৮	২৮৫	২১৩	১	১	—	২৭৯	২৪৭	৩২	২১৮	৩৭	১৮১
	৭০—তদূর্দ্ধ	৭৪১	৪৬৫	২৭৬	—	—	—	৪১৩	৩৮০	৩৩	৩২৮	৮৫	২৪৩
খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ঃক্রমবিশিষ্ট	২,৫৯৬	১,৩১৮	১,২৭৮	১,৪৩৪	৮০৫	৬২৯	৯৪০	৪৭৬	৪৬৪	২২২	৩৭	১৮৫
	০—৫	৪৭৭	২৭৩	২০৪	৪৭২	২৭১	২০১	৫	২	৩	—	—	—
	০—১	৬৫	৪০	২৫	৬৫	৪০	২৫	—	—	—	—	—	—
	১—২	৯৪	৫৫	৩৯	৯৪	৫৫	৩৯	—	—	—	—	—	—
	২—৩	১১৪	৬৬	৪৮	১১৩	৬৫	৪৮	১	১	—	—	—	—
	৩—৪	১০৬	৫৮	৪৮	১০৪	৫৭	৪৭	২	১	১	—	—	—
	৪—৫	৯৮	৫৪	৪৪	৯৬	৫৪	৪২	২	—	২	—	—	—
	৫—১০	৩৮৮	২১০	১৭৮	৩৭৪	২০৪	১৭০	১৪	৬	৮	—	—	—
	১০—১৫	৩২৯	১৭০	১৫৯	৩০৮	১৬২	১৪৬	২১	৮	১৩	—	—	—

ধর্ম্ম	বয়স	বিবাহিত বা অবিবাহিত জন সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			মৃতদার বা বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী	১৫—২০	২৪৫	১০৭	১৩৮	১৫৮	৮৮	৭০	৮০	১৮	৬২	৭	১	৬
	২০—২৫	২৩৬	১০২	১৩৪	৯৪	৫৯	৩৫	১৩২	৪১	৯১	১০	২	৮
	২৫—৩০	২২০	১১৪	১০৬	১৮	১৪	৪	১৮৯	৯৬	৯৩	১৩	৪	৯
	৩০—৩৫	১৮৮	১০৫	৮৩	৮	৭	১	১৬৪	৯৫	৬৯	১৬	৩	১৩
	৩৫—৪০	১২৬	৬৫	৬১	১	—	১	১০০	৬১	৩৯	২৫	৪	২১
	৪০—৪৫	১০৮	৫৮	৫০	—	—	—	৮৫	৫৪	৩১	২৩	৪	১৯
	৪৫—৫০	৭৯	৪০	৩৯	—	—	—	৫১	৩৫	১৬	২৮	৫	২৩
	৫০—৫৫	৬৪	২৬	৩৮	—	—	—	৩৭	২১	১৬	২৭	৫	২২
	৫৫—৬০	৪৫	১৬	২৯	—	—	—	২৫	১৪	১১	২০	২	১৮
	৬০—৬৫	৩৯	১৫	২৪	১	—	১	২০	১৩	৭	১৮	২	১৬
	৬৫—৭০	১৩	৫	৮	—	—	—	৬	৪	২	৭	১	৬
	৭০—তদূর্দ্ধে	৩৯	১২	২৭	—	—	—	১১	৮	৩	২৮	৪	২৪
জৈন	সর্ব্ব বয়ঃক্রমবিশিষ্ট	১৪	৪	১০	২	—	২	৭	৪	৩	৫	—	৫
	০—৫	১	—	১	১	—	১	—	—	—	—	—	—
	০—১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	১—২	১	—	১	১	—	১	—	—	—	—	—	—
	২—৩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	৩—৪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	৪—৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ধর্ম্ম	বয়স	বিবাহিত ও অবিবাহিত জন সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			মৃতদার বা বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৫—১০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	১০—১৫	১	—	১	১	—	১	—	—	—	—	—	—
	১৫—২০	১	—	১	—	—	—	১	—	১	—	—	—
	২০—২৫	১	—	১	—	—	—	১	—	১	—	—	—
	২৫—৩০	২	১	১	—	—	—	২	১	১	—	—	—
	৩০—৩৫	২	২	—	—	—	—	২	২	—	—	—	—
	৩৫—৪০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	৪০—৪৫	২	১	১	—	—	—	১	১	—	১	—	১
	৪৫—৫০	২	—	২	—	—	—	—	—	—	২	—	২
	৫০—৫৫	১	—	১	—	—	—	—	—	—	১	—	১
	৫৫—৬০	১	—	১	—	—	—	—	—	—	১	—	১
	৬০—৬৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	৬৫—৭০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	৭০—তদূর্দ্ধে	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ইম্পিরিয়াল টেবল ৮ নং

কতিপয় নির্ব্বাচিত জাতির বিবাহিত ও অবিবাহিত অবস্থা

ক্রমিক নম্বর	জাতি		অবিবাহিত							বিবাহিত							মৃতদার বা বিধবা						
			০—৬ বৎসর	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধে	মোট	০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধে	মোট	০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধে	মোট
১	বৈদ্য	পুরুষ	৬৭	৭১	৩৪	৩৬	১৭	—	২২৫	৫	২	২	৪৩	৬৭	৫৯	১৭৮	—	—	—	—	২	৮	১০
		স্ত্রী	৭৩	৫২	১৬	৫	১	—	১৪৭	—	২	১৩	২৯	৫৯	১৯	১২২	—	—	২	১	১১	২৫	৩৯
২	বৈষ্ণব	পুরুষ	২	১০	—	৩	২	১	১৮	২	১	—	৩	২৪	১৭	৪৭	—	—	—	—	৭	১৩	২০
		স্ত্রী	৮	৫	১	৬	৩	—	২৩	১	১০	৫	১০	১২	৩	৪১	৩	১	৩	১	২১	১৮	৪৭
৩	বাউরি	পুরুষ	১২	১৬	৩১	৭	২	—	৬৮	—	২	২	৩	৫১	১৯	৭৭	১	—	—	১	৮	১০	২০
		স্ত্রী	১৬	১০	১	—	—	—	২৭	—	—	১০	৪	১৪	১১	৩৯	—	—	১	২	৫	৬	১৪
৪	ব্রাহ্মণ	পুরুষ	৩২১	৩২২	১৯৭	১৮১	৯৪	৮	১,১২৩	১১	৩৩	৪৬	১৬০	৭২৭	২৫১	১,২০৮	—	—	—	৮	৩৮	৯০	১৩৬
		স্ত্রী	৩৭৯	২৫০	২৭	১৩	১২	৫	৬৮৬	১১	৪১	৭৪	২৭৪	৩৬৫	৭৩	৮৩৮	—	—	১৪	১৯	১১৬	১৪২	২৯১
৫	চাকমা (হিন্দু)	পুরুষ	৬	৪	২	৪	—	১	১৭	—	—	৩	—	৩	১	৭	—	—	—	—	—	২	২
		স্ত্রী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	১	—	—	—	—	—	—	—

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি		অবিবাহিত							বিবাহিত							মৃতদার বা বিধবা						
			০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট	০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট	০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট
৬	ডোম	পুরুষ	৫৩	২২	১১	১৬	৬	৩	১১১	১	৩	৪	২৩	৪৪	২৯	১০৪	—	—	—	—	৪	১১	১৫
		স্ত্রী	৫২	২৮	৫	১	১	—	৮৭	১	১৮	১৬	৪৪	৯৫	১২	১৮৬	—	৫	১	৪	১৬	৫১	৭৭
৭	কালার	পুরুষ	১৪৭৭	১০৩৪	৩৬৫	৪১৯	১০২	৭	৩৪১১	৪১	৩৬	৪২	৪৪৮	১৪৭১	৮২০	২,৮৫৮	—	১	১	৯	১৫০	১৫০	৩১১
		স্ত্রী	১২৮০	৯৫২	২০৬	৭২	২৫	২	২৫৩৭	২৫	৯৯	১৯৩	৬৪৫	১৩৩১	২২২	২,৫১৫	—	৫	১৬	২৭	৯৯	২৪৮	৩৯৫
৮	জালিয়া কৈবর্ত্ত	পুরুষ	৮	১০	২	৯	—	৩	৩২	—	—	—	৭	৫৩	২৫	৮৫	—	—	—	—	৪	৩	৭
		স্ত্রী	১০	৫	—	—	—	—	১৫	—	৩	৬	৮	১৫	৩	৩৫	—	—	৩	৩	১৯	১৪	৩৯
৯	যোগী	পুরুষ	৫৯২	৫৬৩	২১০	৩৪২	২১২	১০	১৯২৯	২৩	৪১	২৭	১৮৯	১২১৪	৫০৬	২,০০০	২	১	—	৯	১০১	১৯১	৩০৪
		স্ত্রী	৬২৯	৫৩৪	১৬	৪	২	—	১১৮৫	১৪	১৩৫	২০৫	৪২১	৭৫২	২১২	১,৭৩৯	—	৮	২	৫৫	২১৭	১২৩	৪০৫
১০	কায়স্থ	পুরুষ	৮৫৯	৫৮৩	২০২	৩৯৩	১৮৭	২	২২২৬	২৯	৬৬	৭৪	২৮৮	১৭১৬	৭০২	২,৮৭৫	—	—	২	১০	৪৫	৯৭	১৫৪
		স্ত্রী	৩৯৩	৩৪২	৭৬	১১	৬	২	৮২৯	৩০	৬৬	১৩৭	২৮৬	৩৬৭	৭৮	৯৬৪	১	৫	১৯	৩৪	১৫৪	১৮৩	৩৯৬
১১	কোচ	পুরুষ	৮	৪	—	—	—	—	১২	—	৫	২	১০	৩	—	২০	—	—	—	—	—	—	—
		স্ত্রী	১	৬	৩	১	১	—	১২	—	—	২	১	৫	—	৮	—	—	—	—	২	২	৪

ক্রমিক নম্বর	জাতি		অবিবাহিত							বিবাহিত							মৃতদার বা বিধবা						
			০—৭	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট	০—৭	৭—১৪	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট	০—৭	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট
১২	কুকী (হিন্দু)	পুরুষ	১৮৩	১৩৮	৫২	৪২	৮	৪	৪২৭	৪	৬	১৬	৫২	২০৬	৬৪	৩৪৮	—	—	—	—	৮	২০	২৮
		স্ত্রী	১৪৬	৭৮	৩৪	২২	২	৩	২৮৫	৩	১৪	৪২	৭১	১৬০	৩৭	৩২৭	—	১	—	৯	২৭	৩৫	৭২
১৩	লুসাই	পুরুষ	—	—	২	—	—	—	২	—	—	—	—	২	১	৩	—	—	—	—	—	—	—
		স্ত্রী	৩	—	—	১	১	—	৫	—	—	—	৩	৬	১৩	২২	—	—	—	২	—	৭	৯
১৪	মাহিয়া	পুরুষ	৮১	৫৯	২৮	২৯	১৮	২	২১৭	২	৪	১৭	৩৬	১৭৬	১০২	৩৩৭	১	—	—	৭	২৩	২৫	৫৬
		স্ত্রী	৬১	৬০	১৪	২৮	২	১	১৬৬	১০	৩২	৩৬	৪৩	৭৯	৩৭	২৩৭	—	—	—	৬	৪২	৬২	১১০
১৫	মণিপুরী ক্ষত্রিয়	পুরুষ	১,১৯৯	৫৬৩	৩৩১	৫২৩	১৮৬	৪	২,৮০৬	৪১	১২৯	৬১	৩৩২	১,০২৯	৮৪২	২,৪৩৪	—	—	২	২৬	১৮৫	৪১৬	৬২৭
		স্ত্রী	১.৮৬৫	১,৭১০	১৭৮	৬৮	২৩	৭	৩,৮৫১	১৫	১২৮	২২৪	৭৭৫	১,৫৭৭	৪২৪	৩,১৪৩	১	—	৪	১৫৭	৪৪৩	৫৯৭	১,২০২
১৬	নমশূদ্র	পুরুষ	৩৭১	৩১০	৮৮	১৫৮	৪৫	২	৯৭৪	৭	৯	১৫	২৬৭	৮৪৯	৪৮৭	১.৬৩৪	—	—	—	৫	৯৮	১১৭	২২০
		স্ত্রী	৪৪৪	২৯৭	৫১	৮	২	১	৮০৩	৭	১৩১	১২৫	২৩৪	৩৪৫	৪৫	৮৮৭	২	৫	৬	১৫	২০৯	২২৩	৪৬০
১৭	শাহা	পুরুষ	৬১	৩৬	২২	৪১	২৯	৫	১৯৬	১১	৪	২৯	৪৩	২৩৪	৯৪	৪১৫	—	—	—	—	১৪	১৭	৩১
		স্ত্রী	৬২	২৬	১০	৫	২	১	১০৬	—	—	৯	৩১	৬১	১০	১১১	—	—	১	৩	১০	২৯	৪৩

ক্রমিক নম্বর	জাতি		অবিবাহিত							বিবাহিত							মৃতদার বা বিধবা						
			০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট	০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট	০—৬	৭—১৩	১৪—১৬	১৭—২৩	২৪—৪৩	৪৪ এবং তদূর্দ্ধ	মোট
১৮	সাঁওতাল	পুরুষ	৭৬	৬০	৬০	২১	৯	—	২২৬	৬	১৩	১৭	১৮	৫০	৩৩	১৩৭	—	—	২	৩	৯	১৪	২৮
		স্ত্রী	৭৯	৫৬	১৮	৭	—	—	১৬০	৮	৭	৯	৩০	৬৮	২৯	১৫১	—	—	—	—	৬	২৭	৩৩
১৯	ত্রিপুরা	পুরুষ	২০,০৯৪	১৫,৮৭৪	৩,৩৭০	৩,৪০৩	২,৭০৯	৫১	৪৫,৫০৯	২১২	৪৮৮	৬৬৩	৪,৩৪৫	২০,৩২৩	৯,২৪৩	৩৫,২৭৪	৬	৪	২৭	৬৯	৯৭৮	১,৬১২	২,৬৯৬
		স্ত্রী	১৯,৭৭৫	১৩,১৪৫	১,৮০৮	৮২৩	১৮৯	২০	৩৫,৭৬০	৪২৪	১,১৬৬	২,৮২৭	৯,৬৬৫	১৬,৭৫২	৪,৫৩৭	৩৫,৩৭১	৩	১৩	৫০	২০২	১,৬২৪	৪,৪০৮	৬,৩০০
২০	চাষী	পুরুষ	৮	৬	২	—	—	—	১৬	—	—	—	২	১	—	৩	—	—	—	—	—	—	—
		স্ত্রী	১২	৫	২	২	—	—	২১	—	৪	৯	৮	২	৪	২৭	—	—	—	—	১	১	২
২১	সৈয়দ	পুরুষ	৫	১১	৩	৫	—	—	২৪	—	—	১	৮	৮	৪	২১	—	—	—	—	৩	—	৩
		স্ত্রী	৮	১	—	—	—	—	৯	—	—	—	৩	—	১	৪	—	—	—	—	—	১	১
২২	খৃষ্টান	পুরুষ	৩৪৯	২৫২	৭২	১০৪	২৮	—	৮০৫	২	১১	৫	৩২	৩১৫	১১০	৪৭৫	—	—	—	১	১৬	২০	৩৭
		স্ত্রী	২৬২	২১৭	৭৫	৬৬	৮	১	৬২৯	৬	৯	১৭	১০৮	২৬৩	৬১	৪৬৪	—	—	—	১২	৬১	১১২	১৮৫
২৩	চাক্‌মা বৌদ্ধ	পুরুষ	৯৯৫	৭৯২	২১৬	২৭৭	৯০	৯	২,৩৭৯	১১	৩০	২৫	১৪০	১,১৬৩	৬০৩	১,৯৭২	—	—	—	১৫	৫৬	৭২	১৪৩
		স্ত্রী	১,২০৩	৭৭৬	১৬২	৬১	১৭	—	২,১১৯	১৭	৩৪	৮৬	৪৯৬	১,০৪৩	২৪৮	১,৯২৪	—	—	৫	৪	৩২	১৫১	১৯২

ইম্পিরিয়াল টেবল ৯নং
(১ম)

ব্যাধিগ্রস্থ ।

বয়স	পাগল		কালা বোবা		অন্ধ		কুষ্ঠ রোগী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১ বৎসর	—	—	—	—	২	—	—	—
২ „	—	—	—	৩	—	—	১	—
৩ „	—	—	২	—	৪	—	—	—
৪—৬	২	২	১১	৭	৪	২	—	২
৭—১৩	১৩	১৭	২৫	১০	৭	৩	৬	৩
১৪—১৬	৪	৯	৭	৩	১	২	৫	৩
১৭—২৩	২০	১৭	১৮	১২	৯	৬	৬	১
২৪—২৬	৭	১২	১৩	৪	৫	৮	১০	৩
২৭—৩৩	১৯	১৬	১১	৫	৭	১১	১৪	৪
৩৪—৩৬	১২	৫	৭	৩	৩	৫	৯	৭
৩৭—৪৩	১১	৮	৩	৯	১১	৯	১৫	৫
৪৪—৪৬	২	৫	৬	১	৪	৪	৮	১
৪৭—৫৩	৩	৯	৩	৫	১৩	১৩	১১	২
৫৪—৫৬	—	৩	—	১	৪	৩	১	২
৫৭—৬৩	৩	৬	১	৪	১৭	১৭	৪	৫
৬৪—৬৬	১০	৫	১	—	১	৫	১	৩
৬৭—৭৩	২	২	১	২০	৫	১২	২	২
৭৪—ঊর্দ্ধ	৩	৫	১	১১	১৮	১২	৩	৪
মোট ...	১১১	১২১	১১০	১০৩	১১৫	১১২	৯৮	৪৭

ইম্পিরিয়াল টেবল ৯ন
২য়

ব্যাধিগ্রস্থের মোট সংখ্যা			পাগল			কালা বোবা			অন্ধ			কুষ্ঠ		
মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
৮১৩	৪৩৪	৩৭৯	২৩২	১১১	১২১	২১৩	১১০	১০৩	২২৭	১১৫	১১২	১৪৫	৯৮	৪৭

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৫ নং

বৃত্তি অথবা জীবিকার্জ্জনের উপায়।

রাজ্য	মোট লোকসংখ্যা	সর্ব্ব প্রকার উপজীবিকা							
		মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		নিকর্ম্মা পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	৩,৮২,৪৫০	৮০,৯৮৪	৮,৯১০	৫,৪৩৭	১১,৬৯৭	৯,১৬,৫১১	১,৫৮,৯১১	৯,২২৮	৭৫২

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
(অ) শ্রেণী।						
কাঁচা মাল উৎপন্নকারী	৬৯,৬৩২	৬,৩৯৯	৫,০৪৩	৭,১৮৮	৮,২০২	৭২৪
(ক) বিভাগ						
জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারী	৬৯,৬৩২	৬,৩৯৯	৫,০৪৩	৭,১৮৮	৮,২০২	৭২৪
উপবিভাগ (১)						
গোচারণ ভূমি রক্ষক ও কৃষক ...	৬৯,৫৯৩	৬,৩৯৮	৫,০৪৩	৭,১৮৮	৮,১৯৯	৭২৪
উপবিভাগ (১ ক)						
সাধারণ কৃষক	৬৬,২৩১	৩,৮৩৪	৪,৫৪৭	৭,০৭৮	৮,১২৬	৬৯২
খাজানা বাবৎ অর্থ অথবা শস্য আদায়কারী জমীর মালিক (স্বহস্তে চাষ করে না) ...	১,১০৮	৩৭০	২	৩	২২৪	১০
বেসরকারী জমীর মালিকের এজেন্ট এবং ম্যানেজারগণ	২৪	—	১	—	৮	—
খাজানা আদায়কারী তহশীলদার, কেরাণী ইত্যাদি	১৭৩	—	৬	—	৪১	—
জমীর মালিক চাষী কৃষক	৩৮,১৬৮	১,৫১০	—	—	৫,৩৮১	২৪৪

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
রায়ত কৃষক	২,৫৩৮	১০৮	—	—	৪০৩	২০
কৃষি মজুর	৬,৭২৬	৪৬৪	৩ ৩২৬	১,৭৬৮	৫২৬	৯৯
উপবিভাগ (১ খ)						
বিশেষ শস্য উৎপন্নকারী কৃষক ...	২,৯৫৯	২,৫৫৫	১৮	২৭	৪৪	৩০
পান ক্ষেত্র	৪৬	—	—	—	—	—
চা	২,৮৭৬	২,৫৫৫	১৮	১৭	৪৪	৩০
ফল ফুল উৎপন্নকারী	১৫	—	—	—	—	—
উপবিভাগ (১ গ)						
অরণ্য সংরক্ষক	২৩০	—	২	—	২৮	২
ফরেষ্ট অফিসার রেঞ্জার, গার্ড ইত্যাদি ...	১০৪	—	১	—	২৭	১
কাঠুরিয়া ও কাঠ কয়লা প্রস্তুতকারী ...	১২৬	—	১	—	৫	১
উপবিভাগ (১ ঘ)						
গো, মহিষ পালক ও রাখাল ..	১৭৩	৯	৪৭৬	৮৭	১	—
উপবিভাগ (২)						
শিকারী ও মৎস্যজীবী	৩৯	১	—	—	৩	—
মৎসাজীবী ও মুক্তা সংগ্রহকারী ...	৩৫	১	—	—	৩	—
শিকারী	৪	—	—	—	—	—
(আ) শ্রেণী।						
দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহকারী ...	৫,৬৫০	১,৩৭৯	২৬৩	৪,৩৯২	৫০৯	২৫
(থ) বিভাগ						
শ্রম ও শিল্প	১,২৩০	১,১০৬	১৩০	৪,৩৫২	৯৪	৭
উপবিভাগ (৩)						
বয়ন ও শিল্প	৯৯	৮৬২	১১২	৪,৩৩৬	১৭	৪
তুলার বীচি ছাড়ান, পরিষ্কার করা, গাট বাঁধা ইত্যাদি শিল্প কার্য্য	১০	—	—	—	—	—
সূতা কাটা ও বয়ন ইত্যাদি... ...	৮৭	৮৬২	১১২	৪,৩৩৫	১৬	৪
রজ্জু তৈয়ার	১	—	—	১	১	—
বস্ত্রাদি রঞ্জন, ধৌত ও মুদ্রণ ...	১	—	—	—	—	—
উপবিভাগ (৪)						
দারু শিল্প	২৮২	৯	৫	৩	৯	—
করাতী	৮৩	—	—	—	১	—
সূত্রধর	১৪৯	১	৪	—	৭	—
বাস্কেট প্রস্তুত, অন্যান্য কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্প, এবং বাঁশ, লতাপাতা ইত্যাদি দ্বারা অন্যান্য শিল্প কার্য্য	৫০	৮	১	৩	১	—

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
উপবিভাগ (৫)						
ধাতু সংক্রান্ত শিল্প	৬৪	১	১	—	১	—
স্বর্ণকার	৬১	১	১	—	১	—
মূল্যবান ধাতু ব্যতীত অন্যান্য ধাতু সংক্রান্ত শিল্প	৩	—	—	—	—	—
উপবিভাগ (৬)						
কুম্ভ কার্য্য	১০	১৮	—	—	—	—
ইট ও টালি নির্ম্মাণকারী	১০	১৮	—	—	—	—
উপবিভাগ (৭)						
রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী	১১	—	১	—	১৫	—
দেশলাই, বাজী ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী	২	—	—	—	—	—
উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুত	৯	—	১	—	১৫	—
উপবিভাগ (৮)						
খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প	১০৯	১৬৮	৩	১৩	৬	—
ধান্য চূর্ণ করা, ঝাড়া এবং ময়দা পেশা	২১	১৫০	—	১৩	—	১
শস্য ভাজা বা ঝলসান	৭	১২	—	—	—	২
কসাই	১	—	—	—	—	—
মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও মশলা প্রস্তুত ...	৬৫	—	৩	—	১	—
তামাক প্রস্তুত (তাম্বুলী)	৮	৬	—	—	—	—
গাঁজা, আফিম ও মদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত	৬	—	—	—	৫	—
উপবিভাগ (৯)						
প্রসাধন ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত ...	৪০৬	১৪	৫	—	৩৪	—
বুট, চটি ও জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত ...	৯৪	—	—	—	—	—
দরজি, পোষাক প্রস্তুতকারক এবং রিফু কর্ম্মী	৯১	২	১	—	২	—
চিকনের কাজ, টুপী ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুতকারক	৪	—	—	—	—	—
ধোপা	৯৬	১২	—	—	২	—
নাপিত	১২১	—	৪	—	৩০	—
উপবিভাগ (১০)						
গৃহাদি নির্ম্মাণ সংক্রান্ত শিল্প (বাঁশ বেতের সাহায্য ব্যতীত) যথা চুণ, সিমেণ্ট প্রস্তুত, টিউব ওয়েল, পাথর কাটার কাজ, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি	৮১	২৫	—	—	—	—

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জন-কারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপা-র্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
উপবিভাগ (১১)						
যান বাহনাদি প্রস্তুত শিল্প	১	—	—	—	—	—
জাহাজ, নৌকা এবং এরোপ্লেন প্রস্তুত ...	১	—	—	—	—	—
উপবিভাগ (১২)						
অন্যান্য শ্রমশিল্পাদি	১৬৭	১৯	৩	—	১২	—
প্রিণ্টার, এন্‌গ্রেভার ও দপ্তরী ইত্যাদি ...	২০	—	—	—	১	—
গীতবাদ্য সংক্রান্ত যন্ত্রাদি প্রস্তুত ...	৫	—	১	—	—	—
ঘড়ি, অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত	৭	—	—	—	—	—
(জহুরী) গহনা ও জহরত প্রস্তুত ...	১৩১	১	২	—	১১	—
অন্যান্য অনির্দ্দিষ্ট শিল্প যথা পুতুল তৈয়ারী ইত্যাদি	—	২	—	—	—	—
আবর্জ্জনা পরিষ্কারক মালী মেথর ইত্যাদি	১	১৬	—	—	—	—
(আ) শ্রেণী।						
বিভাগ (গ)						
স্থানান্তরে প্রেরণ বা বহন কার্য্য ... (Trans port)	১,৬১২	৬৭	২৩	১	৮৭	—
উপবিভাগ (১৩)						
জল যোগে বহন	২০৭	—	১	—	২৬	—
জাহাজ ও নৌকার মালিকগণ, মাঝি-মাল্লাগণ	২০৭	—	—	—	২৬	—
উপবিভাগ (১৪)						
রাজপথ যোগে বহন	১,২৬৫	৬৭	২২	১	৫৪	—
রাস্তা পোল তৈয়ার ও মেরামত কারীগণ	১,০৫৬	৬৭	২১	১	২২	—
যন্ত্রবলে চালিত যানাদি	৬১	—	—	—	১	—
ব্যতীত অন্যান্য যান দির মালিক এবং তাহাদের অধীনস্থ চাকুরীয়াগণ	—	—	—	—	—	—
পাল্কীর মালিক এবং বাহকগণ ...	৩০	—	—	—	—	—
ভার বাহক এবং সংবাদ বাহকগণ ...	১০৮	—	১	—	৩১	—
উপবিভাগ (১৫)						
রেলপথ যোগে বহন	৬২	—	—	—	—	—
উপবিভাগ (১৬)						
পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফন সার্ভিস	৭৮	—	—	—	৭	—
(ঘ) বিভাগ						
ব্যবসায়	২,৮০৮	২০৬	১১০	৩৯	৩২৮	১৮

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
উপবিভাগ (১৭)						
ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের ম্যানেজার, কেরাণী, কুসীদজীবী এবং বীমা এজেণ্ট ইত্যাদি	৩০৮	২২	২	—	৯৬	১
উপবিভাগ (১৮)						
দালাল কমিশন এজেণ্ট ইত্যাদি ...	১	৫	—	—	—	—
উপবিভাগ (১৯)						
বস্ত্র ব্যবসায়িগণ	৮১	৫	—	—	৮	২
উপবিভাগ (২০)						
চর্ম্ম ব্যবসায়িগণ	২৬	২	—	—	৪	—
উপবিভাগ (২১)						
কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত, ছন ইত্যাদি ব্যবসায়িগণ	৫২৩	২৪	৭৩	৮	৩৫	—
জ্বালানী কাষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য কাষ্ঠ ব্যবসায়ী	১৯৭	৭	১	—	২	—
বাঁশ ও বেত ব্যবসায়ী	৩২৬	১৭	৭২	৮	৩	—
উপবিভাগ (২২)						
ধাতব দ্রব্যাদি ও ছুরি, কাঁচি ব্যবসায়িগণ	২৪	—	—	—	১	—
উপবিভাগ (২৩)						
রাসায়নিক দ্রব্যাদি যথা—ঔষধ, রং, পেট্রোল ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবসায়িগণ ...	১৩	—	—	—	১	—
উপবিভাগ (২৪)						
ঘট, ইট, ও টালি ইত্যাদি ব্যবসায়িগণ ...	৩১	১০	—	—	২	—
উপবিভাগ (২৫)						
হোটেল ও সরাইখানা সংশ্রবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ	৩১	১	—	—	২	—
মদ, সোডা, লেমনেড্ ও বরফ ইত্যাদি বিক্রেতাগণ	৩	—	—	—	—	—
হোটেল এবং সরাইয়ের মালিক ও ম্যানেজারগণ	২৬	১	—	—	১	—
খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ফিরিওয়ালাগণ	২	—	—	—	১	—
উপবিভাগ (২৬)						
খাদ্য দ্রব্য সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবসায়িগণ	১,২৩৮	৬৬	২৬	১	১৩৬	—
শস্য, মটর কলাই ইত্যাদি বিক্রেতাগণ	১১৭	১৩	—	১	৩৩	—
মিষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি, চিনি ও মসলা বিক্রেতাগণ	২	১	—	—	—	—

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
দুগ্ধ, দধি, ডিম, মুরগী, হাঁস ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু পক্ষী বিক্রেতাগণ ...	১৬৮	১৫	—	—	২২	—
ভক্ষণ-যোগ্য জীব জন্তু বিক্রেতাগণ ...	১	—	—	—	—	—
অন্যান্য খাদ্য বিক্রেতাগণ	৯২১	৩৪	২৬	—	৬৯	—
তামাক বিক্রেতাগণ	৫	৩	—	—	১	—
উপবিভাগ (২৭)						
আসবাব সংক্রান্ত ব্যবসায়িগণ ...	৬১	৩	—	—	—	—
লৌহ, তাম্র, পিত্তলের বাসন পেয়ালা, কাঁচের জিনিষাদি বিক্রেতাগণ	৬১	৩	—	—	—	—
উপবিভাগ (২৮)						
গৃহাদি প্রস্তুতের সরঞ্জাম বিক্রেতাগণ (ইট, টালি এবং কাষ্ঠজ দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য)	১	—	—	—	১	—
উপবিভাগ (২৯)						
যান বাহনাদির ব্যবসায়িগণ... ...	—	৪	—	—	—	১২
ভাড়াটীয়া হাতী, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদির মালিক এবং ব্যবসায়িগণ	—	৪	—	—	—	১২
উপবিভাগ (৩০)						
জ্বালানী কাষ্ঠ, কয়লা, ঘুঁটে, কাঠ কয়লা ইত্যাদি বিক্রেতাগণ	১১৩	৪৯	২	১০	১৫	২
উপবিভাগ (৩১)						
বিলাস সামগ্রী সমূহ এবং বিজ্ঞান ও কলা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ব্যবসায়িগণ	৫১	১২	৩	—	১২	—
মূল্যবান প্রস্তরাদি, ঘড়ি ও চশমার দ্রব্যাদি বিক্রেতাগণ	১৫	—	৩	—	১	—
সাধারণ বলয় মালা, পাখা, পুতুল, মৎস্য ধরিবার সরঞ্জামাদি বিক্রেতাগণ	—	—	—	—	২	—
পুস্তক বিক্রেতা প্রকাশক, মনোহারী জিনিষ বিক্রেতা, ছবি ও বাদ্য যন্ত্রাদি বিক্রেতাগণ	৩৮	১২	—	—	৯	—
উপবিভাগ (৩২)						
অন্যান্য ব্যবসায় সমূহ	৩০৪	৩	৪	—	২৫	১
সাধারণ দোকানদার	৩০২	৩	৪	—	২৫	১
অন্যান্য ব্যবসায়ী যথা,—খোয়াড়রক্ষক, টোল ও বাজারের ইজারাদারগণ ...	২	—	—	—	—	—

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
(ই) শ্রেণী।						
বিভাগ (ঙ)						
রাজ্য শাসন ও বিদ্যাসংক্রান্ত উপজীবিকা	১,৮৯৬	২২	১৭	—	৩০৭	৪
রাষ্ট্রবল (Public force) ...	৬২১	—	—	—	৫১	—
দেশীয় সৈন্য (Indian states army)	৩১৩	—	—	—	১৭	—
উপবিভাগ (৩৩)						
পুলিশ বাহিনী	৩০৮	—	—	—	৩৪	—
পুলিশ কনেষ্টবল	২৬৩	—	—	—	১৭	—
গ্রাম্য চৌকিদার	৪৫	—	—	—	১৭	—
বিভাগ (চ)						
উপবিভাগ (৩৪)						
রাষ্ট্রশাসন	৬৮	২	—	—	৮	—
রাজ্যে চাকুরী	৬১	২	—	—	৬	—
মিউনিসিপালটীতে চাকুরী	৭	—	—	—	২	১
বিভাগ (ছ)						
বিদ্যাসংক্রান্ত পেশা	১,২০৭	২০	১৭	—	২৩৮	৪
উপবিভাগ (৩৫)						
ধর্ম্ম	৩৪৩	৭	১১	—	৯৫	১
পুরোহিত, আচার্য্য ইত্যাদি... ...	৩৪৩	৭	১১	—	৯৪	১
সাধুসন্ন্যাসিগণ	—	—	—	—	১	—
উপবিভাগ (৩৬)						
আইন	৬২	—	—	—	৩৮	—
সর্ব্বপ্রকার আইন ব্যবসায়িগণ ...	৫৩	—	—	—	৩৭	—
আইন ব্যবসায়িগণের কেরাণিগণ এবং দরখাস্ত লেখকগণ	৯	—	—	—	১	—
উপবিভাগ (৩৭)						
চিকিৎসা শাস্ত্র	২৭৫	২	১	—	৪৯	১
চক্ষু রোগের চিকিৎসক এবং রেজিষ্টার্ড ডাক্তারগণ	১০২	—	১	—	১৭	—
রেজিষ্ট্রী বিহিন চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ ...	১৪৬	২	—	—	২৯	১
দন্ত রোগের চিকিৎসকগণ	২৪	—	—	—	৩	—
ধাই, টীকা প্রদানকারী কম্পাউণ্ডার, নর্স ইত্যাদি...	৩	—	—	—	—	—
উপবিভাগ (৩৮)						
শিক্ষাদান	৩২১	৭	১	—	৫০	[illegible]
সর্ব্বপ্রকার শিক্ষক	৩২১	৭	১	—	৫০	[illegible]

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশা বিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
উপবিভাগ (৩৯)						
বিজ্ঞান ও কলাবিদ্‌	২০৬	৪	৪	—	১৬	১
ষ্টেনোগ্রাফার এবং সাধারণ লেখকগণ ...	৬	—	—	—	৭	—
রাজ-ভৃত্য ব্যতীত অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভেয়ার এবং স্থপতিগণ	৪৮	—	—	—	১	—
গ্রন্থকর্ত্তা, সম্পাদক সাংবাদিক এবং ছায়া চিত্রকরগণ	৬	—	—	—	২	—
চিত্রকর, ভাস্কর এবং মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারিগণ	৬	—	—	—	—	—
কোষ্ঠিপত্র লেখক, গণক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর এবং ডাইনী ইত্যাদি	১৪	—	—	—	৩	—
গায়ক, নট ও নৃত্য কুশলিগণ ...	১২৬	১	৪	—	৬	—
ঐন্দ্রজালিক ব্যায়ামকারী, বাজিকর, আবৃত্তিকারক এবং বনজন্তু ও আশ্চর্য্যজনক প্রাচীন দ্রব্যাদি প্রদর্শক	৩	৩	—	—	—	—
(ঈ) শ্রেণী।						
বিভাগ (চ)						
বিবিধ প্রকার পেশা	৩,৮৫৯	১,১১১	১১৪	১১৭	২১০	৯
উপবিভাগ (৪০)						
নিজ আয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, বৃত্তি ও পেন্‌সন ভোগী এবং চাষ যোগ্য জমি ব্যতীত অন্য জমির মালিকগণ	৭৪	৩৬	—	১	১৫	—
বিভাগ (ঝ)						
গৃহস্থ ঘরের চাকুরী	১,০৪২	৩২৮	৭	৯৮	৩৫	৩
উপবিভাগ (৪১)						
মোটর চালক ও পরিস্কারকগণ ...	৪৭	—	১	—	—	—
অন্যান্য গার্হস্থ্য চাকুরীয়াগণ... ...	৯৯৫	৩২৮	৬	৯৮	৩৫	৩
বিভাগ (ঞ)						
অসম্পূর্ণভাবে বিবৃত পেশাসমূহ ...	২,১৭৪	১৪০	১০	৪	১৫৬	৩
উপবিভাগ (৪২)						
বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারগণ	৪৪	—	—	—	৯	—
বাজে আফিস, গুদাম ও দোকানগুলির খাজাঞ্চি হিসাব রক্ষক, কেরাণী ইত্যাদি ...	১,২৭১	৪৮	১০	১	১২০	—
বাজে শ্রমিক ও মজুরগণ	৮৫৯	৯২	—	৩	২৭	৩

পেশা	মুখ্য উপার্জ্জনকারী		সহায়তাকারী পোষ্য		গৌণ পেশাবিশিষ্ট উপার্জ্জনকারী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
বিভাগ (ট)						
অনুৎপাদক পেশা (যাহা দ্বারা ধন সৃষ্টি হয় না)	৫৬৯	৬০৭	৯৭	১৪	৪	৩
উপবিভাগ (৪৩)						
জেলখানা, আশ্রম এবং দরিদ্রাবাস ইত্যাদির বাসিন্দাগণ	৫৩	১	৯	—	—	—
উপবিভাগ (৪৪)						
ভিক্ষুক, গৃহশূন্য বেকার এবং বেশ্যাগণ...	৫১৬	৬০৬	৫	১৪	৪	৩
ভিক্ষুক ও বেকারগণ	৫১৬	৫৯০	৫	১৪	৪	৩
বেশ্যা ও সংঘটক (কুটনা) ...	—	১৬	—	—	—	—
(অ) শ্রেণী।						
(ক) বিভাগ।						
উপবিভাগ (১)						
জ. কৃষি	১৭,৪৯৪	১,৩৮২	১,২১৫	৫,৩[illegible]	১,৫[illegible]	[illegible]১৯
খাদ্য দ্রব্য সংক্রান্ত শিল্পাদি—						
মদ্য প্রস্তুতকারী	১	—	—	—	—	—

ইম্পিরিয়াল টেবল ১১ন

কতিপয় নির্ব্বাচিত জাতির পে

জাতি		জমির খাজানা হইতে জীবিকা নির্ব্বাহকারী	সর্ব্ব প্রকার কৃষিজীবি	স্থাবর সম্পত্তির ম্যানেজার, এজেণ্ট, কেরাণী ইত্যাদি	কৃষি মজুরী ও কার্ঠুরিয়া	হাঁস, মুরগী, গোমেষাদি উৎপন্নকারী দুগ্ধ ব্যবসায়ী, পশু পালনকারী	মৎস্যধারী ও শিকারী	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার কেরাণী ইত্যাদি	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: মজুর	শ্রম-শিল্প স্থান: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার, কেরাণী ইত্যাদি	শ্রম-শিল্প স্থান: কারিকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী	যানবাহনাদির ব্যবসায়: ইত্যাদির মালিক ম্যানেজার ও কর্ম্মচারিগণ	যানবাহনাদির ব্যবসায়: মাঝি, গরুরগাড়ীচালক ও পালকী বেহারা	ব্যবসায়ী	সেনা বিভাগের কর্ম্মচারী	সাধারণ সৈন্য	শাসন সংক্রান্ত Gazetted officers.	শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী	ধর্ম্ম যাজক ইত্যাদি	আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার ও শিক্ষক	অন্যান্য ব্যবসায়	নিজ আয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী	গার্হস্থ্য চাকুরী	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: কন্ট্রাক্টার, কেরাণী ইত্যাদি	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: মজুর
বাগ্দী	পুরুষ	—	—	—	৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	স্ত্রী	—	—	—	১০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বৈদ্য	পুরুষ	১৪	৯	২১	—	—	—	১১	—	৬	৩	—	—	৫	৮	৪	২	১০	৭	২৮	—	২	৩	১৭	২
	স্ত্রী	৫	৮	—	—	—	—	—	—	২	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বারুই	পুরুষ	৩	৪৯	৩	১২	—	—	—	—	—	১০	—	—	৩	—	—	—	—	—	৩	১৫	—	—	৫	১
	স্ত্রী	১	৯	—	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩	—	—
কৃষক বাউরি	পুরুষ	৩	৮	—	২২	—	—	—	৩	—	১৫	—	১০	—	—	—	—	৫	—	—	—	—	১	—	—
	স্ত্রী	—	—	—	৪৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

জাতি		জমীর খাজানা হইতে জীবিকা নির্ব্বাহকারী	সর্ব্বপ্রকার কৃষিজীবি	স্থাবর সম্পত্তির ম্যানেজার, এজেণ্ট, কেরাণী ইত্যাদি	কৃষি মজুর ও কাঠুরিয়া	হাস, মুরগী, গোমেষাদি উৎপন্নকারী দুগ্ধ ব্যবসায়ী পশু পালনকারী	মৎস জীবি ও শীকারী	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার কেরাণী ইত্যাদি	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: মজুর	শ্রম-শিল্পানুষ্ঠান: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার, কেরাণী ইত্যাদি	শ্রম-শিল্পানুষ্ঠান: কারিকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী	যানবাহনাদির ব্যবসায়: জাহাজ ইত্যাদির মালিক ম্যানেজার কর্ম্মচারিগণ	যানবাহনাদির ব্যবসায়: মাঝি শকটচালক ও পাল্কী বেহারা	ব্যবসায়ী	সেনাদলের কর্ম্মচারী	সাধারণ সৈন্য	শাসন সংক্রান্ত Gazetted Officers.	শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী	ধর্ম্ম যাজক ইত্যাদি	আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার ও শিক্ষক	অন্যান্য ব্যবসায়	নিজ আয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী	গার্হস্থ্য চাকুরী	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: কণ্ট্রাক্টর, কেরাণী ইত্যাদি	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: মজুর	ভিক্ষুক ও বেশ্যা
ব্রাহ্মণ	পুরুষ	৮৬	৭৪	১৪৪	৩১	৬৮	—	৮	—	৩২	৩৮	১	২	৪৮	৮	১৩	৯	৯	৬১	১৪৩	১০	১৮	৩০	২৯	১৭	২৪
	স্ত্রী	১৪	৯	—	২	১	—	—	—	—	২	—	—	—	—	—	—	—	১	১৮	—	১	—	—	—	—
চামার	পুরুষ	৩	৫৪	—	৫	—	—	—	৪৪	—	৩৭	—	৩	৭	—	—	—	—	—	১	—	২	—	—	২	১
	স্ত্রী	—	৪	—	১১০	—	—	—	৭	—	২৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	২
ধোপা	পুরুষ	৩	৬২	৩	৩১	—	—	৫	১৬	৮	২১	—	১	৯	—	১	—	১	—	—	—	৯	৭	২	৫	২
	স্ত্রী	—	২	—	১৪	—	—	—	—	—	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	২	—	—	২
ডোম	পুরুষ	১২	১১	—	২৮	১	—	—	৩	১৯	—	—	৭	৬	—	৫	—	১	—	—	৩	২	—	১০	৬	—
	স্ত্রী	—	১	—	৮	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	৯	২	—	—	৬
গোয়ালা	পুরুষ	২২	৫৬	৫৬	৪৫	৩	—	৫	১৪	৩	১৩	—	৭	১৩	—	৩	—	১	—	—	—	৩	১২	৬	১৫	—
	স্ত্রী	১	৩	—	৫২	২২	—	১	৯	—	১৪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৬	—	[illegible]	—

জাতি		জমীর খাজানা হইতে জীবিকা নির্ব্বাহকারী	সর্ব্বপ্রকার কৃষিজীবি	স্থাবর সম্পত্তির ম্যানেজার, এজেন্ট, কেরাণী ইত্যাদি	কৃষি মজুরী ও কাঠুরিয়া	হাঁস, মুরগী, গোমেষাদি উৎপন্নকারী দুগ্ধ ব্যবসায়ী, পশু পালনকারী	মৎস্যজীবী ও শিকারী	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার কেরাণী ইত্যাদি	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: মজুর	শ্রম-শিল্প হুষ্ঠান: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার, কেরাণী ইত্যাদি	শ্রম-শিল্প হুষ্ঠান: কারিকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী	যানবাহনাদির ব্যবসায়: দোকান ইত্যাদির মালীক ম্যানেজার ও কর্ম্মচারিগণ	যানবাহনাদির ব্যবসায়: মাঝি, শকটচালক ও পালকী বেহারা	ব্যবসায়ী	সেনাদলের কর্ম্মচারী	সাধারণ সৈন্য	শাসন সংক্রান্ত Gazetted officers.	শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী	ধর্ম্ম যাজক	আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার ও শিক্ষক	অন্যান্য ব্যবসায়ী	নিজ আয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী	গার্হস্থ্য চাকুরী	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: কণ্ট্রাক্টার, কেরাণী ইত্যাদি	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: মজুর	ভিক্ষুক ও বেশ্যা
হাড়ী	পুরুষ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	স্ত্রী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
জালিয়া কৈবর্ত্ত	পুরুষ	—	৭	—	৫	—	১	—	—	—	৪	—	—	৩	—	—	—	—	—	—	১	—	—	১	—	১
	স্ত্রী	—	১৫	—	—	—	—	—	৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	৪
যোগী	পুরুষ	৫২	১৩৭৬	৯	২৭৭	—	—	৪	৫৪	—	৬৫	—	৪	২১	—	—	—	—	—	৩১	—	১৫	১২	৫	৪৪	৬৭
	স্ত্রী	১০	২৭	—	৮	—	—	—	৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	২	—	—	৮৯
কামার	পুরুষ	১৯	২৮	১৯	১৫	—	—	৬	—	২	১৮	—	—	২৩	—	৩	—	—	—	—	—	—	২	—	—	১
	স্ত্রী	১	—	—	৬১	—	—	—	—	—	৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩
কায়স্থ	পুরুষ	২৬৪	১১৬৯	২৩৯	১৬৫	৪	—	৪	২	২৮	১০৭	—	৩৪	২৪১	৬৯	২৮	১৫	২৮	২৬	[illegible]	[illegible]	৪২	৯১	৬৬	৪৮	৩৩
	স্ত্রী	১২	২০	—	১৪	৫	—	—	—	—	৫	—	২	৬	—	—	—	—	—	—	—	২	৬	—	—	৪

জাতি		জমীর খাজনা হইতে জীবিকা নির্ব্বাহকারী	সর্ব্বপ্রকার কৃষিজীবি	জমির সম্পর্কীয় ম্যানেজার, এজেন্ট, কেরাণী ইত্যাদি	কৃষি মজুর ও কাঠুরিয়া	হাঁস, মুরগী, গোমেষাদি উৎপন্নকারী চড়ু বাজনাকারী পশু পালনকারী	মৎস্য ধৃত ও শিকারী	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: স্বত্বাধিকারী মানেজার কেরাণী ইত্যাদি	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: মজুর	শ্রম-শিল্পানুষ্ঠান: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার, কেরাণী ইত্যাদি	শ্রম-শিল্পানুষ্ঠান: কারিকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী	যানব হনাদির ব্যবসায়: জাহাজ ইত্যাদির মালীক ম্যানেজার কর্ম্মচারিগণ	যানব হনাদির ব্যবসায়: মাঝি শকটচালক ও পালকী বেহারা	ব্যবসায়ী	সেনাদলের কর্ম্মচারী	সাধারণ সৈন্য	শাসন সংক্রান্ত Gazetted Officers.	শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী	ধর্ম্ম যাজক	আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার ও শিক্ষক	অন্যান্য ব্যবসায়ী	নিজ আয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী	গার্হস্থ্য চাকুরী	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: কন্ট্রাক্টর, কেরাণী ইত্যাদি	অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়: মজুর	ভিক্ষুক ও বেশ্যা
কুমার	পুরুষ	৬	১২	৫	৭	—	—	—	২	—	৭	—	—	৫	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—
	স্ত্রী	৩	১	১	১০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১
মাহিষ্য	পুরুষ	১৬	১২৮	৯	৩০	৬	১১	—	৫	—	২	—	৫	৪	—	—	—	৩	১	৪	৮	১	৭	৩	১৭	৪
	স্ত্রী	৪	—	২	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	১	৯
মুচি	পুরুষ	—	২৪	২৫	৪	—	—	—	১৩	—	৯	—	—	৪	—	—	—	২	—	—	—	—	—	৩	—	—
	স্ত্রী	১	—	—	৩৪	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৪	—
নমশূদ্র	পুরুষ	১৩	৬৩৫	৩	৩২০	১	১৭	—	১২৭	—	৯৪	—	২০	১১৫	—	—	২	২	—	১৪	—	১৫	২১	৪	৩৪	২৯
	স্ত্রী	১১	২৪	—	৩১		—	—	১	—	২৩	—	—	৪	—	—	—	—	—	—	২		১	—	—	৩২
নাপিত	পুরুষ	১৩	৫৪	২৫	৬	১	—	—	২	—	১৩	—	১	৩	—	১	—	২	—	১৭	১	—	১০	—	১৬	৩
	স্ত্রী	১	১	—	১	—	—	—	—	—	৪	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৯

জাতি		জমির খাজানা হইতে জীবিকা নির্ব্বাহকারা	সর্ব্বপ্রকার কৃষিজীবি	স্থাবর সম্পত্তির ম্যানেজার, এজেন্ট, কেরাণী ইত্যাদি	কৃষি মজুরী ও কাঠুরিয়া	হাঁস, মুরগী, গোমেষাদি উৎপন্নকারী দুগ্ধ ব্যবসায়ী পশু পালনকারী	মৎস্যজীবি ও শিকারী	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার, কেরাণী ইত্যাদি	খনিজ পদার্থ উত্তোলন: মজুর	শ্রম-শিল্পানুষ্ঠান: স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার, কেরাণী ইত্যাদি	শ্রম-শিল্পানুষ্ঠান: কারিকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী	যানবাহনাদি ব্যবসায়: জাহাজ হস্তী দির মালিক ম্যানেজার ও কর্ম্মচারীগণ	যানবাহনাদি ব্যবসায়: মাঝি, শকটচালক ও পালকী বেহারা
মুসলমান (সৈয়দ)	পুরুষ	—	১৯	—	১	—	—	—	—	—	১	—	—
	স্ত্রী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ইউরোপীয় খৃষ্টান	পুরুষ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	স্ত্রী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
দেশীয় খৃষ্টান	পুরুষ	১৬	২০৪	১৬	৮৩	—	—	—	—	৪৮	৭২	৭০	৩৫
	স্ত্রী	২	৪৪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	পুরুষ												
	স্ত্রী												
	পুরুষ												
	স্ত্রী												

জাতি		ব্যবসায়ী	সেনাদলের কর্ম্মচারী	সাধারণ সৈন্য	শাসন সংক্রান্ত Gazetted officers	শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী	ধর্ম্মযাজক	আইন ব্যবসায়ী ডাক্তার ও শিক্ষক	অন্যান্য ব্যবসায়ী	নিজ আয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারা	গার্হস্থ্য চাকুরী	অনির্দিষ্ট ব্যবসায়: কন্ট্রাক্টর ও কেরাণী ইত্যাদি	অনির্দিষ্ট ব্যবসায়: মজুর	ভিক্ষুক ও বেশ্যা
মুসলমান (সৈয়দ)	পুরুষ	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—
	স্ত্রী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ইউরোপীয় খৃষ্টান	পুরুষ	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—
	স্ত্রী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
দেশীয় খৃষ্টান	পুরুষ													
	স্ত্রী	৪৬	—	—	—	—	—	১৫	১২	—	—	—	—	—
	পুরুষ	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	১	১
	স্ত্রী													
	পুরুষ													
	স্ত্রী													

ইম্পিরিয়াল টেব্‌ল ১৩নং

ধর্ম্ম ভেদে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা।

ধর্ম্ম	বয়স	জন সংখ্যা			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ঃক্রমবিশিষ্ট	৩৮২৪৫০	২,০২,৯৩২	১,৭৯,৫১৮	১০,৮৬১	১০,০৯৪	৭৬৭	৩,৭১,৫৮৯	১৯২৮৩৮	১,৭৮,৭৫১	৩,০৮৭	২,৯১৮	১৬৯
	০—৫	৬৫,৮০২	৩২,৭৬০	৩৩,০৪২	—	—	—	৬৫,৮০২	৩২ ৭৬০	৩৩,০৪২	—	—	—
	৫—১০	৫২,৩৩৪	২৭,১৬৫	২৫,১৬৯	৪৭৬	৪১৫	৬১	৫১ ৮৫৮	২৬,৭৫	২৫,১০৮	১৬৩	১৫২	১১
	১০—১৫	৪৪,৩৫৬	২২,৯৬৭	২১,৩৮৯	৯৮০	৮৫২	১২৮	৪৩,৩৭৬	২২ ১১৫	২১,২৬১	৩২২	২৯৯	২৩
	১৫—২০	৩৫,৫৩৭	১৬,৫৫০	১৮,৯৮৭	২,০৯২	১,৮৯৭	১৯৫	৩৩,৪৪৫	১৪,৬৫৩	১৮,৭৯২	৪৯৪	৪৪৯	৪৫
	২০—তদূর্দ্ধ	১,৮৪,৪২১	১,০৩.৪৯০	৮০,৯৩১	৭,৩১৩	৬,৯৩০	৩৮৩	১.৭৭,১০৮	৯৬,৫৬০	৮০,৫৪৮	২,১০৮	২,০১৮	৯০
মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ঃক্রমবিশিষ্ট	১,০৩,৭২০	৫৬,১৪৭	৪৭,৫৭৩	১ ১৬৭	১,১০৫	৬২	১,০২,৫৫৩	৫৫,০৪২	৪৭,৫১১	৪৮০	৪০২	৬
	০—৫	১৬,৯১১	১,৩৯২	৮ ৫১৯	—	—	—	১৬৯১১	৮.৩৯২	৮,৫১৯	—	—	—
	৫—১০	১৩,২১৯	৭,০৭০	৬,১৪৯	৬০	৬৭	৩	১৩,১৫২	৭ ০০৬	৬,১৪৬	১৮	১৮	—
	১০—১৫	১১,৯০৫	৬,২৬৬	৫,৬৩৯	১১৮	১০৫	১৩	১১ ৭৮৭	৬,১৬১	৫,৬২৬	৪১	৪১	—
	১৫—২০	১০,৯৬২	৫,০০২	৫,৯৬০	২০৪	২০৪	২০	১০,৭৩৮	৪,৭৯৮	৫,৯৪০	৭৭	৭৬	১
	২০—তদূর্দ্ধ	৫০,৭২৩	২৯,৪১৭	২১ ৩০৬	৭৫৮	৭৩২	২৬	৪৯,৯৬৫	২৮,৬৮৫	২১.২৮০	২৭২	২৬৭	৫

ধর্ম্ম	বয়স	জন সংখ্যা			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ঃক্রমবিশিষ্ট	২,৬১,৫৮১	১,৩৭,৮৫৮	১,২৩,৭৩১	৯,১৯০	৮,৬১৪	৫৭৬	২,৫২,২৯৯	১,২৯,২৪৪	১,২৩,০৫৫	২,৪৩৭	২,২৯৯	১৩৮
	০—৫	৪৫,১৯৫	২২,১৭৯	২৩,০১৬	—	—	—	৪৫,১৯৫	২২,১৭৯	২৩,০১৬	—	—	—
	৫—১০	৩৬,৫২৭	১৮,৭৩২	১৭,৭৯৫	৩৯৯	৩৪১	৫৮	৩৬,১২৮	১৮,৩৯১	১৭,৭৩৭	১২৮	১২৭	১১
	১০—১৫	৩০,২৯০	১৫,৫৮১	১৪,৭০৯	৮৪৩	৭২৮	১১৫	২৯,৪৪৭	১৪,৮৫৩	১৪,৫৯৪	২৬৮	২৪৫	২৩
	১৫—২০	২৩,০১৮	১০,৮২০	১২,১৯৮	১,৮১৫	১,৬৫১	১৬৪	২১,২০৩	৯,১৬৯	১২,০৩৪	৩৭৭	৩৪২	৩৫
	২০—তদূর্দ্ধ	১,২৫,৯৫৯	৬৯,৯৪৬	৫৬,০১৩	৬,২৩৩	৫,৮৯৪	৩৩৯	১,১৯,৭২৬	৬৪,০৫২	৫৫,৬৭৪	১,৬৪৪	১,৫৮৫	৫৯
বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্ব বয়ঃক্রমবিশিষ্ট	১৪,৫৩১	৭,৬০৫	৬,৯২৬	১৬৬	১৬২	৪	১৪,৩৬৫	৭,৪৪৩	৬,৯২২	৭	৬	১
	০—৫	২,৬১৮	১,৩১৬	১,৩০২	—	—	—	২,৬১৮	১,৩১৬	১,৩০২	—	—	—
	৫—১০	২,২০০	১,১৫৩	১,০৪৭	৪	৪	—	২,১৯৬	১,১৪৯	১,০৪৭	১	১	—
	১০—১৫	১,৮৩১	৯৫০	৮৮১	৮	৮	—	১,৮২৩	৯৪২	৮৮১	২	২	—
	১৫—২০	১,৩১১	৬২১	৬৯০	১২	১১	১	১,২৯৯	৬১০	৬৮৯	১	১	—
	২০—তদূর্দ্ধ	৬,৫৭১	৩,৫৬৫	৩,০০৬	১৪২	১৩৯	৩	৬,৪২৯	৩,৪২৬	৩,০০৩	৩	২	১

ইম্পিরিয়াল টেবল—১৩নংএর ক্রোড়পত্র।

৭ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ বয়সের যাহারা অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা বা তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছে; বয়স ধর্ম্ম ও স্ত্রী পুরুষ ভেদে তালিকা।

ধর্ম্ম	বয়স	মোট জন সংখ্যা		ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ		ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ	
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	৭ এবং তদূর্দ্ধ	৭,৫৩৭	৪৬৯	২,৯১৫	১৬৮	৪,৬১৮	২৭১
	৭—১৩	৬৫৫	৫৬	২৯৮	১৯	৩৫৭	৩৭
	১৪—১৬	৮১৭	৭৬	২৯৯	২৭	৫৩৮	৪৯
	১৭—২৩	২,০০৮	১২৪	৫৯৮	৬১	১,৪১০	৭১
	২৪ এবং তদূর্দ্ধ	৪,০৩৩	১৭৩	১,৭২০	৫৯	২,৬১৩	১১৪
মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী	৭ এবং তদূর্দ্ধ	৮৭৪	৩৫	৪০১	৬	৪৭৩	২৯
	৭—১৩	৮৯	৩	৩৪	—	৫৫	৩
	১৪—১৬	৮১	১২	৪৮	—	৩৩	১২
	১৭—২৩	১৯০	৮	১০৩	৯	৮৭	৭
	২৪ এবং তদূর্দ্ধ	৫১৪	১২	২১৬	৫	২৯৮	৭
হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী	৭ এবং তদূর্দ্ধ	৬,৩২৫	৩৭৫	২,২৯৭	১৩৭	৪,০২৮	২৩৮
	৭—১৩	৫৪৭	৫৩	২৫০	১৯	২৯৭	৩৪
	১৪—১৬	৭৩৯	৬৪	২৪০	২৭	৪৯৯	৩৭
	১৭—২৩	১,৭৬০	১০৬	৪৪৪	৪৪	১,৩১৬	১০৫
	২৪ এবং তদূর্দ্ধ	৩,২৭৯	১৫২	১,৩৬৩	৪৭	১,৯১৬	১০৫
বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী	৭ এবং তদূর্দ্ধ	১২৩	৪	৬	১	১১৭	৩
	৭—১৩	৭	—	২	—	৫	—
	১৪—১৬	৭	—	১	—	৬	—
	১৭—২৩	৮	১	১	—	৭	১
	২৪ এবং তদূর্দ্ধ	১০১	৩	২	১	৯৯	২

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৫ নং

কতিপয় নির্ব্বাচিত জাতির শিক্ষা সম্বন্ধীয় ষ্টেটমেণ্ট

জাতি	ইংরাজী ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় শিক্ষিত		ইংরাজী শিক্ষিত		অশিক্ষিত	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
বাগ্দী … …	—	—	—	—	১১	১৯
বৈদ্য … …	৩১	২৪	১৬৫	১১	১৪৫	১৯৬
বৈষ্ণব … …	৬	১	—	—	৭৫	৯৮
বারুই … …	১৪৩	১৯	২০৯	—	৩৮৯	৬৮৪
বাউরী … …	৫	১০	৬	—	১৪১	৫৭
ব্রাহ্মণ … …	৩৪৪	৭৪	৫৭০	১৯	১,২৪৯	১,৫৩২
চাক্মা … …	—	—	—	—	২০	১
চামার … …	১৮	২	১	—	৩৭১	৪৭৯
ধূপী … …	৫১	১৮	১২	১	৩৪৩	৩৬২
ডোম … …	৬	২	৭	—	১৮৩	২৯৫
গরো … …	১৫	৬	২	১	১,০১৯	১,১৫০
গোয়ালা … …	১০৫	৫	৩১	—	৫০	৪৫৭
হাড়ি … …	৮	—	—	—	১৩	১১
হালাম … …	২৩২	৮৪	১৫	৮	৪,৮১৪	৪,০৬৬
জালিয়া … …	১৪	১০	১	—	১০০	৬৯
যোগী … …	১২০	৪৪	৫৩	৮	৩,৪৬০	২,৬৫৪
কলু … …	—	—	—	—	২২	১
কামার … …	৭২	৫০	৩২	১	৩১৮	৩১৪
কায়স্থ … …	৭৩১	২০৫	৭০১	১৯	২,৯৩৪	১,৫৪১
কুকী … …	২৫	১৫	১	—	৭১১	৪৯৭
কুমার … …	৩০	৪	৩	—	৯৯	১৫৪
লুসাই … …	২	—	—	—	৩	৩৬
মাহিষ্য … …	২৪	২০	৭	—	৪৯৫	৪১৪
মণিপুর ক্ষত্রিয় …	৫৮৭	১০	২৪৪	—	২,৭৯৬	৬,৩৯৫
মুণ্ডা … …	৩২	২	৪	—	১,১২৪	৮৫০
নমশূদ্র … …	১৭৬	৮০	৩৪	—	২,২৪০	১,৬১৭
নাপিত … …	৪২	১৩	১৭	—	৪২৯	৩৯৬
ওরাউন … …	—	১	—	—	৬২৭	৩৫১
সাঁওতাল … …	৪	৮	—	—	৩০৫	২৪৯
সাহা … …	১৭৮	৭	৪৩	১	[illegible]	১৯০
ত্রিপুরা … …	৪,০৪৪	৫৭৫	১,২৫৫	৩৫	৫৭,৮৬৮	৫৬,৬১৯
শুঁড়ি … …	৮	—	—	—	[illegible]	৫৫
চাষী … …	—	৪	—	—	১১	৩৪
সৈয়দ … …	২	৩	১	—	৪০	৩
ভারতীয় খৃষ্টান …	২	—	২১০	২৫	৭৫৪	৯৮৫
বৌদ্ধ চাক্মা …	৬০	১	৩	—	৩,৪২৫	৩,১১৪

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৫ নং

ভাষা

ভাষা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্বপ্রকার ভাষা	৩,৮২,৪৫০	২,০২,৯৩২	১,৭৯,৫১৮
(অ) বাংলা দেশ, নেপাল ও সিকিমের ভাষা	৩,৪০,৩১৯	১,৮১,৯১৬	১,৫৮,৪০৩
বাংলা	৩,০৫,৫৩০	৮৯,৬৩০	৭৫,৯০০
চাক্‌মা	৫,২২০	৩,১৯২	২,০২৮
হিন্দুস্থানী	১২,৮০৪	৬,৪৭২	৬,৩৩২
হিন্দী	১২,৭৯৮	৬,৪৬৬	৬,৩৩২
উর্দ্দু	১	১	
পার্শী	৫	৫	
গুরুং	৪৯৪	২১১	২৮৩
কোচ	৩৪১	২৩২	১০৯
মুর্শি	১,৬০৭	৯৭৯	৬২৮
নেপালী (খাস কুরা) ...	৮৭৫	৪৯৮	৩৭৭
ত্রিপুরা	১,৫৮,২৯৮	৭৯,১০৯	৭৯,১৭৯
হালাম	১০,৩৭০	৪,৭৭৫	৫,৫৯৫
(আ) আসাম দেশীয় ভাষা... ...	২৬,৪১৭	১২,১৪৬	১৪,২৭১
আসামী	৪৬৭	২৫১	২১৬
বারা (বোডো, কাছারী, মেছ)	১৮১	৮৫	৯৬
গারো	২,৭৪০	১,৭২৭	১,০১৩
খাসী	২৩	১৫	৮

ভাষা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কুকী … … …	১,৪৭০	৬৭৯	৭৯১
লুসাই … … …	২,০০০	১,০৮১	৯৫৯
মণিপুরী … … …	১৯,৫৩৬	৮,৩৪৮	১১,১৮৮
(ই) বিহার ও উড়িষ্যা দেশীয় ভাষা	৭,৬৩১	৪,৬৫১	২,৯৮০
খেরওয়ারী … … …	২,১৭৪	১,২৬৫	৯০৯
মুণ্ডারী … … …	১	—	১
সাঁওতাল … … …	২,১৭৩	১,২৬৫	৯০৮
উড়িয়া … … …	৫,৪৫৭	৩,৩৮৬	২,০৭১
(ঈ) ব্রহ্ম দেশীয় ভাষা … …	৫,৯৯৩	২,৫৯১	৩,৪০২
আরাকানী … … …	৪,৮৬৩	২,২০৮	২,৬৫৫
পালী … … …	৯৮	৪৬	৫২
রংটু … … …	১,০৩২	৩৭৭	৬৫৫
(উ) ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা	২,০১০	১,৫৭৯	৪৩৯
গুজরাটী … … …	৭৫	৬১	১৪
পাঞ্জাবী … … …	২৭	২১	৬
তেলেগু … … …	১,৯১৮	১,৪৯৭	৪২১
(ঊ) ভারতবর্ষ ভিন্ন এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশ … … …	৭৯	৫৬	২৩
আরবী … … …	১	১	—
পার্শী … … …	৭৮	৫৫	২৩
(ঋ) ইউরোপীয় ভাষা … …	১	১	—
ইংরাজী … … …	১	১	—

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৬ নং

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী	৩,৮২,৭৫০	২,০২,৯৩২	১,৭৯,৫১৮
মুসলমান	১,০৩,৭২০	৫৬,১৪৭	৪৭,৫৭৩
হিন্দু সর্ব্বসম্প্রদায়	২,৬১,৫৮৯	১,৩৭,৮৫৮	১,২৩,৭৩১
(ক) বৈষ্ণব	৪৬,৬৭৫	২৫,৩১৫	২১ ৩৬০
(খ) শৈব	৫৭৬	৩১০	২৬৬
(গ) শাক্ত	২,১৪,৩৩৮	১,১২,২৩৩	১,০২,১০৫
বৌদ্ধ	১৪,৫৩১	৭,৬০৫	৬ ৯২৬
সর্ব্বপ্রকার খৃষ্টান	২,৫৯৬	১,৩১৮	১,২৭৮
(ক) রোমান কেথলিক ...	৪৪	১৮	২৬
(খ) অন্যান্য সম্প্রদায় ...	২,৫৫২	১,৩০০	১,২৫২
শিখ	১৪	৪	১০

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৬ নং—ক্রোড়পত্র।

সম্প্রদায়, জাতি এবং স্ত্রী পুরুষ ভেদে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ।

রোমান ক্যাথলিক		অন্যান্য সম্প্রদায়			
ভারতীয়		ইউরোপীয় ও তৎসংসৃষ্ট		ভারতীয়	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৮	২৬	১	—	১,২৯৯	১,২৫২

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৭ নং।

জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ইত্যাদি।

জাতি	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
১। আদি কৈবর্ত্ত	২১৩	১২৪	৮৯
২। বাগ্দী	৩০	১১	১৯
৩। বৈদ্য	৭২১	৪১৩	৩০৮
৪। বৈষ্ণব (বৈরাগী, বৈষ্টব, রামাৎ ইত্যাদি)	২০৩	৮৭	১১৬
৫। বারারেক	২৮	৩	২৫
৬। বারুই (বারুজীবী)	১,৪৪৪	৭৪১	৭০৩
৭। বাউরি	২৪৫	১৬৫	৮০
৮। বেদিয়া	৩	—	৩
৯। ভুঁইহার	১৫	১৩	২
১০। ভূইমালী	১,৩৫৯	৬১৩	৭৪৬
১১। ভূইয়া	১৩৯	৬৭	৭২
১২। ভূমিজ	৪৫২	২৪০	২১২
১৩। বিন্দ	২৮২	১৩৪	১৪৮
১৪। বিজ্ঞিয়া (বিঞ্জওয়ার বিঞ্জিয়া)	১১৪	৫৫	৫৯
১৫। ব্রাহ্মণ	৪,৩১২	২,৪৯৭	১,৮১৫
১৬। চাক্মা (হিন্দু)	২৭	২৬	১
১৭। চাক্মা (বৌদ্ধ)	৮,৭২৯	৪,৪৯৪	৪,২৩৫
১৮। চামার	৮৭১	৩৯০	৪৮১
১৯। ডামাই (ডামি, দার্জ্জো)	১৭	১৭	—
২০। ধোপা (রজক)	৭৭৭	৩৯৬	৩৮১
২১। ডোম	৫৮০	২৩০	৩৫০
২২। দোসাদ	২৬	—	২৬
২৩। গাড়েরি (গুরিহার, ভেবরিহার গাদারিয়া)	৫৮	৪৮	১০
২৪। গারো (হিন্দু)	২,১৪৩	১,০৩৬	১,১০৭
২৪। (ক) ঘার্ত্তি	১	—	১
২৫। ঘাসী	৯০	৭১	১৯
২৬। গোয়ালা	১,১৫৮	৬৯৬	৪৬২
২৭। গুরুং	১৩৭	২৫	১১২
২৮ হাড়ি	৩২	২১	১১
২৯। ঝালো মালো (বাল্ল ক্ষত্রিয় মল্ল ক্ষত্রিয়)	১৩৯	১২২	১৭

জাতি	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
৩০। যোগী (নাথ, যুগী)	৭,৫৬২	৪,২৩৩	৩,৩২৯
৩১। কাছাড়ি	৪	৪	—
৩২। কলু এবং তেলী	১,৯৮৯	১,১৪৫	৮৪৩
৩৩। কামার	৭৬৭	৪২২	৩৪৫
৩৪। কামি	২	১	১
৩৫। কান	৫৮	১৩	২৫
৩৬। কন্দ	৬৬৭	৩৯৭	২৭০
৩৭। কন্ত্র	৩৪	১৪	২০
৩৮। কাওড়া	৪১	৩৬	৫
৩৯। কাপালি	১,৮০৪	৪২৩	৯৮১
৩৯। (ক) কাটর	১১৭	১	১১৬
৪০। কায়স্থ	৭,৪৪৪	৫,২৫৫	২,১৮৯
৪১। খাস	৩৬	৩৬	—
৪২। খাওয়াস	২৫	২৩	২
৪৩। কিষান	২৯	—	২৯
৪৪। কোচ	৬৭	৩৪	৩৩
৪৫। কোরা	১৭২	১৩১	৪১
৪৬। কুকী (হিন্দু)	১৩,৫৩৫	৭,৪০৮	৬,১২৭
৪৭। কুকী (খৃষ্টান)	৫৭৪	৩০৮	২৬৬
৪৮। কুমার (কুম্ভকার)	৪৪৬	২৮৮	১৫৮
৪৯। কুর্মি	৩৩৮	১৯৫	১৪৩
৫০। লিম্বু	৭	৫	২
৫১। লোধা	৩৭	২৪	১৩
৫২। লোহার	১০৯	৫৪	৫৫
৫৩। লুসাই (হিন্দু)	৪১	৫	৩৬
৫৪। লুসাই (খৃষ্টান)	১,৭৯৫	৮৮৯	৯০৬
৫৫। মাহার	১৯৫	৬৫	১৩০
৫৬। মাহিষ্য	১,১৯২	৬২৯	৫৬৩
৫৭। মালী	৩,৩৬৮	১,৮১০	১,৫৫৮
৫৮। মাল্লা	৬২	২৬	৩৬
৫৯। মাঙ্গর	২৪	১৯	৫
৬০। মাঝি	৪৭৩	২৬২	২১১
৬১। মেথর	৮৮	৩৭	৫১
৬২। মুচি	৫৩৩	২৪২	২৯১
৬৩। মুণ্ডা (হিন্দু)	২,০৫৭	১,১৮৫	৮৭২
৬৪। মুণ্ডা (খৃষ্টান)	১	—	১
৬৫। মুসাহার	১৪২	৪৯	৯৩

জাতি	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
৬৬। মুসলমান (সর্ব্বসম্প্রদায়)	১,০৩,১২০	৫৬,[illegible]৪৭	৪৭,৫৭৩
৬৭। মুসলমান (সৈয়দ)	৬২	৪৮	১৪
৬৮। মুসলমান (অন্যান্য সম্প্রদায়)	১,০৩,৬৫৮	৫৬,০৯৯	৪৭,৫৫৯
৬৯। নাগর	১৩	১৩	—
৭০। নাগেশিয়া	২২	৪	১৮
৭১। নাইয়া	৩৭	১৭	২০
৭২। নমশূদ্র	৪,৯৭৮	২,৮২৮	২,১৫০
৭৩। নাপিত	৮৯৭	৪৮৮	৪০৯
৭৪। নেওয়ার	১১	১১	—
৭৫। ওড়াউ	৯৭৯	৬২৭	৩৫২
৭৬। পান	১,০৬৪	৭৩১	৩৩৩
৭৭। পাশী	২১২	৯৮	১১৪
৭৮। পাটনী	১,১৩০	৫৯২	৫৩৮
৭৯। রাই	৩	২	১
৮০। রাজবংশী (হিন্দু)	৫২	৫০	২
৮১। রাজবংশী (বৌদ্ধ)	২৩	২০	৩
৮২। রাজপুত	৩০	১৬	১৪
৮৩। রাজোয়ার	২২	১৩	৯
৮৪। সদ্গোপ	১১৫	৬০	৫৫
৮৫। সাওঁতাল	৭৩৫	৩৯১	৩৪৪
৮৬। সাহা	৯০২	৬৪২	২৬০
৮৭। শুঁড়ি	১১৪	৫৯	৫৫
৮৮। তাঁতি	২,১২৬	১,১৩৬	৯৯০
৮৯। তিলী	২৬০	১০	২৫০
৯০। ত্রিপুরা (হিন্দু)	১,৬০,৯৭৯	৮৩,৪৯৮	৭৭,৪৮১
৯১। ত্রিপুরা (বৌদ্ধ)	২৬	২৫	১
৯২। তিয়ার	৩৮	৭	৩১
৯৩। তুরি	১৩৯	৪৯	৯০
৯৪। জাতি উল্লেখ নাই এমন ব্যক্তিগণের সংখ্যা	৮৪১	৫৭৬	২৬৫

ইম্পিরিয়াল টেবিল ১৮নং

নির্ব্বাচিত কতিপয় জাতির হ্রাস বৃদ্ধিজ্ঞাপক ষ্টেটমেণ্ট।

ক্রমিক নম্বর	জাতি	১৩৪০ ত্রিং সনের মোট সংখ্যা	১৩৩০ ত্রিং সনের মোট সংখ্যা	বৈলক্ষণ্য		মন্তব্য
				বৃদ্ধি	হ্রাস	
১	বাগদী	৩০	৪৩		১৩	
২	বৈশ্য	৭২১	৭৯৫		৭৪	
৩	বৈষ্ণব	২০৩	৫:২		৩২৯	
৪	বাউরি	২৪৫	১৫৩	৯২		
৫	বারুই	১,৪৪৪	১,০৯৮	৩৪৬		
৬	ব্রাহ্মণ	৪,৩১২	৩,১৮৩	১,১২৯		
৭	চাকমা	৮,৭৫৬	৫,৭৩৮	৩,০১৮		
৮	চ মার	৮৭১	৫৫৩	৩১৮		
৯	ধোপা	৭৭৭	৪৯৬	২৮১		
১০	গারো	২,১৪৩	২৪৮	১,৮৯৫		
১১	গোয়ালা	১,১৫৮	৫৯৭	৫৬১		
১২	হাড়ি	৩২	৪	২৮		
১৩	হালাম	১২,৭১৩	৩,৭২৩	৮,৯৯০		
১৪	যোগী	৭,৫৬২	৫,১৮৫	২,৩৭৭		
১৫	কামার	৭৬৭	৬৮০	৮৭		
১৬	কায়স্থ	৭,৪৪৪	৫,৭৫৩	১,৬৯১		
১৭	কুকী	১,৪৭০	৪,০০৫		২,৫৩৫	
১৮	কুমার	৪৪৬	৩৪৪	১০২		
১৯	মণিপুরী ক্ষত্রিয়	১৯,৫৩৬	১৫,৫৪৯	৩,৯৮৭		
২০	মুণ্ডা	২,০৫৮	৪৬৩	১,৫৯৫		
২১	নমঃশূদ্র	৪,৯৭৮	৪,৭১৩	২৬৫		
২২	নাপিত	৮৯৭	৭৫০	১৪৭		
২৩	ওরাঁউ	৯৭৯	৫৯২	৩৮৭		
২৪	সাঁওতাল	৭৩৫	৯৩৮		২০৩	
২৫	সাহা	৯০২	৮৩০	৭২		
২৬	ত্রিপুরা	১,৬১,০০৫	১,৪৬,৭৭৩	১৪,২৩২		
২৭	মুসলমান	১,০৩,৭২০	৮২,২৮৮	২১,৪৩২		
২৮	খৃষ্টান	২,৫৯৬	১,৮৬০	৭৩৬		
২৯	বৌদ্ধ	১৪,৫৩১	১০,১৪৭	৪,৩৮৪		

ইম্পিরিয়াল টেবল ২০ নং।

রাজ্যের জন সংখ্যার সংক্ষিপ্ত তালিকা।

রাজ্য	আয়তন বর্গ মাইল	১৩৪০ ত্রিং সনের জন সংখ্যা			১৩৩০ ত্রিং সনের জন সংখ্যা	(+) বৃদ্ধি ও হ্রাসের (−) শতকরা		প্রতি বর্গমাইলে জন সংখ্যা	
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী		১৩৩০ হইতে ১৩৪০ ত্রিং	১৩২০ হইতে ১৩৩০ ত্রিং	১৩৪০ ত্রিং	১৩৩০ ত্রিং
ত্রিপুরা	৪,১১৬	৩,৮২,৪৫০	২,০২,৯৩২	১,৭৯,৫১৮	৩,০৪,৪৩৭	+২৫·৬	+৩২·৬	৯৩	৭৪

ধর্ম্ম ভেদে বিভাগ

রাজ্য	মুসলমান		হিন্দু		বৌদ্ধ		খৃষ্টান		শিখ	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা	৫৬,১৪৭	৪৭,৫৭৩	১,৩৭,৮৫৮	১,২৩,৭৩১	৭,৬০৫	৬,৯২৬	১,৩১৮	১,২৭৮	৪	১[illegible]

প্রভিন্সিয়াল টেবল ১নং।

রাজ্য ও ডিভিসনগুলির আয়তন এবং জনপূর্ণ মৌজা ও বসতবাটী সমূহের সংখ্যা; ১৩৩০ ত্রিং ও ১৩৪০ ত্রিং সনের সেন্সাসে লোক সংখ্যা, ১৩২০ হইতে ১৩৪০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত জনসংখ্যার বৈলক্ষন্য এবং ১৩৪০ ত্রিং সন লোক বসতির ঘনতা।

সমগ্র রাজ্য এবং বিভাগ সমূহ	আয়তন বর্গ মাইলে	সংখ্যা			১৩৪০ ত্রিং সনে জন সংখ্যা			১৩৩০ ত্রিং সনে জন সংখ্যা	জন সংখ্যার তারতম্যে শতকরা হার। বৃদ্ধি (+) হ্রাস (—)		১৩৪০ ত্রিং সনে প্রতি বর্গ মাইলে ব্যক্তির সংখ্যা
		সহরের	গ্রামের	জনপূর্ণ বসত বাটীগুলির	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	১৩৩০—১৩৪০	১৩২০—১৩৩০	
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,১১৬	১	৩,৫৮২	৭২,৩১৮	৩,৮২,৪৫০	২,০২,৯৩২	১,৭৯,৫১৮	৩,০৪,৪৩৭	+২৫.৬	+৩২.৬	৯৩
সদর বিভাগ	৪৯৯	১	১,৩০৮	২০,৭৪৬	১,০৭,৪৫৩	৫৬,৮৯১	৫০,৫৬২	৯১,৮৪৭	+১৭.০	+২৩.০	২১৫
আগরতলা সহর	১.৩	—	—	১,৬১২	৯,৫৮০	৫,৫৪৭	৪,০৩৩	৭,৭৪৩	+২২.৭	+১৩.৪	৭,৩৬৯
কৈলাসহর বিভাগ	১,২৭০	—	৭৫৫	১৩,২২৭	৬৮,৯৯৭	৩৬,৪৯৩	৩২,৫০৪	৫০,৮৪৪	+৩৫.৭	+৬০.৯	৫৩
খোয়াই ,,	৩৮৮	—	২৮১	৭,৩৯০	৪০,০৫০	২০,৯০৫	১৯,১৪৫	২৮,৫৭৪	+৪০.২	+৩৩.৫	১০৩

সমগ্র রাজ্য এবং বিভাগ সমূহ	আয়তন বর্গ মাইল	সংখ্যা			১৩৪০ ত্রিং সনে জন সংখ্যা			১৩৪০ ত্রিং সনে জন সংখ্যা	জন সংখ্যার তারতম্যে শতকরা হার বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)		১৩৪০ ত্রিং সনে প্রতি বর্গ মাইলে ব্যক্তির সংখ্যা
		সহরের	গ্রামের	জনপূর্ণ বসত বাটীগুলির	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	১৩৩০—১৩৪০	১৩২০—১৩৩০	
ধর্ম্মনগর বিভাগ	২৭৭	—	১৪৩	৮,০১৩	৩৭,৫৩৪	১৯,৯৮৯	১৭,৫৪৫	৩০,৮৫৫	+২১·৬	+৬১·৯	১৩৬
সোনামুড়া ,,	২৩৯	—	১২৯	৫,১৮৪	২৭,০৪২	১৪,৪৯১	১২,৫৫১	২২,৮৯৭	+১৮·১	+২৬·৮	১১৯
বিলনীয়া ,,	৩৪৯	—	১৩১	৪,৬৯২	২৫,২৭২	১৩,৫৭৬	১১,৬৯৬	১৯,৮২৮	+২৭·৫	+৩·৩	৭২
উদয়পুর ,,	২৯২	—	১৭৮	৬,২২৯	৩৪,৩৯০	১৮,৪৪০	১৫,৯৫০	২৭,২৫১	+২৬·২	+২০·৯	১১৮
অমরপুর ,,	৫৬১	—	৪১৩	৪,১৭৮	২৭,২৩৮	১৪,২৯১	১২,৯৪৭	২১,২৫৭	+২৮·১		৪৯
সাবরুম ,,	২৭১	—	৪৪	২,৫৮২	১৪,৪৭৪	৭,৮৫৬	৬,৬১৮	১১,০৮৪	+৩০·৬	১০১·০	৫৩

প্রভিনি   ল টেবল ২ন

ধর্ম্ম এবং শিক্ষা ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বভাগ সমূহের লোক সংখ

রাজ্য এবং বিভাগ সমূহ	ধর্ম্ম											
	মুসলমান				হিন্দু				বৌদ্ধ			
	লোক সংখ্যা		শিক্ষিতের সংখ্যা		লোক সংখ্যা		শিক্ষিতের সংখ্যা		লোক সংখ্যা		শিক্ষিতের সংখ্যা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	৫৬,১৪৭	৪৭,৫৭৩	১,১১৫	৬২	১,৩৭,৮৫৮	১,২৩,৭৩১	৮,৬৪০	৬৮২	৭,৬০৫	৬,৯২৬	১৬২	৪
সদর বিভাগ	১৫,৬১৮	১৩,২৬৯	২৫৭	১৯	৪১,২১১	৩৭,২২৪	১,৭৭৫	২২৮	—	১	—	—
(আগরতলা)	৮৬১	৪৩৭	৯০	১	৪ ৬৮২	৩,৫৮৩	১,১৫৩	২০০	—	১	—	—
কৈলাসহর	৬,৭৮৪	৫,৮৮৩	১৯৪	—	২৬ ৮৯০	২৩,৯৭৮	১,৫২৮	৬৬	১,৬৩৫	১,৪৭৭	—	—
খোয়াই	১,৯০১	১,৪৮৪	৩৮	২৬	১৯,০০৪	১৭,৬৬১	১,০২১	১৫	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৭.২৭২	৬,৩১৩	১৫৭	—	১২,৬৪১	১১,১৭৮	১,৩৮৫	৩৭	—	—	—	—
সোণামুড়া	৯,৭৭৪	৮,৪৫৩	১৪১	৮	৪,৭১৬	৪,০৯৮	৬৫২	১৭	১	—	—	—
বিলনীয়া	৩,০৫২	২,৪৬১	১৭৭	২	৮.৬৭০	৭,৬৯১	৫১৫	২৩৬	১,৮৯৪	১,৭৪৪	—	—
উদয়পুর	১০,৩৪৬	৮,৯৭৩	৮৮	৩	৮,০৪৮	৬,৯৪৭	১,৩১২	৫০	৪৬	৩০	—	—
অমরপুর	৫৯১	৫৫৭	৬৫	—	১১ ০১৪	১০,১৬২	২১২	৩	২,৬৮৬	২,৪২৮	—	—
সাব্রুম	৮০৯	৫৮০	৩৩	৪	৫,৭০৪	৪,৯৯২	২৪০	৩০	১,৩৪৩	১,২৪৬	—	—

রাজ্য এবং ভাগ সমূহ	ধর্ম্ম — খৃষ্টান — লোক সংখ্যা পুরুষ	লোক সংখ্যা স্ত্রী	শিক্ষিতের সংখ্যা পুরুষ	শিক্ষিতের সংখ্যা স্ত্রী	ক স পুরুষ	ক স স্ত্রী	শিক্ষিতের সংখ্যা পুরুষ	শিক্ষিতের সংখ্যা স্ত্রী	শিক্ষা — কোন ভাষা — ১৩ বৎসর বয়স পুরুষ	১৩ বৎসর বয়স স্ত্রী	১৩ বৎসর বয়স পুরুষ	১৩ বৎসর বয়স স্ত্রী	২৪ বৎসর বয়স্ক এবং তদূর্দ্ধ পুরুষ	২৪ বৎসর বয়স্ক এবং তদূর্দ্ধ স্ত্রী	ইংরাজী ভাষা সম ক্রা শিষ্ট পুরুষ	ইংরাজী ভাষা স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য		৭৮			৪	০			৮২৯	১২২	৩,৭৯৭	৩৮৮	৫,৫০৪	২৬৪	২,৯২২	১৭১
সদর বিভাগ		৫৮			৪	০			২৮৩	৫৪	৪৮৭	১১৩	১,২৬২	৮০	১,১৭৯	৯১
(আগরতলা					৪	০			১৫১	৫২	৩২০	৮৩	৭৭২	৬৬	৮৭২	৭৯
কৈলাসহর		৬৬							১১৯	৬	৬১৩	১৫	৯৯০	৪৫	৩৬২	১০
খোয়াই									১২৬	৪	৫২১	২৫	৪১২	১২	৩০৭	২
ধর্ম্মনগর										৩	৭৫৯	৮	৭১১	২৬	২৬৪	৮
সোণামুড়া									৩২	১	৩৮০	৯	৬৮১	১৫	১৮৫	১২
বিলনীয়া					—				৩৩	৩৭	৩০০	১৭১	৩৫৪	১৮	১৬৯	১০
উদয়পুর					—				৩৩	৯	৫৫০	১৬	৭১৭	২৮	১৬২	৫
অমরপুর					—					—	৬৮	—	১৭৪	৩	৪৫	—
সাব্রুম					—					৭	৩৪	৯	২৩২	১৮	৩২	৭

ত্রিপুরা ষ্টেট টেবল নং ১

যুক্ত উপজীবিকা।

খাজানা গ্রহীতা এবং জমিতে মালিকী স্বত্ব বিশিষ্ট কৃষক

সেণ্টার	জমির খাজানা আদায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহই যাহাদের মুখ্য পেশা		২ ও ৩ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে জমিতে মালিকী স্বত্ব যুক্ত কৃষি কর্ম্ম যাহাদের গৌণ পেশা		কৃষি কার্য্য মুখ্য পেশা রূপ জমিতে মালিকী স্বত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ		৬ ও ৭ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে জমির খাজানা ভোগ যাহাদের গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ		পুরুষ	স্ত্রী
			৪	৫	৬	৭		
ত্রিপুরা ষ্টেট	১,১০৮	৩৭০	৫৭	৩	৩৮,১৬৮	১৫১০	৪৬০	৫৩
সদর	১৩৫	১৭৪	৩	—	১১,১৯৭		৯৯	১১
সোণামুড়া	৭২	৪৫	—	—	৩,৫৩২	৫৪		
কৈলাসহর	১১৯	৫৮	৩	১	৫৫৫২	১৫৬	৪৩	২২
অমরপুর	৩	—	—	—	৫২৯	১১		
উদয়পুর	২৫	২৬	—	—	৪,৮৫৬	২০৭	৯৭	
বিলনীয়া	১৮	২৮	১১	—	১,৪২২	১১২		
সাবরুম	৩	২	—	—	১,১৪৪	৭		
ধর্ম্মনগর	৪৮২	[illegible]	৩৮	—	৫,০১০	২০৮	১৯১	৩
খোয়াই	৬	১২	১	—	৬,১৩৪	১৭৭		১২
আগরতলা	২২৯	৮	১	—	৩১৭	২		

খাজানা গ্রহীতা এবং রায়ত কৃষক

বিভাগ	জমির খাজানা ভোগ যাহাদের মুখ্য পেশা		১০ ও ১১ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের গৌণ পেশা রায়ত কৃষক বলিয়া লিখিত হইয়াছে		রায়ত কৃষক রূপ মুখ্য পেশা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ		১৪ ও ১৫ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে জমির খাজানা ভোগ যাহা দের গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ত্রিপুরা রাজ্য	১,১০৮	৩৭০	৪	১	২,৫৩৮	১০৮	৪৬	..
সদর	১৩৫	১৭৪	—	১	৬১৮	৪৫	—	—
সোণামুড়া	৭২	৪৫	—	—	১৭০	২	—	—
কৈলাসহর	১১৯	৫৮	—	—	৩৭৪	১৪	১৪	—
অমরপুর	৩	—	—	—	৫৯	—	—	—
উদয়পুর	২৫	২৬	—	—	২৫৬	১২	—	—
বিলনীয়া	১৮	২৮	—	—	১৮৬	৭	—	—
সাবরুম	৩	২	—	—	৪০	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৪৮২	১৫	৪	—	৬০২	২৮	১৬	—
খোয়াই	৬	১২	—	—	২৩১	—	১৬	—
আগরতলা	২২৯	৮	—	—	—	—	—	—

খাজানা গ্রহীতা এবং জুমিয়া

সেন্টার	জমির খাজানা আদায় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ তাহাদের প্রধান পেশা		১৮ ও ১৯ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের গৌণ পেশা জুমকৃষি		যাহাদের মুখ্য পেশা জুমকৃষি		২২ ও ২৩ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে জমির খাজানা ভোগ যাহাদের গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
ত্রিপুরা রাজ্য	১,১০৮	৩৭০	১	—	১৭,৪৯৪	১,৩৮২	১১০	২
সদর	১৭৫	১৭৪	—	—	১,৮৪৫	৩২৭	৯	—
সোনামুড়া	৭২	৪৫	—	—	৪৪৪	১৯	—	—
কৈলাসহর	১১৯	৫৮	১	—	৩,৯০১	৯১	—	—
অমরপুর	৩	—	—	—	৩,০১৬	১০৩	১	—
উদয়পুর	২৫	২৬	—	—	৩৮৯	৪৮৬	—	—
বিলনীয়া	১৮	২৮	—	—	৭৭১	১৫	—	—
সাবরুম	৩	২	—	—	৯৮৯	১৩	—	—
ধর্ম্মনগর	৪৮২	১৫	—	—	৮২৩	৮১	—	—
খোয়াই	৬	৭২	—	—	৪,০০১	২৪৭	১০০	২
আগরতলা	২২৯	৮	—	—	—	—	—	—

জমিতে মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষক এবং রায়ত কৃষক

সেন্টার	যে সমস্ত কৃষকের জমিতে মালিকীস্বত্ব বলিয়া মুখ্য পেশা লিখিত হইয়াছে		২৬ ও ২৭ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের রায়ত কৃষকরূপ গৌণ পেশা		যাহাদের রায়ত কৃষকরূপ মুখ্য পেশা		৩০ ও ৩১ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের মালিকী স্বত্ব বিশিষ্ট কৃষকরূপ গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
ত্রিপুরা রাজ্য	৩৮,১৫৮	১,৫১০	১৩৬	১৫	২,৫৩৮	১০৮	১	—
সদর	১১,১৯৭	৪৩১	১০৮	১৩	৬১৮	৪৫	—	—
সোনামুড়া	৩,৫৩১	৫৪	৩	—	১৭০	২	—	—
কৈলাসহর	৫,৫৫২	১৫৬	১৯	২	৩৭৪	১৪	—	—
অমরপুর	৫২৯	১১	১	—	৫৯	—	—	—
উদয়পুর	৪,৮৫৬	২০৭	৫	—	২৫৬	১২	—	—
বিলোনীয়া	১,৪০২	১১২	—	—	১৮৬	৭	১	—
সাবরুম	১,১৪৪	৭	—	—	৪০	—	—	—
ধর্মনগর	৫,০১০	২০৮	—	—	৬০২	২৮	—	—
খোয়াই	৩,১৩৪	১৭৭	—	—	২৩৩	—	—	—
আগরতলা	৩১৭	২	—	—	—	—	—	—

জমিতে মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষক এবং জুমিয়া

স্টার	জমিতে মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষকরূপ যাহাদের মুখ্য পেশা		৩৪ ও ৩৫ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে জুম করা যাহাদের গৌণ পেশা		জুম করা যাহাদের মুখ্য পেশা		৩৮ ও ৩৯ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষকরূপ গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
ত্রিপুরা রাজ্য	৩৮,১৬৮	১,৫১০	১,৬০৫	৬৩	১৭,৪৯৭	১,৩৮২	১১৬	১৯
সদর	১১,১৯৭	৪৩৪	৬৯৭	২৭	১,৮৪৫	৩২৭	৭	—
সোনামুড়া	৩,৫৩২	৫৪	১৬৮	৩	৪৪৩	১৯	২	—
কৈলাসহর	৫,৫৫২	১৫৬	১০২	—	৩,৯০১	৯১	৫০	—
অমরপুর	৫২৯	১১	৬৫	—	৩,০১৬	১০৩	৪১	—
উদয়পুর	৪,৮৫৬	২০৭	১৫২	১৬	৮৮৯	৪৮৬	৮	—
বিলনীয়া	১,৪২২	১১২	৮২	—	৭৭১	১৫	৭	—
সাব্রুম	১,১৪৪	৭	৬৪	—	৯৮৯	১৩	১	—
ধর্ম্মনগর	৫,০১০	২০৮	—	—	৮২৩	৮১	—	—
খোয়াই	৩,১৩৪	১৭৭	২৭৫	২০	৪,০০৩	২৪৭	—	১৯
আগরতলা	৩১৭	২	—	—	—	—	—	—

জমিতে মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষক এবং কৃষি মজুর

সেন্টার	মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষকরূপ যাহাদের মুখ্য পেশা		৪২ ও ৪৩ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে কৃষি মজুরী যাহাদের গৌণ পেশা		কৃষি মজুরী যাহাদের মুখ্য পেশা		৪৬ ও ৪৭ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট কৃষকরূপ গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
ত্রিপুরা রাজ্য	৩৮,১৬৮	১,৫১০	১৩৮	৩৮	৬,৭২৬	৪৬৪	১৯	৪
সদর	১১,১৯৭	৪৩৪	১	২৭	১,৫৪১	১০৩	১	৩
সোনামুড়া	৩,৫৩২	৫৪	৪৮	—	৭৭৪	৪১	২	—
কৈলাসহর	৫,৫৫২	১৫৬	২০	১১	৮১৯	৯১	১	১
অমরপুর	৫২৯	১১	—	—	১৭৭	৩	—	—
উদয়পুর	৪,৮৫৬	২০৭	২২	—	৬৬১	১৯	১	—
বিলোনীয়া	১,৪২২	১১২	১০	—	২৩৪	৭	৪	—
সাব্রুম	১,১৪৪	৭	৫	—	২৫৯	৬	—	—
ধর্ম্মনগর	৫,০১০	২০৮	১৯	—	৫৯৫	৭৯	৮	—
খোয়াই	৩,১৩৪	১৭৭	৯	—	৫৭৪	৯৪	২	—
আগরতলা	৩১৭	২	৪	—	১২৯	৫	—	—

রায়ত কৃষক এবং জুমিয়া

সেণ্টার	রায়ত কৃষকরূপ যাহাদের মুখ্য পেশা		৫০ ও ৫১ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে জুম কৃষি যাহাদের গৌণ পেশা		জুম কৃষি যাহাদের মুখ্য পেশা		৫৪ ও ৫৫ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের রায়ত কৃষকরূপ গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭
ত্রিপুরা রাজ্য	২,৫৩৮	১০৮	৩৯	২	১৭,৪৯৪	১,৩৮২	১৫	—
সদর	৬১৮	৪৫	১১	১	১,৮৪৫	৩২৭	—	—
সোণামুড়া	১৭০	২	১০	—	৪৪৪	১৯	২	—
কৈলাসহর	৩৭৪	১৪	৫	—	৩,৯০১	৯১	১	—
অমরপুর	৫৯	—	১	—	৩,০১৬	১০৩	৭	—
বিলনীয়া	১৮৬	৭	৯	—	৭৭১	১৫	—	—
ধর্ম্মনগর	৬০২	২৮	—	—	৮২৩	৮১	—	—
খোয়াই	২৩৩	—	—	—	৪,০০৩	২৪৭	—	—
উদয়পুর	২৫৬	১২	৩	১	৮৮৯	৪৮৬	৫	—
সাব্রুম	৪০	—	—	—	৯৮৯	২৩	—	—
আগরতলা	—	—	—	—	—	—	—	—

রায়ত কৃষক এবং কৃষি মজুর

সেণ্টার	রায়ত কৃষকরূপ যাহাদের মুখ্য পেশা		৫৮ ও ৫৯ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে কৃষি মজুরী যাহাদের গৌণ পেশা		কৃষি মজুরী যাহাদের মুখ্য পেশা		৬২ ও ৬৩ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে রায়ত কৃষকরূপ যাহাদের গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫
ত্রিপুরা রাজ্য	২,৫৩৮	১০৮	৫১	৮	৬,৭২৬	৪৬৪	১০	৩
সদর	৬১৮	৪৫	২২	২	১,৫৪১	১০৩	১	৩
সোণামুড়া	১৭০	২	২	—	৭৭৪	৪১	১	—
কৈলাসহর	৩১৪	১৪	৩	৬	৮১৯	৯১	—	—
অমরপুর	৫৯	—	—	—	১৭৭	৩	—	—
উদয়পুর	২৫৬	১২	৫	—	৬৬১	১৯	১	—
বিলনীয়া	১৮৬	৭	৯	—	২৩৪	৭	—	—
সাবরুম	৪০	—	—	—	২৫৯	৬	—	—
ধর্ম্মনগর	৬০২	২৮	১০	—	৫৯৫	৭৯	৭	...
খোয়াই	২৩৩	—	—	—	৫৭৪	৯৪	—	—
আগরতলা	—	—	—	—	১২৯	৫	—	—

জুমিয়া এবং কৃষি মজুর

সেণ্টার	জুম কৃষি যাহাদের মুখ্য পেশা		৬৬ ও ৬৭ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের কৃষি মজুরী গৌণ পেশা		কৃষি মজুরী যাহাদের মুখ্য পেশা		৭০ ও ৭১ কলমের ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাদের জুম কৃষি গৌণ পেশা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩
ত্রিপুরা রাজ্য	১৭,৪৯৪	১,৩৮২	৭৮	৯	৬,৭২৬	৪৬৪	১০	৪
সদর	১,৮৪৫	৩২৭	২	—	১,৫৪১	১০৩	৬	২
সোণামুড়া	৪৪৪	১৯	৩	—	৭৭৪	৪১	৪	—
কৈলাসহর	৩,৯০১	৯১	৭০	১	৮১৯	৯১	—	১
অমরপুর	৩,০১৬	১০৩	—	—	১৭৭	৩	—	—
উদয়পুর	৮৮৯	৪৮৬	১	—	৬৬১	১৯	—	—
বিলনীয়া	৭৭১	১৫	—	—	২৩৪	৭	—	—
সাবরুম	৯৮৯	১৩	২	—	২৫৯	৬	—	১
ধর্ম্মনগর	৮২৩	৮১	—	৮	৫৯৫	৭৯	—	—
খোয়াই	৫,০০৩	২৪৭	—	—	৫৭৪	৯৪	—	—
আগরতলা	—	—	—	—	১২৯	৫	—	—

এই টেবলের অঙ্কগুলি সঙ্কলন করার সময় বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানগণের জন্ত সেণ্টারানুযায়ী উপরি লিখিত বিবরণাদি সংগৃহীত না হওয়ায় কোন কোন স্থলে সেণ্টার সমূহের অঙ্কগুলির যোগ ফল সমগ্র রাজ্যের মোট অঙ্ক হইতে ন্যূন হইয়াছে।

ত্রিপুরা ষ্টেট্ টেবল ২ন

ত্রিপুর-ক্ষত্রিয়

দফা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
পুরাতন ত্রিপুরা	৭৭,৫৮০	৩৯,৬১৫	৩৭,৯৪৫	৭৩,০৯৪	৪,৪৮৬	৬,২২৮	৮,৪৮৯	১,৩১২	১৭,৫৮৩	৪,৭০৬	৮,৯৮৭	২,০৮৩	১৫,৪০৮	১৫,২৯৬	৩৮	১৮	৪২	৩১
দেশী ত্রিপুরা	১,৪৯৪	৮২১	৬৭৩	১,৪৫৩	৪১	৩	২১৯	২৭৩	১	৪৬	২১৫	৩৫৮	—	—	—	—	—	—
জমাতিয়া	১১,০৯০	৫,৬৩৪	৫,৪৫৬	১০,২৮৭	৮০৩	৪১০	১,৮৯২	১২১	৪০৫	৭৫৩	১,৪৭৬	৩২৬	২,৪৩৪	২,২৮০	৩	৪	৬	৭
রিয়াং	৩৫,৮৮১	১৮,৩৯৯	১৭,৪৮২	৩৫,৮৬৮	১৩	৪,৭৫৮	[illegible]	১০১	৭,৯২৫	১৬৯	২,৪৯৩	১১৪	৮,৩৯৯	৮,০২৩	২৪	৫২	৪৫	৩১
নোয়াতিয়া	২৭,৪০৫	১৪,১৫৪	১৩,২৫১	২৬,৫৮২	৮২৩	২,২০৭	১,২২৭	৬২৮	৬,২৮০	১,২০৭	৫,৩৪৩	২৪৪	৫,৬৪০	৫,৩৬৬	৩৬	৩৭	২১	২৮
সর্ব্বমোট	১,৫৩,৪৫০	৭৮,৬৪৩	৭৪,৮০৭	১,৪৭,২৮৪	৬,১৬৬	১৩,৬০৬	১২,১২৯	২,৪৩৩	২৫,১৯৪	৬,৮৮১	১৮,৫৯৯	৩,১২৫	৩১,৮৮১	৩০,৯৬৫	১০১	১১১	১১৪	৯৭

ত্রিপুর ক্ষত্রিয়—পুরাতন ত্রিপুরা।

সেণ্টার	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা সহর	১,৭৮০	৯০২	৮৭৮	১,৩২৩	৪৫৭	—	১৫	৫২৫	—	—	১৬	৬৭৪	২	১	১	—	১	২
সদর	৪১,০৪৮	২০,৮৮৬	২০,১৬২	৪০,০৫৯	৯৮৯	১,৬৪৪	৫,৮৫৫	৩৬৭	৫,০২৮	৩,৭৪০	৫,৮৭১	৮১৭	৮,১৭৭	৮,৩০৩	৮	২	১৮	৮
সোণামুড়া	৩,৪৫৯	১,৭৮৪	১,৬৭৫	২,৯৫৪	৫০৫	২৭৭	২৯৪	১২৭	২১৬	১৫	৯৭৮	৫৯	৫৪৪	৩৮৪	৩	—	২	১
উদয়পুর	৬৯০	৩৫২	৩৩৮	৬১৫	৭৫	২১	১১৯	৮	১৮	২০	৫১	৪৫	১৪৩	১১৬	—	—	—	—
অমরপুর	১৭০	৮৮	৮২	১৭০	—	৬	২২	৬	১	১	৫	৫	২৩	২৩	—	—	১	—
খোয়াই	২০,৪৪৭	১০,৪৬৯	৯,৯৭৮	১৮,৮৯২	১,৫৫৫	২,৮৪৪	১,৬৯৯	১৮৩	২,৭৯১	৬২২	৯০৮	৩৫৮	৪,১৭৪	৪,১৩৩	১১	১১	১১	৯
কৈলাসহর	৮,১৬৫	৪,২০৯	৩,৯৫৬	৭,৬৬২	৫০৩	১,১০০	৩২৮	৪৪	২,০৫৩	১৭০	৯১২	৯৯	১,৯৬১	১,৯৭১	১২	১	৭	৯
ধর্ম্মনগর	৮৪৫	৪৪৫	৪০০	৪৪৩	৪০২	১৫৪	৪৭	১২	২১০	৬৮	২৮	১৭	১৯৩	২০৪	১	—	২	১
বিলনীয়া	৪৩	২৪	১৯	৪৩	—	—	৭	৬	—	—	১০	২	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	৯৩৩	৪৭৬	৪৫৭	৯৩৩	—	১৮২	১২৩	৩৪	২৬৬	৭০	২০৮	৭	১৯১	১৬১	২	৪	—	১
মোট	৭৭,৫৮০	৩৯,৬৩৫	৩৭,৯৪৫	৭৩,০৯৪	৪,৪৮৬	৬,২২৮	৮,৪৮৯	১,৩১২	১০,৫৮৩	৪,৭০৬	৮,৯৮৭	২,০৮৩	১৫,৪০৮	১৫,২৯৬	৩৮	১৮	৪২	৩১

ত্রিপুর ক্ষাত্রিয়—দেশী ত্রিপুরা।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	শিক্ষিত (ইংরেজী)	চাকরী	খঞ্জ	কুষ্ঠ	পাগল	কানা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা সহর	২৪৫	১৩৮	১০৭	২৩৭	৮	—	২৪	৬৬	—	—	—	৪৬	—	—	—	—	—	—
সদর	৯৬৪	৫৩৬	৪২৮	৯৪৪	২০	—	১৩৯	১৮০	—	৪২	১৮৭	২৭৫	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	১১৮	৬৬	৫২	১১৫	৩	২	৭	১৯	—	—	২৫	১৭	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	১৪২	৬৮	৭৪	১৩২	১০	—	৪৭	৪	—	৪	১	১৫	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	১৫	৭	৮	১৫	—	১	২	১	১	—	২	১	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	২	১	১	২	—	—	—	২	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	৮	৫	৩	৮	—	—	—	১	—	—	—	৩	—	—	—	—	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	১,৪৯৪	৮২১	৬৭৩	১,৪৫৩	৪১	৩	২১৯	২৭৩	১	৪৬	২১৫	৩৫৮	—	—	—	—	—	—

ত্রিপুর-ক্ষত্রিয়—জমাতিয়া।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা সহর	১	১	—	—	১	—	—	১	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—
সদর	৬১৩	৩২৩	২৯০	৬১৩	—	১১	১২৮	৩	৭০	৮৬	১৬৬	১	১১২	১১১	—	—	—	—
সোণামুড়া	৮৭৭	৪৩৮	৪৩৯	৪১৭	৪৬০	১	১২৭	৫৮	—	—	২৩৪	৫৯	৯৩	১২৬	—	৩	৩	২
উদয়পুর	৫,০২৮	২,৫১৪	২,৫১৪	৪,৯৭৬	৫২	১৫৯	১,০৬৩	২০	১৭৬	৩৯৫	৭১৮	১৫৯	১,১৬১	১,০১৩	১	১	১	৪
অমরপুর	৩,০৯১	১,৫৮৭	১,৫০৪	৩,০৮৫	৬	১৮০	৩০০	৯	৬০	৩০	১২৩	১৮	৭৪২	৭১০	১	—	২	১
খোয়াই	১,৪৫২	৭৫৬	৬৯৬	১,১৮০	২৭২	৫১	২৭৩	২৯	৯৩	২৪২	২৩১	৮৮	৬২১	৩১৪	১	—	—	—
কৈলাসহর	২	১	১	—	২	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	২৬	১৪	১২	১৬	১০	৮	১	৬	—	২	—	৫	৬	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	১১,০৯০	৫,৬৩৪	৫,৪৫৬	১০,২৮৭	৮০৩	৪১০	১,৮৯২	১২১	৪০৫	৭৫৩	১,৪৭৬	৩২৬	২,৪৩৪	২,২৮০	৩	৪	৬	৭

ত্রিপুর-ক্ষত্রিয়—রিয়াং।

সেণ্টার	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা জুম	মুখ্য পেশা কৃষি	মুখ্য পেশা অন্যান্য	গৌণ পেশা জুম	গৌণ পেশা কৃষি	গৌণ পেশা অন্যান্য	শিক্ষিত	তাঁত (পাতর)	চরকা	গরু	মহিষ	ছাগল	[illegible]
আগরতলা সহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	১৫	৬	৯	১৫	—	—	২	—	৮	—	—	—	১	৪	—	—	—	—
সোণামুড়া	১৪৪	৭৩	৭১	১৪২	২	৩২	৩	—	৩৪	—	৬	—	৩৩	৩৩	—	—	—	—
উদয়পুর	২,১৫১	১,১২৭	১,০২৪	২,১৫১	—	৫৩৮	৯১	২৬	৩৫৯	১৮	২২২	১১	১৯৭	২৩৪	১	৩	৫	২
অমরপুর	১১,৭৫৮	৫,৯৮৬	৫,৭৭২	১১,৭৫৩	৫	১,৩০২	১৭	২৩	৪০০	১৩	৭৯৫	২৪	২,৯৫৩	২,৭৬১	৮	৭	১২	৪
খোয়াই	৫,০০০	২,৫৭৭	২,৪২৩	৪,৯৯৮	২	১,১৮৫	—	১	১,২২৯	—	—	৩১	১,৪৪৫	১,২৭১	৪	২৪	৯	৫
কৈলাসহর	১১,২১৮	৫,৭৬৭	৫,৪৫	১১,২১৪	৪	১,৬৩২	২	১৬	৪,৩৩৮	২	২৭৭	২৬	২,৬১২	২,৬৪৯	৬	১১	১৩	১৫
ধর্ম্মনগর	৭৩৫	৩৯২	৩৪৩	৭৩৫	—	১৩৪	—	১	২৫১	—	৪	১০	১৪৮	১৪৯	—	৩	১	২
বিলনীয়া	৪,৬৫৩	২,৩৬৭	২,২৮৯	৪,৬৫৩	—	২১২	১৮২	১৮	১,২৫৮	১৩১	১,১৪৩	২	৯৫৯	৮৬০	৫	৩	৫	৩
সাবরুম	২০৭	১০৭	১০০	২০৭	—	২৩	৫	১৬	৪৮	৫	৪৬	১০	৫১	৫৫	—	১	—	—
সর্ব্বমোট	৩৫,৮৮১	১৮,৩৯৯	১৭,৪৮২	৩৫,৮৬৮	১৩	৪,৭৫৮	৩০২	১০১	৭,৯২৫	১৬৯	২,৪৯৩	১১৪	৮,৩৯৯	৮,০২৩	২৪	৫২	৪৫	৩১

ত্রিপুর-ক্ষত্রিয়—নোয়াতিয়া

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিল্পী	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা সহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	১৯৮	১০০	৯৮	১৪৩	৫৫	২৯	৫	২	৪৫	৩৭	১১	—	৪০	৪৩	২	১	—	—
সোণামুড়া	১,৭৯৫	৯২৯	৮৬৬	১,৩৭৮	৪০৭	৮৩	১৮৩	৪৮	২০৭	১৯	৫০৮	৮	৩৯৫	৩৫৬	২	৩	১	২
উদয়পুর	১,১৭৭	৬৩০	৫৪৭	৯০০	২৭৭	৮০	২১২	২৮	৫১	১১২	৮৮	৫৪	২১৫	১৬৫	—	২	১	—
অমরপুর	৩,১৮২	১,৬৩০	১,৫৫২	৩,১৮২	—	৪২৩	—	৭	২৫৪	৩	২৬৯	—	৮১৬	৮১৬	১	—	৪	২
খোয়াই	৪৮৪	২৫৮	২২৬	৪৮০	৪	৯৭	—	—	৮৬	—	—	—	১৩৫	১০২	—	—	—	—
কৈলাসহর	৩,১৩৩	১,৬৪০	১,৪৯৩	৩,১৩০	৩	৪৭০	—	৬	১,১৪৩	—	৫২	৩০	৭৮২	৮৭৫	২	—	১	—
ধর্ম্মনগর	১২৬	৬৬	৬২	৭১	৫৭	১৮	১৪	১	২৮	১৭	৫	৭	২২	২১	১	—	—	—
বিলনীয়া	৮,৫৮১	৪,৩৯৬	৪,১৮৫	৮,৫৮১	—	৪০২	২১৭	১৩১	২,৫১০	২৫৮	১,৮৯৪	২৩	১,৫১২	১,৪৫৬	৭	৬	৪	৫
সাবরুম	৮,৭২৭	৪,৫০৫	৪,২২২	৮,৭০৭	২০	৬০৫	৫৯৬	৪০৩	১,৯৫৬	৭৬১	২,৬০৬	১২২	১,৭২৩	১,৫২২	২১	২৫	১০	১৯
সর্ব্বমোট	২৭,৪০৫	১৪,১৫৪	১৩,২৫১	২৬,৫৮২	৮২৩	২,২০৭	১,২২৭	৬২৬	৬,২৮০	১,২০৭	৫,৩৪৩	২৪৪	৫৬৪০	৫,৩৬৬	৩৬	৩৭	২১	২৮

হালাম।

দফা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষা	তাঁত (হাতের)	চরকা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
কলই	১,৬৯৮	৮৭০	৮২৮	১,৬৮৭	১১	১৬২	১০২	১৬	১১১	৫২	২৫২	১৫	৩৬১	৩৫০	২	—	১	১
খুলং (কুলু)	৬০	২৭	৩৩	৬০	—	১১	—	—	২৪	—	—	—	১৫	১৫	—	—	১	—
কার্ব্বং	৩৮	১৯	১৯	৩৮	—	৬	১	—	১৭	—	৭	—	১১	১৬	—	—	—	—
কাইপেং	৮১৪	৪১২	৪০২	৮১৪	—	১৩৮	১৬	২	১৩৪	৯	১০৮	—	১৭৩	২০০	১	—	—	—
কৈরেং	৪১৫	২০৮	২০৭	৪১৫	—	৫৭	৯	—	১	২	১১	১৩	১১০	১২১	—	—	২	—
চড়ই	১,৬৪৪	৮৫১	৭৯৩	১,৬৪৪	—	৪০৫	৬	৪৪	৪৫৯	—	১৪৪	—	৩৪৭	৩৭২	২	১	—	—
ছাইমাল	৯৮	৫৫	৪৩	৯৮	—	১৩	৩	১	২৮	—	১৩	—	৩০	৩৩	—	—	১	—
ডাব	১৭	১১	৬	১৭	—	৩	—	—	৬	—	—	—	৪	৪	—	—	—	—
থাংচেপ	১৩০	৭২	৫৮	১৩০	—	২৪	২	১	৫৩	—	২	—	৩৪	৩৪	—	—	—	—
সাকুচেপ	১৬০	৮৩	৭৭	১৬০	—	৪৯	—	—	৫৮	—	—	—	৪৯	৪৯	—	—	—	—

হালাম

দফা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষা	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
নবীন	২১০	১০৫	১০৫	২১০	—	৫১	—	—	৯১	—	—	—	৬৯	৬৯	—	—	—	—
বংশেল	২১৯	১০৮	১১১	২১৯	—	৪৫	—	২	১৪	—	১৫	—	৬২	৬২	—	—	১	—
মরছুম	৩,৪৯৯	১,৮১৭	১,৬৮২	৩,৪৯৯	—	৭০০	১১৩	৯৮	২৫০	৯২	৪৪৬	৯	৭৫৬	৮১৯	১	—	১	১
বুরচাকাং	২২১	১০৯	১১২	২২১	—	৩৭	—	৪	৯৩	—	—	—	৬৭	৫৯	—	—	—	—
রাংখল	৬১৯	২৯৩	৩২৬	৬১৯	—	১২৪	১৫	—	৯৩	১৮	৫২	১	১৪৩	১৪৩	—	—	—	—
রূপিনী	১,৪৩৬	৭৮৮	৬৪৮	১,৪৩৪	২	২১৭	১১১	৮	৬১৬	৪	৮০	৪	৫৬৮	৪১৫	১	—	—	—
লাঙ্গাই	৪৫৮	২৩৭	২২১	৪৫৮	—	৮৭	—	—	১৭১	—	৫৮	—	১২৭	১২৭	—	১	—	—
লাংলু	৩১৮	১৬৬	১৫২	৩১৮	—	৬৪	—	—	৬৯	—	১১	—	১০১	১০২	—	—	—	—
হালাম (unspecified)	৬৫৯	৩৪৬	৩১৩	৬৫৯	—	৬৭	৪৪	৩১	৬৮	১	২০৮	—	১৮০	১৬৯	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	১২,৭১৩	৬,৫৭৭	৬,১৩৬	১২,৭০০	১৩	২,২৫৬	৫২৫	২০৭	২,৩৩৬	১৭৮	১,৫১৫	৪২	৩,০০৭	৩,১৫৯	৭	২	৭	২

হালাম কলই

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	৩৫৭	১৯৭	১৬০	৩৪৬	১১	১১	৬৫	২	৬৩	৪৪	১০০	১	৮৭	৮৮	১	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	৫৭৭	২৭২	৩০৫	৫৭৭	—	৯০	২০	১০	২৬	৭	১৪১	—	১২৩	১১৮	১	—	—	১
অমরপুর	৬৭০	৩৫১	৩১৯	৬৭০	—	৪৩	১৭	২	৪	১	১	১৪	১২৮	১২১	—	—	১	—
খোয়াই	৯১	৪৯	৪২	৯১	—	১৭	—	২	১৭	—	—	—	২৩	২৩	—	—	—	—
কৈলাসহর	৩	১	২	৩	—	১	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	১,৬৯৮	৮৭০	৮২৮	১,৬৮৭	১১	১৬২	১০২	১৬	১১১	৫২	২৫২	১৫	৩৬১	৩৫০	২	—	১	১

হালাম—কুলু।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			[illegible]	তাঁত (গাতের)	চরকা	জিন	টাকু	লাঙ্গল	[illegible]
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামূড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	৬০	২৭	৩৩	৬০	—	১১	—	—	২৪	—	—	—	১৫	১৫	—	—	১	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৬০	২৭	৩৩	৬০	—	১১	—	—	২৪	—	—	—	১৫	১৫	—	—	১	—

হালাম—ক ২

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	৩৮	১৯	১৯	৩৮	—	৬	১	—	১৭	—	৭	—	১১	১৬	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৩৮	১৯	১৯	৩৮	—	৬	১	—	১৭	—	৭	—	১১	১৬	—	—	—	—

হালাম—কাইপেং।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষা	তাঁত (হাতের)	চরকা	[illegible]	শূকর	ছাগল	[illegible]
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	৬০৯	৩০৭	৩০২	৬০৯	—	১০৮	১৬	২	১১৪	৯	১০৮	—	১২৫	১৫২	১	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	২০৫	১০৫	১০০	২০৫	—	৩০	—	—	—	—	—	—	৪৮	৪৮	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৮১৪	৪১২	৪০২	৮১৪	—	১৩৮	১৬	২	১১৪	৯	১০৮	—	১৭৩	২০০	১	—	—	—

হালাম—কৈরেং।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	পুং	স্ত্রী	পাগল	কাণা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	৪১৫	২০৮	২০৭	৪১৫	—	৫৭	৯	—	১	২	১১	১৩	১১০	১২১	—	—	২	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	৪১৫	২০৮	২০৭	৪১৫	—	৫৭	৯	—	১	২	১১	১৩	১১০	১২১	—	—	২	—

১০

হালাম চড়ই

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	ছাত্র (স্কুলের)	চাকরী	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	৪৪৬	২৩৫	২১১	৪৪৬	—	৭৮	—	৩১	৮৪	—	৭৭	—	৭৬	৭৬	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	১,১২৮	৬১৬	৫৮২	১,১২৮	—	৩২৭	৬	১৩	৩৭৫	—	৬৭	—	২৭১	২৯৬	২	১	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	১,৬৪৪	৮৫১	৭৯৩	১,৬৪৪	—	৪০৫	৬	৪৪	৪৫৯	—	১৪৪	—	৩৪৭	৩৭২	২	১	—	—

হালাম—ছাইলাম।

সেণ্টার	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (রিহাতেল)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	৯৮	৫৫	৪৩	৯৮	—	১৩	৩	১	২৮	—	১৩	—	৩০	৩৩	—	—	১	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৯৮	৫৫	৪৩	৯৮	—	১৩	৩	১	২৮	—	১৩	—	৩০	৩৩	—	—	১	—

হালাম—ডাব।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	১৭	১১	৬	১৭	—	৩	—	—	৬	—	—	—	৪	৪	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
সর্ব্বমোট	১৭	১১	৬	১৭	—	৩	—	—	৬	—	—	—	৪	৪	—	—	—	

হালাম—খাং চেপ

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	১২৬	৭০	৫৬	১২৬	—	২২	২	১	৫১	—	২	—	৩৩	৩৩	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৪	২	২	৪	—	২	—	—	২	—	—	—	১	১	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	১৩০	৭২	৫৮	১৩০	—	২৪	২	১	৫৩	—	২	—	৩৪	৩৪	—	—	—	—

হালাম—সাক্‌চেপ।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	খঞ্জ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	১৬০	৮৩	৭৭	১৬০	—	৪৯	—	—	৫৮	—	—	—	৪৯	৪৯	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	১৬০	৮০	৭৭	১৬০	—	৪৯	—	—	৫৮	—	—	—	৪৯	৪৯	—	—	—	—

হালাম—নবীন

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	২১০	১০৫	১০৫	২১০	—	৫১	—	—	৯১	—	—	—	৬৯	৬৯	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	২১০	১০৫	১০৫	২১০	—	৫১	—	—	৯১	—	—	—	৬৯	৬৯	—	—	—	—

হালাম—বংশেল।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	১৪৬	৭১	৭৫	১৪৬	—	২৭	—	২	—	—	৭	—	৪৪	৪৪	—	—	১	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	১১	৬	৫	১১	—	২	—	—	৫	—	—	—	৪	৪	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৬২	৩১	৩১	৬২	—	১৬	—	—	৯	—	৮	—	১৪	১৪	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	২১৯	১০৮	১১১	২১৯	—	৪৫	—	২	১৪	—	১৫	—	৬২	৬২	—	—	১	—

হালাম—মরছুম।

সেণ্টার	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা সহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	৬২৬	৩২০	৩০৬	৬২৬	—	৯৫	৭	২	১০৭	৮	১৩৮	—	১২৬	১৭৮	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	১,৮৬৫	৯৬৫	৯০০	১,৮৬৫	—	৪৬২	১০৪	৮০	১১৩	৮৩	৩৭৩	৩	৩৮৫	৩৯৪	১	—	—	১
অমরপুর	৯১৮	৪৮৭	৪৩১	৯১৮	—	১১৯	৫	১৬	—	১	৩৫	৬	২২৫	২২৭	—	—	১	—
খোয়াই	৮২	৪৩	৩৯	৮২	—	২৩	—	—	২৫	—	—	—	২০	২০	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৮	২	৬	৮	—	১	—	—	৫	—	—		—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৩,৪৯৯	১,৮১৭	১,৬৮২	৩,৪৯৯	—	৭০০	১১৬	৯৮	২৫০	৯২	৫৪৬	৯	৭৫৬	৮১৯	১	—	১	১

হালাম—মুরচাকাং।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	বধির	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	২২১	১০৯	১১২	২২১	—	৩৭	—	৪	৯৩	—	—	—	৬৭	৫৯	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—
সর্ব্বমোট	২২১	১০৯	১১২	২২১	—	৩৭	—	৪	৯৩	—	—	—	৬৭	৫৯	—			—

হালাম রাংখল

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষা	তাঁত (হাতের	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	২৮২	১২৬	১৫৬	২৮২	—	৬১	৩	—	৫৭	৪	৫২	—	৫৬	৫৫	—	—	—	—
সোনামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	১৪৮	৭৫	৭৩	১৪৮	—	৩০	—	—	—	—	—	১	৪০	৪০	—	—	—	—
খোয়াই	৮০	৩৮	৪২	৮০	—	১৭	—	—	১০	—	—	—	২১	২২	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	১০৯	৫৪	৫৫	১০৯	—	১৬	১২	—	২৬	১৪	—	—	২৬	২৬	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৬১৯	২৯৩	৩২৬	৬১৯	—	১২৪	১৫	—	৯৩	১৮	৫২	১	১৪৩	১৪৩	—	—	—	—

হালাম—রূপিণী।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	১,১০৬	৬২৫	৪৮১	১,১০৪	২	১৩৬	৯৬	৩	৫৪৩	২	৫৯	—	২৭৭	৩২৪	১	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	৩৩	১৪	১৯	৩৩	—	৬	—	১	৭	—	—	—	১০	১০	—	—	—	—
কৈলাসহর	১২৫	৬৫	৬০	১২৫	—	১৬	১৪	১	২১	২	১৮	৩	৩২	৩২	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	১৭২	৮৪	৮৮	১৭২	—	৫৯	১	৩	৪৫	—	৩	১	৪৯	৪৯	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	১,৪৩৬	৭৮৮	৬৪৮	১,৪৩৪	২	২১৭	১১১	৮	৬১৬	৪	৮০	৪	৩৬৮	৪১৫	১	—	—	—

হালাম—লাঙ্গাই

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	কল	ঢেঁকি	পাগল	কানা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	৪৫৮	২৩৭	২২১	৪৫৮	—	৮৭	—	—	১৭১	—	৫৮	—	১২৭	১২৭	—	১	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৪৫৮	২৩৭	২২১	৪৫৮	—	৮৭	—	—	১৭১	—	৫৮	—	১২৭	১২৭	—	১	—	—

হালাম—লাংলু।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৩১৮	১৬৬	১৫২	৩১৮	—	৬৪	—	—	৩৯	—	১৯	—	১০১	১০২	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৩১৮	১৬৬	১৫২	৩১৮	—	৬৪	—	—	৩৯	—	১৯	—	১০১	১০২	—	—	—	—

হালাম—(Unspecified) *

সেন্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোনামুড়া	৫৮৮	৩১০	২৭৮	৫৮৮	—	৫৯	৪০	৩১	৩৮	—	২০৮	—	১৬২	১৫১	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	৭১	৩৬	৩৫	৭১	—	৫	৪	—	—	১	—	—	১৮	১৮	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	৬৫৯	৩৪৬	৩১৩	৬৫৯	—	৬৪	৪৪	৩১	৩৮	১	২০৮	—	১৮০	১৬৯	—	—	—	—

* "দফা"র উল্লেখ নাই।

ককী।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	খৃষ্টান	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
ডালং	১,৪৭৯	৭৪০	৭৩৯	১,২০৭	২৭২	৩২৯	—	১৬	৫০৯	—	১৭৩	৬২	৩৪৮	৩৭৭	২	—	১	—
লুসাই	২,১৭৫	১,১১০	১,০৬৫	৭৩	২,১০২	৩৬৫	—	৪	৮৯২	—	৩২	৩৩৮	৪৮৬	৫৩৬	১	—	১	১
সর্ব্বমোট	৩,৬৫৪	১,৮৫০	১,৮০৪	১,২৮০	২,৩৭৪	৬৯৪	—	২০	১,৪০১	—	২০৫	৪০০	৮৩৪	৯১৩	৩	—	২	১

কুকী—ডালং।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু শাক্ত	খৃষ্টান	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	ছাত্র (স্ত্রীলোক)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠী	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	১৪৬	৭৮	৬৮	১৪৬	—	২৪	—	—	৬৬	—	১৫	—	৩৬	৫৪	১	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	৪৪	২৭	১৭	৪৪	—	১২	—	—	—	—	৬	—	১১	১১	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	১,০৪৩	৫১২	৫৩১	৭৭১	২৭২	২১৪	—	১৫	৩৪২	—	১৩৪	৬২	২২৯	২৩১	১	—	১	—
ধর্ম্মনগর	২৪৬	১২৩	১২৩	২৪৬	—	৭৯	—	১	১০১	—	১৮	—	৭২	৮১	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	১,৪৭৯	৭৪০	৭৩৯	১,২০৭	২৭২	৩২৯	—	১৬	৫০৯	—	১৭৩	৬২	৩৩৮	৩৭৭	২	১	—	—

কুকী—লুসাই।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	খৃষ্টান	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	তাকু	ঢেঁকি	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	৭৫	৪৬	২৯	৭৩	২	২১	—	—	১২	—	১৪	২	২২	২২	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	২,০৮৩	১,০৫৪	১,০২৯	—	২,০৮৩	৩৩৬	—	৪	৮৭২	—	১৮	৩৩৩	৪৬১	৫১১	১	—	১	১
ধর্ম্মনগর	১৭	১০	৭	—	১৭	৮	—	—	৮	—	—	৩	৩	৩	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	২,১৭৫	১,১১০	১,০৬৫	৭৩	২,১০২	৩৬৫	—	৪	৮৯২	—	৩২	৩৩৮	৪৮৬	৫৩৬	১	—	১	১

ত্রিপুরা ষ্টেট ফরম ২ নং

মগ।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	বৌদ্ধ	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			[illegible]	তাঁত (হাতের)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	কাপড় বোনা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	৬৪	৩৪	৩০	—	৬৪	৪	৯	২	২	—	১	—	৭	৯	—	—	—	—
অমরপুর	৮৫	৪১	৪৪	—	৮৫	৮	২৪	—	—	—	—	১	১	১	—	—	—	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	৩,৬৩৩	১,৮৯৪	১,৭৩৯	—	৩,৬৩৩	৬০৭	২৮৭	১৩৭	১,১৫০	৩০২	১,৪৩৯	২৯	৪৭৭	১৮৮	৩	—	৩	১
সাব্রুম	১,৯০৫	৯৯৪	৯১১	—	১,৯০৫	২৬৬	২০৩	৫৫	৪৬৩	১৯১	৬৫২	১২৯	৩৬৯	৩১২	২	৬	৪	১
সর্ব্বমোট	৫,৬৮৭	২,৯৬৩	২,৭২৪	—	৫,৬৮৭	৮৮৫	৫২৩	১৯৪	১,৬১৫	৪৯৩	২,০৯২	১৫৯	৮৫৪	৫১০	৫	৬	৭	২

ত্রিপুরা ষ্টেট টেবল ২ নং

চাক্‌মা

সেণ্টার	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু		বৌদ্ধ	মুখ্য			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
				শাক্ত	বৈষ্ণব		জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সদর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	৫,০২৯	২,৬৪৫	২,৩৮৪	—	—	৫,০২৯	৮৭৫	১০	১১	৩১৩	১৯	২৫৮	৩৭৯	১,২৫২	১,২৪৮	৬	১	৪	৫
খোয়াই	৫৬	২৬	৩০	৫৫	১	—	—	২৫	—	—	—	—	—	১৬	১৬	—	—	—	—
কৈলাসহর	৩,০৮০	১,৬০৪	১,৪৭৬	—	—	৩,০৮০	৪৯৫	—	৫	১,০৭১	১	৩	১৪৬	৮৪৪	৭২৯	৪	২	৩	৪
ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	৪৪৮	২৩১	২১৭	—	—	৪৪৮	৩৭	২২	১৯	৯৫	২৯	৮৩	৩৪	৯৯	৯৭	৩	১	—	—
সর্ব্বমোট	৮,৬১৩	৪,৫০৬	৪,১০৭	৫৫	১	৮,৫৫৭	১,৪০৭	৫৭	৩৫	১,৪৭৯	৪৯	৩৪৪	৫৫৯	২,২১১	২,০৯০	১৩	৪	৭	৯

ত্রিপুরা ষ্টেট্ টেবল ২নং।

মণিপুরী।

সেণ্টার	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	শাক্ত	বৈষ্ণব	মুখ্য পেশা			গৌণ পেশা			শিক্ষিত	তাঁত (হাতের)	চরকা	অন্ধ	কুষ্ঠ	পাগল	কালা বোবা
						জুম	কৃষি	অন্যান্য	জুম	কৃষি	অন্যান্য							
আগরতলা টাউন	২৫৩	৮৬	১৬৭	—	২৫৩	—	১৫	১০৬	—	—	—	৮৯	১৯	১৯	—	—	—	—
সদর	৪,৯৭০	২,৫৬০	২,৪১০	—	৪,৯৭০	—	১,০৫৬	৩৪৩	৮	৬৬৫	১,১৯৫	৬১১	৭২০	৬৪১	২	১	২	২
সোণামুড়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই	১,০১৯	৫২৬	৪৯৩	—	১,০১৯	—	৩০৫	৪৩	—	৮	১১	৬৩	১৫৮	১৫৮	—	১	—	—
কৈলাসহর	৮,৭৫০	৪,৫২৮	৪,২২২	—	৮,৭৫০	—	১,৮২৫	৩১৭	—	১,১৪১	১,৮৩৬	৯৩৮	১,৬৬৫	১,৭০৭	৫	৩	৮	৮
ধর্ম্মনগর	৪,২১৮	২,১৭২	২০,৪৬	—	৪,২১৮	—	৯৭০	১৩০	—	৮২৭	৪৯২	৬২৩	৮৭৫	৯১৭	২	১	৪	৪
বিলনীয়া	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
সর্ব্বমোট	১৯,২১০	৯,৮৭২	৯,৩৩৮	—	১৯,২১০	—	৪,১৭১	৯৭৯	৮	২,৬৪১	৩,৫৩৪	২,৩২৪	২,৬৩৭	৩,৪৮২	৯	৬	১৪	১৪

১নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

১৩৩০ ত্রিং (১৯২১ ইং)

আয়তন, থানা এবং জন সংখ্যা।

রাজ্য	বর্গ মাইলে আয়তন	সংখ্যা		জনপূর্ণ বসতবাটীর সংখ্যা			জন সংখ্যা								
							পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ে			পুরুষ			স্ত্রীলোক		
		সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,১১৬	১	৩,৩৭৩	৫৭,০৯৩	১,৪৭৪	৫৫,৬১৯	৩,০৪,৪৩৭	৭,৭৪৩	২,৯৬,৬৯৪	১,৬১,৫১৫	৪,৩৩৩	১.৫৭,১৮২	১,৪২,৯২২	৩,৪১০	১,৩৯,৫

২নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

১২৮১ ত্রিং ১৮৭২ খৃঃ হইতে

জন সংখ্যার বৈলক্ষণ্য

রাজ্য	জন সংখ্যা						বৈলক্ষণ্য—বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)					১৮৭২—১৯২১ খৃঃ বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)
	১৯২১ খৃঃ অথবা ১৩৩০ ত্রিং সনে	১৯১১ খৃঃ অথবা ১৩২০ ত্রিং সনে	১৯০১ খৃঃ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনে	১৮৯১ খৃঃ অথবা ১৩০০ ত্রিং সনে	১৮৮১ খৃঃ অথবা ১২৯০ ত্রিং সনে	১৮৭২ খৃঃ অথবা ১২৮১ ত্রি সনে	১৩২০ ত্রিং হইতে ১৩৩০ ত্রিং সন	১৩১০ ত্রিং হইতে ১৩২০ ত্রিং সন	১৩০০ ত্রিং হইতে ১৩১০ ত্রিং সন	১২৯০ ত্রিং হইতে ১৩০০ ত্রিং সন	১২৮১ ত্রিং হইতে ১২৯০ ত্রিং সন	
ত্রিপুরা রাজ্য	৩,০৪,৪৩৭	২,২৯,৬১৩	১,৭৩,৩২৫	১,৩৭,৪৪২	৯৫,৬৩৭	৩৫,২৬২	+৭৪,৮২৪	+৫৬,২৮৮	+৩৫,৮৮৩	+৪১,৮০৫	+৬০,৩৭৫	+২,৬৯,১৭৫

(২) ক্রোড়পত্র।

রাজ্য	পুরুষ						স্ত্রীলোক					
	১৯২১ খৃঃ অথবা ১৩৩০ ত্রিং সনে	১৯১১ খৃঃ অথবা ১৩২০ ত্রিং সনে	১৯০১ খৃঃ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনে	১৮৯১ খৃঃ অথবা ১৩০০ ত্রিং সনে	১৮৮১ খৃঃ অথবা ১২৯০ ত্রিং সনে	১৮৭২ খৃঃ অথবা ১২৮১ ত্রিং সনে	১৯২১ খৃঃ অথবা ১৩৩০ ত্রি সনে	১৯১১ খৃঃ অথবা ১৩২০ ত্রিং সনে	১৯০১ খৃঃ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনে	১৮৯১ খৃঃ অথবা ১৩০০ ত্রি সনে	১৮৮১ খৃঃ অথবা ১২৯০ ত্রি সনে	১৮৭২ খৃঃ অথবা ১২৮১ ত্রিং সনে
ত্রিপুরা রাজ্য	১,৬১,৫১৫	১,২১,৮২০	৯২,৪৯৫	৭১,৫৯৬	৫১,৪৫৮	১৮,২৬২	১,৪২,৯২২	১,০৭,৭৯৩	৮০,৮৩০	৬,৫৮১	৪৪,১৭৯	১৭,০০০

ঙ ৪নং টেবলের ক্রোড়পত্র।

১৮৭২ খৃঃ অথবা ১২৮১ ত্রিং সন হইতে

সহরের জন সংখ্যার বৈষম্য।

বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)						পুরুষ			স্ত্রী		
১৩২০ ত্রিং হইতে ১৩৩০ ত্রিং সন	১৩১০ ত্রিং হইতে ১৩২০ ত্রিং সন	১৩০০ ত্রিং হইতে ১৩১০ ত্রিং সন	১২৯০ ত্রিং হইতে ১৩০০ ত্রিং সন	১২৮১ ত্রিং হইতে ১২৯০ ত্রিং সন	১২৮১ ত্রিং হইতে ১৩৩০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত বৈষম্য (+) (−)	১৩৩০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩৩০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং
+৯১২	+৪১৬	—	—	—	—	৪,৩৩৩	৪,১১৬	৪,০২৩	৩,৪১০	২,৬৫৫	২,৩৯২

৫নং ইম্পিরিয়াল টেবল

সহর এবং গ্রাম সমূহের জনসং ১৯৩০ খ্রিং

রাজ্য	জনপূর্ণ সহরা এবং গ্রাম সমূহের মোট সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	৫০০ এর নিম্নে		৫০০—১,০০০		১,০০০—২,০০০		৫,০০০—১০,০০০	
			গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যা	সহরের সংখ্যা	জনসংখ্যা
ত্রিপুরা রাজ্য	৩,৩৭৪	৩,০৪,৪৩৭	৩,৩১৮	২,৫৭,৩১৭	৪৮	৩১,৪৪৭	৭	৭,৮৬৭	১	৭,৭৪৩

৪নং ইম্পিরিয়াল টেব

সহরের জনসংখ্যার বৈলক্ষণ্য (১৮৭২ খৃঃ—১২৮১ ত্রিং সন)।

সহর	মোট জনসংখ্যা					
	১৯২১ খৃঃ অথবা ১৩৩০ ত্রিং সন	১৯১১ খৃঃ অথবা ১৩২৯ ত্রিং সন	১৯০১ খৃঃ অথবা ১৩১০ ত্রিং সন	১৮৯১ খৃঃ অথবা ১৩০০ ত্রিং সন	১৮৮১ খৃঃ অথবা ১২৯০ ত্রিং সন	১৮৭২ খৃঃ অথবা ১২৮১ ত্রিং সন
আগরতলা	৭,৭৪৩	৬,৮৩১	৬,৪১৫	—	—	—

১৫ নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

ধর্ম্ম এবং স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে সহরের জন সংখ্যা। ১৩৩০ ত্রিং

রাজ্য	সহর	জন সংখ্যা			হিন্দু			মুসলমান		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	আগরতলা	৭,৭৪৩	৪,৩৩৩	৩,৪১০	৬,৮৪৯	৩,৭৬৭	৩,০৮২	৮৭১	৫৫৩	৩১৮

রাজ্য	সহর	খৃষ্টান			বৌদ্ধ			ব্রাহ্ম		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	আগরতলা	৮	৩	৫	৪	৩	১	১১	৭	৪

৬নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	৩,০৪,৪৩৭	১,৬১,৫১৫	১,৪২,৯২২
হিন্দু	২,০৭,৬৯৬	১,০৯,৫৭৮	৯৮,১১৮
বৌদ্ধ	১০,১৪৭	৫,৩৩৪	৪,৮১৩
ব্রাহ্ম	১৭	১০	৭
শিখ	১৬	৯	৭
জৈন	৯	৫	৪
মুসলমান	৮২,২৮৮	৪৪,৫৩৬	৩৭,৭৫২
খৃষ্টান	১,৮৬০	৮৪১	১,০১৯
অনির্দিষ্ট	২,৪০৪	১,২০২	১,২০২

৭নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

বয়স তারতম্যে এবং স্ত্রী পুরুষ ভেদে বিবাহিত ও অবিবাহিত অবস্থা। ১৩৩০ ত্রিং

রাজ্য	বয়স	মোট লোক সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক ও বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীবিশিষ্ট	৩,০৪,৪৩৭	১,৬১,৫১৫	১,৪২,৯২২	১,৪৫,০০৯	৮৩,৮৯৮	৬১,১১১	১,৩৪,৫৫৬	৭০,৬৮১	৬৩,৮৭৫	২৪,৮৭২	৬,৯৩৬	১৭,৯৩৬
	০—১	৮,৮০৬	৪,৪১৮	৪,৩৮৮	৮,৮০৬	৪,৪১৮	৪,৩৮৮	—	—	—	—	—	—
	১—৫	৩২,৮৬৩	১৫,৯৯৮	১৬,৮৬৫	৩২,৭৭২	১৫,৯৬১	১৬,৮১১	৮৫	৩৬	৪৯	৬	১	৫
	৫—১০	৪৮,৯০৭	২৪,৯০৩	২৪,০০৪	৪৮,৩২১	২৪,৭৩৯	২৩,৫৮২	৫৫০	১৫৯	৩৯১	৩৬	৫	৩১
	১০—১৫	৩৫,৯০৩	১৯,৪৬১	১৬,৪৪২	৩০,৬৪৯	১৮,৬৪০	১২,০০৯	৫,০৪০	৮০০	৪,২৪০	২১৪	২১	১৯৩
	১৫—২০	২৮,২৭০	১৩,২১১	১৫,০৫৯	১৩,৫১৩	১০,৪৯৭	৩,০১৬	১৪,০৮৫	২,৬৭৪	১১,৪৪১	৬৭২	৭০	৬০২
	২০—৩০	৫৫,৪৫৮	২৮,২৫৯	২৭,১৯৯	৮,৬৯১	৮,৮১২	৮৭৯	৪৩,৬৪৯	১৯,৪৮১	২৪,১৬৮	৩,১১৮	৯৬৬	২,১৫২
	৩০—৪০	৪২,৭০১	২৪,৯৮৬	১৭,৭১৫	১,৫১৩	১,২৬৬	২৪৭	৩৬,০৭৬	২২,০৯২	১৩,৯৮৪	৫,১১২	১,৬২৮	৩,৪৮৪
	৪০—৫০	২৫,৮৬৯	১৫,৪৮৩	১০,৩৮৬	৪৮৮	৩৮২	১০৬	১৯,৮৪২	১৩,৫৪০	৬,৩০২	৫,৫৩৯	১,৫৬১	৩,৯৭৮
	৫০—৬০	১৩,৮৭৬	৮,২৪৫	৫,৬৩১	১৫৭	১১৪	৪৩	৯,৩০৮	৭,০৬১	২,২৪৭	৪,৪১১	১,০৭০	৩,৩৪১
	৬০ এবং তদূর্দ্ধে	১১,৭৮৪	৬,৫৫১	৫,২৩৩	৯৯	৬৯	৩০	৫,৯২১	৪,৮৬৮	১,০৫৩	৫,৭৬৪	১,৬১৪	৪,১৫০

রাজ্য	বয়স	মোট লোক সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক ও বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা	হিন্দু	২,০৭,৬৯৬	১,০৯,৫৭৮	৯৮,১১৮	১,০০,৬৪০	৫৭,২৫৫	৪৩,৩৮৫	৯০,১৭৬	৪৭,০১৯	৪৩,১৫৭	১৬,৮৮০	৫,৩০৪	১১,৫৭৬
	০—১	৬,১০৪	৩,০৪৮	৩,০৫৬	৬,১০৪	৩,০৪৮	৩,০৫৬	—	—	—	—	—	—
	১—৫	২৩,৬৩৯	১১,৬৩৯	১২,০০০	২৩,৫৯৬	১১,৬১৮	১১,৯৭৮	৪২	২১	২১	১	—	১
	৫—১০	৩৩,৯৮৭	১৭,২৩৪	১৬,৭৫৩	৩৩,৬২৫	১৭,১২২	১৬,৫০৩	৩৪৩	১০৭	২৩৬	১৯	৫	১৪
	১০—১৫	২৩,৫৪২	১২,৫৫৩	১০,৯৮৯	২০,৫৪৩	১১,৯৯৬	৮,৫৪৭	২,৯২৩	৫৪৯	২,৩৭৪	৭৬	৮	৬৮
	১৫—২০	১৮,২০২	৮,৬৪২	৯,৫৬২	৯,২৪৫	৬,৮৭৭	২,৩৬৮	৮,৬৩৩	১,৭১৮	৬,৯১৫	৩৪৪	৪৭	২৯৭
	২০—৩০	৩৬,২৮৫	১৮,১৪৬	১৮,১৩৯	৫,৭৭৫	৫,১৪৬	৬২৯	২৮,৪৬৬	১২,৩৫৬	১৬,১১০	২,০৪৪	৬৪৪	১,৪০০
	৩০—৪০	২৯,২৫৭	১৬,৭৯৫	১২,৪৬২	১,১৮০	৯৯৫	১৮৫	২৪,৬৯৭	১৪,৬১৪	১০,০৮৩	৩,৩৮০	১,১৮৬	২,১৯৪
	৪০—৫০	১৮,১১৮	১০,৮৭১	৭,২৪৭	৩৬৯	২৯৫	৭৪	১৪,১২১	৯,৩৫৭	৪,৭৬৪	৩,৬২৮	১,২১৯	২,৪০৯
	৫০—৬০	৯,৮৫৩	৫,৮২০	৪,০২৬	১২৮	৯৯	২৯	৬,৬৯৪	৪,৮৭০	১,৮২৪	৩,০৩১	৮৫৮	২,১৭৩
	৬০ এবং তদূর্দ্ধে	৮,৬৮৯	৪,৮২৩	৩,৮৬৬	৭৫	৫৯	১৬	৪,২৫৭	৩,৪২৭	৮৩০	৪,৩৫৭	১,৩৩৭	৩,০২০

রাজ্য	বয়স	মোট জন সংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক ও বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য।	মুসলমান	৮২,২৮৮	৪৪,৫৩৬	৩৭,৭৫২	৩৫,৮৭৫	২২,৫৪৯	১৪,৩২৬	৩৮,৪৯৩	২০,৬৮৯	১৭,৮০৪	৬,৯২০	১,২৯৮	৫,৬২২
	০—১	২ ২০১	১,১২০	১,০৮১	২ ২০১	১,১২০	১,০৮১	—	—	—	—	—	—
	১—৫	৭,৬৮৭	৩,৬১০	৪,০৭৭	৭,৬৪৭	৩,৫৯৬	৪,০৫১	৩৬	১৪	২২	৪	—	৪
	৫—১০	১২,৬১৮	৬,৫০০	৬,১১৮	১২,৪০৪	৬,৪৫০	৫,৯৫৪	১৯৮	৫০	১৪৮	১৬	—	১৬
	১০—১৫	১০,৫৮১	৫,৯৮৭	৪,৫৯৪	৮,৪২১	৫,৭৪৭	২,৬৭৪	২,০২৬	২২৭	১,৭৯৯	১৩৪	১৩	১২১
	১৫—২০	৮,৬৭২	৩,৮৮৬	১,৭৮৬	৩,৩৩৮	৩,০১৬	৩২২	৫,০৩৩	৮৫১	৪,১৮২	৩০১	১৯	২৮২
	২০—৩০	১৬,৭৪৯	৮ ৯৮৩	৭,৭৬৬	২,৪৪০	২,২৯৭	১৪৩	১৩,৩৫১	৬,৪২০	৬,৯৩১	৯৫৮	২৬৬	৬৯২
	৩০—৪০	১১,৫১৭	৭,০৯৬	৪,৪২১	২৭৮	২২৩	৫৫	৯,৬৯৬	৬,৫২৩	৩,১৬৩	১,৫৪৩	৩৫০	১,১৯৩
	৪০—৫০	৬,৫২০	৩ ৯৫১	২,৫৬৯	৯৯	৭৫	২৪	৪,৭৪০	৩,৬০৪	১,১৩৬	১,৬৮১	২৭২	১,৪০৯
	৫০—৬০	৩,২৫৮	১,৯৯১	১,২৬৭	২৫	১৫	১০	২,০৬৪	১,৮১৪	২৫০	১,১৬৯	১৬২	১,০০৭
	৬০ এবং তদূর্দ্ধ	২,৪৮৫	১,৪১২	১,০৭৩	২২	১০	১২	১,৩৪৯	১,১৮৬	১৬৩	১,১১৪	২১৬	৮৯৮

ধর্ম্ম এবং বয়স ভেদে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা।

রাজ্য	বয়স	জন সংখ্যা											
		মোট			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজী শিক্ষিত		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী বিশিষ্ট	৩,০৪,৪৩৭	১,৬১,৫১৫	১,৪১,৯২২	২১,৫৬৪	২০,১৯৯	১,৩৬৫	২,৮২,৮৭৩	১,৪১,৩১৬	১,৪১,৫৫৭	১,৭৪৭	১,৬২১	৮৬
	০—১০	৯০,৫৭৬	৪৫,৩১৯	৪৫,২৫৭	৪৩৬	২৮২	১৫৪	৯০,১৪০	৪৫,০৩৭	৪৫,১০৩	২৬	১৯	৭
	১০—১৫	৩৫,৯০৩	১৯,৪৬১	১৬,৪৪[illegible]	১,৩৪১	১,০৭৯	২৬২	৫৬২	৩৮২	১৬,১৮০	২২০	২০০	২০
	১৫—২০	২৮,২৭০	১৩,২১১	১৫,০৫৯	৩,৭৬১	৩,৬১৮	১৪৩		৫৯৩	১৪,৯১৬	৩৭১	৩৬৩	৮
	২০ এবং তদূর্দ্ধ	১,৪৯,৬৮৮	৮৩,৫২৪	৬৬,১৬৪	১৬,০২৬	১৫,২২০	৮০৬	১,৩৩,	৬৮,৩০৪	৬৫,৩৫৮	১,০৯০	১,০৩৯	৫১
	হিন্দু	২,০৭,৬৯৬	১,০৯,৫৭৮	৯৮,১১৮	১৮,৩৪১	১৭,২০৮	১,১৩৩	১,৮৯	৯২,৩৭০	৯৬,৯৮৫	১,৫১৪	১,৪৩১	৮১
	০—১০	৬৩,৭৩০	৩১,৯২১	৩১,৮০৯	৩৬২	২৩৫	১২৭	৬৩,৩৬৮	৩ ৬৮৬	৩১,৬৮২	২৬	১৯	৭
	১০—১৫	২৩,৫৪২	১২,৫৫৩	১০,৯৮৯	১,০০৪	৭৯৪	২১০	২২,৫৩৮	১ ,৭৫৯	১০,৭৭৯	১৯২	১৭২	২০

রাজ্য	বয়স	জন সংখ্যা											
		মোট			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজী অশিক্ষিত		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	১৫—২০	১৮,২২২	৮,৬৪২	৯,৫৮০	৩,৪৩৮	৩,৩৩৫	১০৩	১৪,৭৮৪	৫,৩০৭	৯,৪৭৭	৩৩৫	৩২৭	৮
	২০ এবং তদূর্দ্ধ	১,০২,২০২	৫৬,৪৬২	৪৫,৭৪০	১৩,৫৩৭	১২,৮৪৪	৬৯৩	৮৮,৬৬৫	৪৩,৬১৮	৪৫,০৪৭	৯৬১	৯১৫	৪৬
	মুসলমান	৮২,২৮৮	৪৪,৫৩৬	৩৭,৭৫২	২,৫৬২	২,৪৪০	১২২	৭৯,৭২৬	৪২,০৯৬	৩৭ ৬৩০	১৭৩	১৭১	২
	০—১০	২২,৫০৬	১১,২৩০	১১,২১৮	৭০	৪৩	২৭	২২,৪৩৬	১১,১৮৭	১১,২৪৯	—	—	—
	১০—১৫	১০,৫৮১	৫,৯৮৭	৪,৫৯৪	২৫৭	২৩২	২৫	১০,৩২৪	৫,৭৫৫	৪,৫৬৯	২৮	২৮	—
	১৫—২০	৮,৬৭২	৩,৮৮৬	৪,৭৮৬	২৩৮	২২২	১৬	৮,৪৩৪	৩,৬৬৪	৪,৭৭০	৩৬	৩৬	—
	২০ এবং তদূর্দ্ধ	৪০,৫২৯	২৩,৪৩৩	১৭,০৯৬	১,৯৯৭	১,৯৪৩	৫৪	৩৮,৫৩২	২১,৪৯০	১৭,০৫২	১০৯	১০৭	২

৯নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

কতিপয় নির্ব্বাচিত জাতির শিক্ষার অবস্থা।

জাতি	জন সংখ্যা											
	মোট			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজী শিক্ষিত		
	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ক্ষত্রিয়	২৬,১১৬	১৩,৪৩৫	১২,৬৮১	২,১৫৭	২,০৩৯	১১৮	২৩,৯৫৯	১১,৩৯৬	১২,৫৬৩	১৮৮	১৬৬	২২
ত্রিপুরা	১,২০,৬৫৭	৬০,৯২৮	৫৯,৭২৯	৯,৩৮৩	৮৯৮৭	৩৯৬	১১,১,২৭৪	৫১,৯৪১	৫৯,৩৩৩	৩৭৭	৩৬৯	৮

১০নং ইম্পিরিয়াল টেবল

ভাষা।

ভাষা	মেট	পুরুষ	স্ত্রী
বাংলা	১,২৮,৪২৩	৭১,৪৯৩	৫৬,৯৩০
হিন্দী	১১,৩৪১	৬,৫০৫	৪,৮৩৬
পূর্ব্ব পাহাড়ীয়া বা খাস	৭১০	৪২৯	২৮১
হালাম	৩,০৫২	১,৬১১	১,৪৪১
ম্রু	২২৭	১২৮	৯৯
ত্রিপুরা.	১,২৫,৭৯৩	৬২,৯৩৩	৬২,৮৬০
আসামী	১৫৯	১৫২	৭
গারু	২৪৮	১৪৬	১০২
রাঙ্খাল	৬৭১	৩৪৬	৩২৫
খাসিয়া	১০৫	৪৬	৫৯
কুকী	৪,২৩৮	২,১৭৯	২,০৫৯
পুসাই	২,১৪৪	৯৭২	১,১৭২
মণিপুরী	১৫,৫৪৯	৮,৩৬৭	৭,১৮২
মিকির	৩	৩	—
খারওয়ারী	২,১৯৫	১,১৮২	১,০১৩
কুরুখ্	৬৬৮	২৯৯	৩৩৯
উড়িয়া	৪৫৪৩	২,৪৬৩	২,০৮০
আরাকানী	৩,৮২৭	১,৯৯৮	১,৮২৯
রাজস্থান	৩২	২১	১১
টেলেগু	৫৩৯	২৪২	২৯৭

১১নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

জন্মস্থান

১৯৩১ খ্রিঃ

যে স্থানে বা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।	গণনাকালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল।		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
মোট জনসংখ্যা … … …	৩,০৪,৪৩৭	১,৬১,৫১৫	১,৪২,৯২২
ভারতে জন্ম … … …	৩,০৪,২০৯	১,৬১,৪১১	১,৪২,৭৯৮
বঙ্গে জন্ম … … …	২,৫৪,১১৬	১,৩৪,৬২৭	১,১৯,৪৮৯
বঙ্গের বৃটিশ শাসিত জেলা সমূহে …	৪৬,০৩১	২৫,৭৮৭	২০,২৭৪
বর্দ্ধমান বিভাগ … … …	৪৬৩	২৫০	২১৩
বর্দ্ধমান … … …	৭৫	৩৭	৩৮
বীরভূম … … …	১০	৭	৩
বাঁকুড়া … … …	১৮৫	১০১	৮৪
মেদিনীপুর … …	১৯৩	১০৫	৮৮
প্রেসিডেন্সী বিভাগ … …	১২৭	৭৯	৪৮
২৪ পরগণা … …	২	২	—
কলিকাতা … …	২৩	১৬	৭
নদীয়া … … …	১০	১০	—
মুরশীদাবাদ … …	৬২	৩০	৩২
যশোহর … … …	৩০	২১	৯
রাজসাহী বিভাগ … … …	৪৪	২৬	১৮
রাজসাহী … … …	৫	২	৩
দীনাজপুর … … …	১	১	—
জলপাইগুড়ি … …	৭	৬	১
দার্জ্জিলিং … … …	৬	৬	—
বগুড়া … … …	৪	৩	১
পাবনা … … …	২০	৭	১৩
মালদহ … … …	১	১	—
ঢাকা বিভাগ … … …	৬,৭৯৯	২,২৭১	১,৫২৮
ঢাকা … … …	২,৬১৬	১,৫৮০	১,০৩৬
ময়মনসিংহ … …	৭৬৪	৩৮৪	৩৮০

যে রাজ্যে বা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে	গণনাকালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল।		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ফরিদপুর	২২৭	১৭৪	৫৩
বাখরগঞ্জ	১৯২	১৩৩	৫৯
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪১,৬২৮	২৩,১৬১	১৮,৪৬৭
ত্রিপুরা	২৫,৬৮৫	১৪,১৫৭	১১,৫২৮
নোয়াখালী	৪,৫৮৩	২,৮৭৬	১,৭০৭
চট্টগ্রাম	৯,৮৯১	৫,৩৮৩	৪,৫০৮
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১,৪৬৯	৭৪৫	৭২৪
বঙ্গের স্বাধীন রাজ্য	২,০৮,০৫৫	১,০৮,৮৪০	৯৯,২১৫
কোচবিহার	৪	—	৪
ত্রিপুরা রাজ্য	২,০৮,০৫১	১,০৮,৮৪০	৯৯,২১১
ভারতের অন্যান্য অংশে	৫০,০৯৩	২৬,৭৮৪	২৩,৩০৯
বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্য ও অন্যান্য প্রদেশ সমূহে	৪২,৮৭০	২২,৮৭৭	১৯,৯৯৩
বঙ্গের বৃটিশ শাসিত জেলা সমূহে	৪২,০৬১	২২,৪৮৫	১৯,৫৭৬
বিহার এবং উড়িষ্যাস্থ দেশীয় রাজ্য	৭২৯	৩৯০	৩৩৯
পূর্ণিয়া	৩৮	২১	১৭
সাঁওতাল পরগণা	৩৩৫	২৩৪	১০১
মানভূম	২৭৬	৭১	২০৫
সিংহভূম	৫৫	৪৯	৬
বালেশ্বর	২৫	১৫	১০
অন্যান্য জেলাসমূহ	৪,৩৪৮	২,৪৫২	১,৮৯৬
আসাম	৩৬,৯৭৮	১৯,৬৬৮	১৭,৩১০
সন্নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহ	৩৫,৩৬৮	১৮,৭৪৫	১৬,৬২৩
গোয়ালপাড়া	৫	৩	২
গারোপাহাড়	—	—	—
সিলেট	৩৩,৯২৯	১৮,১১৭	১৫,৮১২
লুসাই পাহাড়	১,৪৩৪	৬২৫	৮০৯
আসামের অন্যান্য জেলাসমূহ	১,৬০৮	৮৯১	৭১৭
ব্রহ্মদেশ	৮	৭	১
দেশীয়রাজ্য	৮০৯	৩৯২	৪১৭

যে রাজ্যে বা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে	গণনাকালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
বিহার এবং উড়িষ্যাস্থ দেশীয় রাজ্য ...	৬১৩	৩০৭	৩০৬
ময়ূরভঞ্জ —	৫৭৪	২৯১	২৮৩
অন্যান্য রাজ্য	৩৯	১৬	২৩
আসামস্থ দেশীয় রাজ্য	১৯৬	৮৫	১১১
ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ	৭,২২৩	৩,৯০৭	৩,৩১৬
বৃটিশ শাসিত জেলাসমূহ	৬ ৭৮৮	৩,৬৩১	৩,১৫৭
আজমীড় মাড়োয়ার ...	৭০	৩৭	৩৩
বোম্বাই	৭৭	২৬	৫১
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ...	২,২২৭	১,১০৯	১,১১৮
দিল্লী	৫	৪	১
মাদ্রাজ	২,৬৭৫	১,৪২৮	১,২৪৭
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ...	৫	১	৪
পাঞ্জাব	৪৪	১৮	২৬
আগ্রা এবং অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ ...	১,৬৮৫	১,০০৮	৬৭৭
দেশীয় রাজ্য	৪৩৫	২৭৬	১৫৯
বোম্বাই রাজ্যসমূহ	১৮৯	১৩৫	৫৪
মধ্যভারতীয় এজেন্সী ...	৬৮	৪৫	২৩
মধ্য প্রদেশের রাজ্যসমূহ ...	১১৪	৫৩	৬১
কাশ্মীর রাজ্য	৩	২	১
মহীশূর রাজ্য	৪	১	৩
পাঞ্জাবের রাজ্যসমূহ ...	৬	২	৪
রাজপুতানা এজেন্সী ...	১৫	১৩	২
যুক্তপ্রদেশের রাজ্যসমূহ ...	৩৬	১৫	১১
এসিয়ার অন্যান্য দেশ	২২৩	১০২	১২১
আরব	২	১	১
নেপাল	২১৯	৯৯	১২০
ষ্ট্রেইট্ সেটেল্মেণ্ট এবং মালয় ...	২	২	—
আফ্রিকা	৫	২	৩
মিশর	৫	২	৩

যাহাদের জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু গণনাকালে বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন জেলাসমূহে অবস্থান করায় ঐস্থানে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা।

১৩৩০ ত্রিং।

জন্ম স্থান ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু গণনা কালে যে জেলায় অবস্থান করিতে ছিল।	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ঢাকা	২	২	...
ত্রিপুরা	৯০	৬১	২৯
নোয়াখালি	১৬	৪	১২
চট্টগ্রাম	৭	৩	৪
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯৯	৫১	৪৮

১২নং ইম্পিরিয়াল টেবল

১৫

ব্যাধিগ্রস্থ

১৩৩০ ত্রিং।

রাজ্য	ব্যাধিগ্রস্থদের মোট সংখ্যা			পাগল			কালা বোবা			অন্ধ			কুষ্ঠ রোগী		
	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	৭৫৮	৪১২	৩৪৬	১৮৫	৮৯	৯৬	২৪২	১৪৪	৯৮	২১৯	১০৭	১১২	১১৮	৭৫	৪৩

ত্রিপুর জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বাধিগ্রস্থের সংখ্যা।

জাতি	ব্যাধিগ্রস্থদের মোট সংখ্যা			পাগল			কালা বোবা			অন্ধ			কুষ্ঠ রোগী		
	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	১,২০,৬৫৭	৬০,৭২৯	৫৯,৭২৯	৪৫	১৮	২৭	৪৫	২৯	১৬	৫০	২১	২৯	২৫	১৭	৮

১৩নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

জাতি সমূহের ষ্টেট্‌মেণ্ট।

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বাগ্দী	৪৩	২১	২২
বৈদ্য	৭৯৫	৪২৮	৩৬৭
বৈরাগী	৫৩২	২৯১	২৪১
বারুই	১,০৯৮	৬০৫	৪৯৩
বাউরি	১৫৩	৮৩	৭০
ভুঁই মালী	৪৮৬	২৬১	২২৫
ভূইয়া	৪৪২	২২২	২২০
ভূমিজ	৪১০	২১৩	১০৭
ব্রাহ্মণ	৩,১৮৩	১,৯৮৯	১,১৯৪
চামার	৫৫৩	২৭৫	২১৮
ধোপা	৪৯৬	২৭৫	২২১
গন্ধ বণিক	২২০	১১৯	১০১
গোয়ালা	৫৯৭	৩৫২	২৪৫
হাড়ী	৪	৪	—
যোগী	৫,১৮৫	২,৭৫৫	২,৪৩০
কাহার	১৮১	১০৩	৭৮
চাষী কৈবর্ত্ত	৬২৮	৩৩৭	২৯১
জালিয়া কৈবর্ত্ত	১৮২	১১১	৭১
কর্ম্মকার	৬৮০	৩৯৮	২৮২
কাপালী	১,৭৮৬	৯১৫	৮৭১
কায়স্থ	৫,৭৫৩	৩,৯৬০	১,৭৯৩
কুমার	৩৪৪	১৯৫	১৪৯
কুর্ম্মী	২৪৫	১২৬	১১৯
লোহার হিন্দু	৬৫	৩৩	৩২
মাল কার (মালী)	৩,২৬৫	১,৭৫১	১,৬১৫
মালো	১৮	১৩	৫
ময়রা	৬৫	৩৩	৩২
মুচী	৮৪৩	৪৭৯	৩৬৪
মুণ্ডা হিন্দু	৪৬৩	২০৪	২৫৯
নমশূদ্র	৪,৭১৩	২,৯২৯	১,৭৮৪
নাপিত	৭৫০	৪৬৬	২৮৪
নুনিয়া	১৯৫	১০৩	৯২
ওরাওঁ হিন্দু	৫৯২	৩২২	২৭০
পাটনী	১,৪৭১	৭৪৫	৭২৬

জাতি সমূহের ষ্টেট্‌মেণ্ট।

১৩৩০ ত্রিং।

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
(ক্ষত্রিয়) রাজবংশী	১১৭	১০৬	১১
(ক্ষত্রিয়) রাজপুত	৩২	২১	১১
সদ্গোপ	৩৮	৩৭	১
সাঁওতাল (হিন্দু)	৮৪৩	৪৮১	৩৬২
সাঁওতাল (ভূত প্রেত পূজক) ...	৯৫	৫৫	৪০
সাহা	৮৩০	৬৬৮	১৬২
সুবর্ণ বণিক ...	৬৫	৬৩	২
শূদ্র	১,১৪৯	৬৫৪	৪৯৫
শুঁড়ি	১৬৭	৯০	৭৭
সূত্রধর	১৩২	৯২	৪০
তাঁতি	১,০১৯	৪৬৫	৫৫৪
তেলী	১,৯১৭	১,০৬৭	৮৫০
* অন্যান্য	১,৭৭,৪৫৯	৯১,১৮৩	৬৮,২৭৬

* অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিগণের সংখ্যা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল।

জাতিভেদে মুসলমানগণের সংখ্যা।

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
জোলা	১	—	১
কুলু	৬	২	৪
পাঠান	১৭৯	১০৩	৭৬
সৈয়দ	৩৩৪	২৭১	৬৩
শেখ	৮১,৪৫৯	৪৩,৯৫৪	৩৭,৫০৫
অন্যান্য	৩০৯	২০৬	১০৩

পার্ব্বত্য জাতি সমূহের ষ্টেট্মেণ্ট।

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
চাক্মা	৫,৭৩৮	৩,০২৫	২,৭১৩
ক্ষত্রিয়	২৬,১১৬	১৩,৪৩৫	১২,৬৮১
কুকী	৪,০০৫	২,০৭২	১,৯৩৩
মগ	৪,০২০	২,০৯৪	১,৯২৬
মরুঙ্গ	১,০৩০	৫২৮	৫০২
ত্রিপুরা	১,২০,৬৫৭	৬০,৯২৮	৫৯,৭২৯

১৪নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

বয়ঃক্রমানুসারে ত্রিপুরা জাতির বিবাহিত ও অবিবাহিত অবস্থা।

১৩৩০ ত্রিং।

বয়স	অবিবাহিত		বিবাহিত		বিপত্নীক অথবা বিধবা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০—৫ বৎসর	৯,০৬৫	৭,৯৬৯	৩	১৬	—	—
৫—১২ ,,	১১,০৭৩	১১,০৪০	৮১	৫১৭	—	৫
১২—১৫ ,,	৫,১৭৫	৪,১৩৩	৫২৯	১,২০০	—	২১
১৫—২০ ,,	৪,১১৯	১,১৫২	১,২৯১	৬,১০৫	২১	১৭৯
২০—৪০ ,,	২,৭৮৪	৬৩৩	১৪,৮১২	১৪,৯৮৫	৭৭১	২,৮২৯
৪০—তদূর্দ্ধ	২৪৪	১০৯	৯,৬৬১	৫,৯৯৪	১,৪৯৩	৩,২৪০
মোট	৩২,৪৬০	২৫,০৩৬	২৬.১৭৭	২৮,৩১৭	২.২৯১	৬,৩১৬

১৫নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের জাতি ও সম্প্রদায় ভেদে বিভাগ।

খৃষ্টানদিগের সম্প্রদায় এবং জাতি।	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান	১,৮৬০	৮৪১	১,০১৯
ভারতবর্ষীয় খৃষ্টান	১,৮৬০	৮৪১	১,০১৯
নূতন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী (দেশীয়) ...	৩১	১৩	১৮
প্রেসিবিটারিয়ান (দেশীয়) ...	১,৮১০	৮২১	৯৮৯
প্রোটেষ্টেণ্ট (দেশীয়)	৮	১	৭
রোমান ক্যাথলিক	১১	৬	৫

১৭ নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

পেশা বা জীবিকার্জ্জনের উপায়

১৩৩০ ত্রিং।

পেশা।	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী।				পোষ্য
		মোট		আংশিক কৃষিকার্য্যরত		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
(১) গোচারণ ভূমি রক্ষক ও কৃষিকার্য্য।	২৪৭,৩৫৯	৭৬,৪২৩	২৫,৪৫৩	৬১	২৬	১,৪৫,৪৮৩
(১) অ সাধারণ কৃষিকার্য্য	২,৩১,৩৪১	৭১,৭৯৪	২৪,০৫০	—	—	১,৪৩,৪৯৭
১ (অ) ক জমীর খাজানার আয় হইতে জীবিকার্জ্জনকারী	৫,৫৫২	১,২৪০	৬১২	—	—	৩,৭০০
১ (অ) খ সাধারণ কৃষক	১,৯৫,৪৬৩	৫৮,৪৬৮	২৩,২৭৮	—	—	১,১৩,৬১৭
(১) ক জমীর মালীকের এজেণ্ট এবং ম্যানেজারগণ	১০০	৩০	—	—	—	৭০
(১) খ বিশেষ শস্য ও ফল ফুল উৎপাদনকারিগণ	৬,১৬৭	৩,৯৯৪	১,৩২৬	৫২	২১	৮৪৭
চা. কফি, নীল, রবার ইত্যাদি উৎপাদনকারী	৫,৫২৯	৩,৭১৪	১,৩২৫	৫২	২১	৫০০
ফল ফুল, তরকারী পান ইত্যাদি উৎপাদনকারী	৬২৮	২৮০	১	—	—	৩৪৭
(১) গ বন সংরক্ষক	৬৪৯	২৩৯	৫৭	—	—	৩৫৩
বন রক্ষক কর্ম্মচারী রেঞ্জার গার্ড প্রভৃতি	৪৭	১০	—	—	—	৩৭
জ্বালানি কাষ্ঠ, কাঠ কয়লা এবং অন্যান্য বনজবস্তু সংগ্রহকারিগণ	৬০২	২২৯	৫৭	—	—	৩১৬
(১) ঘ গো মহিষাদি পালক ও উৎপাদনকারিগণ	১,২০২	৩৯৬	২০	১৩	৫	৭৮৬
গো মহিষাদি পালনকারী ও রক্ষক	৭২	৭২	—	—	—	—

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী				পোষ্য
		মোট		আংশিক কৃষি কার্য্যে রত		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির রাখাল	১,১৩০	৩২৪	২০	১৩	৫	৭৮৬
(২) মৎস্য ধরা এবং শিকার করা	৩৬৬	১৩৬	২	৩১	—	২২৮
(৩) বয়নশিল্প	২২,৮৯৯	৬,৭৪৯	১২,৭৭২	৩,০৫৬	৩,৬৮৪	৩,৩৭৮
তুলা পরিষ্কারকারী এবং গাঁট বাঁধা	৩০	১৬	৪	—	—	১০
সুতা কাটা	২১	—	১৫	—	—	৬
বস্ত্র বয়ন	২২,৮৪৮	৬,৭৩৩	১২,৭৫৩	৩,০৫৬	৩,৬৮৪	৩,৩৬২
কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্প	৭৭৬	২৯০	১৭	৭	—	৪৬৯
করাতি	১০০	৫৭	—	—	—	৪৩
সূত্রধর	৪২৫	১২৩	—	১	—	৩০২
বাস্কেট প্রস্তুত, অন্যান্য কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্প, বাঁশ লতা পাতা ইত্যাদির দ্বারা অন্যান্য শিল্প কার্য্য	২৫১	১১০	১৭	৬	—	১২৪
ধাতু সংক্রান্ত শিল্প	২২৪	৭৮	—	—	—	১৪৬
লোহা গালান পিটান ইত্যাদি	২২৪	৭৮	—	—	—	১৪৬
কুম্ভ কার্য্য	৪৯৫	২০৫	৬৪	—	৩	২২৬
মাটীর ঘটাদি নির্ম্মাণ	২৩৫	৭১	৬৪	—	৩	১০০
ইট এবং টালি প্রস্তুতকারী	২৬০	১৩৪	—	—	—	১২৬
রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত	৮৭৩	৩০৪	৩৩	৬৩	—	৫৩৬
উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুত	৮৭৩	৩০৪	৩৩	৬৩	—	৫৩৬
খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প	১,০৩০	২৬১	৩৭৬	৩২	২৫	৩৯৩
ধান্য চূর্ণ করা, ঝাড়া, এবং ময়দা পেষা	৭৭০	১৬৩	৩৫৯	৩২	২৫	২৪৮
রুটি বিস্কুট প্রস্তুতকারী	৫	৫	—	—	—	—
মাখন, ননী এবং ঘি প্রস্তুতকারী	২৪৯	৮৭	১৭	—	—	১৪৫
মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতকারী	৬	৬	—	—	—	—
প্রসাধন ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত	১,৭৩৫	৬১৩	৬৬	২৭	২	১,০৫৬

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী				পোষ্য
		মোট		আংশিক কৃষি কার্য্যে রত		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
দরজী, পোষাক প্রস্তুতকারী ও রিফু কর্ম্মী	৪৭৬	৯৪	৪	৫	—	৩৭৮
বুট চটি ও ইত্যাদি প্রস্তুতকারী	৬৮৩	২৩৯	২৪	—	—	১২৮
ধোপা	৪১৫	১২১	৩৮	১৩	২	২৫৬
নাপিত	৪৬১	১৬৭	—	৯	—	২৯৪
গৃহাদি নির্ম্মাণ সংক্রান্ত শিল্প (বাঁশ বেতের সাহায্য ব্যতীত)	৩,৩৫৭	১,৪৫৯	—	২৫	—	১,৮৯৮
পুষ্করিণী এবং কূপ ইত্যাদি খননকারী	৩,১৮২	১,৪০৩	—	৪	—	১,৭৭৯
রাজমিস্ত্রী	১৭৫	৫৬	—	২১	—	১১৯
অনির্দ্দিষ্ট শিল্প	৩২৬	১২৮	১৭	—	—	১৮১
প্রিণ্টার, এন্‌গ্রেভার ও দপ্তরী ইত্যাদি	৬	৬	—	—	—	—
ঘড়ি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত	৪৯	৫	—	—	—	৪৪
মূল্যবান প্রস্তর এবং ধাতুর গহনা ইত্যাদি প্রস্তুতকারিগণ	১৭৩	৬৬	—	—	—	১০৭
মালী মেথর ইত্যাদি	৯৮	৫১	১৭	—	—	৩০
জলযোগে বহন	৬৩৮	১৯৮	—	৯	—	৪৪০
জাহাজ ও নৌকার মালীকগণ মাঝি মাল্লাগণ	৬৩৮	১৯৮	—	৯	—	৪৪০
রাজপথ যোগে বহন	১,০৩৯	৩৮১	—	৩২	—	৬৫৮
যন্ত্রবলে চালিত যানাদি ব্যতীত অন্যান্য যানাদির মালীক এবং তাহাদের অধীনস্থ চাকুরীয়াগণ	৭১২	২৬২	—	২৩	—	৪৫০
পাল্কীর মালীক এবং বাহকগণ	২৪৭	৮৫	—	৮	—	১৬২
ভার বাহক এবং সংবাদ বাহকগণ	৮০	৩৪	—	১	—	৪৬

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী মোট পুরুষ	উপার্জ্জনকারী মোট স্ত্রী	আংশিক কৃষি কার্য্যে রত পুরুষ	আংশিক কৃষি কার্য্যে রত স্ত্রী	পোষ্য স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
রেলপথ যোগে বহন	১১৩	১৩	—	—	—	১০০
কুলী ব্যতীত অন্যান্য রেল কর্ম্মচারিগণ	১১৩	১৩	—	—	—	১০০
পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন সার্ভিস	১৮২	৮৩	—	২	—	৯৯
ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান সমূহের ম্যানেজার, কেরাণী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ	৭৪২	২৩১	৩২	৯	—	৪৭৯
বস্ত্র ব্যবসায়িগণ	১,২৪২	৩৬৬	১২	৫৮	—	৮৬৪
রেশম, পশম ও তুলা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুতকারী	১,২২০	৩৪৪	১২	৫৩	—	৮৬৪
পাট ব্যবসায়ী	২২	২২	—	৫	—	—
চর্ম্ম ব্যবসায়িগণ	১২০	২৫	—	—	—	৯৫
কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত, ছন ইত্যাদি ব্যবসায়িগণ	১,১৪০	৪৩৬	১৩	৬২	২	৬৯
(জ্বালানী কাষ্ঠ ব্যতীত) কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত, ছন ইত্যাদি ব্যবসায়ী	১,১৪০	৪৩৬	১৩	৬২	২	৬৯১
ঘট, ইট, টালি ইত্যাদি ব্যবসায়ীগণ	৪	৪	—	—	—	—
হোটেলখানা ও সরাইখানা সংশ্রবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ	৫২	৩১	—	—	—	১২
মদ, সোডা, লেমনেড্ ও বরফ ইত্যাদি বিক্রেতা	৩৬	২৪	—	—	—	১২
হোটেল ও সরাইখানার মালীক ও ম্যানেজারগণ	১৬	৭	—	—	—	৫৯২
খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবসায়	৫,৬৬৮	২,১০৮	১৭৪	২৮৯	২৫	৩,৩৮৬
মৎস্য ব্যবসায়ী	৬৯৭	৩০১	১৮	২১	—	৩৭৮
উদ্ভিজ্জ তৈল লবণ এবং অন্যান্য ঝাল মশলা আচারাদি বিক্রেতা	২,৩১৫	৮৫৩	১১	১৭৩	—	২,৪৫[illegible]

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী — মোট — পুরুষ	উপার্জ্জনকারী — মোট — স্ত্রী	উপার্জ্জনকারী — আংশিক কৃষি কার্য্যে রত — পুরুষ	উপার্জ্জনকারী — আংশিক কৃষি কার্য্যে রত — স্ত্রী	পোষ্য — স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
দুগ্ধ, দধি, মাখন, মুরগী ও ডিম ইত্যাদি বিক্রেতা	৫৫৩	২০২	৩১	১০	—	৩২০
এলাচি, তাম্বুল, পান, শাকশব্জী, ফল এবং দারুচিনী ইত্যাদি বিক্রেতা	৫৫০	২১৫	৩১	৫৫	১	৩০৪
শস্য এবং ডাইল ব্যবসায়িগণ	১,২৫৯	৫৮৬	৮৩	৩০	২৪	৭৯০
তামাক, আফিম, গাঁজা ইত্যাদি বিক্রেতা	২৯৪	১৫১	—	—	—	১৪৩
পোষাক ও গন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবসা	৮০	১৫	—	—	—	৬৫
তৈয়ারী পোষাক, প্রসাধন দ্রব্য, ছাতা তৈয়ারী, জুতা, মোজা, গন্ধ দ্রব্যাদি বিক্রেতৃগণ	৮০	১৫	—	—	—	৬৫
আসবাব সংক্রান্ত ব্যবসায়	১২	১২				—
লৌহ, তাম্র, পিত্তল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত বাসন পত্রাদি, কাঁচের জিনিষাদি, বোতল, এবং উদ্যান সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বিক্রেতাগণ	১২	১২	—	—	—	—
জ্বালানী কাষ্ঠ ব্যবসায়ী	৪৪৭	১১৬	৯৫	৭	—	২৩৬
জ্বালানী কাষ্ঠ, কাঠ কয়লা, কয়লা ইত্যাদি বিক্রেতাগণ	৪৭৭	১১৬	৯৫	৭	—	২৩৬
বিলাস সামগ্রী সমূহ এবং বিজ্ঞান ও কলা সংক্রান্ত দ্রব্যাদির ব্যবসায়	১১	৬	—	—	—	৫
অন্যান্য প্রকারের ব্যবসায়	১৩৬	৬৩	—	১৩	—	৭৩
সৈন্য	২৮৩	২৮২	—	—	—	১
পুলিশ বাহিনী	১,৬৮৩	৫১৪	—	৩৬	—	১,১৬৯
পুলিশ কনেষ্টবল	১,১৮২	৩৮২	—	৬	—	৮০০
গ্রাম্য চৌকিদারগণ	৫০১	১৩২	—	৩০	—	৩৬৮

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী				পোষ্য
		মোট		অংশিক কৃষি কার্য্যে রত		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
রাজ্য শাসন	১,৪৫৮	৫৭৮	—	১৫	—	৮৮০
রাজ্যে চাকুরী	৮	৬	—	—	—	২
ভারতের এবং বিদেশী রাজ্যের চাকুরী	১,৪৫০	৫৭২	—	১৫	—	৮৭৮
ধর্ম্ম	১,০২৩	৪১১	—	৩২	—	৬১২
পুরোহিত, আচার্য্য ইত্যাদি	১,০০৩	৪০৪	—	৩২	—	৫৯৯
খৃষ্টান সম্প্রদায়, পাদ্রী ও ধর্ম্ম-যাজক ইত্যাদি	২০	৭	—	—	—	১৩
আইন	৬০৭	১৬১	—	১৮	—	৪৪৬
সর্ব্বপ্রকার আইন ব্যবসায়িগণ	৫৪৭	১১৭	—	১২	—	৪৩০
আইন ব্যবসায়িগণের কেরাণিগণ এবং দরখাস্ত লেখকগণ	৬০	৪৪	—	৬	—	১৬
চিকিৎসা শাস্ত্র	৮৭৩	৩১৪	৪	৩৫	—	৫৫৫
সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণ	৮৫৪	৩০৯	৪	৩৫	—	৫৪১
ধাত্রীগণ, গো-বীজের টীকা প্রদানকারগণ, কম্পাউণ্ডারগণ এবং শুশ্রূষাকারিগণ	১৯	৫	—	—	—	১৪
শিক্ষাদান	২৮৯	১৩১	৬	৯	—	১৫২
সর্ব্বপ্রকার শিক্ষক ও প্রফেসারগণ	২৭৪	১১৬	৬	৯	—	১৫২
শিক্ষাদান সংশ্রবে নিযুক্ত কেরাণী এবং ভৃত্যগণ	১৫	১৫	—	—	—	—
বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা	১৭৮	৬২	—	১০	—	১১৬
মিস্ত্রী, সারভেয়ার এবং ইঞ্জি-নিয়ারগণ	৯০	৩১	—	৩	—	৫৯

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী				পোষ্য
		মোট		আংশিক কৃষি কার্য্যে রত		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
গ্রন্থকার, সম্পাদক, সাংবাদিক এবং ছায়াচিত্রকরগণ	২৭					১৯
(মিলিটারী ব্যতীত) সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রী, গায়ক এবং নৃত্যকুশলীগণ	৬১	২৩				৩৮
নিজ আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী	৫৯	১৭				৪২
গৃহস্থ ঘরের চাকুরী, পাকের কার্য্য, জল উঠান, দ্বার রক্ষা, চৌকি দেওয়া ইত্যাদি	১,৯৮৪	৭৩৮	২৮	২৮		৯৮৩
সহিস, কোচ্‌ম্যান্‌ কুকুর রক্ষক ইত্যাদি	১৭	৫				১২
মোটর চালক এবং পরিষ্কারকগণ	৬	৬				—
অসম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত পেশা সমূহ	১,৮৫৩	৬০৭		১৪		১,২৪৪
শিল্পী ব্যবসায়ী, কণ্ট্রাক্টারগণ	৯৭	১৮		২		৭৯
খাজাঞ্চি, গোমস্তা ও দোকানদারগণ	৬২১	২০৬		৯		৪১৫
শ্রমিক ও মজুরগণ	১,১৩৫	৩৮৩		৩		৭৫০
জেইলখানা, অতিথিশালা, ইত্যাদির বাসিন্দাগণ	৬৫	৬২	৩			
ভিক্ষুক বেকার এবং বেশ্যাগণ	৩,০১৬	৫৮৯	১,৩৫২			১,০৭৫
ভিক্ষুক ও বেকারগণ	৩,০০৬	৫৮৯	১,৩৪২			১,০৭৫
বেশ্যা ও সংঘটকগণ (কুট্‌না)	১০		১০			

১৮নং ইম্পিরিয়াল টেবল ॥

কৃষিজীবিগণের গৌণপেশা সম্বন্ধীয় ষ্টেট্‌মেণ্ট।

১৩৩০ ত্রিং।

মুখ্য পেশা	মোট সংখ্যা	গৌণ পেশা বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা	গৌণ পেশা															
			খাজানা দাতা	কুসীদজীবি ও অন্যান্য ব্যবসায়ী	চিকিৎসা ব্যবসায়ী	তাঁতি	কৃষি মজুরী	পাট ব্যবসায়ী	অন্যান্য জাতীয় ব্যবসায়ী	গো মহিষ পালক ও গোয়ালা	চা বাগান মজুর	কুম্ভকার	চর্ম্ম সংক্রান্ত শিল্প	অন্যান্য পেশা	সূত্রধর	তৈল পেষণকারী	সাধারণ মজুরী	অন্যান্য লৌহকারগণ
খাজানা গৃহীতা																		
পুরুষ	১,২৪০	৩৯৪	১২	৭৮	২৮	২০১	—	—	—	—	—	—	—	৭৫	—	—	—	—
স্ত্রী	৬১২	১৯৪	—	৩৩	২	১৪৬	—	—	—	—	—	—	—	১৩	—	—	—	—
খাজানা দাতা																		
পুরুষ	৫৮,৪৪৮	৫,৯৬৭	—	২৯৪	৬৬	৩,৭৯৭	২৪৯	৬	৪৬৩	১৫৫	৩১	১৯	—	৮৬৭	১২	৬	—	—
স্ত্রী	২৩,২৭৮	৪,২৯৭	—	৬৮	—	৪,০৯৬	১১	—	২০	১৫	১২	৬	—	৬৯	—	১	—	—
কৃষি মজুরী																		
পুরুষ	১২,০৭৬	১,৬০১	২৪	—	—	১,২৫৭	—	—	১০	৯৯	৫০	৬	১১	—	১১	১৫	১১৬	:
স্ত্রী	১৬০	২৭	—	—	—	১৮	—	—	—	৪	—	—	—	—	—	—	৫	—

[১৯নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

কৃষি কার্য্য যাহাদের গৌণ পেশা এইরূপ ব্যক্তিদের মুখ্য পেশা সম্বন্ধীয় ষ্টেট্‌মেণ্ট।

১৯৩০ খ্রিং।

মুখ্য পেশা	কার্য্যে রত ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা		গৌণ পেশা							
			খাজানা গৃহীতা		খাজানা দাতা		কৃষি মজুরী		অন্যান্য জাতীয় ব্যবসায়ী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
চা বাগানের কুলী	৩,৬১৮	১,৩২৫	—	—	২২	১৯	৩০	২	৮৪০	৩৯৪
তাঁতি	৬,৭৩৩	১২,৭৫৩	৩১	৫২	১,৮৯৯	২,৪৯৩	১,১২৬	১,১৩৯	৫৬৭	১,৪০০
ইট এবং টালী নির্ম্মাণকারী	১৫	—	—	—	—	—	—	—	৪	—
মুদ্রাকরগণ	৪	—	—	—	—	—	—	—	২	—
পাট ব্যবসায়ী	২২	—	১	—	৩	—	১	—	৬	—

২২ন ইম্পিরিঃ টেবল

শিল্প সম্বন্ধীয় ষ্টেট্‌মেণ্ট।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ	রাজ্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত লোক সংখ্যা		শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা							
					শাসন পরিদর্শন এবং কেরাণী কার্য্য			নিপুণ শ্রমিকগণ (ভারতবাসীগণ)	সাধারণ শ্রমিকগণ			
					ম্যানেজার-গণ	পরিদর্শক গণ	কেরাণিগণ		১৪ বৎসর ও তদুর্দ্ধ		১৪ বৎসরের নিম্নে	
			পুরুষ	স্ত্রী	ভারতীয়-গণ	ভারতীয় গণ	ভারতীয়-গণ	পুরুষ	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
চা বাগান	ত্রিপুরা	৩৬	২ ৬৮০	২,৩৬৫	৩৬	৩২	৬৭	৮	১,৯৮৯	১,৮২২	৫৪৮	৫৪৩

প্রভিন্সিয়াল টেবল ১নং

রাজ্যের লোকসংখ্যা এবং আয়তন।

১৩৩০ ত্রিং।

রাজ্য ও বিভাগ	বর্গমাইলে আয়তন	সংখ্যা		বসত ভিটি সমূহের সংখ্যা	জনসংখ্যা				শতকরা হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস		প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা
		নগরের	গ্রামের		১৩৩০ ত্রিং			১৩২০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং হইতে ১৩৩০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং হইতে ১৩২০ ত্রিং	
					মোট	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে			
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,১১৬	১	৩,৩১৩	৫৭,০৯৩	৩,০৪,৪৩৭	১,৬১,৫১৬	১,৪২,৯২২	২,২৯,৬১৩	+৩২·৬	+ ৩২·৫	
সদর বিভাগ	৩৬৫	২	৮৪৮	১৩,৩০১	৬৬,৯০৩	৩৫,১৫৫	৩১,৭৪৮				৭৪
বিশালগড় ,,	১৩৪	—	২৭৯	৫,৬২৪	২৪,৯৪৪	১৩,১৭৯	১১,৭৬৫	৭৪,৬১২	+২৩·০	+ ১৩·৮	১৮৩
কৈলাসহর ,,	৯৫০	—	৩২৯	৭,০৮১	৩৭,৩৩৫	১৯,৬১৬	১৭,৭১৯				১৮৬
কমলপুর ,,	৩২০	—	১৮৮	২,৪২৮	১৩,৫০৯	৭,৩৪৩	৬,১৬৬	৩১,৬০৯	+৬০·৯	+ ৫২·৯	৩৯
খোয়াই ,,	১৮৫	—	২০৯	২,৮৫৬	১৫,২১৭	৮,১৪৩	৭,০৭৪				৪২
কল্যাণপুর ,,	২০৩	—	২৯৭	২,১৮৩	১৩,৩৫৭	৭,০৪৮	৬,৩০৯	২১,৩৯৮	+৩৩·৫	+১০৭·৯	৮২
ধর্ম্মনগর ,,	২৭৭	—	১৩১	৬,৭৪২	৩০,৮৫৫	১৬,৫৯৩	১০,২৬২				৬৬
সোণামুড়া ,,	২০৯	—	১৩৮	৪,৩২৯	২২,৮৯৭	১২,১৯৩	১০,৭০৪	১৯,০৫৬	+৬১·৯	+ ৮৭·৪	১১১
অমরপুর ,,	৫৬১	—	৩০১	৩,২৯৮	২১,২৫৭	১১,১৪৫	১০,১১২	১৮,০৬২	—	—	১১০
উদয়পুর ,,	২৯২	—	১৪০	৪,৭৭৩	২৭,২৫১	১৪,৫৬৬	১২,৬৮৫	৪০,১১৩	+২২·৭	+৪৮·৩	৩৮
বিলনীয়া ,,	৩৪৯	—	২৯৭	৩,৬৭৯	১৯,৮২৮	১০,৪৫১	৯,৩৭৭				৯৩
সাবরুম ,,	২৭১	—	১৯৬	১,৭৯৯	১১,০৮৪	৬,০৮৩	৫,০০১	১৯,১৮৭	+ ৩·৩	− ৯·৭	৫৭
								৫,৫১৫	+১০১·০		৪১

প্রভিন্সিয়াল টেবল ২নং

ধর্ম্ম এবং শিক্ষা ভেদে বিভাগ সমূহের জনসংখ্যা।

১৩৩০ ত্রিং।

রাজ্য এবং বিভাগ	মোট জনসংখ্যা			বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী										শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা			
				হিন্দু		মুসলমান		খৃষ্টান		ভূত প্রেত পূজক		অন্যান্য		শিক্ষিত		ইংরাজী শিক্ষিত	
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	৩,০৪,৪৩৭	১,৬১,৫১৫	১,৪২,৯২২	১,০৯ ৫৭৮	৯৮,১১৮	৪৪,৫৩৬	৩৭,১৫২	৮৪১	১,০১৯	১,২০২	১,২০২	৫,৩৫৮	[illegible],৮৩১	২০,১৯৯	১,৩৬৫	১,৬২১	৮৬
সদর বিভাগ	৬৬,৯০৩	৩৫,১৫৫	৩১,৭৪৮	২৬,৬৩০	২৪,২৪৯	৮,১২৪	৭,১১৭	৯২	৮৩	২৯৯	২৯৪	১০	৫	১১,৪৬৫	৬৫৭	৬৪৬	৫২
বিশালগড় ,,	২৪,৯৪৪	১৩,১৭৯	১১,৭৬৫	৭,৭০৫	৭,০৬৬	৫,৪৬৫	৪,৬৯৩	—	—	৯	৬	—	—	৮৮২	১১	৬৭	—
কৈলাসহর ,,	৩৭,৩৩৫	১৯,৬১৬	১৭,৭১৯	১৩,৩৪৮	১১,৭৬৫	৩,৮৬১	৩,৪১৫	৭০৮	৮৯৩	৮৯৪	৯০২	৮০৫	৭৪৪	১,৬৯৪	১৩৯	২৫৭	৯
কমলপুর ,,	১৩,৫০৯	৭,৩৪৩	৬,২৬৬	৬,০৪৯	৫,১১৩	১,২৯৪	১,০২৩	—	—	—	—	—	—	৪২২	৩৬	৪৮	১
খোয়াই ,,	১৫,২১৭	৮,১৪৩	৭,০৭৪	৭,১১৫	৬,২৭৯	১,০২৮	৭৯৫	—	—	—	—	—	—	৪৭৩	৩৪	৭৬	৫
কল্যানপুর ,,	১৩,৩১৭	৭,০৪৮	৬,৩০৯	৬,৯৮৩	৬,২৭৭	৬৫	৩২	—	—	—	—	—	—	৭৫	১	৫	—
ধর্ম্মনগর ,,	৩০,৮৫৫	১৬,৫৯৩	১৪,২৬২	১০,৯৭৭	৯,৬০৭	৫,৫৮০	৪,৬১৬	৩১	৩৯	—	—	—	—	১,৭৪৯	১৭৪	১৬৩	৬
সোণামুড়া ,,	২২,৮৯৭	১২,১৯৩	১০,৭ ৪	৪,৪৪২	৪,০৫৪	৭,৭৪৯	৬,৬৭০	—	—	-	—	২	—	৭৭১	৭	১১৩	৯
উদয়পুর ,,	২৭,২৫১	১৪,৫৬৬	১২,৬৮৫	৬,৫৯২	৫,৮৩৮	৭,৯৫৭	৬,৮৩৮	—	—	—	—	১৭	৯	১,০২৭	৫০	১১৪	—
অমরপুর ,,	২১,২৫৭	১১,১৪৫	১০,১১২	৮,২৬৯	৭,৭৯০	২৫২	৯২	১	১	—	—	১,৫২৩	২,২২৯	২৩৮	৮	১৭	—
বিলনীয়া ,,	১৯,৮২৮	১০,৪৫১	৯,৩৭৭	৬,৭৬২	৬,১০০	২,৬১০	২,২৭২	—	—	—	—	১,০৭৯	১,০০৫	৬২২	২৬	৮২	১
সাবরুম ,,	১১,০৮৪	৬,০৮৩	৫,০০১	৪,৬০৬	৩,৯৭০	৫৫১	১৮৯	৪	৩	—	—	৯২২	৮৩৯	২৩০	১৮	২৬	—

প্রভিন্সিয়াল টেবল ১নং

রাজ্যের লোক সংখ্যা এবং আয়তন।

১৩২০ ত্রিং।

রাজ্য এবং বিভাগ	বর্গমাইল আয়তন	সংখ্যা		দখলীকৃত গৃহসমূহের সংখ্যা	জন সংখ্যা				শতকরা হারে পরিবর্তন		প্রত্যেক বর্গ মাইলের জন সংখ্যা ১৩২০ ত্রিং
					১৩২০ ত্রিং			১৩১০ ত্রিং	১৩১০ হইতে ১৩২০ ত্রিং	১৯০০ হইতে ১৯১০ খৃঃ	
		সহরের	গ্রামের		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে			
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,০৮৬	১	২,৩১৬	৪৪,৬৪৫	২,২৯,৬১৩	১,২১,৮২০	১,০৭,৭৯৩	১,৭৩,৩২৫	+৩২.৪৮	—	৫৬
সদর বিভাগ	৫৯৪	১	৮৩৭	১৫,৮১৮	৭৪,৬৭২	৩৯,৫০২	৩৫,১৭০	৬৫,৬১৫	+১৩.৮০	—	১২৬
কৈলাসহর ,,	১,২৬৭	—	২৪১	৬,১৭৫	৩১,৬০৯	১৬,৮০২	১৪,৮০৭	২০,৬৭৩	+৫২.৯০	—	২৫
খোয়াই ,,	৩৯১	—	৪০৯	৪,০২৪	২১,৩৯৮	১১,১৪৯	১০,২৪৯	১০,২৯৫	+১০৭.৮৫	—	৫৫
ধর্ম্মনগর ,,	২৯২	—	৯৮	৪,৩০৬	১৯,০৫৬	১০,২৪৫	৮,৮১১	১০,১৭০	+৮৭.৩৭	—	৬৫
সোণামুড়া ,,	১৯২	—	১২৪	৩,৪৯৯	১৮,০৬২	৯,৭০৮	৮,৩৫৪	৬৯,২২৯	+৪৮.৩০	—	৯৪
উদয়পুর ,,	৭৫৩	—	২৪৬	৬,৫৭৪	৪০,১১৪	২১,৩১৮	১৭,৭৯৬				৫৩
বিলোনীয়া ,,	৪০২	—	২৭২	৩,৩৯৯	১৯,১৮৭	১০ ১৯৮	৮,৯৮৯	২৭,৩৪৩	−৯.৬৬	—	৪৮
সাব্রুম ,,	১৯৫	—	৮৯	৮৬০	৫,৫১৫	২,৮৯৮	২,৬১৭				[illegible]

প্রতিলিপি   ল টেবল ২ ন

ধর্ম্ম এবং শিক্ষা ভেদে বিভাগ সমূহের লোক সংখ্যা।

১৩২০ ত্রিং।

রাজ্য এবং বিভাগ	মোট জনসংখ্যা			ধর্ম্ম										শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা			
				হিন্দু		মুসলমান		খৃষ্টান		ভূত প্রেত পূজক		অন্যান্য		শিক্ষিত		ইংরেজী শিক্ষিত	
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	২,২৯,৬১৩	১,২১,৮২০	১,০৭,৭৯৩	৮৩,০৪	৭৫,০৬১	৩৫,২৯১	২৯,৬৫৮	৭৫	৬৩	২২৮	১৮০	৩,১৮২	২,৮৩১	৮,৪৩৮	৮২৬	১,১৮৪	২৪
সদর বিভাগ	৭৪,৬৭২	৩৯,৫০২	৩৫,১৭০	২৬,৫৯৯	২৩,৯৫৬	১২,৬২২	১১,০২২	৭৫	৬৩	১৭৫	১২৫	৩১	৪	৩,৫৮৭	৪৪২	৭৫০	১৩
কৈলাসহর ,,	৩১,৬০৯	১৬,৮০২	১৪,৮০৭	১১,৭৯৫	১০,৫৮৬	৪,৯৮৩	৪,২০৫	—	—	—	—	২৪	১৬	১,৪৩৫	১৩৩	১৬৫	৩
খোয়াই ,,	২১,৩৯৮	১১,১৪৯	১০,২৪৯	১০,৬৩১	৯,৯২৮	৫১৮	৩২১	—	—	—	—	—	—	৩১৩	১৯	২৬	—
ধর্ম্মনগর ,,	১৯,০৫৬	১০,২৪৫	৮,৮১১	৬,৭৮৮	৫,৯৫৮	৩,৪৩২	২,৮৫৩	—	—	২৫	২০	—	—	৮৩৬	৫০	৪৫	—
সোণামুড়া ,,	১৮,০৬২	৯,৭০৮	৮,৩৫৪	৩,৮৪৩	৩,৪৫৯	৫,৮৬৫	৪,৮৯৫	—	—	—	—	—	—	৪৮১	১০	৫০	২
উদয়পুর ,,	৪০,১১৪	২১,৩১৮	১৮,৭৯৬	১৩,৯৮১	১২,৭৩০	৫,০২১	৩,৯৮৯	—	—	২৮	৩৫	২,২৮৮	২,০৪২	১,১৩৫	৫৮	৫৯	—
বিলনীয়া ,,	১৯,১৮৭	১০,১৯৮	৮,৯৮৯	৭,০৩৭	৬,২৮৩	২,৬৭৭	২,২৬৯	—	—	—	—	৪৮৪	৪৫৭	৬০২	—	৫১	—
সাবরুম ,,	৫,৫১৫	২,৮৯৮	২,৬১৭	২,৩৬৬	২,১৬১	১৭৭	১৪৪	—	—	—	—	৩৫৫	৩১২	১৫১	—	২১	—

ইম্পিরিয়াল টেবল ১নং

আয়তন, খানা এবং জনসংখ্যা।

১৩২০ ত্রিং।

রাজ্য	বর্গ মাইলে আয়তন	সহর	গ্রাম সমূহ	খানা			জনসংখ্যা								
							মোট জনসংখ্যা			পুরুষ			স্ত্রী		
				মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরবাসী	গ্রামবাসী	মোট	সহরবাসী	গ্রামবাসী	মোট	সহরবাসী	গ্রামবাসী
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,০৮৬	১	২,৩১৬	৪৪,৬৪৫	১,৫০৮	৪৩,১৩৭	২,২৯,৬১৩	৬৮৩১	২,২১,৭৮২	১২১৮১০	৪,১৭৬	১,১৭৬৪৪	১,০৭,৮৯৩	২,৬৫৫	১,০৫১৩৮

ইম্পিরিয়াল টেবল ২নং

১২৮১ ত্রিং হইতে লোক সংখ্যার বৈলক্ষণ্য।

রাজ্য	লোক সংখ্যা					বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)				১২৮১ ত্রিং হইতে ১৩২০ ত্রিং পর্য্যন্ত বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)
	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩০০ ত্রিং	১২৯০ ত্রিং	১২৮১ ত্রিং	১৩১০ হইতে ১৩২০ ত্রিং	১৩০০ হইতে ১৩১০ ত্রিং	১২৯০ হইতে ১৩০০ ত্রিং	১২৮১ হইতে ১২৯০ ত্রিং	
ত্রিপুরা রাজ্য	২,২৯,৬১৩	১,৭৩,৩২৫	১,৩৭,৪৪২	৯৫,৬৩৭	৩৫,২৬২	+৫৬,২৮৮	+৩৫,৮৮৩	+৪১,৮০৫	+৬০,৩৭৫	+১,৯৪.৩৫১

ইম্পিরিয়াল টেবল ২নং

রাজ্য	পুরুষ					স্ত্রী				
	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩০০ ত্রিং	১২৯০ ত্রিং	১২৮১ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩০ ত্রিং	১২৯০ত্রিং	১২৮১ ত্রিং
ত্রিপুরা রাজ্য	১,২১,৮২০	৯২,৪৯৫	৭১,৫৯৬	৫১,৪৫৮	১৮,২৬২	১,০৭,৭৯৩	৮০,৮৩০	৬৫,৮৪৬	৪৪,১৭৯	১৭,০০০

ইম্পিরিয়াল টেবল ৩নং

জন সংখ্যা অনুপাতে সহ ও গ্রাম সমূহের শ্রেণী বিভাগ
১৩২০ ত্রিং।

রাজ্য	জন পূর্ণ সহর এবং গ্রাম সমূহের মোট সংখ্যা	জন সংখ্যা	৫০০ এর নিম্নে		৫০০ হইতে ১,০০০		১,০০০ হইতে ২,০০০		৫,০০০ হইতে ১০,০০০	
			গ্রামের সংখ্যা	জন সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জন সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জন সংখ্যা	সহরের সংখ্যা	জন সংখ্যা
ত্রিপুরা রাজ্য	২,৩১৭	২,২৯,৬১৩	২,২৬৮	১,৮৮,৪৫৪	৪২	২৭,০২২	৬	৭,৩০৬	১	৬,৮৩১

ইম্পিরিয়াল টে ৪নং

১২৮১ ত্রিং হইতে সহরের সংখ্যার বৈলক্ষণ্য।

১৩২০ ত্রিং।

সহর	রাজ্য	জন সংখ্যা		বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি (+) হ্রাস (—)	পুরুষ		স্ত্রী	
		১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং হইতে ১৩২০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩২০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং
আগরতলা	ত্রিপুরা রাজ্য	৬,৮৩১	৬,৪১৫	+৪১৬	৪,১৭৬	৪,০২৩	২,৬৫৫	২,৩৯২

ইম্পিরিয়াল টেবল ৫নং

স্ত্রী পুরুষ এবং ধর্ম্মভেদে সহরের জন সংখ্যা।

১৩২০ ত্রিং।

রাজ্য	সহর	মোট জন সংখ্যা			হিন্দু			মুসলমান			শিখ		জৈন		ব্রাহ্ম			বৌদ্ধ			খৃষ্টান		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	মোট	পুরুষ	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	আগরতলা	৬,৮৩১	৪,১৭৬	২,৬৫৫	৬,৪৪৭	৩,৯২৭	২,৫২০	৩৩১	২০৬	১২৫	৪	৪	২	২	৭	৫	২	২১	১৯	২	১৯	১৩	৬

ইম্পিরিয়াল টেবল ৬নং

ধর্ম্ম।

১৩২০ খ্রিঃ।

ধর্ম্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী	২,২৯,৬১৩	১,২১,৮২০	১,০৭,৭৯৩
হিন্দু	১,৫৮,১০১	৮৩,০৪০	৭৫,০৬১
ব্রাহ্ম	১০	৬	৪
শিখ	৪	৪	—
জৈন	২	২	—
বৌদ্ধ	৫,৯৯৭	৩,১৭০	২,৮২৭
মুসলমান	৬৪,৯৫৩	৩৫,২৯৫	২৯,৬৫৮
খৃষ্টান	১৩৮	৭৫	৬৩
ভূত প্রেত পূজক	৪০৮	২২৮	১৮০

ইম্পিরিয়াল টেবল ৭নং।

বয়স ও স্ত্রী পুরুষভেদে বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা।

১৯২১ খ্রিঃ।

রাজ্য	বয়স	মোট জনসংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক ও বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী	২,২৯,৬১৩	১,২১,৮২০	১,০৭,৭৯৩	১,১১,৪৬১	৬৪,৬৬৪	৪৬,৭৯৭	১,০১,০৩১	৫২,৬৮১	৪৮,৩৫০	১৭,১২০	৪,৪৭৫	১২,৬৪৬
	০—৫	৩৫,০৬৯	১৭,১১৩	১৭,৯৫৬	৩৫,০৬৬	১৭,১১৩	১৭,৯৫৩	৩	—	৩	—	—	—
	৫—১০	৩৭,৪৭৯	১৯,০৪২	১৮,৪৩৭	৩৬,৯৭৫	১৮,৯৩৭	১৮,০৩৮	৪৮১	১০১	৩৮০	২৩	৪	১৯
	১০—১৫	২৪,৮৭০	১৩,৫৬০	১১,৩১০	২১,২৬৩	১৩,২০০	৮,০৬৩	৩,৫২৫	৩৫২	৩,১৭৩	৮২	৮	৭৪
	১৫—২০	২০,৩৪৫	৯,৪৪২	১০,৯০৩	৯,৪৩২	৭,৪২৪	২.০০৮	১০,৫৪০	১,৯৫৯	৮,৫৮১	৩৭৩	৫৯	৩১৪
	২০—৪০	৭৪,৪৫৪	৪০,৬০৩	৩৩,৮৫১	৭,৯৬১	৭,৩১৬	৬৪৫	৬১,৩১৫	৩১,৬৭৩	২৯,৬৪২	৫,১৭৮	১,৬১৪	৩,৫৬৪
	৪০—৬০	২৮,৪৯৩	১৭,২৪৪	১১,২৪৯	৬৯১	৬২২	৬৯	২০ ৯৩৯	১৪,৯৮৭	৫,৯৫২	৬,৮৬৩	১,৬৩৫	৫,১২৮
	৬০ এবং তদূর্দ্ধে	৮,৯০৩	৪,৮১৬	৪,০৮৭	৭৩	৫২	২১	৪,২২৮	৩,৬০৯	৬১৯	৪,৬০২	১,১৫৫	৩ ৪৪৭
	হিন্দু	১,৫৮,১০১	৮৩,০৪০	৭৫,০৬১	৭৮,৪৯৯	৪৪,৭৭২	৩৩,৭২৭	৬৭,৫৬৫	৩৪,৭৬৭	৩২,৭৯৮	১২,০৩৭	৩,৫০১	৮,৫৩৬
	০—৫	২৪,৭৯১	১২,০৭৬	১২,৭১৫	২৪,৭৯০	১২,০৭৬	১২,৭১৪	১	—	—	—	—	—
	৫—১০	২৬,১১৯	১৩২৮৭	১২,৮৩২	২৫,৮২৩	১৩,২১০	১২,৬১৩	২২৮	৭৪	২১৪	৮	৩	৫

রাজ্য	বয়স	মোট জনসংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক ও বিধবা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	১০—১৫	১৬,৮২০	৮,৯৩৫	৭,৮৮৫	১৪,৭৮০	৮,৬৯৯	৬,০৮১	২,০১৩	২২৯	১,৭৮৪	২১	৭	২০
	১৫—২০	১৩,৩৬৬	৬,২০৭	৭,১৫৯	৬,৫৮১	৪,৮৭৪	১,৭০৯	৬,৫৫৮	১,২৯৭	৫,২৬১	২২৫	৩৬	১৮৯
	২০—৪০	৫০,৪৮৯	২৭,১১২	২৩,৩৭৭	৫,৮৬৩	৫,৩১৫	৫৪৮	৪১,১৪০	২০,৬৫৮	২০,৪৮২	৩,৪৮৬	১,১৩৯	২,৩৪৭
	৪০—৬০	২০,০৮৩	১২,০৫৯	৮,০২৪	৫৯৭	৫৫৪	৪৩	১৪,৬৯১	১০,১৩৬	৪,৫৫৫	৪,৭৯৫	১,৩৬৯	৩,৪২৬
	৬০ এবং তদূর্দ্ধে	৬,৪৩৩	৩,৩৬৪	৩,০৬৯	৬৩	৪৪	১৯	২,৮৭৪	২,৩৭৩	৫০১	৩,৪৯৬	৯৪৭	২,৫৪৯
	মুসলমান	৬৪,৯৫৩	৩৫,২৯৫	২৯,৬৫৮	২৯,৪৯৭	১৭,৯৩৫	১১,৫৬২	৩০,৭২৬	১৬,৫২০	১৪,২০৬	৪,৭৩০	৮৪০	৩,৮৯০
	০—৫	৯,২৫৩	৪,৫২৯	৪,৭২৪	৯,২৫১	৪,৫২৯	৪,৭২২	২	—	২	—	—	—
	৫—১০	১০,১৮০	৫,১৩৯	৫,০৪১	৯,৯৭৭	৫,১১১	৪,৮৬৬	১৮৯	২৭	১৬২	১৪	১	১৩
	১০—১৫	৭,৩৩২	৪,২১৫	৩,১১৭	৫,৭৮৩	৪,০৯৫	১,৬৮৮	১,৪৯৫	১১৯	১,৩৭৬	৫৪	১	৫৩
	১৫—২০	৬,৩৮৩	২,৯৫৯	৩,৪২৪	২,৪৭৬	২,২৯৯	১৭৭	৩,৭৬৩	৬৩৭	৩,১২৬	১৪৪	২৩	১২১
	২০—৪০	২,১৯৮৯	১২,৪৪২	৯,৫৪৭	১,৯১৯	১,৮৩৬	৮৩	১৮,৪৬৪	১০,১৮২	৮,২৮২	১,৬০৬	৪২৪	১,১৮২
	৪০—৬০	৭,৬১৯	৪,৭২০	২,৮৯৯	৮৩	৫৮	২৫	৫,৬০৪	৪,৪৩৮	১,১৬৬	১,৯৩২	২৪৪	১,৬৮৮
	৬০ এবং তদূর্দ্ধে	২,১৯৭	১,২৯১	৯০৬	৮	৭	১	২,২০৯	১,১১৭	৯২	৯৮০	১৬৭	৮১৩

বয়স এবং ধর্ম্মভেদে শিক্ষা।

১৩২০ ত্রিং।

রাজ্য	বয়স	জনসংখ্যা											
		মোট			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজী শিক্ষিত		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা	সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী	২,২৯,৬১৩	১২১,৮২০	১,০৭,৭৯৩	৯,২৬৪	৮,৪৩৮	৮২৬	২,২০,৩৪৯	১১৩,৩৮২	১,০৬,৯৬৭	১,২০৮	১,১৮৪	২৪
	০—১০	৭২,৫৪৮	৩৬,১৫৫	৩৬,৩৯৩	৪৩৭	৩৫৩	৮৪	৭২,১১১	৩৫,৮০২	৩৬,৩০৯	৩৮	৩৬	২
	১০—১৫	২৪,৮৭০	১৩৫৬০	১১,৩১০	৯৩৯	৮১৭	১২২	২৩,৯৩১	১২,৭৪৩	১১,১৮৮	১৮৬	১৮৩	৩
	১৫—২০	২০,৩৪৫	৯,৪৪২	১০,৯০৩	১,০৫৩	৯৩৭	১১৬	১৯,২৯২	৮,৫০৫	১০,৭৮৭	২৩৬	২৩০	৬
	২০ এবং তদূর্দ্ধ	১,১১,৮৫০	৬২,৬৬৩	৪৯,১৮৭	৬,৮৩৫	৬,৩৩১	৫০৪	১,০৫,০১৫	৫৬,৩৩২	৪৮,৬৮৩	৭৪৮	৭৩৫	১৩
	হিন্দু	১,৫৮,১০১	৮৩,০৪৭	৭৫,০৬১	৭,০০৫	৬,২৮০	৭২৫	১,৫১,০৯৬	৭৬,৭৬০	৭৪,৩৩৬	১,০৬৩	১,০৪৭	১৬
	০—১০	৫০,৯১০	২৫,৩৬৩	২৫,৫৪৭	৩৪৮	২৭৯	৬৯	৫০,৫৬২	২৫,০৮৪	২৫,৪৭৮	৩১	৩১	—
	১০—১৫	১৬,৮২০	৮,৯৩৫	৭,৮৮৫	৭৪৪	৬৩২	১১২	১৬,০৭৬	৮,৩০৩	৭,৭৭৩	১৬২	১৫৯	৩
	১৫—২০	১৩,৬৬৬	৬,২০৭	৭,১৫৯	৭৮৭	৬৭৯	১০৮	১২,৫৭৯	৫,৫২৮	৭,০৫১	১৯৬	১৯০	৬

রাজ্য	বয়স	জনসংখ্যা											
		মোট			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজী শিক্ষিত		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
	২০ এবং তদূর্দ্ধ	৭৭,০০৫	৪২,৫৯৫	৩৪,৪১০	৫,১২৬	৪,৬৯০	৪৩৬	৭১,৮৭৯	৩৭,৮৪৫	৩৪,০৩৪	৬৭৪	৬৬৭	৭
	মুসলমান	৬৪,৯৫৩	৩৫,২৯৫	২৯,৬৫৮	২,০৫৭	১,৯৮০	৭৭	৬২,৮৯৬	৩৩,৩১৫	২৯,৫৮১	১২২	১২০	২
ত্রিপুরা	০—১০	১৯,৪৩৩	৯,৬৬৮	৯,৭৬৫	৮৪	৭২	১২	১৯,৩৪৯	৯,৫৯৬	৯,৭৫৩	৭	৫	২
	১০—১৫	৭,৩৩২	৪,২১৫	৩,১১৭	১৮৮	১৭৮	১০	৭,১৪৪	৪,০৩৭	৩,১০৭	২৩	২৩	—
	১৫—২০	৬,৩৮৩	২,৯৫৯	৩,৪২৪	২৫৮	২৫০	৮	৬ ১২৫	২,৭৬৯	৩,৪১৬	৩৭	৩৭	—
	২০ এবং তদূর্দ্ধ	৩১,৮০৫	১৮,৪৫৩	১৩,৩৫২	১,৫২৭	১,৪৮০	৪৭	৩০,২৭৮	১৬,৯৭৩	১৩,৩০৫	৫৫	৫৫	—

ইম্পিরিঃ টেবল ৯নং

কুকী জাতির শিক্ষা

১৩২০ ত্রিং।

জাতি	রাজ্য	জনসংখ্যা											
		মোট			শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজী শিক্ষিত		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কুকী	ত্রিপুরা রাজ্য	২,২৮১	১,১৪০	১,১৪১	৩	৩	—	২,২৭৮	১,১৩৭	১,১৪১	—	—	—

নং টেবল

ায়তন, খানা এবং জনসংখ্যা।

১৩১০ ত্রিং।

রাজ্য	বর্গমাইলে আয়তন	সংখ্যা			জনপূর্ণ বসত বাটীর সংখ্যা			জনসংখ্যা								
								স্ত্রী পুরুষ উভয়ে			পুরুষ			স্ত্রী		
		মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে
ত্রিপুরা	৪,০৮৬	১,৪৬৪	১	১,৪৬৩	৩০,৬৭৮	২,০১৩	২৮ ৬৬৫	১,৭৩,৩২৫	৯,৫১৩	১,৬৩,৮১২	৯২,৪৯৫	৫,৮৪৭	৮৬,৬৪৮	৮০,৮৩০	৩,৬৬৬	৭৭,১৬৪

২ নং টেবল।

পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসের সহিত বর্ত্তমান সেন্সাসের লোক সংখ্যার তুলনা।

১৩১০ ত্রিং।

রাজ্য	বিভিন্ন সেন্সাসের মোট জনসংখ্যা				বৃদ্ধি + বা হ্রাস —			মোট হ্রাস বা বৃদ্ধি
	১৯০১ খৃঃ অথবা ১৩১০ ত্রিং সনে	১৮৯১ খৃঃ অথবা ১৩০০ ত্রিং সনে	১৮৮১ খৃঃ অথবা ১২৯০ ত্রিং সনে	১৮৭২ খৃঃ অথবা ১২৮১ ত্রিং সনে	১৩০০ হইতে ১৩১০ ত্রিং পর্য্যন্ত	১২৯০ হইতে ১৩০০ ত্রিং পর্য্যন্ত	১২৮১ হইতে ১২৯০ ত্রিং পর্য্যন্ত	১২৮১ হইতে ১৩১০ ত্রিং পর্য্যন্ত
ত্রিপুরা	১,৭৩,৩২৫	১,৩৭,৪৪২	৯৫,৬৩৭	৩৫,২৬২	+৩৫,৮৮৩	+৪১,১০৫	+৬০,৩৭৫	+১,৩৮,০৬৩

২নং টেবল।

জন সংখ্যার বৈলক্ষণ্য।

রাজ্য	মোট পুরুষের সংখ্যা				মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা			
	১৩১০ ত্রিং	১৩০০ ত্রিং	১২৯০ ত্রিং	১২৮১ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩০০ ত্রিং	১২৯০ ত্রিং	১২৮১ ত্রিং
ত্রিপুরা রাজ্য	৯২,৪৯৫	৭১,৫৯৬	৫১,৪৫৮	১৮,২৬৫	৮০,৮৩০	৬৫,৮৪৬	৪৪,১৭৯	১৭,০০০

৩নং টেবল।

ধর্ম্মভেদে আগরতলা সহরের জন সংখ্যা।

১৩১০ ত্রিং।

মোট লোক সংখ্যা			হিন্দু			মুসলমান			খৃষ্টান			বৌদ্ধ			ব্রাহ্ম		
মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
৯,৫১৩	৫,৮৪৭	৩,৬৬৬	৬,৪২৫	৪,০১৫	২,৪১০	২,৯৫৯	১,৭৬০	১,১৯৯	১২৬	৬৯	৫৭	২	২	—	১	১	—

৪নং টেবল।

জন সংখ্যার জাতি ভেদে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা।

১৩১০ ত্রিং।

জাতি	জন সংখ্যা			বিবাহিত			অবিবাহিত			বিপত্নীক বা বিধবা		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	১,১৯,১৯২	৬৩,১৪৭	৫৬,০৪৫	৫১,৬৫৪	২৭,৩২২	২৪,৩৩২	৫৮.৪৪৩	৩৩,০৯০	২৫.৩৫৩	৯,০৯৫	২,৭৩৫	৬,৩৬০
মুসলমান	৪৫,৩২৩	২৪.৭৩৪	২০,৫৮৯	২১,৩৯৮	১১,৭৯৭	৯,৬০১	২০,১৭৬	১২,৩০৯	৭,৮৬৭	৩,৭৪৯	৬২৮	৩,১২১
বৌদ্ধ	৫,৯৯৯	৩,২০০	২,৭৯৯	২,৫৯৩	১,৩০৯	১,২৮৪	৩,১৩৫	১,৭৭১	১,৩৬৪	২৭১	১২০	১৫১
খৃষ্টান	১৩৭	৭৬	৬১	৪৯	২৬	২৩	৬৬	৪২	২৪	২২	৮	১৪
ভূত প্রেত পূজক ...	২,৬৭৩	১,৩৩৭	১,৩৩৬	১,০৮৯	৫৫২	৫৩৭	১,৩৩৮	৭২৩	৬১৫	২৪৬	৬২	১৮৪
অন্যান্য (ব্রাহ্ম) ...	১	১	—	১	১	—	—	—	—	—	—	—
	১,৭৩,৩২৫	৯২,৪৯৫	৮০,৮৩০	৭৬,৭৮৪	৪১,০০৭	৩৫,৭৭৭	৮৩,১৫৮	৪৭,৯৩৫	৩৫,২২৩	১৩,৩৮৩	৩,৫৫৩	৯,৮৩০

৫নং টেবল।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় ষ্টেটমেণ্ট।

১৩১০ ত্রিং।

জাতি	রাজ্যের জনসংখ্যা			ইংরাজী জানা			বাংলা			হিন্দি			উড়িয়া			অন্যান্য			মন্তব্য
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	
সর্ব্ব মোট ...	১,৭৩,৩২৫	৯২,৪৯৫	৮০,৮৩০	৩২৪	৩১৯	৫	৩,৫১১	৩,৩৭৮	১৩৩	১১১	১১০	১	১৫	১৫	—	৩১৩	৩০৪	৯	
হিন্দু ...	১,১৯,১৯২	৬৩,১৪৭	৫৬,০৪৫	২৯১	২৮৬	৫	২,৫০২	২,৪০২	১০০	৭৩	৭২	১	১৫	১৫	—	৬৪	৬২	২	পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে যতজন লেখাপড়া জানে।
মুসলমান ...	৪৫,৩২৩	২৪,৭৩৪	২০,৫৮৯	৩১	৩১	—	৯৯০	৯৬১	২৯	৩৮	৩৮	—	—	—	—	১০৮	১০৮	—	
বৌদ্ধ ...	৫,৯৯৯	৩,২০০	২,৭৯৯	—	—	—	১০	৮	২	—	—	—	—	—	—	১৩৪	১২৯	৫	চাকমা—১০
খৃষ্টান ...	১৩৭	৭৬	৬১	২	২	—	২	২	—	—	—	—	—	—	—	২	২	—	কুকী—৪ ত্রিপুরা—১০৩
ভূত প্রেত পূজক	২,৬৭৩	১,৩৩৭	১,৩৩৬	—	—	—	৬	৪	২	—	—	—	—	—	—	৫	৩	২	মগ—১৩৭

৬নং টেবল।

কতকগুলি বিশেষ জাতি বা শ্রেনীর লোক সংখ্যা

১৯১০ খ্রিঃ।

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ব্রাহ্মণ	৬৭৮	৪৮৩	১৯৫
কায়স্থ	১,৭০৪	১,২৫৩	৪৫১
বৈদ্য	২২৩	১৪৮	৭৫
শূদ্র	১,০০৩	৭২৫	২৭৮
নাপিত	৩৫৩	২৩৪	১১৯
ধোপা	২৮১	১৭২	১০৯
মালী	৪০৪	১৮০	২২৪
চামার	১৭৮	১১৫	৬৩
যোগী	২,০১৪	১,১৮৮	৮২৫
কৈবর্ত্ত	৭৪৬	৪০২	৩৪৪
বারুই	৬৯০	৩৬৪	৩২৯
কুম্ভকার	১০৯	৭২	৩৭
সূতার	৭৩	৫৮	১৫
কামার	৪৫৮	২৩৭	২২১
দৈবজ্ঞ	৪৯	৩৯	১০
নমশূদ্র	৩,৫০৮	১,৮৩৮	১,৬৭০
পাটনী	৭০৩	৩৯০	৩১৩
বেদে	৫৬	২৯	২৭
বেশ্যা	৫	০	৫
চাকমা	৪,৫১০	২,৪৩২	২,০৭৮
ত্রিপুরা	৭৫,৭৮১	৩৮,৮৮৭	৩৬,৮৯৪
কুকী	৭,৫৪৭	৩,৭৭৭	৩,৭৭০
হালাম	২,২১৫	১,০৯০	১,১২৫
লুসাই	১৩৫	৬২	৭৩
মগ	১,৪৯১	৭৭১	৭২০
মণিপুরী	১২,৮৫১	৬,৭৬৫	৬,০৯৬
মণিপুরী (মুসলমান)	৪০৫	১৯৫	২১০

অন্যান্য যে যে স্থানে ত্রিপুরা জাতির লোক আছে।

স্থান	পুরুষ	স্ত্রী
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১২,৪৫২	১০,৮৮৯
চট্টগ্রাম	৬৯৭	৫৯৫
নোয়াখালী	৩	০
বৃটিশ ত্রিপুরা	৪৩১	৪৮৪

৭নং টেবল।

কতকগুলি প্রধান ব্যবসা ভেদে লোক সংখ্যা।

১৩১০ ত্রিং।

পেশা	মেট	পরিজন
১। রাজকার্য্য (সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারক)	৬৯৯	৫০১
২। ভূম্যধিকারী	৬৩১	২,১০৩
৩। চাষি প্রজা	৩০,১০২	৪৪,৭৯৭
৪। চাষ কার্য্যের মজুর	৪১১	১৫১
৫। জুমিয়া প্রজা	৪৬,০২৭	৩৩,২৪৮
৬। সাংসারিক কার্য্যের চাকর	৭০০	৬৮৫
৭। হোটেল ওয়ালা	৬	১
৮। মেথর ঝাড়ুওয়ালা	৫৩	২৯
৯। দধি, দুগ্ধ, মাছ, ঘৃত বিক্রেতা	২৫৯	১২০
১০। রুটীওয়ালা, ডাইলওয়ালা, মুলু, হাওলাই	৩২১	২১৯
১১। পান, গুপারী, মসল্লা তামাক মাদক দ্রব্য বিক্রেতা	২০৯	৯২
১২। লাকড়ি ইত্যাদি	১৯১	২২৯
১৩। সুতার কাপড় তৈয়ার, সুতা কাটা পং	২,৩৩৮	১০৪
১৪। লোহার কাজ	১২১	১৩
১৫। মাটীর জিনিষ প্রস্তুত ও বিক্রী	৭৭	৪৬
১৬। সূতারের কাজ	৩২	১
১৭। কাঠ ও বাঁশের ব্যাপারী	১১২	৮৯
১৮। জুতা প্রস্তুতকারক	৬৩	১০৪
১৯। যাজনিক ও গুরুতা	২৮৩	২৮৪
২০। চিকিৎসা ব্যবসায়ী	৮৯	৬৬
২১। সাধারণ মজুরী	১,০৫৪	৭২৩
২২। বেশ্যা বৃত্তি	৪	১
২৩। ভিক্ষা বৃত্তি	৫০৯	১৯৪

৮নং টেবল্

জুমিয়া প্রজার অন্যান্য বিশেষ ব্যবসা

১৩১০ ত্রিং।

পেশা	পুরুষ	স্ত্রী
১। চৌকিদার	৫	—
২। মজুরী	৬১৬	৪০৪
৩। মৎস্য বধী	৩০	৭
৪। কাপড় ধোলাই	৩	—
৫। দোকানদারী	৪,০১৮	৬৭৭
৬। কাপড় বুনন	৩০	১,৯৩১
৭। কাঠের কাজ	৭১	—
৮। মহাজন	৪	—

৯নং টেবল

কুকীদিগের মধ্যে জুম ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ ব্যবসা।

১৩১০ ত্রিং।

পেশা	সংখ্যা
রাজ কার্য্য	৩
চাকুরী	৪
পোষাক তৈয়ার	২
মাটির জিনিষ তৈয়ার	৮

১০নং টেবল

ব্যাধিগ্রস্তের ষ্টেট্‌মেণ্ট।

২৩১০ ত্রিং।

ব্যাধির বিবরণ	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
উন্মাদ	৮৫	৫৪	৩১
কালা বোবা	৭৯	৪৪	৩৫
অন্ধ	৮৪	৩৭	৪৭
কুষ্ঠরোগী	৪৫	৩৪	[illegible]

১১নং টেবল

বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের শ্রেণী বিভাগ

১৩১০ ত্রিং।

শ্রেণী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
	বাঙ্গালী হিন্দু		
ব্রাহ্মণ	৬৭৮	৪৮৩	১৯৫
বৈদ্য	২২৩	১৪৮	৭৫
কায়স্থ	১,৭০৪	১,২৫৩	৪৫১
শূদ্র	১,০০৩	৭২৫	২৭৮
বারুই	৬৯০	৩৬৪	৩২৬
তেলী	৬৭৭	৪১০	২৬৭
কামার	৪৫৮	২৩৭	২২১
নাপিত	৩৫৩	২৩৪	১১৯
যোগী	২,০১৪	১,১৮৮	৮২৬
কাপালী	১,৭৫৫	৮৭৮	৮৭৭
নমশূদ্র	৩,৫০৮	১,৮৩৮	১,৬৭০
কৈবর্ত্ত	৭৪৬	৪০২	৩৪৪
পাটনী	৭০৩	৩৯০	৩১৩
সাহা	২৭৯	২৭১	৮
ধোপা	২৮১	১৭২	১০৯
	বাঙ্গালী মুসলমান		
কাজী	৬৪	২৭	১১
মোগল	৩০	১৫	১৫
সৈয়দ	৯৮	৫৮	৪০
পাঠান	২৯	১৬	১৩
শেখ	৪৪,৪২৬	২৪,১৮৮	২০,২৩৮

১২নং টেবল।

বিভাগ সমূহের জনসংখ্যা এবং আয়তন।

১৩১০ ত্রিং।

রাজ্য ও বিভাগ	বর্গ মাইলের আয়তন	সহর ও গ্রাম সমূহের সংখ্যা	জনপূর্ণ বসত বাটীর সংখ্যা	জনসংখ্যা (১৩১০ ত্রিং)			স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সংখ্যা	শতকরা হারে পরিবর্ত্তন		প্রত্যেক বর্গ মাইলের জনসংখ্যা			প্রত্যেক বাটীর জনসংখ্যা
				মোট	পুরুষ	স্ত্রী	১৩০০ ত্রিং	১৩০০ ত্রিং হইতে ১৩১০ ত্রিং	১২৯০ হইতে ১৩০০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং	১৩০০ ত্রিং	১২৯০ ত্রিং	১৩১০ ত্রিং
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,০৮৬	১,৪৬৪	৩০,৬৭৮	১,৭৩,৩২৫	৯২,৪৯৫	৮০,৮৩০	১.৩৭.৪৪২	+২৮'১০	+৪৩'৮	৪২	৩৪	২৩	৫'৬
সদর বিভাগ	—	৬৬৩	১২,০৩১	৬৫,৬১৫	৩৪,৮৭০	৩০,৭৪৫	—	—	—	—	—	—	৫'৪
বিলনীয়া ,,	—	২০১	৪,২৬০	২৭,৩৪৩	১৪,৫৯৭	১২,৭৪৫	—	—	—	—	—	—	৬'৪
সোণামুড়া ,,	—	১৪৬	৬,৬০৬	৩৯,২২৯	২১,০০৩	১৮,২২৬	—	—	—	—	—	—	৫'৯
কৈলাহর ,,	—	১৭২	৩,৯৯০	২০,৬৭৩	১১,০৪৪	৯,৬২৯	—	—	—	—	—	—	৫'২
খোয়াই ,,	—	২০১	১,৭৯৮	১০,২৯৫	৫,৪৭৫	৪,৮২০	—	—	—	—	—	—	৫'৭
ধর্ম্মনগর ,,	—	৮১	১,৯৯০	১০,১৭০	৫,৫০৬	৪,৬৬৪	—	—	—	—	—	—	৫'১

টেবল্

বিভাগ সমূহের ধর্ম্ম ভেদে লোক সংখ্যা

১৩১০ ত্রিং।

বিভাগের নাম	জন সংখ্যা			হিন্দু			মুসলমান			বৌদ্ধ			খৃষ্টান			ভূত প্রেত পূজক		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সদর বিভাগ	৬৫,৬১৫	৩৪,৮৭০	৩০,৭৪৫	৪৫,০৪২	২৩,৮৩৩	২১,১৮৯	২০,৪৩৪	১০,৯৩৯	৯,৪৯৫	২	২	—	১৩৭	৭৬	৬১	—	—	—
সোণামুড়া ,, (উদয়পুর সহ)	৩৯,২২৯	২১,০০৩	১৮,২২৬	২৪,৬৪০	১২,৯৭৫	১১,৬৬৫	১০,০১১	৫,৫৬৩	৪,৪৪৮	৪,২৫০	২,২৮৭	১,৯৬৩	১	১	—	৩২৭	১৭৭	১৫০
বিলনীয়া বিভাগ	২৭,৩৪৩	১৪,৫৯৭	১২,৭৪৬	২০,০২৭	১০,৬০২	৯,৪২৫	৫,৫৬৫	৩,০৮২	২,৪৮৩	১,৭৪৭	৯১১	৮৩৬	—	—	—	৪	২	২
কৈলাসহর ,,	২০,৬৭৩	১১,০৪৪	৯,৬২৯	১২,৭৩৩	৬,৮৬৯	৫,৮৬৪	৫,৭০৩	৩,০৭৬	২,৬২৭	—	—	—	—	—	—	২,২৩৭	১,০৯৯	১,১৩৮
ধর্ম্মনগর ,,	১০,১৭০	৫,৫০৬	৪,৬৬৪	৭,১০২	৩,৮০৪	৩,২৯৮	৩,০৬৮	১,৭০২	১,৩৬৬	—	—	—	—	—	—	—	—	—
খোয়াই ,,	১০,২৯৫	৫,৪৭৫	৪,৮২০	৯,০৪৮	৫,০৪৪	৪,৫০৪	৫৪২	৩৭২	১৭০	—	—	—	—	—	—	১০৫	৫৯	৪৬
সর্ব্বমোট	১,৭৩,৩২৫	৯২,৪৯৫	৮০,৮৩০	১,১৯,১৯২	৬৩,১৪৭	৫৭,০৪৫	৪৫,৩২৩	২৪,৭৩৪	২০,৫৮৯	৫,৯৯৯	৩,২০০	২,৭৯৯	১৩৮	৭৭	৬১	২,৬৭৩	১,৩৩৭	১,৩৩৬

ব্রাহ্ম পুরুষ ১জন সেন্সাস গ্রহণ সময়ে বর্ত্তমান উদয়পুর বিভাগ, সোণামুড়া বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

১৪নং টেবল।

জাতি ভেদে বিভাগ সমূহের জনসংখ্যা।

জাতি	মোট সংখ্যা			সদর বিভাগ		বিলনীয়া বিভাগ		সোণামুড়া বিভাগ		কৈলাসহর বিভাগ		খোয়াই বিভাগ		ধর্ম্মনগর বিভাগ	
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
চাক্‌মা	৪,৫১০	২,৪৩২	১,০৭৮	২	—	১৬১	১৩০	২,২৬৯	১,৯১৮	—	—	—	—	—	—
যোগী	২,০১৪	১,১৮৮	৮২৬	২৯০	১৩০	৪২	৬	১৫৫	৭৮	২৯২	২৫৯	৬	—	৪০৩	৩৫৩
কাপালী	১,৭৫৫	৮৭৮	৮৭৭	৮৭৮	৮৭৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কায়স্থ	১,৭০৪	১,২৫৩	৪৫১	৩৩৮	১৩৮	৫৯০	২০৮	১২৫	১৮	৬১	১৪	৩৫	—	১০৩	৭৩
কুকী	৭,৫৪৭	৩,৭৭৭	৩,৭৭০	১,০৩১	১,০২৮	৫১	২৪	১,২৮০	১,২৮৬	১,০৯৯	১,১০৭	৬০	৪৬	২৫৬	২৭৯
কুকী (হালাম)	২,২১৫	১,০৯০	১,১২৫	২১	২২	—	—	—	—	৬৮৪	৬৮৮	—	—	৩৮৫	৪১৫
মগ	১,৪৯১	৭৭১	৭২০	৪	—	৭৪৮	৭০৫	১৮	১৫	১	—	—	—	—	—
মালাকার (মালী)	২,৪৭২	২,৩৬১	১,১১১	৯৩	৩৭	—	—	১০	৬	১,০৫৫	৯৪১	৪	—	১৯৯	১২৯
মণিপুরী	১২,৮৫১	৬,৭৬৫	৬,০৮৬	৩,৪৪৩	৩,২৪১	—	—	১৫২	২৯	১,৯০২	১,৭৫০	২০১	১৬০	১,০৬৭	৯০৬
নমশূদ্র (চণ্ডাল)	৩,৫০৮	১,৮৩৮	১,৬৭০	৭০১	৬৫৮	৫	—	২২৩	২১২	২২১	১৯০	৩২	১	৬৫৬	৬০৯
রাজপুত	১,২৫৬	৬২৫	৬৩১	৪৯৬	৫৩৫	১৬	২	৮৩	৮৭	১৩	৩	১২	৪	৫	—
শূদ্র	১,০০৩	৭২৫	২৭৮	৫৫৬	২৪২	১৭	১	৪৮	২৬	৬৮	৯	৪	—	৩২	—
ত্রিপুরা	৭৫,৭৮১	৩৮,৮৮৭	৩৬,৮৯৪	১৩,২৫৯	১২,৮৪৮	৯,৬২৪	৯,০৫২	১০,২৫২	৯,৮৪৬	৯৫৫	৮৮৫	৪,৩২৪	৪,১৯৭	৭৩	৬৭
মুসলমান শেখ	৪৪,৪২৬	২৪,১৮৮	২০,২৩৮	১০,৯৩০	৯,৪৮৬	২,৮৮১	২,৪৫২	৫,৫৬০	৪,৪৪৮	২,৮০৯	২,৩৬৫	৩৭০	১৭০	১,৬৩৮	১,৩১৭

১নং টেবল

১৩৯১ খৃঃ—১৩০০ ত্রিং।

রাজ্যের জনসংখ্যা এবং আয়তন।

রাজ্য	বর্গমাইল আয়তন	জন সংখ্যা			স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সংখ্যা (১২৯০ ত্রিং)	প্রতিবর্গ মাইলে জন সংখ্যা			
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী		১৩০০ ত্রিং	১২৯০ ত্রিং	বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি (+) হ্রাস (—)	শতকরা হারে
ত্রিপুরা	৪,০৮৬	১,৩৭,৪৪২	৭১,৫৯৬	৬৪,৮৪৬	৯৫,৬৩৭	৩৩	২৩	+১০	+৪৩'৪

২নং টেবল।

বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত জন সংখ্যার ষ্টেট্‌মেণ্ট।

১৩০০ ত্রিং।

যে রাজ্য হইতে আগত	পুরুষ	স্ত্রী
(ক) নিকটবর্ত্তী জিলা সমূহ হইতে		
চট্টগ্রাম	৫,০৬৪	৪,২০৯
নোয়াখালী	২,২৭৯	১,২৫২
ত্রিপুরা	৪,৩২০	২,৫২৫
অন্যান্য প্রদেশ		
সিলেট	৬,০২৪	৫,২৬৭
কাছার	৪৭	৪৫
মোট—	১৭,৭৩০	১৩,২৯৮
(খ) বাঙ্গলার অন্যান্য জিলা হইতে	৬৮৫	২৭১
(গ) বিহার হইতে	৮০	৪১
(ঘ) উড়িষ্যা হইতে	১১	—
(ঙ) ছোট নাগপুর	১২	১১
(চ) অন্যান্য প্রদেশ ও দেশ হইতে	৭৪৪	৪৪৩
মোট—	১৯,২৬২	১৪,০৬৪

৩নং টেবল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ষ্টেট্‌মেণ্ট।

ধর্ম্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী	১৩৭,৪৪২	৭১,৫৯৬	৬৫.৮৪৬
হিন্দু	৯১,৬৬৫	৪৭,৬৫৭	৪৪,০০৮
মুসলমান	৩৭,০৯৬	১৯,৪২৩	১৭,৬৬৩
বৌদ্ধ	৪,৭৩৪	২,৫৬৬	২,১৬৮
খৃষ্টান	১৩৩	৬৯	৬৪
অন্যান্য	৩,৮২৪	১,৮৮২	১,৯৪৩

(৪) নং টেবল

জাতি সমূহের ষ্টেট্মেণ্ট।

১৩০০ ত্রিং

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বৈদ্য	৪৭	৩০	১৭
ক্ষত্রিয়	১৭৪	১০০	৭৪
ব্রাহ্মণ	৪,১৭২	২,০২১	২,১৫১
চাক্মা	৪,৭৩৪	২,৫৬৬	২,:৬৮
ধোপা	১৮৫	৮৮	৯৭
নাপিত	১৫১	৭৫	৭৬
ভুঁই মালী	২৮৭	১৪১	১৪৬
কৈবর্ত্ত	৭০৫	৩৭৯	৩২৬
কামার	৬৭৪	৩৮৬	২৮৮
কাপালী	৩৪৪	১৯০	১৫৪
কায়স্থ	১,৪৪৪	৭৪৬	৬৯৮
কুকী	৩,৮২৪	১,৮৮১	১,৯৪৩
কুমার	৫৫৩	৩৮৮	১৬৫
নমশূদ্র	১,৪৫০	৭৩৬	৭১৪
রাজপুত	১০,৮৭৭	৫,৫৯৭	৫,২৮০
শুঁড়ি	১,৬২৫	১,১৪৪	৪৮২
ত্রিপুরা	৬১,২১৪	৩১,৪৮১	২৯,৭৩৩
মুসলমান	৩৭,০৮৬	১৯,৪২৩	১৭,৬৬৩
গুরখা	৫৩	৩৬	১৭
শূদ্র	৫,৯৭৪	৩,০৩২	২,৯৪২
পাটনী	৫১২	২৫০	২৬২
আসামী	৮৪	৪৩	৪১
অনিশ্চিত জাতির লোক ...	১,১৪০	৭৯৪	৩৪৬
খৃষ্টান	১৩৩	৬৯	৬৪
য়ুরুপিয় খৃষ্টান	১	১	—
দেশীয় খৃষ্টান	১৩২	৬৯	৬৪

৫নং ল

জাতি বিশেষে দৈহিক অথর্ব্বতার ষ্টেট্‌মেণ্ট।

১৩০০ ত্রিং।

জাতি	পাগল			কালা বোবা			অন্ধ			কুষ্ঠ রোগী		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
চাক্‌মা	৯	৫	৪	১৬	৮	৮	১৪	৮	৬	৫	৩	২
কুকী	৪	৪	—	৭	৬	১	৫	৫	—	৩	২	১
ত্রিপুরা	৫৯	৪২	১৭	১০৫	৭৪	৩১	৯৬	৬৯	২৭	৪২	৩০	১২
আসামী	৪	৩	১	৮	৫	৩	৯	৬	৩	৪	৩	১
অনিশ্চিত হিন্দু ...	৫	২	৩	৭	৩	৪	৯	৩	৬	৩	১	২
অনিশ্চিত মুসলমান ...	১৭	১২	৫	৩১	২১	১০	২৭	১৯	৮	১৩	৯	৪

১৮৮১ খৃঃ—১২৯০ ত্রিং।

				বর্গ মাইল
আয়তন	...	...	...	৪,০৮৬
মোট জনসংখ্যা		...	...	৯৫,৬৩৭
পুরুষ	...	...	...	৫১,৪৫৮
স্ত্রী	...	...	...	৪৪,১৭৯

১৮৭২ খৃঃ হইতে

মোট বৃদ্ধি	...	...	...	৬০,৩৭৫
শতকরা বৃদ্ধি		...	...	১৭১·০
প্রতিবর্গ মাইলে জন সংখ্যা			...	

১৮৭২ খৃঃ—১২৮১ ত্রিং।

				বর্গ মাইল
আয়তন	...	...	...	৩,৮৬৭
থানার সংখ্যা		...	...	৬,৩২৯
জন সংখ্যা		...	...	৩৫,২৬২
পুরুষ	...	...	...	১৮,২৬২
স্ত্রীলোক		...	...	১৭,০০০
প্রতিবর্গ মাইলে জন সংখ্যা			...	৯ জন
প্রতি থানাতে জন সংখ্যা			...	৫·৬ জন

ইম্পিরিয়াল টেবল ১০নং।

ভাষা।

১৩২০ ত্রিং।

ভাষা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
আসামী	৯৯	৫৭	৪২
বাংলা	৯৭,৮৫৮	৫৩,০৫১	৪৪,৮০৭
গুজরাটী	১৪৮	৯০	৫৮
হিন্দী এবং উর্দ্দু	৬,২৮৪	৩,৩৬৭	২,৯১৭
নেপালী	১৭০	৮৫	৮৫
উড়িয়া	৭৮০	৫৫৮	২২২
পস্তু	১০	১০	—
বর্ম্মা	১,৬১০	৮৪৩	৭৬৭
গারো	২৬৪	১৩৪	১৩০
হালাম	২,৯৪১	১,৫৭৩	১,৩৬৮
থ্যাঙ্গ	৩	৩	—
কুকী	৬,২২২	৩,১১৯	৩,০৫৭
লুসাই	৫৬১	২৭৪	২৮৭
মণিপুরী	১৬,০৮১	৮,৭১৭	৭,৩৬৪
ম্রু	২১১	১১৪	৯৭
রাঙ্খাল	৫৫৬	২৬৩	২৯৩
ত্রিপুরা	৯৩,৯৮০	৪৮,৭১৭	৪৫,২৬৩
মাগুরী	৫৭	৩০	২৭
সাঁওতালী	৫৮৩	২৯৪	২৮৯
ভুরী	২৯	১৬	১৩
ওরাউঁ	২৬২	১৩০	১৩২
তেলেগু	৪৫১	২৩৫	২১৬
অন্যান্য	১১১	৬২	৪৯
চীনা	১৭	১৫	২
ইংরাজী	৮	৫	৩

১১নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

জন্মস্থান।

১৩২০ ত্রিং।

জন্মস্থান	গণনাকালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল।		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
মোট জনসংখ্যা	২,২৯,৬১৩	১,২১,৮২০	১,০৭,৭৯৩
ভারতে জন্ম	২,২৯,৪৮৮	১,২১,৭২৫	১,০৭,৭৬৩
বঙ্গদেশে জন্ম	১,৯৫,৯৯২	১,০৩,৪২২	৯২,৫৭০
বঙ্গের বৃটিশ শাসিত জেলা সমূহে ...	৪৮,০৪২	৩২,৩৬৩	১৫,৬৭৯
বৰ্দ্ধমান বিভাগ	১৬৭	৯৯	৬৪
বৰ্দ্ধমান	২৪	১৮	৬
বীরভূম	৭	৪	৩
বাঁকুড়া	৩২	২৪	৮
মেদিনীপুর	১০০	৫৩	৪৭
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৯৫	১২৫	৭০
২০ পরগণা	৮৮	৬৫	২৩
কলিকাতা	৩	১	২
নদীয়া	১৮	১২	৬
মুরশীদাবাদ	৫৯	৩৯	২০
যশোহর	২৩	৬	১৭
খুল্‌না	৪	২	২
রাজসাহী বিভাগ	৩৯	১৬	২৩
রাজসাহী	৫	১	৪
দীনাজপুর	১৯	৪	১৫
জলপাইগুড়ি	১	১	—
দার্জ্জিলিং	২	১	১
রংপুর	২	২	—
পাবনা	৩	২	১
মালদহ	৭	৫	২
ঢাকা বিভাগ	১,৯০২	১,২৪০	৬৬২
ঢাকা	১,৪৩৪	৯১৯	৫১৫

জন্মস্থান	গণনাকালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল।		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ময়মনসিংহ	১৭৪	১০২	৭২
ফরিদপুর	২২৯	১৬৭	৬২
বাখরগঞ্জ	৬৫	৫২	১৩
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪৫,৭৪৩	৩০,৮৮৩	১৪,৮৬০
ত্রিপুরা	৩৫,৩০২	২৪,৬৯৬	১০,৬০৬
নোয়াখালী	৪,৭৫৯	৩,১১৪	১,৬৪৫
চট্টগ্রাম	৫,৫৭৭	৩,০১৩	২,৫৬৪
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১০৫	৬০	৪৫
বঙ্গের স্বাধীন রাজ্য	১,৪৭,৯৫০	৭১,০৫৯	৭৬,৮৯১
ত্রিপুরা রাজ্য	১,৪৭,৯৫০	৭১,০৫৯	৭৬,৮৯১
ভারতের অন্যান্য অংশে ..	৩৩,৪৯৬	১৮,৩০১	১৫,১৯৫
বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশ সমূহে	২৯,৬০৬	১৬,০৮০	১৩,৫২৬
বঙ্গের বৃটিশ শাসিত জেলা সমূহে ...	২৯,৫১২	১৬,০১৯	১৩,৪৯৩
বিহার এবং উড়িষ্যা	২,০০২	১,১৫৫	৮৪৭
নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহে ...	৪৭৯	২৮০	১৯৯
পূর্ণিয়া	৩	—	৩
সাঁওতাল পরগণা	২১৬	১৩২	৮৪
মানভূম	২২৩	১২৭	৯৬
বালেশ্বর	৩৭	২১	১৬
অন্যান্য জেলাসমূহ	১,৫২৩	৮৭৫	৬৪৮
আসাম	২৭,৫০৬	১৪,৮৬০	১২,৬৪৬
সন্নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহ	২৬,৩১৮	১৪,১৯৬	১২,১২২
গোয়ালপাড়া	৯	৬	৩
সিলেট	২৫,৫৪৯	১৩,৮১৩	১১,৭৩৬
লুসাই পাহাড়	৭৬০	৩৭৭	৩৮৩
আসামের অন্যান্য জেলাসমূহ ..	১,১৮৮	৬৬৪	৫২৪
ব্রহ্মদেশ	৪	৪	—
ব্রহ্মদেশের অন্যান্য জেলা সমূহ ...	৪	৪	—

জন্মস্থান	গণনাকালে যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল		
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
দেশীয় রাজ্য	৯৪	৬১	৩৩
বিহার এবং উড়িষ্যাস্থ দেশীয় রাজ্য ...	৮	৬	২
ময়ূরভঞ্জ —	৮	৬	২
আসাম রাজ্য	৮৬	৫৫	৩১
ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যসমূহ	৩,৮৯০	২,২২৩	১,৬৬৭
বৃটিশ শাসিত জেলাসমূহ	৩,৭৪০	২,১৪৪	১,৫৯৬
আজমীড় মাড়োয়ার ...	১	১	—
বোম্বাই	১	১	—
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ...	১,৩৪১	৭৬৭	৫৭৪
মাদ্রাজ	১,০৬৬	৫৫৩	৫১৩
পাঞ্জাব	৫০	৪২	৮
আগ্রা এবং অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ ...	১,২৮১	৭৮০	৫০১
দেশীয় রাজ্য	১৫০	৭৯	৭১
বোম্বাই রাজ্যসমূহ	১০৩	৫৬	৪৭
মধ্যভারতের এজেন্সী ...	২৪	১৭	৭
মহীশূর রাজ্য	১	—	১
রাজপুতানা এজেন্সী ...	৭	—	৭
যুক্তপ্রদেশের রাজ্যসমূহ ..	১৫	৬	৯
এসিয়ার অন্যান্য দেশ	১২২	৯২	৩০
আফগনীস্থান	২৩	২৩	—
আরব	২	২	—
চীন	২	—	২
নেপাল	৯৪	৬৬	২৮
ষ্ট্রেইট সেটেল্‌মেণ্ট এবং মালয় ...	১	১	—
য়ুরোপ	২	২	—
যুক্তরাজ্য	২	২	—
ইংলণ্ড এবং ওয়েইলস্	১	১	—
স্কটলেণ্ড	১	১	—
অষ্ট্রেলিয়া	১	১	—

ইম্পিরিয়াল টেবল ১১নং

যাহাদের জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু গণনাকালে বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন জেলাসমূহে অবস্থান করায় ঐস্থানে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা।

১৩২০ ত্রিং।

জন্ম স্থান ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু গণনা কালে যে জেলায় অবস্থান করিতে ছিল।	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
দার্জ্জিলিং	৬	৫	১
রংপুর	৪	২	২
ঢাকা	১	—	১
ময়মনসিংহ	১	—	১
ত্রিপুরা		৪০	৩৯
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৮২৮	৪৩৫	৩৯৩

ইম্পিরিয়াল টেবল ১২নং

ব্যাধিগ্রস্থের সংখ্যা।

১৩২০ ত্রিং।

রাজ্য	ব্যাধিগ্রস্থদের মোট সংখ্যা			পাগল			কালা বোবা			অন্ধ			কুষ্ঠ রোগী		
	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিপুরা রাজ্য	৩৯৩	২৩৫	১৫৮	১১৩	৫৩	৬০	১০০	৫৮	৪২	১০৪	৬১	৪৩	৭৮	৬৩	১৫

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৩নং

জাতি সমূহের ষ্টেট্‌মেণ্ট।

১৯২০ খ্রিঃ।

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বাগ্‌দী	৭	৪	৩
বৈদ্য	৪৬১	২৮২	১৭৯
বেইন বাস্থা	৪	৪	—
বৈষ্ণব	১৭৫	১০৪	৭১
বাগ্গা	১৪	১০	৪
বাড়হি	৭	৪	৩
বারুই	৭৪১	৩৬৮	৩৭৩
বাউড়ী	২৭	২২	৫
বেদে	২	১	১
বেহারা	৯০	৬৩	২৭
ভর	১৪২	৮৭	৫৫
ভাট	১	১	—
ভোগতা	৪১	১৩	২৮
ভূঁই মালী	১,৩৩৮	৬৮৩	৬৫৫
ভুইয়া	১০০	৭৭	২৩
ভুমিজ	১৮৮	৯৫	৯৩
বিন্দ	২১	১৪	৭
ব্রাহ্মণ	১,৭৪৫	১,১৯৮	৫৪৭
বর্ণ	১৮	১৬	২
দৈবজ্ঞ	১১৭	৭২	৪৫
ব্রাহ্ম	১০	৬	৪
চাক্‌মা	৪,৩১০	২,২৫৮	২,০৫২
চামার	৩৩০	১৮০	১৫০
চীনা	১৭	১৫	২
ধোপা	৫১৪	৩০০	২১৪
গণ্ড	৬৫১	২৮০	৩৭১
গন্ধ বণিক	২৪	২৪	—
গায়েড়ি	৩	৩	—
গারো { হিন্দু	২০৭	৯৪	১১৩
গারো { ভূত প্রেত পূজক	৬৬	৩৯	২৭
গোড়	৪৯০	৩৭৫	১১৫

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ঘাটোয়াল	১৩০	৭২	৫৮
গোয়ালা	৫২৩	৩৫৭	১৬৬
গুরুং	২৬	২০	৬
হাড়ী	৩	৩	—
যোগী	৪,৪৭৮	২,৫৮১	১,৮৯৭
কাছারী	৬	৪	২
কাহার	১৩৬	৮৬	৫০
কৈবর্ত্ত { চাষী	২৪২	১৩৩	১০৯
কৈবর্ত্ত { জালিয়া	২০৮	১২১	৮৭
কামার (হিন্দু)	৩৫৩	১৭২	১৮১
কাপালী	১,৯৬৩	৯৮১	৯৮২
কায়স্থ	৩,৫২৬	২,৫০৯	১,০১৭
কেওরাত	৩	১	২
খাড়িয়া (হিন্দু)	২৫	১৪	১১
খিয়াং (ভূত প্রেত পূজক)	৩	৩	—
কায়রী	১১২	৭১	৪১
কোরা	১৬	১৬	—
ক্ষত্রিয়	১৫,৯৭০	৮,১৫৩	৭,৮১৭
কুকী { হিন্দু	২,২৮১	১,১৪০	১,১৪১
কুকী { ভূত প্রেত পূজক	৪৬	২৬	২০
কুকী (হালাম)	৫,৬১১	২,৮১৬	২,৭৯৫
কুম্ভকার	২৬১	১৫৮	১০৩
কুর্ম্মী	১৪৩	১১০	৩৩
লোহার হিন্দু	১৮	৭	১১
মগ (বৌদ্ধ)	১,৯৩০	১,১৬১	৭৬৯
মাহার	১১৪	৫৪	৬০
মালী (মালাকার)	২,৮৬২	১,৫০১	১,৩৬১
মল্ল	৩২	৩২	—
মালো	৩২	২৯	৩
মাঁঝি (হিন্দু)	৩৪	৩৪	—
ময়রা	৩	৩	—
মেথর	৭৬	৩৬	৪০
অন্যান্য হিন্দু	৭২০	৩৮৫	৩৩৫
শিখ	৪	৪	—
মুচী	১,৩৮৪	৬৯৬	৬৮৮
মুণ্ডা (হিন্দু)	২৫৩	১২১	১৩২
মু { হিন্দু	১,১০৯	৫৮২	৫২৭
মু { ভূত প্রেত পূজক	৬২	২৭	৩৫

জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
মুসাহার	৩	৩	—
নমশূদ্র	৪,১৪৬	২,২২৭	১,৯১৯
নাপিত	৪৯৪	৩২৩	১৭১
নট	১৫	১৪	১
নেপালী	৭৮	৪৬	৩২
নুনিয়া	২৫৪	১৪৬	১০৮
ওরাওঁ (হিন্দু)	৩১৫	১৬০	১৫৫
উড়িয়া	৭৯৯	৪৩৭	৩৬২
পান	২১২	১০৭	১০৫
পাশী	১৫১	৯৭	৫৪
পাটনী	১,১৮৭	৬৪৬	৫৪১
রাজবংশী	১১	১১	—
রাজভর	৪০	২৪	১৬
রাজপুত	১৫৩	১০৪	৪৯
সদ্গোপ	৭	৫	২
সাঁওতাল { হিন্দু	১ ০০৬	৫৩৯	৪৬৭
সাঁওতাল { ভূত প্রেত পূজক	২৯	১৭	১২
সাহা	৫৭৭	৪৯১	৮৬
সুবর্ণ বণিক	৩১	৩১	—
শূদ্র	২,৩০৩	১,৩৬৮	৯৩৫
সুনুয়ার	১	১	—
সূত্রধর	১৪২	৯২	৫০
তাঁতি	৪২৭	২২৯	১৯৮
তেলী এবং তিলী	১,৪১১	৭২৯	৬৮২
তেলিঙ্গা	১৭	৭	১০
ত্রিপুরা	৯৪,০৭৫	৪৭,৬৬৩	৪৬,৪১২
টুরী (হিন্দু)	৫৯	৩৭	২২

১৪নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

বয়স ও স্ত্রী পুরুষ ভেদে বিবাহিত ও অবিবাহিত কুকীদের সংখ্যা।

১৩২০ ত্রিং।

বয়স	অবিবাহিত		বিবাহিত		বিপত্নীক অথবা বিধবা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ		পুরুষ	স্ত্রী
০—৫ বৎসর	১৯৫	১৮৯	—		—	—
৫—১২ ,,	২২৩	২১০	—		—	—
১২—১৫ ,,	৭৫	৫৩	২	১৩	—	—
১৫—২০ ,,	৮৫	৪৯	৮	৫৩	—	৪
২০—৪০ ,,	৪৯	২৮	২৮৭	৩০৬	২২	৫০
৪০—তদূর্দ্ধ	১	১	১৬৯	৮৪	২৪	৯৬

মুসলমান সম্প্রদায় সমূহের ষ্টেট্‌মেণ্ট।

১৯২০ খ্রিঃ।

সম্প্রদায়	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
দাই	৩	—	৩
হাজ্জাম	৭৮	৩৮	৪০
কাজি	২	২	—
কুলু	৬	১	৫
মাহীমাল	৬	৩	৩
মোগল	৬০	৩৪	২৬
নাগারচী	১৯১	৮৩	১০৮
পাঠান	১১৬	৬৮	৪৮
সৈয়দ	১৯১	৯৯	৯২
শেখ	৬৪,৩০০	৩৪,৯৬৭	২৯,৩৩৩

১৫ নং ইম্পিরিয়াল টেবল।

পেশা বা জীবিকার্জ্জনের উপায়।

১৩২০ ত্রিং।

পেশা।	উপার্জ্জনকারী পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ। মোট		আংশিকরূপে কৃষিকার্য্যে নিরত ব্যক্তিগণ		পোষ্য
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে
(১) গোচারণ ভূমি রক্ষক ও কৃষক।	২,১৪,৫৪০	৬৭,২১৫	৩২,৫১৪	৭৫	—	১,১৪,৮১১
(১) ক সাধারণ কৃষক	২,১৩,৯৪৩	৬৬,৮২২	৩২,৪৯২	১	—	১,১৪,৬২৯
জমীর খাজানার আয় হইতে জীবিকার্জ্জনকারী	১,৯৫৪	৫২২	৬১	—	—	১,৩৭১
সাধারণ কৃষক	২,০৯,৯৯০	৬৫,৫০৬	৩২,১০২	—	—	১,১২,৩৮২
জমীর মালীকের এজেণ্ট এবং ম্যানেজারগণ	৩৬	২৩	—	১	—	১৩
কৃষি মজুরগণ	১,৯৬৩	৭৭১	৩২৯	—	—	৮৬৩
(১) খ বিশেষ শস্য ও ফল ফুল উৎপাদনকারিগণ	১৩৯	১০১	১৯	৮	—	১৯
চা, কফি, নীল, ইত্যাদি উৎপাদনকারী	৪৬	১৯	১৯	—	—	৮
ফল ফুল, তরকারী পান ইত্যাদি উৎপাদনকারী	৯৩	৮২	—	৮	—	১১
(১) গ বন সংরক্ষকগণ	২৪৬	১০৫	১	৫৩	—	১৪০
জ্বালানি কাষ্ঠ, কাঠ কয়লা এবং অন্যান্য বনজবস্তু সংগ্রহকারিগণ	১৮৬	৮৫	১	৩৯	—	১০০
গো মহিষাদি পালক ও উৎপাদনকারী	২১২	১৮৭	২	১৩	—	২৩
গো মহিষাদি রক্ষকগণ	১০০	৮৬	—	১২	—	১৪
গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চালক	১১২	১০১	২	১	—	৯
মৎস্য ধরা এবং শীকার করা	১৪৬	৫১	১৭	৪	—	৭৮

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ।				পোষ্য
		মোট		আংশিকরূপে কৃষি কার্য্যে নিরত ব্যক্তিগণ		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
বয়নশিল্প	৪২৪	১৬৪	১৯১	৪৩	—	৬৯
সুতা কাটা, বুনা ইত্যাদি	৪১৩	১৬২	১৮২	৪৩	—	৬৯
পাট চাপা দেওয়া	২	২	—	—	—	—
রজ্জু তৈয়ারী	৯	—	৯	—	—	—
কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্পে রত ব্যক্তিগণ	১৯৯	১৯২	১৭	২৯	—	৯০
করাতি সুত্রধর, ইত্যাদি	১৬৯	১৩৯	—	২৪	—	৩০
বাস্কেট প্রস্তুত, এবং অন্যান্য কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্প	১৩০	৫৩	১৭	৫	—	৬০
ধাতু সংক্রান্ত শিল্প	৯১	৮৮	—	৩৫	—	৩
বন্দুক ইত্যাদি প্রস্তুতকারী	৬	৬	—	—	—	—
অন্যান্য লৌহকারগণ	৮১	৮০	—	৩৫	—	১
পিতল তামা ও কাঁসের দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারিগণ	২	—	—	—	—	২
অন্যান্য ধাতুর দ্রব্য প্রস্তুতকারিগণ	২	২	—	—	—	—
কুম্ভ কার্য্য	১১৫	৭০	১১	৬	—	৩৪
কুম্ভকারগণ	১০১	৬০	১১	৩	—	৩০
ইট এবং টালি প্রস্তুতকারিগণ	১৪	১০	—	৩	—	৪
রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত	৬৬	২৭	২	১৭	—	৩৭
শিল্প কর্ম্ম, শস্য পরিষ্কার এবং খনিজ তৈল উৎপাদনকারিগণ	৬৬	২৭	২	১৭	—	৩৭
খাদ্য সংক্রান্ত কার্য্যে রত ব্যক্তিগণ	২৪৫	১০	১৩০	৪	—	১০৫

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ। মোট পুরুষ	মোট স্ত্রী	আংশিকরূপে কৃষি কার্য্যে রত ব্যক্তিগণ পুরুষ	স্ত্রী	পোষ্য স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
ধান্য চূর্ণ করা, ঝাড়া এবং ময়দা পেশা	২৩০	—	১২৯	—	—	১০১
রুটি বিস্কুট প্রস্তুতকারী	১৪	১০	—	৪	—	৪
শস্য ভাজা এবং ঝল্‌সান	১	—	১	—	—	—
প্রসাধন ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারী	৫৪২	২৫৭	১০	৪০	—	২৭৫
দরজী, পোষাক প্রস্তুতকারী ও রিফু কর্ম্মী	৫১	২৬	—	২	—	২৫
বুট, চটি এবং সেণ্ডেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারিগণ	১৪০	৪৭	৩	—	—	৯০
ধোপা	২০০	৯০	৬	১৬	—	১০৪
নাপিত	১৫১	৯৪	১	২২	—	৫৬
ঘরের আসবাব দ্রব্যাদি প্রস্তুত-কারী	৭	৪	—	২	—	৩
কেবিনেট প্রস্তুতকরা এবং গাড়ী রং দেওয়া	৪	৩	—	২	—	১
গৃহের পর্দ্দা, কার্পেট, ইত্যাদি এবং তাঁবু প্রস্তুতকারী	৩	১	—	—	—	২
গৃহাদি নির্ম্মাণ সংক্রান্ত শিল্প কার্য্য (বাঁশ, বেত ইতাদি ব্যতীত)	৯২১	৫৪৫	১০১	১০২	—	২৭৫
খননকারী ও থামের তলা নির্ম্মাণকারী	৬৭৪	৩৪৮	৯৭	৬৩	—	২২৯
রাজমিস্ত্রী	১০৩	৬৮	৪	১১	—	৩১
অন্যান্য গৃহকর্ম্মীগণ	১৪৪	১২৯	—	২৮	—	১৫
শিল্পবিদ্যা, দর্শন শাস্ত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত	১৮২	১২৮	—	৪৩	—	৫৪

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ				পোষ্য
		মোট		আংশিকরূপে কৃষি কার্য্যে রত ব্যক্তিগণ		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
প্রিণ্টার, এন্‌গ্রেভার ও দপ্তরী ইত্যাদি	৩	১	—	—	—	২
মূল্যবান প্রস্তর এবং ধাতুর গহনা ইত্যাদি প্রস্তুতকারিগণ	১৭৬	১২৬	—	৪৩	—	৫০
মালী মেথর ইত্যাদি	৮০	২৪	১৬	৯	—	৪০
জলপথ যোগে বহন	১৬৮	১০৮	—	১৪	—	৬০
জাহাজ ও নৌকার মালিকগণ, মাঝি মাল্লাগণ	১৬৮	১০৮	—	১৪	—	৬০
রাজপথ যোগে বহন	৪৪১	৩৬৮	—	২০	—	৭৩
রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ	২৩৯	২৩৯	—	১৭	—	—
যন্ত্রবলে চালিত যানাদি ব্যতীত অন্য ন্য যানাদির মালীক এবং তাহাদের অধীনস্থ চাকুরীয়াগণ	৫৯	৩৯	—	—	—	২০
পাল্কীর মালীক ও বাহকগণ	১৪৩	৯০	—	৩	—	৫৩
রেলপথ যোগে বহন	২	২	—	—	—	—
কুলী ব্যতীত অন্যান্য রেল কর্ম্মচারিগণ	২	২	—	—	—	—
পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ	৯৯	৬৬	—	১৮	—	৩৩

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ। মোট		আংশিকরূপে কৃষি কার্য্যে রত ব্যক্তিগণ		পোষ্য
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
চিনি, গুড় ও মিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রেতা	২৭	১৬	—	—	—	১১
এলাচি, তাম্বুল, পান, শাকশব্জী, ফল ইত্যাদি বিক্রেতা	১৮৭	৬০	৩	২	—	১২৪
শস্য এবং ডাইল ব্যবসায়িগণ	৪৬	২৩	৩	—	—	২০
ভেড়া, ছাগল, শূকরের ছানা ইত্যাদি ব্যবসায়িগণ	৩	২	—	—	—	১
তৈয়ারী পোষাক, প্রসাধন দ্রব্য, ছাতা জুতা, মোজা, গন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবসায়িগণ	৩৫	১	—	—	—	৩৪
আসবাব সংক্রান্ত ব্যবসায়	২১	১৫	৪	১	—	২
কার্পেট, পর্দ্দা, বিছানা ইত্যাদির ব্যবসায়	১৫	৯	৪	১	—	২
লৌহ, তাম্র, পিতল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত বাসন পত্রাদি, কাঁচের জিনিষাদি, এবং উদ্যান সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বিক্রেতাগণ	৬	৬	—	—	—	—
ইট, টালি, বালু, সিমেন্ট ইত্যাদি বিক্রেতা	৪৩	৩৭	—	—	—	৬

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ। মোট		আংশিকরূপে কৃষি কার্য্যে ব্রত ব্যক্তিগণ		পোষ্য
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
জ্বালানী কাষ্ঠ ব্যবসায়ী	৩২১	১৪০	৫৮	৯	২৮	১২৩
বিলাস সামগ্রী সমূহ এবং বিজ্ঞান ও কলা সংক্রান্ত ব্যবসায়	৩৫	৩৪	—	৯	—	১
ঘড়ি ও চস্‌মার দ্রব্যাদি বিক্রেতা	১৮	১৮	—	৮	—	—
সাধারণ বলয় মালা, পাখা, পুতুল ইত্যাদি বিক্রেতা	১৬	১৫	—	১	—	১
পুস্তক বিক্রেতা প্রকাশক, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি বিক্রেতা, ছবি ও বাদ্য যন্ত্রাদি বিক্রেতাগণ	১	১	—	—	—	—
অন্যান্য প্রকারের ব্যবসা	৭৭০	৫১৮	৫	৮৮	—	২৪৭
সাধারণ দোকানদারগণ	৭৫৮	৫১২	৫	৮৭	—	২৪১
যাদুকর	৭	৫	—	—	—	২
সৈন্য	১০৮	৪২	—	৬	—	৬৬
পুলিশ বাহিনী	৩৫	৩৩	—	৫	—	২
পুলিশ কনেষ্টবল	৩২	৩০	—	৩	—	২
গ্রাম রক্ষকগণ	৩	৩	—	২	—	—
রাজ্য শাসন	১,৫৭১	৮৫২	—	২৫৬	—	৭১৯
রাজ্যের চাকুরী	১১৬	৮৫	—	২১	—	৩১
স্বীয় রাজ্যের এবং বিদেশী রাজ্যের চাকুরী	১,৪৫৫	৭৬৭	—	২৩৫	—	৬৮৮
ধর্ম্ম	৯৫৭	৪১৬	১৮	৮১	৩	৫২৩
পুরোহিত আচার্য্য ইত্যাদি	৯১০	৩৮৩	১৮	৮১	৩	৫০৯
ফকির, সন্ন্যাসী ইত্যাদি	৪৬	৩২	—	—	—	১৪
মন্দিরের সেবায়েৎ ও চাকুরিয়াগণ	১	১	—	—	—	—
আইন	৪২৮	৯০	—	৪৬	—	৩৩৮
সর্ব্বপ্রকার আইন ব্যবসায়িগণের কেরাণীগণ ও দরখাস্তকারিগণ	১	১	—	—	—	—
চিকিৎসা শাস্ত্র	৩৬৯	১৩৪	৪	২৪	—	২৩১

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ				পোষ্য
		মোট		আংশিকরূপে কৃষিকার্য্যে রত ব্যক্তিগণ		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ	৩৩৭	১১৫	২	১৮	—	২২০
ধাই, টীকা প্রদানকারী নার্স ইত্যাদি	৩২	১৯	২	৬	—	১১
সর্ব্বপ্রকার শিক্ষক ও প্রফেসারগণ	৩৩৩	১৩৫	৬	৩৯	—	১৯২
বিজ্ঞান ও কলা বিদ্যা	৩৩৯	১৯৭	১	২২	—	১৪১
মিস্ত্রী, সার্ভেয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ	১০৪	৮২	—	—	—	২২
অন্যান্য গ্রন্থকার, সম্পাদক সাংবাদিক এবং ছায়াচিত্রকরগণ	১৬	৯	—	—	—	৭
সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের মাষ্টার গায়ক এবং নৃত্যকারগণ	২১৯	১০৬	১	২২	—	১১২
নিজ আয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী	২৪৪	১৮	৫২	—	—	১৭৪
গৃহস্থ ঘরের চাকুরী	১,৮২৫	৭৫৩	৩০২	৪২	—	৭৭০
পাকের কার্য্য, জলটানা, দ্বার রক্ষা ইত্যাদি	১,৭০১	৭০৫	৩০২	৪০	—	৬৯৪
সহিস, কোচম্যান, কুকুর রক্ষক	১২৪	৪৮	—	২	—	৭৬
অসম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত পেশা সমূহ	৯০৪	৬৪৯	—	৮৪	—	২৫৫
ব্যবসায়ী, কণ্ট্রাক্টার ইত্যাদি	৪৩	২৩	—	৯	—	২০
কেরাণী, দোকানী, হিসাব গ্রহণকারী ইত্যাদি	১১৮	১০২	—	২৯	—	১৬
শ্রমিক ও মজুরগণ (অন্য প্রকারের অনির্ব্বাচিত)	৭৪৩	৫২৪	—	৪৬	—	২১৯
জেলখানা, আশ্রম, দরিদ্রাবাস ইত্যাদির বাসিন্দাগণ	৪১	৪১	—	—	—	—
ভিক্ষুক, বেকার এবং বেশ্যাগণ	১,১৫৩	৪২০	৪৫৮	২১	৪	২৭৫

পেশা	উপার্জ্জনকারী ও পোষ্যগণ	উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিগণ				পোষ্য
		মোট		আংশিকরূপে কৃষিকার্য্যে রত ব্যক্তিগণ		
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী পুরুষ উভয়ে
ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান সমূহের ম্যানেজার, কেরাণী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ	৩৬৬	৫৭	১১	১৪	১	২৯৮
দালাল, কমিশন এজেন্ট ইত্যাদি	১	১	—	—	—	—
বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ, রেশম, পশম তুলা ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি	১০৮	৬৭	১৬	১৪	—	২৫
লোম, চর্ম্ম ইত্যাদি ব্যবসায়িগণ	১০৪	৩৩	৫	৫	—	৬৬
কাষ্ঠ ব্যবসায়ী	১৭৩	৮৪	৩৭	৫	—	৫২
কুম্ভকার্য্য	২৯	৪	১৪	—	—	১১
রসায়নিক দ্রব্যাদি যথা, ঔষধ, রং, পেট্রল ইত্যাদি বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবসায়ীগণ	৬	—	—	—	—	৬
হোটেলখানা ও সরাইখানা সংশ্রবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ	৩	৩	—	—	—	—
খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবসায়ী	৯২৩	৫৪১	৩৭	৯০	১	৩৪৫
মৎস্য ব্যবসায়ী	১৮১	১১৬	২১	৩৯	১	৪৪
উদ্ভীদজাত তৈল, লবণ এবং অন্যান্য ঝাল, মশলা, আচারাদি বিক্রেতা	৪৫৭	৩২১	৫	৩০	—	১৩১
মুরগী, ডিম ইত্যাদি বিক্রেতা	২২	৩	৫	—	—	১৪

১৫নং ইম্পিরিয়াল টেবলএর ক্রোড়পত্র।)

জীবিগণের গৌণপেশা সম্বন্ধীয় ষ্টেটমেণ্ট।

১৩২০ ত্রিং।

মুখ্য পেশা	মোট সংখ্যা	গৌণপেশা বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা		গৌণ পেশা												
		কৃষক	কৃষক ব্যতীত অন্যান্য	খাজানাদাতা	সংসারী চাকুরিয়াগণ	কুসীদজীবি ও শস্য ব্যবসায়ী	অন্যান্য সকল প্রকারের ব্যবসায়ী	পুরোহিত	সর্ব্বপ্রকারের কেরাণী (সরকারী কার্য্য ব্যতীত)	আইন ব্যবসায়ী	স্থাবর সম্পত্তির ম্যানেজার	চিকিৎসা ব্যবসায়ী	শিক্ষকগণ	অন্যান্য পেশা	কুলীর সর্দারগণ
খাজানা গৃহীতা															
পুরুষ	৫২২	১৪৯	১৩০	১৪৯	৮	৬	৩৮	২	২৪	২	৩	১	১	৪০	৫
স্ত্রী	৬১	৮	২	৮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

মুখ্য পেশা	মোট সংখ্যা	কৃষক	কৃষক ব্যতীত অন্যান্য	খাজানা গৃহীতা	কৃষি মজুরী	সাধারণ মজুরী	সরকারী চাকুরীয়াগণ	কুসীদজীবি শস্য ব্যবসায়ী	অন্যান্য ব্যবসা	ধীবর এবং মাঝি মাল্লাগণ	গো মহিষাদি পালক ও গোয়ালা	গ্রাম্য চৌকিদার	তাঁতি	নাপিত	তৈল পেষণকারী	ধোপা	কুম্ভকার	কর্ম্মকার ও সূত্রধর	অন্যান্য পেশা
খাজানা দাতা																			
পুরুষ	৬৫,৫০৬	১,৩০২	৫,৩৩০	১,০৫৮	২৪৪	১,১৫১	৪৮	৯৯	১,৫৯৭	৫৬৭	৫৪	১৯	৬৩	৩৩	১০৬	২৮	১৩	৩৫	১,৫১৪
স্ত্রী	৩২,১০২	৭৪	৪৬৬	২৩	৫১	২	—	—	৯	৪০	—	—	২৮৬	—	২	—	—	—	১২৭

মুখ্যপেশা	মোট সংখ্যা	গৌণ পেশা বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা		গৌণ পেশা		
		কৃষক	কৃষক ব্যতীত অন্যান্য	খাজানা দাতা	সাধারণ মজুরী	অন্যান্য পেশা
কৃষি মজুরী						
পুরুষ	৭৭১	৫	২০	৫	১৩	৭
স্ত্রী	৩২৯	১	১	১	—	১

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৭নং।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের জাতি ও য় ভেদে বিভাগ।

১৩২০ ত্রিং।

খৃষ্টানগণের সম্প্রদায় ও জাতি	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সর্ব্ব সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান	১৩৮	৭৫	৬৩
ভারতবর্ষীয় খৃষ্টান	১১৮	৬৬	৫২
দেশীয় খৃষ্টান	৫	৪	১
দেশীয় ব্যাপ্‌টিষ্ট	৬২	৩১	৩১
রোমান ক্যাথোলিক	৭১	৪০	৩১

ইম্পিরিয়াল টেবল ১৮নং।

য়ুরোপীয় এবং আরমেনিয়গণের জাতি এবং বয়স ভেদে বিভাগ।

১৩২০ ত্রিং।

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
বৃটিশের লোক		
০—১২	—	৬
১৫—৩০	১	৪
৩০—৫০	৩	—
য়ুরোপীয়ান (ভারতে জন্ম)		
১৫—৩০	—	১
৩০—৫০	১	—
৫০ এবং তদূর্দ্ধে	১	—